হানাফী ফেকহ তত্ত্ব বা মসলা ভাণ্ডার

প্রথম ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান,
সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ, মুবাল্লিগ,
ফকিহ শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র
পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ও

বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত।

তৃতীয় মুদ্রণ সন ১৪১১ সাল

সাহায্য মূল্য ১০০ টাকা মাত্র।

এই কেতাবে সাধারণতঃ যে সমস্ত কেতাব হইতে মসলা মাসায়েল গৃহীত হইয়াছে তৎসমস্তের নাম ও সাঙ্কেতিক চিহ্ন লিখিত হইতেছে।

১। আলমগিরি (আঃ), ২। রদ্দোল-মোহতার (শাঃ), ৩। দোর্রোল মোখতার (দোঃ), ৪। মাজমায়োল-আনহোর (মাজাঃ), ৫। মোলতকাল-আবহোর (মোলঃ) ৬। বাহরোর-রায়েক (বাঃ), ৭। মেনহাজোল খালেক (মেনঃ), ৮। দোরারোল-হেকাম (দোরাঃ), ৯। হাশিয়ায় শারাম্বালালিয়া (হাঃ শাঃ), ১০। হাশিয়ায় দোর্রোল মোখতারে তাহতাবি (তাঃ), ১১। হাশিয়ায় মারাকিল ফালাহে তাহতাবি (মাঃ তাঃ), ১২। নুরোল ইজাহ (নুঃ), ১৩। তনবিরোল আবছার (তনঃ) ১৪। হেদায়া (হেদাঃ), ১৫। শরহে বেকায়া (শঃ), ১৬। আশবাহোন্নাজায়ের (আশঃ), ১৭। ফাতাওয়ায় বোরহানা (ফাতাঃ), ১৮। তবইনোল-হাকায়েক (তবঃ) ১৯। হাশিয়ায় শীবলী (হাঃ শিঃ), ২০। ফৎহোল-কদির (ফঃ), ২১। এনায়া (এনঃ), ২২। কেফায়া (কেঃ), ২৩। শরহে ইলইয়াছ (শঃ ইঃ), ২৪। আবুল মাকারেম (আঃ মাঃ), ২৫। বারজান্দি (বারঃ), ২৬। জখিরাতোল-ওকবা (জঃ), ২৭। জামেয়োর রমুজ (জাঃ), ২৮। ফাতাওয়ায় বাজ্জাজিয়া (ফাঃ বাঃ), ২৯। ফাতাওয়ায় সেরাজিয়া (ফাঃ সেঃ), ৩০। মারাকিল ফালাহ (মাঃ), ৩১। দোর্রোল মোন্তাকা (দোঃ মোঃ), ৩২। কাজীখান (কাঃ), ৩৩। কবিরি (কঃ), ৩৪। ছগিরি (ছঃ), ৩৫। মনইয়া (মনঃ), ৩৬। আরকানে আরবায়া (আঃ আঃ), ৩৭। কাঞ্জের টীকা আয়নি (আয়ঃকাঃ), ৩৮। হেদায়ার টীকা আয়নি (আঃহেঃ), ৩৯। কাঞ্জের টীকা মোল্লা মিছকিন (মোল্লাঃ), ৪০। ফাতাওয়ায় এনকারাবী (ফাঃ এনঃ), ৪১। ফাতাওয়ায় গেয়াছিয়া (ফাঃ গেঃ), ৪২। জামেয়োল ফছুলাএন (জাঃ ফঃ), ৪৩। ওকেয়াতোল মুফতিন (ওঃ মুঃ), ৪৪। ফাতাওয়ায় আছয়াদিয়া (ফাঃ আছঃ), ৪৫। তনকিহে ফাতাওয়ায় হামিদিয়া (তঃ ফাঃ হঃ), ৪৬। ফাতাওয়ায় হামিদিয়া (ফাঃ হাঃ), ৪৭। কেনইয়া (কেঃ), ৪৮। গোরার (গোঃ), ৪৯। গায়াতোল আওতার (গাঃ আঃ), ৫০। বোখারির টীকা আয়নি (আঃবোঃ), ৫১। খোলাছাতোল ফাতাওয়া (খোঃ ফাঃ), ৫২। ছালাতে মছউদি (ছাঃ মাঃ), ৫৩। মবছুতে ছারাখছি (মঃ ছাঃ), ৫৪। লোবাবের টীকা (লোঃ টীঃ)।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

হানাফী ফেক্‌হ-তত্ত্ব

বা

মসলা ভাণ্ডার।

প্রথম ভাগ

প্রশ্ন : এল্‌মে ফেক্‌হ শিক্ষা করা কি?

উত্তর : নামাজ, রোজা, জাকাত, ইত্যাদি সংক্রান্ত ফেক্‌হের মস্‌লাগুলি শিক্ষা করা ফরজ।

প্রশ্ন : এল্‌ম কয় প্রকার এবং উহার প্রত্যেক প্রকার শিক্ষা করার হুকুম কি?

উত্তর : আল্লামি নিজ ফছুল গ্রন্থে লিখিয়াছেন, নিজের দীন কায়েম রাখিতে বিশুদ্ধ ভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য কার্য্য (আমল) করিতে এবং মনুষ্যদিগের সহিত (সদ্ভাবে) জীবন যাপন করিতে যাহা কিছু আবশ্যক হয়, এই পরিমাণ এল্‌ম শিক্ষা করা ইস্‌লামের ফরজ। প্রত্যেক সক্ষম, সজ্ঞান বালেগ পুরুষ ও বালেগা স্ত্রীলোকের প্রতি দীন ও হেদাএতের এল্‌ম শিক্ষা করার পরে ওজু, গোছল, নামাজ ও রোজার এল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ। জাকাতের উপযুক্ত অর্থশালীর পক্ষে জাকাতের এল্‌ম এবং হজ্জের উপযুক্ত লোকের পক্ষে হজ্জের এল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ। ব্যবসায়িদিগের পক্ষে ক্রয় বিক্রয়ের এল্‌মে (মস্‌লা) শিক্ষা করা ফরজ, উদ্দেশ্য এই যে, যেন তাহারা (তৎসংক্রান্ত) যাবতীয় ব্যাপারে সন্দেহজনক

সূচীপত্র

ও মকরূহ কার্য্য না করেন। এইরূপ যিনি যে কোন প্রকার পেশা অবলম্বন করেন, তাহাকে সেই বিষয়ের এল্‌ম ও মছলা শিক্ষা করা ফরজ, উদ্দেশ্য এই যে, যেন সে-ব্যক্তি সেই সম্বন্ধে হারাম কার্য্যে পতিত না হয়। —শামি, ১/৪৫/৪৫। তবইনোল-মাহারেম কেতাবে আছে, ইহাতে সন্দেহ নাই যে, (নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ্জ ও ইমান) এই পাঁচটি ফরজের এল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ, বিশুদ্ধভাবে (এখলাছের সহিত) এবাদত করার এল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ; কেননা আমলের ছহিহ্ হওয়া উক্ত এখলাছের উপর নির্ভর করে। হালাল ও হারামের এল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ। রিয়ার এল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ; কেননা এবাদতকারী রিয়া করার (লোক দেখাইবার উদ্দেশ্যে এবাদত করার) জন্য উক্ত এবাদতের ছওয়াব হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। হিংসা ও আত্মগরিমার এল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ; কেননা যেরূপ অগ্নি কাষ্ঠ দগ্ধীভূত করে, সেইরূপ উক্ত হিংসা ও আত্মগরিমা আমল নষ্ট করিয়া ফেলে। যাহারা ক্রয় বিক্রয়, নেকাহ ও তালাক কার্য্যে সংলিপ্ত হয়, তাহাদের পক্ষে উক্ত বিষয়গুলির এল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ। যে সমস্ত শব্দে হারাম কিম্বা কাফেরির সৃষ্টি করে, এইরূপ শব্দগুলির এল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ। আল্লাহতায়ালার শপথ, এই জামানায় এই এলমটি নিতান্ত জরুরি, কেননা তুমি আম লোককে কাফেরি জনক কথা বলিতে শুনিয়া থাকিবে; অথচ তাহারা উক্ত কাফেরি কথাগুলিকে কাফেরি কথা বলিয়া জানে না।

নিরক্ষর (বে এল্‌ম) ব্যক্তির পক্ষে প্রত্যেক দিবসে নিজের ইমান সংশোধন (তজদিদ) করা এবং প্রত্যেক মাসে একবার কিম্বা দুইবার দুইজন সাক্ষীর সমক্ষে নিজের স্ত্রীর নিকাহ দোহরাইয়া লওয়া এহতিয়াত; কেননা পুরুষের দ্বারা (উক্ত প্রকার) ভ্রম (কাফেরি কথা) প্রকাশিত না হইলেও স্ত্রীলোকদের দ্বারা অনেক সময় উহা ঘটিয়া থাকে। —শামি, ১/৪৪।

শামি প্রণেতা বলেন—অহঙ্কার, কৃপণতা, বিদ্বেষ, গচ্ছিত হরণ, ক্রোধ, শত্রুতা, লোভ, ঘৃণা শরিয়তের শৈথিল্য, সত্য কথা অস্বীকার, চক্র, হৃদয় কাঠিন্য, দীর্ঘ কামনা ইত্যাদি নফছের দোষ, কোন মনুষ্য উপরোক্ত দোষগুলি হইতে নিষ্কৃতি পায় না। এহইয়াওল-উলুম গ্রন্থে এতৎসমস্ত বিষয়কে ধ্বংসকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, উক্ত বিষয়গুলি

হইতে যাহা নিজের জন্য আবশ্যক বলিয়া ধারণা করে, সেই পরিমাণ এল্‌ম শিক্ষা করা ফরজে আএন এবং উক্ত দোষগুলি ত্যাগ করাও ফরজে আএন।

উপরোক্ত এল্‌মগুলি ফরজে আএন, তদতিরিক্ত এল্‌ম যাহাতে অন্যের উপকার হয়, শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া।

তবইনোল মাহারেমে আছে, দুনইয়ার কার্য্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে যে কোন এল্‌মের আবশ্যক হয়, উহা ফরজে-কেফায়া। নিম্নোক্ত বিষয়গুলির এল্‌ম শিক্ষা করা ফরজে-কেফায়া, হাকিমি (চিকিৎসা বিদ্যা) অঙ্ক, নহো, অভিধান, কালাম (আকায়েদ), কেরাত, হাদিছের ইছনাদ, এছিয়ত ও ফারায়েজের অংশবন্টন, লিখনপ্রণালী, মায়া'নি, বদি', বায়ান, (ফেক্‌হের) ওছুল, নাছেখ-মনছুখ জ্ঞান, আ'ম, খাস, নছ, জাহের সম্বন্ধে জ্ঞান, উপরোক্ত বিষয়গুলি এল্‌মে তফছির ও হাদিছের সোপান স্বরূপ। এইরূপ হাদিছ, ইতিহাস, রাবিদের এল্‌ম তাহাদের নামগুলি, ছাহাবাগণের নামগুলি ও তাঁহাদের গুণাবলীর এল্‌ম, রাবিদের সত্যপরায়ণতা, জীবণচরিত ও বয়সের এল্‌ম। মূল পেশা ও জীবন যাত্রার উপায়গুলির জ্ঞান, যথা বস্ত্র বয়ন, রাজ্যশাসন ও রক্ত মোক্ষণ (হেজামত) ও মুসলমানগণের মন্তেক (ন্যায়শাস্ত্র) এই শ্রেণীভুক্ত।

ফেক্‌হ, কোরআন, হাদিছ, নহো, চরিত্র গঠন সংক্রান্ত এল্‌ম, এইরূপ শরিয়তের প্রত্যেক এল্‌মে দক্ষতা লাভ করা মোস্তাহাব। অঙ্ক, জ্যামিতি, পরিমিতি শিক্ষা করা মোবাহ।

দার্শণিকদের ন্যায় শাস্ত্র, এল্‌মে এলাহিয়ত (আল্লাহতায়ালার নিরূপণ বিদ্যা) ও এল্‌মে তবয়ি (পদার্থ বিজ্ঞান) শিক্ষা করা হারাম, যেহেতু উক্ত ত্রিবিধ এল্‌মে জগৎ অনাদি ইত্যাদি কতকগুলি কাফেরি ও বেদয়াতমূলক এবং শরিয়তের বিপরীত মত আছে।— শামি, ১/৪৪/৪৫।

ভোজবাজি (ভেল্কি);—উহাকে আরবিতে শো'বাজা বলা হয়, মেছবাহ গ্রন্থে আছে, উহা যাদুর ন্যায় একপ্রকার ক্রীড়া, উক্ত ক্রীড়াতে লোকে বস্তু বিশেষকে কৃত্রিম আকারে দেখিয়া থাকে।

আল্লামা এবনে হাজার ফৎওয়া দিয়াছেন যে, একদল লোক পথে পথে চক্রাকারে বসিয়া থাকে, তাহারা কোন মনুষ্যের মস্তক কাটিয়া ফেলিয়া পুনরায় উহা সংযোগ করিয়া দেওয়া এবং মৃত্তিকা হইতে টাকা প্রস্তুত করা ইত্যাদি অপূর্ব্ব বস্তু সকল দেখাইয়া থাকে, যদি তাহারা যাদুকর

না হয় তবে যাদুকরদের তুল্য হইবে, তাহাদের পক্ষে উহা করা যায়েজ নহে এবং কোন লোককে তাহাদের নিকট দাঁড়াইয়া থাকা জায়েজ নহে। তৎপরে তিনি মালেকিদের কেতাব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি (কৃত্রিম ভাবে) এক ব্যক্তির হস্ত কাটিয়া ফেলে কিম্বা তাহার উদরে ছুরি চালাইয়া দেয়, যদি উহা যাদু হয়, তবে সে হত্যার যোগ্য হইবে, আর যদি উহা যাদু না হয়, তবে শাস্তিগ্রস্ত হইবে। দোররোল মোখতারে এইরূপ ভেল্কি শিক্ষা হারাম বলিয়া লিখিত হইয়াছে।—শামি, ১/৪৫।

জ্যোতিষ বিদ্যা:—লোকে নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদির গমনা—গমন দেখিয়া জগতের ভাগ্য নির্ণয় করার চেষ্টা করিয়া থাকে, এই বিদ্যাকে জ্যোতিষ বিদ্যা বলা হইয়া থাকে।

হেদায়া প্রণেতা 'মোখতারাতোন্নাওয়াজেল' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, জ্যোতিষবিদ্যা দুই প্রকার—এক প্রকার অঙ্ক (হিসাব) সংক্রান্ত, ইহা সত্য, কোরআণ শরিফের এই আয়ত,—"সূর্য্য ও চন্দ্র হিসাব মতে (গমনাগমন করে)।" উক্ত মতের সমর্থন করে।

দ্বিতীয় প্রকার নক্ষত্র ও আকাশের গতিবিধি দ্বারা জগতের ঘটনাবলী নির্ণয় করা, যদি কেহ ধারণা করে যে, উক্ত ঘটনাগুলি আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দ্ধারিত হুকুম (তকদীর) অনুযায়ী সংঘটিত হয় না, কিম্বা নিজে অদৃশ্য বিষয় (গায়েব) জানার দাবি করে, তবে সে কাফের হইবে।

জ্যোতিষ বিদ্যার মধ্যে যে টুকু শিক্ষা করিলে, নামাজের ওয়াক্ত ও কেবলা জানা যায়, ততটুকু শিক্ষা করিতে কোন দোষ নাই।

শামি প্রণেতা বলিয়াছেন, উপরোক্ত কথায় বুঝা যায় যে, তদতিরিক্ত জ্যোতিষ বিদ্যা শিক্ষা করাতে দোষ আছে, ফছুল গ্রন্থে উহা হারাম বলিয়া লিখিত আছে। দোর্রোল-মোখতারে (দ্বিতীয় প্রকার) জ্যোতিষ শিক্ষা হারাম বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এই জন্য এহইয়াওল-উলুম গ্রন্থে জ্যোতিষ বিদ্যাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। হজরত ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, যে পরিমাণ শিক্ষা করিলে, তোমরা ভূমি ও সমুদ্রের পথ চিনিতে পার, এতটুকু জ্যোতিষ বিদ্যা শিক্ষা কর, তদতিরিক্ত শিক্ষা করিও না। তিনি তিনটি কারণে উহা নিষেধ করিয়াছিলেন, প্রথম এই যে, ইহা অধিকাংশ লোকের পক্ষে ক্ষতিকর, কেননা যখন তাহাকে শিক্ষা দেওয়া হইবে যে, নক্ষত্রের গতিতে অমুক অমুক ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তখন তাহারা

ধারণা করিবে যে, নক্ষত্র ঘটনাবলীর মূল। দ্বিতীয় জ্যোতিষ বিদ্যা অনুমানের উপর নির্ভর করে। তৃতীয় উক্ত বিদ্যায় কোন লাভ নেই, কারণ যাহা তকদীরে আছে, তাহা অখণ্ডনীয়।

— শামি, ১/৪৫/৪৬।

মূল কথা, মাস, দিবসের হিসাব, চন্দ্র, সূর্য্যের উদয় ও অস্তের হিসাব এবং গ্রহণের হিসাব দূষিত নহে, ইহা সত্ত্বেও চন্দ্রের উদয়ের হিসাব কতক সময় ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে। জ্যোতিষের যে অংশে আছে যে, অমুক অমুক তিথিতে, নক্ষত্রের গতিতে অমুক অমুক ঘটনা ঘটিবে, উক্ত গ্রহ, উপগ্রহ ভাল মন্দের বিধাতা, এই অংশ শিক্ষা করা হারাম এবং উহার বিশ্বাস স্থাপন করা হারাম।

"রামাল (ভাগ্য নির্ণয়) বিদ্যা, নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে বিশিষ্ট রেখা ও শূন্য আঁকাইলে, কতকগুলি অক্ষর উৎপন্ন হয়, ইহাতে কতকগুলি শব্দ আবিষ্কার করিয়া লোকের ভাবী শুভ অশুভ নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়, ইহাকে রামাল বলা হয়, ইহা নিশ্চিত হারাম।

আল্লামা এবনে হাজার 'ফাতাওয়া'তে লিখিয়াছেন, ইহা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া হারাম, যেহেতু ইহাতে সাধারণ লোকের ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া হয় যে, সে ব্যক্তি গায়েব (অদৃশ্য বিষয়) জানিতে পারে।
—শামি, ১/৪৬ ।

ছেহের (যাদু মন্ত্র), এই বিদ্যায় মনুষ্যের নফ্ছের এরূপ ক্ষমতা লাভ হয় যে, গুপ্ত প্রকরণ সমূহের জন্য আশ্চর্য্যজনক কার্য্যকলাপ করিতে সক্ষম হয়।

জাফেরাণির টীকায় আছে যে, আমাদের মতে যাদু মন্ত্রের ক্রিয়া সত্য সত্যই প্রকাশ হইয়া থাকে ।

শামানি বলিয়াছেন, ছেহের শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া হারাম, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, যদিও কেহ মুসলমানদিগকে ক্ষতি হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেও ছেহের শিক্ষা করে, তবু উহা হারাম হইবে।

এমাম আবু মনছুর মাতুরিদি, এমাম কারাফি মালেকি ও আল্লামা এবনে হাজার বলিয়াছেন, যে মন্ত্রে ইমান নষ্টকারী কোন বিষয় থাকে, উহা কাফেরি হইবে, আর যদি উহাতে ইমান নষ্টকারী কোন বিষয় না

থাকে, তবে কাফেরী হইবে না। তবে শামি গ্রন্থকার উহার তিন প্রকারের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, কোন কোন প্রকারে কাফেরি মূলক শব্দ, ক্রিয়াও এ'তেকাদ আছে, আর কোন কোন প্রকারে কাফেরিমূলক কোন বিষয় নাই। যদিও কোন কোন প্রকারে কাফেরি মূলক কোন বিষয় না থাকে, তথাচ ফাছাদ ঘটাইবার জন্য যে ব্যক্তি হত্যার যোগ্য হইয়া থাকে।—শামি, ১/৪৬/৪৭।

গণনা বিদ্যা শিক্ষা করা হারাম, কতক গণকে দাবি করিয়া থাকে যে, জ্বেন দৈত্যেরা তাহাকে অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দিয়া থাকে। কতকে প্রশ্নকারীর কথা, কার্য্য ও অবস্থা দ্বারা অদৃশ্য বিষয় অবগত হওয়ার দাবি করে। ভবিষ্যৎ ঘটনার সংবাদ দেওয়া ও অদৃশ্য বিষয় জানাকে আরবিতে কাহানাত বলে এইরূপ দাবি ও বিশ্বাস করা কাফেরী কার্য্য—শামি, ১/৪৭।

কিমির বিদ্যা শিক্ষার জন্য অর্থ নষ্ট করা ও এই অনর্থক বিষয়ের জন্য জীবন নষ্ট করা হারাম। যদি কেহ নিশ্চিতরূপে তাম্রকে স্বর্ণ করিতে সক্ষম হয়, তবে তাহার পক্ষে এই এলম শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া জায়েজ হইবে, আর যদি প্রকৃত পক্ষে তাম্রকে স্বর্ণ করিতে না পারে, তবে ধোকাবাজির জন্য এইরূপ এলম হারাম হইবে।—শামি, ১/৪৭।

তেলেছমাত বিদ্যা—খনিজ পদার্থে এইরূপ কতকগুলি বিশিষ্ট নাম অঙ্কিত করা যে, উক্ত তেলেছমাতকারিদের মতে আকাশ ও নক্ষত্রের সহিত উক্ত নক্ষত্রের সহিত উক্ত নামগুলির সম্বন্ধ আছে, ইহাতে স্বাভাবতঃ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া (খাছিয়েত) সৃষ্টি হয়, ইহাকে তেলেছমাত বলে, ইহা হারাম।

সঙ্গীত ও বাদ্য শিক্ষা করা হারাম। প্রাচীন আরবদের কবিতা শিক্ষা করা ফরজে-কেফায়া, যেহেতু তদ্দারা আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা করা যায়, আর উহাতে কোর-আন ও হাদিছের অর্থ বুঝা যায়।

আবু নওয়াছ প্রভৃতি পরবর্ত্তী কবিদের যে কবিতাবলীতে স্ত্রীলোক, বালকদের সমালোচনা এবং বাতীল ভাব আছে, উহা শিক্ষা করা মকরুহ। আর যে কবিতাবলীতে কোন মুসলমানের অপবাদ (বা দূষিত ভাব) নাই, উহা শিক্ষা করা মোবাহ।—শামি, ১/৪৭/৪৯।

ফেক্হের বৃত্তান্ত।

খয়রাতোল হেছান, ২৮পষ্ঠা,—

এমাম আবু হানিফা (রঃ) প্রথমেই ফেক্হের এল্ম সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে যে ধরণে আছে, সেই ধরণে তিনি উক্ত ফেক্হকে যথা নিয়মে অধ্যায় অধ্যায় করিয়া পুস্তকারে লিখাইয়া ছিলেন।

মানাকেবে-মোয়াফোক, ৯৬ পৃষ্ঠা ;—

"এমাম আবু হানিফা (রঃ) ৮৩ সহস্র মছলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

তিনি যে কোন মছলা হউক, প্রথমে কোরআণ হইতে আবিষ্কার করিতেন, আর কোরআণ শরিফে উক্ত মছলার ব্যবস্থা পাওয়া না গেলে, হাদিছ শরিফ হইতে উক্ত মছলার ব্যবস্থা প্রকাশ করিতেন, যদি কোরআণ ও হাদিছে উক্ত মছলার উত্তর না পাইতেন, তবে বিদ্বানগণের এজমা (একমত স্বীকৃত) ব্যবস্থা হইতে উহার ব্যবস্থা স্থির করিতেন, যদি কোরআণ, হাদিছ ও বিদ্বানগণের এজমায় উক্ত মসলার ব্যবস্থা না পাইতেন, তবে উপরোক্ত দলীলের নজির ধরিয়া উহার ব্যবস্থা স্থির করিতেন। এই শেষ দলীলকে কেয়াছ নামে অভিহিত করা হয়। এজমা ও কেয়াছের মসলাগুলি কোরআণ হাদিসের অস্পষ্টাংশ।

তারিখে এবনে খলদুন, ১/৪৮৮ পৃষ্ঠা—

"সজ্ঞানে সক্ষম সাবালেগ লোকদের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে ওয়াজেব, হারাম, মোস্তাহাব, মকরুহ, মোবাহ, (ইত্যাদি) খোদাতায়ালার হুকুমগুলি অবগত হওয়াকে ফেক্হ বলা হয়। উক্ত হুকুম কোরআন হাদিছ এবং খোদা, রছুল তৎসমুদয় অবগত হইতে যে দলীল সমূহ স্থির করিয়াছেন, তৎসমুদয় হইতে প্রকাশ করা হয়। যে সময় উক্ত দলীলগুলি হইতে হুকুমগুলি আবিষ্কৃত হয়, তখন উহাকে ফেকহ বলা হয়।"

আয়নল-এলম,—

এমাম আবুহানিফা (রঃ) স্বপ্নযোগে শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, খোদাতায়ালা তাঁহার এলমকে রক্ষা করিবেন, উহা মঞ্জুর ও পছন্দ করিয়াছেন এবং তাঁহার উপর ও তাঁহার মজহাবাবলম্বিগণের উপর বরকত নাজেল করিয়াছেন।

কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, মক্কা শরিফে তাওয়াফ, নামাজ ও

ফৎওয়া প্রদান করিতে (এমাম) আবু হানিফার তুল্য সমধিক সহিষ্ণু আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তিনি সমস্ত দিবারাত্র পরকালের চেষ্টায় (রত) থাকিতেন। তিনি কাবা গৃহের মধ্যে (খোদার পক্ষ হইতে) একজন শব্দকারীকে বলিতে শুনিয়াছিলেন, হে আবুহানিফা, তুমি আমার বিশুদ্ধ খেদমত (সেবা) করিয়াছ এবং আমার সর্বাঙ্গ সুন্দর মা'রেফাত লাভ করিয়াছ, অতএব আমি তোমাকে ও কেয়ামত অবধি তোমার অনুসরণকারীগণকে মার্জ্জনা করিলাম।

উক্ত এমাম নিজ মজহাব প্রচারে কুণ্ঠাবোধ করিতেন। তিনি লোকদিগকে নিজের মজহাবের দিকে আহ্বান করিতে স্বপ্নযোগে (হজরত) নবি (ছাঃ) এর ইশারা পাইয়া উক্ত আহ্বানে রত হইয়াছিলেন।

এমাম আজমের শিষ্যগণের সংখ্যা

খয়রাতোল হেছান, ২৩/২৪ পৃষ্ঠা,—

কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, এমাম আবু হানিফার শিষ্যগণের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা দুষ্কর ও দুরূহ ব্যাপার। কোন মোহাদ্দেছ তাঁহার ৮শত শিষ্যের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এমাম আজমের চল্লিশ জন প্রধান প্রধান মোজতাহেদ শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদের সহিত যুক্তি পরামর্শ করিয়া তিনি নিজের মজহাব লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন। এমাম আবু ইউছুফ (রঃ) তাঁহার মজহাব লিপিবদ্ধ করিয়া ছিলেন।—শামি, ১/৬৯।

এমাম আবু ইউছফ শ্রেষ্ঠতম ফকিহ ছিলেন, এমাম আবু হানিফার শিষ্যগণের মধ্যে তাঁহার তুল্য কেহই ছিলেন না। তিনি প্রথমে এমাম আবু হানিফার মজহাব অনুযায়ী 'ওছুলে-ফেকহ' সম্বন্ধে কেতব রচনা করিয়াছিলেন, মসলা মসায়েল লিপিবদ্ধ ও প্রচার করিয়াছিলেন এবং এমাম আবু নানিফার (রঃ) এলম পৃথিবীর কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রচার করিয়াছিলেন।—এবনে খালকান, ২/৩০৪।

এমাম মোহাম্মদ, এমাম আবুহানিফার নিকট এলম শিক্ষার জন্য উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন, তুমি কোরআণ কণ্ঠস্থ কর, তৎপরে

তিনি দুদিবস অনুপস্থিত থাকিলেন, পরে তিনি উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি কোরআন শরিফ কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়াছি। — মানাকেবে-কারদারি, ২/১৩৬।

ইনি (এমাম) আবুহানিফার মজলিশে কয়েক বৎসর ছিলেন, তৎপরে এমাম আবু ইউছফের নিকট ফেকাহ শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি জা'মে কবির, জামে ছগিরের ন্যায় বহু অপূর্ব কেতাব লিখিয়াছিলেন, তাঁহার কেতাবগুলিতে দুর্লভ দুর্লভ বহু মসলা আছে, তিনি (এমাম) আবু হানিফার এল্‌ম প্রচার করিয়াছিলেন। — এবনো — খাল্লেকান।

এমাম মোহাম্মাদের গ্রন্থাবলী।

এমাম মোহাম্মদ প্রথমে মবছুত কেতাব রচনা করিয়া নিজ শিষ্যগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন, তিনি উক্ত কেতাবকে 'আছল' নামে অভিহিত করেন। স্বয়ং এমাম শাফেয়ি (রঃ) এমাম মোহাম্মদের (রঃ) মবছুত কেতাব পছন্দ করিয়া স্মরণ করিয়া লইয়াছিলেন। একজন আহলে কেতাব বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, এমাম মোহাম্মদের (রঃ) মবছুত কেতাব পাঠ করিয়া মোসলমান হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন ইহা তো তোমাদের ছোট মোহাম্মদের কেতাব। তোমাদের বড় মোহাম্মদের (হজরত নবি (ছাঃ) এর) কেতাব না জানি কিরূপ হইবে?

তৎপরে এমাম মোহাম্মদ (রঃ) জামে ছগির নামক কেতাব লিখিয়াছিলেন, উহাতে তিনি মসলাগুলি নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করেন নাই, আবু আবদুল্লাহ জাফেরানি উক্ত মসলাগুলি নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করেন। এই কেতাবে ১৫৩২টি মসলা আছে। এমাম মোহাম্মদ এই কেতাবে এমাম আবু ইউছুফ হইতে রেওয়ায়েত করা মসলাগুলি লিখিয়াছিলেন। এমাম আবু ইউছুফ এত বড় উচ্চ পদধারী হইয়াও দেশ বিদেশে উক্ত পুস্তকখানি সঙ্গে রাখিতেন। প্রাচীনকালে জামেছগির কেতাব কণ্ঠস্থ না করিলে, কেহই কাজীর পদ লাভ করিতে পারিত না। একদল বিদ্বান এই কেতাব খানির টীকা লিখিয়াছিলেন, তৎপরে এমাম মোহাম্মদ 'জামে কবির'

রচনা করেন।

শেখ আকমালদ্দিন বলেন, এই কেতাবে উহার নামের অনুপাতে ফেকহের বৃহৎ অংশ মসলা সন্নিবেশিত হইয়াছে, উহাতে রেওয়াএত এবং (সঙ্গে সঙ্গে) দলীলও লিখিত হইয়াছে। এমাম মোহাম্মদ যে মসলাগুলি এমাম আবু হানিফার (রঃ) নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনি তৎসমুদয় উহাতে লিখিয়াছেন।

বাদশাহ্ ইহা বেনে আবুবকরের এইরূপ নিয়ম ছিল যে, যে ব্যক্তি জামে কবির কণ্ঠস্থ করিতে পারিত, তাহাকে শতদিনার, আর যে ব্যক্তি যামে ছগির কণ্ঠস্থ করিতে পারিত, তাহাকে ৫০ দিনার দান করিতেন। তৎপরে তিনি জিয়াদত কেতাব রচনা করেন। যে সময় তিনি জামে কবির রচনা করিলেন, অনুল্লিখিত আরও কতকগুলি মসলা তাহার স্মরণে আসিয়া যায়, তখন তিনি জিয়াদত নামক কেতাব রচনা করিলেন, তৎপরে অতিরিক্ত আরও কতকগুলি মসলা তাঁহর স্মরণে আসিয়া পড়ে, এইজন্য তিনি উক্ত মসলাগুলি জিয়াদাতোজ্জেয়াদাত নামক কেতাবে লিপিবদ্ধ করেন।

তৎপরে তিনি 'ছায়রে-ছগির' রচনা করেন, শামদেশে এমাম আওজায়ি উক্ত কেতাব দেখিয়া বলিলেন, ইহা কাহার কেতাব? লোকে বলিল, ইহা ইরাক প্রদেশের (এমাম) মোহাম্মদের কেতাব? তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, এরাকবাসিগণ জেহাদ সম্বন্ধে কিইবা রচনা করিবেন? তাহারা ত ছায়ের (জেহাদ) সম্বন্ধের এলম জানেন না? এমাম মোহাম্মদ ইহা শ্রবণ করিয়া 'ছায়রে কবির' নামক কেতাব রচনা করেন। তৎপরে (এমাম) আওজায়ি উক্ত কেতাব পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, এই কেতাবে যদি হাদিছগুলি না থাকিত, তবে আমি বলিতাম যে, তিনি নিজেই এলম প্রস্তুত করিতে পারেন। তৎপরে এমাম মোহাম্মদ ৬০ জেলদে (খণ্ডে) উহা লিপিবদ্ধ করিয়া খলিফার নিকট পাঠাইতে হুকুম করিলেন, তিনি উক্ত কেতাব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং নিজের সময়ের গৌরবজনক বস্তু বলিয়া ধারণা করিলেন।—কশফোজ্জুনুন, ১ খণ্ড, ৩৭৭/৩৮১, ২য় খণ্ড ১১/১২/৪০/৩৭৩ পৃষ্ঠা।

ফেক্‌হের তিন প্রকার মছলা

হানাফী ফেকহের মসলাগুলি তিনি প্রকার,— (১) জাহেরে রেওয়াএত এবং ওছুলের মছলা, ইহাতে (এমাম) আবুহানিফা, আবু ইউছুফ, মোহাম্মদ, জোফার, হাছান প্রভৃতি এমামগণের কথিত মছলা মাছায়েল বর্ণিত হইয়াছে, সাধারণতঃ প্রথমোক্ত তিন এমামের রেওয়াএতকে জাহেরে রেওয়াএত বলা হয়।

এমাম মোহাম্মদের এই ছয়খানা কেতাবকে জাহেরে রেওয়াএত বলা হয়,—মবছুত, জেয়াদত, যামে'ছগির, যামে'—কবির ছায়রে ছগির ও ছায়রে কবির।

দ্বিতীয়,—নওয়াদেরের মছলা মাছায়েল, উক্ত এমামগণ কর্তৃক উপরোক্ত কেতাবসমূহ ব্যতীত অন্যান্য কেতাবে যে মছলাগুলি লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তকে নওয়াদের বলা হয়। যথা; এমাম মোহম্মদের কয়ছানিয়াত, হারুণিয়াত, জোরজানিয়াত ও রোকাইয়াত, এই কেতবাগুলি প্রথমোক্ত ছয়খণ্ড কেতাবের তুল্য প্রসিদ্ধ লাভ করিতে পারে নাই। হাছান বেনে জিয়াদের মোহার্রার, আবু ইউছফের আমালি, এবনো ছেমায়া ও মোয়াল্লা বেনে মনছুরের রেওয়াএত।

তৃতীয়,—ওয়াকেয়াতের মছলা মাছায়েল, এমাম আবু ইউছফ ও মোহাম্মদের মোজতাহেদ শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ যে মসলাগুলির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইতেন, যদি তৎসম্বন্ধে তাহাদের শিক্ষকগণের কোন রেওয়াএত না পাইতেন, তবে নিজেরা এজতেহাদ করিয়া তৎসমস্তের ব্যবস্থা প্রদান করিতেন। এছাম বেনে ইউছুফ, এবনে রোস্তম, মোহম্মদ বেনে ছেমায়া, আবু ছোলায়মান জোরজানি, আবু হাফ্‌ছ বোখারী, এমাম আবু ইউছুফ ও মোহাম্মদের শিষ্য ছিলেন। মোহম্মদ বেনে ছালমা, মোহম্মদ বেনে মোকাতেল, নছির বেনে ইহ্‌ইয়া, আবুল কাছেম বেনে ছালাম তাহাদের প্রশিষ্য ছিলেন। প্রথমে ফকিহ্ আবুল্লাএছ ছামারকন্দি এইরূপ ফৎওয়াগুলিকে নাওয়াজেল কেতাবে সংগ্রহ করেন, তৎপরে বিদ্বানগণ উক্ত ফৎওয়াগুলি অন্যান্য কেতাবে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উক্ত কেতাবগুলির নাম—মজমুয়োন্নাওয়াজেল, ওয়াকেয়াতে নাতেফি এবং ওয়াকেয়াতে ছদরে-শহিদ। তৎপরবর্ত্তী বিদ্বানগণ উপরোক্ত তিন প্রকার

মছলা একত্রিত ভাবে ফাতাওয়ায়-কাজিখান, খোলাছা ইত্যাদি কেতাবে লিপিবদ্ধ করেন। রজিউদ্দিন ছারাখছি উপরোক্ত তিন প্রকার মছলা পৃথক পৃথক ভাবে মুহিত কেতাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইনি প্রথমে জাহেরে-রেওয়াএতের মসলাগুলি, তৎপরে নওয়াদেরের মছলাগুলি, অবশেষে ফৎওয়াগুলি বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য করিয়াছেন। হাকেমে শহিদ, জাহেরে-রেওয়াএতের মছলাগুলি 'কেতাবোল-কাফি'তে সংগ্রহ করিয়াছেন। এই কেতাবখানি মজহাব বর্ণনার পক্ষে অতি বিশ্বাসযোগ্য কেতাব। একদল প্রাচীন বিদ্বান উক্ত কেতাবের টীকা লিখিয়াছেন, এমাম শামছোল-আএম্মায় ছারাখছি যে টীকা লিখিয়াছেন, উহাকে মবছুতে ছারাখছি বলা হয়। আল্লামা তরতুছি বলিয়াছেন, মবছুতে ছারাখছির উপর আস্থা স্থাপন করিতে এবং তদনুযায়ী ফৎওয়া প্রদান করিতে হইবে, উহার বিপরীত মতানুযায়ী কার্য্য করা যাইবে না, এইরূপ মোন্তাকা কেতাবেও মজহাবের জাহেরে রেওয়ায়েতগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে অল্পই নওয়াদেরের মছলা আছে।

এমাম মোহাম্মদের মবছুতের কতকগুলি নোছ্খা (অনুলিপি) আছে, যে নোছ্খাটী আবু ছোলায়মান জওজজানি কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে, তাহাই অতি প্রসিদ্ধ। পরবর্ত্তী কয়েকজন বিদ্বান উক্ত মবছুতের টীকা লিখিয়াছেন, শায়খোল ইসলাম খাহেরজাদা যে টীকাটি লিখিয়াছেন, উহা মবছুতে কবির নামে অভিহিত হইয়াছে। শামছোল-আএম্মায় ছারাখছি প্রভৃতি যে মবছুতের টীকা লিখিয়াছেন, উহাতে এমাম মোহাম্মদের মবছুতের সহিত অন্য শ্রেণীর মছলা লিখিয়াছেন, এই ধরণে ফাখরোল-ইসলাম ও কাজিখান প্রভৃতিতে যামে ছগিরের টীকা লিখিয়াছেন।

হালাবি বলিয়াছেন, এমাম মোহম্মদ অধিকাংশ কেতাব এমাম আবু ইউছফের নিকট পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন, আর যে কেতবাগুলিকে কবির বলা হয়, উহা তিনি নিজে রচনা করিয়াছেন। শামি ১/৭১/৭২।

ফকিহ্গণের শ্রেণীভেদ

ফেকহ্ তত্ত্ববিদ বিদ্বানগণের সাতটি শ্রেণী আছে, প্রথম শ্রেণীকে মোজতাহেদ ফিশ শরিয়ত নামে অভিহিত করা হয়, তাঁহারা (শরিয়তের

আহকাম প্রকাশ করিতে) কতকগুলি মূল নিয়ম (ওছুল) নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন এবং এই কার্য্যের জন্য তাঁহারা অন্যান্য বিদ্বানগণের মধ্যে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিলেন। চারি এমাম ও তাঁহাদের সমশ্রেণী এমামগণ এই— শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয়;— মোজতাহেদ-ফিল-মজহাব শ্রেণী তাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষক (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত আহকাম সংক্রান্ত মূল নিয়মাবলী অনুযায়ী দলীল সমূহ হইতে ব্যবস্থা প্রদান করিতে সক্ষম ছিলেন, এমাম আবু ইউছুফ এমাম মোহাম্মদ এবং এমাম আজমের অন্যান্য শিষ্যগণ এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। ইহারা যদিও কতিপয় ফরুয়াত (আনুসাঙ্গীক) মছলায় উক্ত এমামের খেলাফ করিয়াছেন, অথচ তাঁহারা (নির্দ্ধারিত) মূল নিয়মাবলীতে তাঁহার অনুসরণ (তকলীদ) করিয়াছেন। তৃতীয়;— মোজতাহেদ ফিল মাসায়েল শ্রেণী ইহারা (উপরোক্ত) মূল নিয়মাবলী ও ফরুয়াত মছলা সমূহে উক্ত এমামের খেলাফ (বপরীত মত ধারণ) করিতে সক্ষম নহেন, কিন্তু যে সমস্ত ঘটনার ব্যবস্থা এমাম সাহেব কর্ত্তৃক স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নাই, ইহারা তাঁহার নির্দ্ধারিত নিয়মাবলী অনুযায়ী তৎসমস্তের ব্যবস্থা প্রকাশ করেন, খাছ্ছাফ, তাহাবি, কারখি, হোলওয়ানি, ছারাখছি, বজদরি ও কাজি খান প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত।

চতুর্থ;—আছহাবোত্তখরিজ, ইঁহারা আদৌ এজতেহাদ (মছলা আবিষ্কার) করার ক্ষমতা রাখেন না, ইঁহারা মূল নিয়মাবলী ও দলিলাদির পূর্ণ অভিজ্ঞ হওয়ার জ্ঞান বলে অন্যান্য মছলা দৃষ্টান্তে এমামের অস্পষ্ট ব্যবস্থা ও দ্ব্যর্থ বাচক কথার স্পষ্ট ব্যাখ্যা ও প্রকৃত মর্ম্ম নির্দ্ধারিত করিতে পারেন। রাজি প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

পঞ্চম;—অসহাবোত্তরজিহ, ইঁহারা ভিন্ন ভিন্ন রেওয়াএতের মধ্যে কোনটি অধিকতর ছহিহ (গহণীয় ও সহজ সাধ্য) তাহা স্থির করিতে পারেন। আবুল হাছান কদুরী ও হেদাইয়া লেখক এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য।

ষষ্ঠ একদল মোকাল্লেদ—ইঁহারা কোনটি অধিকতর ছহিহ, জইফ, জাহের রেওয়াএত নাদের রেওয়াএত তাহা অবগত হন। কাঞ্জ, মোখতার, বেকাইয়া, মাজমা, প্রণেতাগণ এই শ্রেণীভুক্ত।

সপ্তম শ্রেণী;—বিশুদ্ধ মোকাল্লেদগণ, ইঁহারা উপরোক্ত বিষয়গুলির কিছুই ক্ষমতা রাখেন না, ছহিহ ও গর ছহিহ মছলার মধ্যে

প্রভেদ করিতে ক্ষমতাধারী নহেন। এই সপ্তম শ্রেণীর লোক উপরোক্ত আসহাবোত্তরজিহ্‌ শ্রেণীর অনুসরণ করিতে বাধ্য।—শামি ১/৭৯/৮০।

প্রঃ। মতন (মূল গ্রন্থ) ও শরহের (টীকার) কোন্‌ কোন্‌ মছলা অগ্রগণ্য হইবে?

উঃ। যদি এই দুই শ্রেণীর কেতাবে কোন মছলায় ভিন্ন ভিন্ন মত হয়, তবে মতন উল্লিখিত মছলা অগ্রগণ্য হইবে, কিন্তু যদি মতন উল্লিখিত মছলার পরে ফৎওয়া সূচক কোন কথা না থাকে, আর শরাহ উল্লিখিত মছলার পরে ফৎওয়া সূচক কোন শব্দ থাকে, তবে শরাহ উল্লিখিত মসলা অগ্রগণ্য হইবে। আর যদি শরাহ ও ফাতাওয়া এই দুই শ্রেণীর কেতাবে কোন মছলায় মতভেদ হয়, তবে শরাহ উল্লিখিত মসলা অগ্রগণ্য হইবে। (বেকাইয়া, মোখতার, মাজমা ও কাঞ্জ এই চারিখানি কেতাবকে মতন বলা হয়)।

যদি জাহের রেওয়াএত ও নাদের রেওয়াএত এই দুই শ্রেণীর মছলায় মতভেদ হয়, তবে জাহের- রেওয়াএতের মছলা অগ্রগণ্য হইবে।

এইরূপ মতভেদ ঘটিত মছলায় অধিকাংশ ফকিহ্‌ যে মত ধারণ করেন, তাহাই গ্রহণীয় হইবে।—শামি ১/৭৪ পৃষ্ঠা।

প্রঃ। কোন্‌ কোন্‌ কেতাব ফৎওয়ার উপযুক্ত নহে?

উঃ। অপূর্ব্ব কেতাব হইতে ফৎওয়া দেওয়া যাইতে পারে না, আশবাহ কেতাবের টীকায় শেখ আল্লামা ছালেহ্‌ বলিয়াছেন, যে সমস্ত কেতাবে মছলা মাছায়েল অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত হইয়াছে। (অন্যান্য কেতাব না দেখিয়া) কেবল উক্ত সংক্ষিপ্ত কেতবাগুলির উপর নির্ভর করিয়া ফতওয়া দেওয়া যাইতে পারে না। যেরূপ নহ্‌রোল-ফাএক, কাঞ্জের টীকা আয়নি ও দররোল-মোখতার।

যে সমস্ত কেতাবের প্রণেতাগণের (মোছান্নেফগণের) অবস্থা অজ্ঞাত সেই সমস্ত কেতাব হইতে ফতওয়া দেওয়া যাইতে পারে না। যেরূপ মোল্লা মিছকিনের কাঞ্জের টীকা ও কাহাস্তানির নেকাইয়ার টীকা। যে সমস্ত কেতাবে জইফ মত লিখিত আছে, তৎসমস্ত হইতে ফৎওয়া জায়েজ নহে, যথা;—জাহেদীর কিনইয়া। অবশ্য যদি উক্ত প্রকার কেতাবের মসলা যে কেতাব হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা জানা যায়, তবে উক্ত কেতাব সমূহ হইতে ফৎওয়া দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ আশবাহ

অল্লাত্তারের কেতাবখানি এরূপ সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, স্থল বিশেষ উহার মর্ম্ম বুঝা যায় না, কাজেই উক্ত কেতাবের পরটীকা (হাশিয়া) ইত্যাদি না দেখিয়া উহা হইতে ফৎওয়া প্রকাশ করা যায় না। আবুছউদ মিস্কিনের টীকায় লিখিয়াছেন যে, ফাতাওয়ায় এবনে-নজিম ও ফাতাওয়ার-তুরির উপর বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।—শামি, ১/৭২।

প্রঃ।ফরজ, ওয়াজেব কাহাকে বলে?

উঃ। দলীল চারি প্রকার, প্রথম যাহা অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, এবং উহার সত্যতার সম্বন্ধে কোন্ প্রকার সন্দেহ নাই, আর উহার মর্ম্ম এরূপ স্পষ্ট যাহাতে অন্য প্রকারের ধারণা জন্মিতে পারে না। যেরূপ কোরআণ শরিফের স্পষ্ট মর্ম্মবাচক ও ব্যাখ্যাকৃত আয়ত সমুহ কিম্বা মোতাওয়াতের হাদিস—যাহা এত বহু সংখ্যক রাবি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, উহার সত্যতার সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে না, আর উহার মর্ম্ম এরূপ যাহা দ্ব্যার্থবাচক হইতে পারে না। উপরোক্ত প্রকার দলীলে যাহা (করণীয় বা নিষিদ্ধ) প্রমাণিত হয়, উহাকে (ফরজ বা হারাম) বলা হয়।

দ্বিতীয় যে দলীল উপরোক্ত ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, কিন্তু উহার মর্ম্ম অন্য প্রকার হইতেও পারে। তৃতীয় যে হাদিছটি কতিপয় রাবি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে এবং উহা মোতাওয়াতের হাদিছের তুল্য অকাট্য নহে, কিন্তু উহার মর্ম্ম এরূপ স্পষ্ট যাহাতে অন্য প্রকার ধারণা জন্মিতে পারে না। উপরোক্ত দুই প্রকার দলীলে যাহা করণীয় বলিয়া উল্লেখ হয়, উহাকে ওয়াজেব বলা হয়। আর যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ হয়, উহাকে মকরুহ তহরিমি বলা হয়। যে দলীলটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় নাই বা উহার মর্ম্ম বিবিধ প্রকার হইতে পারে, ইহা দ্বারা প্রমাণিত বিষয়টি ছুন্নত মোস্তাহাব হইবে। শামি, ১/৯৭/ তাহতাবি ১/৬১।

প্রঃ। ফরজ কয় প্রকার?

উঃ। ফরজ দুই প্রকার—কাৎয়ি (যাহা অকাট্য দলীলে প্রমাণিত, দ্বিতীয় জান্নি,(যাহা দ্ব্যার্থবাচক দলীলে বা সন্দেহযুক্ত দলীলে প্রমাণিত), ইহা আমলে (কার্য্যতঃ) কাৎয়ি ফরজের তুল্য। —শামি, ১/৯৭।

ফরজ, রোকন এবং শর্ত্ত হইতে পারে, ইহার লাজেম হওয়া অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হইয়া থাকে, এমন কি উহার এনকার কারী কাফের

হইয়া থাকে, যথা, মূল মস্তকের মছাহ্ করা। কখন আমলি ফরজকে ফরজ বলা হইয়া থাকে, উহার অভাবে মূল বস্তু ছহিহ্ হইতে পারে না, যথা ফরজগুলির এজতেহাদি পরিমাণ।— দোর্রোল মোখতার, ১/৭।

এজতেহাদ শক্তি সম্পন্ন ধারণায় যাহা ফরজ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, উহাকে ফরজ জান্নি বলে যথা;—শরীরে অস্ত্র প্রয়োগ করিলে বা রক্ত মোক্ষণ করাইলে ওজু ফরজ হওয়া, এই শ্রেণীর ফরজ।— কেফায়া, ১/১০।

সমস্ত দাড়ি ধৌত করা ফরজে আমালি, যেহেতু উহা অকাট্য (কাৎয়ি) দলীলে সাব্যস্ত হয় নাই।—শামি।

গোছলে কুল্লি করা ও নাসিকায় পানি দেওয়া আমালি ফরজ, উহা কাতয়ি ফরজ নহে।— দোর্রোল-মোখতার ১/৮ ও শামি, ১/১০৪।

মোজতাহেদের নিকট কখন কখন জান্নি দলীল প্রবল বলিয়া অনুমিত হয়, এমন কি উহা কাৎয়ি দলীলের নিকট ২ হইয়া দাঁড়ায়, এস্থলে উহাকে ফরজে আমিল বলা হয়। কেননা উহা আমল করা ফরজের তুল্য প্রয়োজনীয়, আরও উহাকে ওয়াজেব বলা হয়, যেহেতু উহা জান্নি দলীল হইতে প্রমাণিত হইয়াছে, ইহা ওয়াজেবের উচ্চশ্রেণী ও ফরজের নিম্ন শ্রেণী।—শামি, ১/৯৭।

কোন বিষয়ের মধ্যের ফরজকে রোকন এবং বাহিরের ফরজকে শর্ত্ত বলা হয়। দোর্রোল মোখতার, ১/৭।

ফরজ আরও দুইভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে,—ফরজে আএন ও ফরজে কেফায়া। প্রত্যেক সজ্ঞান সক্ষম সাবালগ ব্যক্তির প্রতি যাহা ফরজ হয়, উহাকে ফরজে আএন বলা হয়। আর যাহা সমগ্র মনুষ্য জাতির উপর ফরজ হইয়াছে, কিন্তু একজন উহ আদায় করিলে, সকলেই উহার দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পায় এবং যদি কেহ উহা আদায় না করে, তবে সমস্ত সক্ষম লোক গোনাহগার হইয়া থাকে, ইহাকে ফরজে কেফায়া বলা হয়। নামাজ, রোজা প্রথম শ্রেণীর ফরজ, জানাজা, দফন, কাফন দ্বিতীয় শ্রেণীর ফরজ। শামি, ১/৪৪, তাহ্তাবি, ১/৬১।

প্রঃ। ছুন্নত ও নফল কাহাকে বলে?

উঃ। যে কার্য্য ত্যাগ করিতে নিষেধাজ্ঞা নাই, যদি হজরত রছুলাল্লাহ (ছাঃ) কিম্বা তাঁহার পরে সত্যপরায়ন খলিফাগণ সর্ব্বদা উক্ত

কার্য্য করিয়া থাকেন, তবে উহাকে ছুন্নত বলা হয়, আর যদি তাঁহারা কখন কখন করিয়া থাকেন, তবে উহাকে মোস্তাহাব ও নফল বলা হয়।

বাহরোর-রায়েকে আছে, যে কার্য্য হজরত নবি (ছাঃ) সর্ব্বদা করিয়াছিলেন এবং কখনও উহা ত্যাগ করেন নাই, উহাকে ছুন্নতে মোয়াক্কাদা বলা হয়। আর যে কার্য্য অধিক সময় করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্বচিৎ উহা ত্যাগ করিয়াছিলেন, উহাকে ছুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদা বলা হয়। আর হজরত, যে কার্য্য কাহারও না করায় এনকার করিয়া থাকেন, উহাকে ওয়াজেব বলা হয়।

ছুন্নতে মোয়াক্কাদা ওয়াজেবের নিকট এবং উহা ত্যাগ করা হারামের নিকট, উহা ত্যাগ করিলে, হজরতের শাফায়াত হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, তহরির গ্রন্থে আছে, উহা ত্যাগ করিলে তিরস্কারের পাত্র ও গোমরাহ হইতে হয়। উহার টীকায় আছে যে, বিনা কারণে সর্ব্বদা উহা ত্যাগ করিলে, উপরোক্ত হুকুম হইবে।

বাহরোর রাএকে আছে, ছহিহ মত এই যে, ওয়াজেবের ন্যায় ছুন্নত মোয়াক্কাদা ত্যাগে গোনাহগার হইতে হয়, যথা ফৎহোল কদিরে আছে, পাঞ্জেগানা নামাজের ছুন্নতগুলি ত্যাগ করিলে, ছহিহ মতে গোনাহ হইবে।

আরও ফকিহগণ বলিয়াছেন, জামায়াত ত্যাগ করিলে, গোনাহ হয়।

শামি প্রণেতা বলেন, ওয়াজেব ত্যাগে যেরূপ গোনাহ হয়, ছুন্নত ত্যাগ করিলে, তদপেক্ষা কম গোনাহ হইবে।—শামি, ১/১০৬/১০৮।

প্রশ্ন। ফরজ, ওয়াজেব ও ছুন্নত এনকার করিলে কি হয়?

উত্তর। ফরজে কাৎয়িকে এনকার করিলে, কাফের হইতে হয়, যদি কেহ ফরজে জান্নি অথবা ওয়াজেব কার্য্যের ওয়াজেব হওয়া অস্বীকার করে তবে কাফের হইবে না। যদি কেহ ধারণা করে যে "বেৎর দুই ঈদ, কোরবাণী ও ছুন্নতে মোয়াক্কাদা শরিয়তের কার্য্য নহে, তবে কাফের হইয়া যাইবে। যদি কেহ ওয়াজেব কিম্বা ছুন্নতকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ত্যাগ করে, তবে কাফের হইবে, আর যদি আলস্য বশতঃ ত্যাগ করে, তবে কাফের হইবে না, কিন্তু গোনাহগার হইবে। শামি, ১/৬৯৪/৬৯৫।

প্রশ্ন। ফরজে কেফায়া ও ফরজে আএন উভয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ?

উত্তর। ফরজে কেফায়া অপেক্ষা ফরজে আএনের শ্রেষ্ঠত্ব অধিক, কেননা উহা প্রত্যেকের পক্ষে ফরজ। কেহ কেহ বলেন, ফরজে কেফায়ার শ্রেষ্ঠত্ব অধিক, যেহেতু উহা ত্যাগ করিলে, সমস্ত উম্মত গোনাহগার হইয়া যায় এবং উহা আদায় করিলে, সমস্ত উম্মত নিষ্কৃতি পায়, এই হিসাবে ইহার গুরুত্ব অধিকতর বোধ হয়, কিন্তু তাহতাবি প্রথম মতটি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াছেন।—শামি, ১/৪৪।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইতিহাস তত্ত্ববিদগণ একমতে স্বীকার করিয়াছেন যে, ওজু ও গোছল মক্কা শরিফে ফরজ হইয়াছিল। হজরত জিবরাইল (আঃ) জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে নামাজ ফরজ হওয়া কালে ওজু শিক্ষা দিয়াছিলেন। হজরত নবি (ছাঃ) কখনও বিনা অজুতে নামাজ পড়েন নাই। জনাব হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, এই ওজু আমা পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের ওজু।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন পয়গম্বরগণ নামাজের ওজু করিতেন।

হাদিছ শরিফে আছে, ওজু করিলে, হস্ত, পদ ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের (ছগিরা) গোনাহ্ মার্জ্জনা হইয়া যায়।

তফছিরে আছে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ওজু অবস্থায় থাকে, সে ব্যক্তি মৃত্যুকালে শহিদ হইয়া মরিবে।

হাদিছে আছে, কেয়ামতে অজুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আলোক (নুর) প্রকাশিত হইবে।

প্রশ্ন। ওজু করা কয় প্রকার?

উত্তর। ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত ও মোস্তাহাব, এই চারি প্রকার হইয়া থাকে। ফরজ বা নফল নামাজ, জানাজা ও তেলাওয়াতের ছেজদার জন্য ওজু করা ফরজ। কোরআণ শরিফ স্পর্শ করার জন্য ওজু করা শারাম্বালালির মতে ফরজ, দোর্রোল-মোখতারে উহা ওয়াজেব বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু শামি বলেন, উক্ত ফরজের অর্থ 'জান্নি' ফরজ—

যাহা ওয়াজেবের মধ্যে গণ্য। কা'বা শরিফ তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করার জন্য ওজু করা ওয়াজেব।

মোলতাকার টীকায় আছে, শয়নকালে ওজু করা ছুন্নত কিন্তু শারাম্বালালি ও কাজিখান উহা মোস্তাহাব বলিয়াছেন। হাশিয়ায় শারাম্বালালির ১/১৪, বাহ্‌রোর রায়েক, ১/১৬ ও শামি ১/৯২ পৃঃ।

প্রশ্ন । কোন্ কোন্ স্থলে ওজু করা মোস্তাহাব?

উত্তর । খাজাএন ইত্যাদি কেতাবে ৩০শের অধিক স্থলে ওজু করা মোস্তাহাব বলিয়া লিখিত আছে।

১। মিথ্যা কথা বলার পরে। ২। পরনিন্দা করার পরে। ৩। উচ্চ হাস্য করার পরে। ৪। (কুৎসিত) গজল (কবিতা) পাঠ করার পরে। ৫। উষ্ট্র মাংস ভক্ষণের পরে। ৬। ছগিরা কবিরা (ছোট বড়) প্রত্যেক গোনাহ্ করার পরে। ৭। যে কার্য্যে অন্যান্য এমামের মতে ওজু নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু হানাফি মজহাবে উক্ত কার্য্যে ওজু নষ্ট হয় না, যেরূপ লিঙ্গ স্পর্শ ও স্ত্রীলোক স্পর্শ করা, এইরূপ কার্য্য করার পরে। দোর্‌রোল মোখতার, ১/৭, শমি ১/৯২/৯৩। ৮। নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া ওজু করা। ৯। সকল সময় ওজু অবস্থায় থাকার জন্য ওজু করা। ১০। ওজু থাকিতেও মজলিশ পরিবর্ত্তন করিলে ওজু করা। ১১। মৃত ব্যক্তিকে গোছল দেওয়ার জন্য। ১২। মৃতকে বহন করার জন্য। ১৩। নাপাকির গোছল করার পূর্ব্বে। ১৪। নাপাক ব্যক্তির পানাহার করার পূর্ব্বে। ১৫। নাপাক ব্যক্তির শয়ন কালে। ১৬। নাপাক ব্যক্তির স্ত্রী সঙ্গম কালে। ১৭। ক্রোধের সময়। ১৮। (মৌখিক) কোরআণ পাঠ কালে। ১৯। হাদিছ পাঠ কালে। ২০। হাদিছ রেওয়াএত করা কালে। ২১। এলম শিক্ষা প্রদান করা কালে। ২২। আজান দেওয়ার সময়। ২৩। একামতের সময়। ২৪। নিকাহের খোৎবা বা অন্য খোৎবা পাঠ কালে। ২৫। হজরত নবি (ছাঃ) এর জিয়ারত কালে। ২৬। (আরফাতে) দণ্ডায়মান থাকার সময়। ২৭। (ছাফা মারওয়া পর্ব্বতদ্বয়ে) দৌড়ান কালে। ২৮। শরিয়তের কেতাব স্পর্শ করার সময়। ২৯। কোন স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত হইলে। ৩০। প্রত্যেক প্রকার জেকর করার সময়। ৩১। প্রত্যেক গোছলের পূর্ব্বে। ৩২। ওজু থাকিলেও প্রত্যেক নামাজের জন্য ওজু করা মোস্তাহাব।

আল্লামা এবনে আবেদীন বলেন, লোকে অনেক সময় গিবত

(পরনিন্দা) করিয়া থাকে বা মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে, এমনকি ওজু থাকিলেও প্রত্যেক নামাজে ওজু করা মোস্তাহাব। যদি ওজু করা সম্ভব না হয়, তবে গোনাহ মার্জ্জনার নিয়তে তায়াম্মম করিবে।—শামি, ১/৭২ পৃষ্ঠা। হাশিয়ায়ে শারাম্বলালি, ১/১৪।

মারাকিল ফালাহ, তাহতাবি ইত্যাদি কেতাবে নিম্নোক্ত মোস্তাহাব ওজুগুলির কথা লিখিত আছে, —

৩৩। মছজিদে দাখিল হওয়ার জন্য। ৩৪। কোরআন শরিফ স্পর্শ না করিয়া দেখিয়া পড়ার জন্য। ৩৫। রোগী দেখিবার জন্য। ৩৬। মৃত দফন করার জন্য। ৩৭। মোছলমান হওয়ার জন্য। ৩৮। ছালাম করার জন্য। ৩৯। ছালামের উত্তর দিবার জন্য। ৪০। নিদ্রা যাওয়া কালে। ৪১। কোরআন শরিফের আয়াত লিখিবার জন্য। ৪২। স্বামীর স্ত্রীসহবাস কালে। ৪৩। ওয়াজ করার জন্য।

ওজুর ফরজগুলির বিবরণ।

প্রঃ। ওজুর ফরজ কি কি?

উঃ। ওজুতে চারিটি ফরজ আছে,—

প্রথম একবার এরূপ ভাবে মুখমণ্ডল ধৌত করা যে, অন্ততঃ দুই বিন্দু পানি বহিয়া পড়ে, ফয়েজ গ্রন্থে ইহাকে সমধিক সহিহ মত বলা হইয়াছে। মুখ মণ্ডলের সীমা উপরের দিকে ললাটের উপরিভাগ (অথবা কেশ উৎপত্তির স্থল), নীচের দিকে থুত্নির নিম্ন ভাগ, অন্য দিকে এক হইতে অন্য কর্ণমূল পর্যন্ত। শামি, ১/৯৯/১০০।

প্রঃ। মুখমণ্ডলের অন্যান্য মছলা কি কি?

উঃ। চক্ষু কোণ ধৌত করা ফরজ, যদি চক্ষুর পীড়াতে চক্ষে ময়লা জমিয়া যায়, এক্ষেত্রে চক্ষু বন্ধ করিলে, যতটুকু ময়লা প্রকাশ থাকে, উহার নিম্নভাগে পানি পৌঁছান ফরজ, স্বাভাবিক মুখ বন্ধ থাকিলে, যে পরিমাণ ঠোঁট প্রকাশ থাকে সেই পরিমাণ ছহিহ্ মতে ধৌত করা ফরজ। দাড়ি ও কর্ণের মধ্যে যে অংশটুকু পরিষ্কার দেখা যায়, তাহাও ধৌত করা ফরজ।

চক্ষুদ্বয়ের মধ্যভাগ, নাসিকা ও মুখের মধ্যভাগ ধৌত করা ফরজ নহে। —শামি, ১/১০০/১০১।

থুতনির নিম্নভাগের মর্ম্ম এই যে, যে হাড়খানিতে নিম্ন দন্তগুলি উৎপন্ন হয়, উক্ত হাড়ের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত ধৌত করা ফরজ।—শামি, ১/৯৯।

যে দাড়ি মুখমণ্ডলের সীমার মধ্যে পড়ে, যথা;—গণ্ড ও থুতনির উপরিস্থ দাড়ি, যদি উহা ঘন হয়, তবে তৎসমস্ত ধৌত করা ফরজ, ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্য ছহিহ্ মত, তদ্ব্যতীত অন্যান্য রেওয়াএতগুলি অগ্রাহ্য। ইহা ছেরাজোল-অহ্যাজ, জহিরিয়া বাদায়ে, ও ফৎহোল-কদির গ্রন্থে আছে। আর যদি উক্ত দাড়ি এরূপ অল্প হয় যে, উহার নিম্নস্থ চর্ম্ম দেখা যায়, তবে উক্ত চর্ম্ম ধৌত করা ফরজ হইবে। আর যে দাড়ি মুখ মণ্ডলের সীমার বাহিরে পড়ে (ঝুলিয়া থাকে), উহা ধৌত কিম্বা মছাহ্ করা ফরজ নহে, বরং উহা মছাহ করা ছুন্নত হইবে। —বাহরোররায়েক ১/১৬/ শমি, ১/১০৪।

পাঠক, মনে রাখিবেন, মৌলবি নইমদ্দীন মরহুম মগফুর সাহেব জোব্দাতল-মাসায়েলের প্রথম খণ্ডে (৩ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন যে, ঘন দাড়ির চতুর্থাংশ মছাহ্ করা ফরজ, উহা ফৎওয়া গ্রাহ্য মতের বিপরীত, কাজেই উহা অগ্রাহ্য। এইজন্য তিনি স্বয়ং উক্ত কেতাবের ৪ পৃষ্ঠায় ঘনদাড়ির ধৌত করা ফরজ হওয়া ফৎওয়া গ্রাহ্য মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

যে দাড়ি থুতনির কিম্বা চোয়ালের নীচে উৎপন্ন হইয়াছে, উহা মুখ মণ্ডলের সীমার বাহিরে পড়ে, উহা ধৌত করা ফরজ নহে— শামি; ১/১০৪।

যদি নীচের ঠোঁটের নিম্নস্থ দাড়ি (বাচ্চা দাড়ি), ভ্রুযুগল ও গোঁফ এরূপ হয় যে; তৎসমুদয়ের নিম্নস্থ চর্ম্ম দেখা যায়, তবে উক্ত চর্ম্মই ধৌত করা ফরজ হইবে, আর যদি এরূপ ঘন হয় যে নিম্নস্থ চর্ম্ম দেখা না যায়; তবে উক্ত দাড়ি ভ্রুযুগল ও গোঁফ ধৌত করা ফরজ হইবে। —শামি, ১/১০১/১০৪। বাহরোর রায়েক ১/১১।

শামিতে আছে, যদি গোঁফ উভয় ঠোঁটকে ঢাকিয়া ফেলে, তবে উহা খেলাল করা ওয়াজেব।

ওজু করিয়া মস্তক, দাড়ি, গোঁফ ও ভ্রুযুগল মুণ্ডন করিলে, নখ কাটিলে ও চামড়া ছিড়িয়া ফেলিলে, দ্বিতীয়বার ওজু করিতে হইবে না এবং উক্ত স্থানগুলি ধৌত করিতে হইবে না।

যদি ওজুর স্থানে ফোড়া হইয়া থাকে, আর উহার উপরিস্থ পাতলা চামড়ার উপর পানি পৌঁছান হইয়া থাকে, তৎপরে উক্ত পাতলা চামড়া ছিড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, তবে উহাতে বেদনা অনুভূত হউক, আর নাই হউক, ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে উক্ত স্থান ধৌত করা ফরজ হইবে না।— শামি, ১/১০৫।

দ্বিতীয় কনুই অবধি দুই হস্ত একবার ধৌত করা ফরজ।

প্রঃ। হস্তের অন্যান্য মছলা কি কি?

উঃ। নখের নিম্নদেশটী ওজুর স্থান যদি তথায় আটা লাগিয়া থাকে, তবে উহার নিম্নদেশে পানি পৌঁছান ওয়াজেব, ইহা খোলাছা ও অধিকাংশ বিশ্বাসযোগ্য কেতাবে আছে।

শেখ এমাম আবু নছর বলিয়াছেন, যদি নখ লম্বা হইয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগকে ঢাকিয়া ফেলে, তবে উহার নিম্নদেশে পানি পৌঁছান ওয়াজেব, আর যদি নখ ছোট হয়, তবে উক্ত স্থানে পানি পৌঁছান ওয়াজেব নহে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে। যদি নখ লম্বা হইয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ অতিক্রম করে, তবে সকলের মতে উক্ত নখ ধৌত করা ওয়াজেব, ইহা মৎহোল-কদিরে আছে।— আলমগিরি, ১/৪।

যদি নখের মুলদেশে শুষ্ক মৃত্তিকা লাগিয়া যায় এবং ধুইবার স্থানের এক সূচ্যাগ্র শুষ্ক থাকিয়া যায়, তবে ওজু জায়েজ হইবে না। যদি লম্বা নখে ময়লা, মৃত্তিকা কিম্বা আটা লাগিয়া যায়, অথবা স্ত্রীলোক (অঙ্গুলীতে) মেহদী লাগাইয়া থাকে, তবে ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে ওজু জায়েজ হইবে।—আলমগিরি, ১/৪। শামি, ১/৯৩।

পাঠক মনে রাখিবেন, নখের মধ্যে মৃত্তিকা, কর্দ্দম, মেহদী, ময়লা, রং, দুধ থাকিলে ফৎওয়া গ্রাহ্য এবং ছহিহ মতে ওজু জায়েজ হইবে, কিন্তু নখে আটা থাকিলে, ওজু জায়েজ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

বাহরোর-রায়েকের ১৩ পৃষ্ঠায় উহা জায়েজ হওয়ার প্রতি ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে।

শামির ১/১৬০ পৃষ্ঠায় নহরোল ফায়েক হইতে এই মতের ফৎওয়া গ্রাহ্য হওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

ফৎহোল-কদিরের ৪ পৃষ্ঠায়, জামে ছগির হইতে এই মতের ছহিহ্ ও ফাৎওয়া গ্রাহ্য হওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

ফাতওয়ায় আলমগিরির ৪ পৃষ্ঠায়, ফাতাওয়ায় মা-অরাউন্নহর ও জাহেদি হইতে উহা জায়েজ হওয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে।

দোর্‌রোল-মোখতারের ১১ পৃষ্ঠায়, আবুল মাকারেমের ১২ পৃষ্ঠায়, বরজন্দির ১৪ পৃষ্ঠায়, হাশিয়ায় শারাম্বালালির ১১ পৃষ্ঠায়, মারাকিল—ফালাহ কেতাবের হাশিয়া তাহতাবির ৩৬ পৃষ্ঠা, মনইয়ার ১৩ পৃষ্ঠায়, জওহেরা কেতাবের ৩ পৃষ্ঠায়, কবিরির ৪৬ পৃষ্ঠায়, মোলতাকাল-আবহোরের ২১ পৃষ্ঠায় ও মারাকিল ফালাহ্ কেতাবের ৩৬ পৃষ্ঠায় আছে যে, আটা, মোম, চর্ব্বি নখে বা শরীরের কোন স্থানে লাগিয়া থাকিলে তৎসমস্তের নীচে পানি পৌঁছান ওয়াজেব, পানি না পৌঁছিলে ওজু জায়েজ হইবে না। এইরূপ চক্ষুকোণে ময়লা থাকিলে, শরীরে মৎস্যের আঁশ ও শুষ্ক চর্ব্বিত রুটির অংশ লাগিয়া থাকিলে, উহার নীচে পানি না পৌঁছিলে ওজু জায়েজ হইবে না। মশক ও মক্ষিকার বিষ্ঠা লাগিয়া থাকিলে ওজু জায়েজ হইবে। আলমগিরির ৪ পৃষ্ঠায় আছে, খেজাব পরিস্ফুট হওয়া শুকাইয়া গেলে ওজু, গোসল জায়েজ হইবে না।

মূল কথা নখে আটা লাগিয়া থাকিলে, ফাৎওয়া গ্রাহ্য মতে ওজু জায়েজ হইলেও এহতিয়াতের জন্য আটার নীচে পানি পৌঁছাইয়া লইবে, বরং মৃত্তিকা ইত্যাদির নীচে পানি পৌঁছাইয়া লইবে। অধিকাংশ বিদ্বানের মত গ্রহণ করিয়া, আটার নীচে পানি পৌঁছান ওয়াজেব বলাই শ্রেয়ঃ।

যদি অঙ্গুলীতে কসা (সঙ্কীর্ণ) আংটী থাকে, তবে উহা খুলিয়া কিম্বা নাড়াইয়া উহার নিম্নদেশে পানি পৌঁছান ফরজ, আর যদি ঢিলা আংটি থাকে তবে উহা নাড়ান ছুন্নত, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে, আর মুহিত কেতাবে ইহাকে জাহেরে-রেওয়াএত (ফৎওয়া গ্রাহ্যমত) বলা হইয়াছে।—আলমগিরি, ১/৫ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় গাঁইট সহ দুই পা একবার ধৌত করা ফরজ।

প্রঃ। পা ধৌত করার অন্যান্য মছলা কি কি?

উঃ। যদি কাহারও পা ফাটিয়া গিয়া থাকে, তজ্জন্য সে উহাতে চর্ব্বি দিয়া থাকে এবং দুই পা ধৌত করিয়া থাকে, কিন্তু উহার মধ্যদেশে পানি না পৌঁছাইয়া থাকে, তবে এক্ষেত্রে দেখিতে হইবে, যদি উহার মধ্যদেশে পানি পৌঁছাইলে ক্ষতিকর হয়, তবে ওজু জায়েজ হইবে, আর যদি ক্ষতিকর না হয়, তবে ওজু জায়েজ হইবে না, ইহা মুহিত কেতাবে আছে। আর যদি উক্ত স্থানের চামড়া সেলাই করা হইয়া থাকে, তবে উপরোক্ত উভয় অবস্থায় ওজু জায়েজ হইবে। যদি কাহারও ওজুর স্থান ফাটিয়া গিয়া জখম হইয়া থাকে, এক্ষেত্রে (উহা ধৌত করিতে সক্ষম হইলে, ধৌত করিবে), আর যদি ধৌত করিতে অক্ষম হয়, তবে উক্ত স্থানে পানি ঢালিয়া দেওয়া ওয়াজেব হইবে, আর যদি পানি ঢালিয়া দিতে অক্ষম হয়, তবে মাছাহ করিতে হইবে, আর যদি মাছাহ করিতে অক্ষম হয়, তবে উহার চারি পার্শ্বে ধৌত করিতে হইবে, ইহা জখিরা কেতাবে আছে।

যদি কাহারও পা এরূপ অবসন্ন হইয়া থাকে যে, উহা কাটিয়া ফেলিলেও বেদনা অনুভূত না হয়, তবে উক্ত পা ধৌত করাও ফরজ হইবে, ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।—আলমগিরি, ১/৫।

চতুর্থ মস্তকের এক চতুর্থাংশ মাছাহ করা ফরজ।

মছাহ শব্দের অর্থ ভিজা হস্ত কোন অঙ্গে ফেরাইয়া বা টানিয়া লওয়া। মস্তকের কি পরিমাণ মছাহ করা ফরজ, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে কিন্তু উহার এক চতুর্থাংশের মছাহ ফরজ হওয়ার মতটি বিশ্বাসযোগ্য মত, ইহা 'মতন' গ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত হইয়াছে, ফৎহোল-কদির, নহরোল-ফায়েক ও দোর্রোল-মোখতার ইত্যাদি কেতাবে সমর্থন করা হইয়াছে।—বাহঃ ১/১৪। শামি ১/১০২।

প্রঃ। মস্তক মছাহ করার সম্বন্ধীয় অন্যান্য মছলা কি কি?

উঃ। যদি মেঘের পানি পড়িয়া মস্তকের এক চতুর্থাংশ ভিজিয়া যায়, কিম্বা কেউ মস্তককে কোন পাত্রে ডুবইয়া দেয়, তবে মাছাহ ফরজ আদায় হইয়া যাইবে। —দোর্রোল-মোখতার।

যদি কেহ বরফ দ্বারা মস্তক মছাহ করে, মছাহ জায়েজ হইবে, ইহা ফাতাওয়ার বোরহানিয়াতে আছে।

টুপি ও পাগড়ীর উপর মছাহত্র করা জায়েজ নহে, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে। যাহার মস্তকে লম্বা কেশ আছে, —যদি সে ব্যক্তি ললাটের

কিম্বা ঘাড়ের উপরিস্থ কেশের উপর মছাহ করে; তবে মছাহ জায়েজ হইবে না। যদি কেহ বেণীর উপর মাছাহ করে, উহা মস্তকের উপর বাঁধা থাকুক, আর নাই থাকুক, তবে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে উক্ত মছাহ জায়েজ হইবে না, ইহা মুহিত কেতাবে আছে।—আলমগিরি ১/৫/৬।

যদি তিনটি অঙ্গুলী মস্তকে রাখিয়া উহার এক চতুর্থাংশ টানিয়া একবার মাছাহ করা হয়, কিম্বা হস্তের তালু ও এক দুই অঙ্গুলী মস্তকে রাখিয়া অথবা খোলা বৃদ্ধা ও তর্জ্জনী এবং তন্মধ্যস্থ তালু অংশ মস্তকে রাখিয়া উহার এক চতুর্থাংশ মছাহ করা হয়, তবে উক্ত মছাহ জায়েজ হইবে।

যদি তিনটি অঙ্গুলী না টানিয়া কেবল মস্তকের উপর রাখিয়া দেওয়া হয়, কিম্বা তিনটি অঙ্গুলীর অগ্রাংশ মস্তকের উপর স্থাপন করিয়া টানিয়া লওয়া না হয়, তবে মছাহ জায়েজ হইবে না।

যদি এক বা দুই অঙ্গুলী মস্তকে রাখিয়া উহার এক চতুর্থাংশ টানিয়া মাছাহ করা হয় তবে উক্ত মাছাহ জায়েজ হইবে না।

যদি তিন অঙ্গুলীর অগ্রাংশ মস্তকে স্থাপন করিয়া এক চতুর্থাংশ টানিয়া মছাহ করা হয়, তবে বাদায়ে' কেতাবের রেওয়াএত অনুযায়ী মছাহ জায়েজ হইবে না, কিন্তু বাহরোর-রাএক কেতাবে মুহিত হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, পানি বিন্দু বিন্দু পতিত হইতে থাকিলে, মছাহ জায়েজ হইবে, নচেৎ না। আরও উক্ত কেতাবে খোলাছা কেতাব হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, পানি বিন্দু বিন্দু পতিত হইতে থাকুক, আর নাই থাকুক, মছাহ জায়েজ হইবে, ইহাই ছহিহ মত। শেখ ইস্মাইল বলিয়াছেন, ওয়াকেয়াত ও ফয়েজ গ্রন্থে এইরূপ আছে। —শামি, ১/১০৩/১০৪।

পাঠক মনে রাখিবেন, মৌলবি নইমদ্দিন মরহুম সাহেব জোব্দার প্রথম খণ্ডে (৪ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন যে, মস্তকের চতুর্থাংশ হস্তের তিন অঙ্গুলী পরিমাণ।

তিনি এস্থলে অনুবাদে মহা ভ্রম করিয়াছেন, আরবি এবারতের প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে, তিন অঙ্গুলী দ্বারা মস্তকের চতুর্থাংশ মছাহ করিলে, মছাহ জায়েজ হইবে, কিন্তু এক বা দুই অঙ্গুলী দ্বারা উহার চতুর্থাংশ মছাহ করিলে, মছাহ জায়েজ হইবে না, এই স্থলে তিনি তিন অঙ্গুলী পরিমাণকে মস্তকের চতুর্থাংশ লিখিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

মছলা। যদি কাহারও হস্তে এরূপ জখম থাকে যে, পানি ব্যবহার করিতে অক্ষম হয়, তবে কি করিবে?

উত্তর। যদি কাহারও হস্তে উক্ত প্রকার জখম হয়, তবে দ্বিতীয় হস্তের দ্বারা ওজু করিবে। আর যদি দুই হস্তে উক্ত প্রকার জখম হয়, তবে তায়াম্মোম করিবে। —তাহ্‌তাবী।

মছলা। যদি কাহারও হাত পা কাটা গিয়া থাকে, তবে ওজুতে কি করিতে হইবে?

উঃ। যদি হাত পা এরূপ ভাবে কাটা গিয়া থাকে যে, কনুই ও পায়ের গাঁইটের কিছুই বাকী না থাকে, তবে হাত পা ধৌত করার হুকুম রহিত হইয়া যাইবে। আর যদি কনুই বা গাঁইটের কিছু অংশ বাকী থাকে, তবে সেই অংশ ধোওয়া ওয়াজেব হইবে।— শামি ১/১০৫/১০৬, বাহঃ ১/১৩।

মছলা। যদি কাহারও হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় কাটা গিয়া থাকে এবং তাহার মুখমণ্ডলে জখম থাকে, তবে কি করিয়া নামাজ পড়িবে?

উত্তর। জহিরিয়া কেতাবে আছে, এইরূপ ব্যক্তি বিনা ওজু ও বিনা তায়াম্মোম নামাজ পড়িবে এবং উক্ত নামাজ পুনরায় পড়িতে হইবে না, ইহা সমধিক ছহিহ মত—দোর্‌রোল মোখতার।

মছলা। যদি কাহারও হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় কাটা গিয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি কি করিবে?

উত্তর। উক্ত ব্যক্তি তায়াম্মোমের নিয়তে প্রাচীরের উপর মুখ মছাহ করিয়া লইবে। ইহা তাহ্‌তাবীতে আছে। শামি, ১/৮৩।

মছলা। যদি কেহ এরূপ স্থানে বন্দী হয় যে, পানি কিম্বা পাক মৃত্তিকা না পাওয়া যায়, তবে সে ব্যক্তি কি করিবে?

উত্তর। দোর্‌রোল মোখতার গ্রন্থে ফয়েজ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, সে ব্যক্তি প্রকৃত নামাজ পড়িবে না, বরং তাহার পক্ষে নামাজির ভাবাপন্ন হওয়া ওয়াজেব,—অর্থাৎ রুকু করিবে, শুষ্ক স্থান পাইলে ছেজদা করিবে, নচেৎ দাঁড়াইয়া (ছেজদার জন্য) ইশারা করিবে তৎপরে নামাজ দোহরাইয়া লইবে।

এবনে আবেদিন শামি বলেন, ওয়াক্তের সম্মান হেতু এইরূপ করিবে, কিন্তু নামাজের নিয়ত করিবে না, কেননা ইহা প্রকৃত নামাজ নহে।

তাহতাবি বলেন, আবু ছউদের মতানুযায়ী সে ব্যক্তি কেরাত করিবে না।

হুলইয়া কেতাবে আছে, যখন উক্ত স্থানটি নাপাক, তখন শুষ্ক হউক, আর নাই হউক, উক্ত স্থানে ছেজদা করিলে, নাপাকির উপর ছেজদা করা হইবে, কাজেই প্রত্যেক অবস্থায় ইশারা ভাবে ছেজদা করিবে, ইহাই ছহিহ মত।

উপরোক্ত অবস্থায় নামাজিদের ভাবাপন্ন হওয়া এমাম আজমের স্থির সিদ্ধান্ত মত এবং ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে।—শামি, ১/৮৩৩/২৫৯/২৬০।

মসলা। যদি কেহ বিনা ওজু ও তায়াম্মোম নামাজ পড়ে, তবে কি হইবে?

উত্তর। বিনা ওজু ও তায়াম্মোম নামাজ পাঠ তিন প্রকার হইতে পারে, ওয়াজেব, গোনাহ ও কাফেরি।

যদি কাহারও হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় কাটা গিয়া থাকে এবং তাহার মুখে জখম থাকে, তবে তাহার পক্ষে বিনা ওজু ও তায়াম্মম নামাজ পড়া ওয়াজেব।

যদি উপরোক্ত কারণ ব্যতীত বিনা ওজু ও তায়াম্মোম স্বেচ্ছায় নামাজ পড়ে, তবে ইহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে, খোলাছা ও জখিরা কেতাবে আছে যে, ছদরে শহিদ উহাতে কাফের হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন, কিন্তু হুলইয়া কেতাবে ইহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। কাজিখান বলেন, যদি কেহ ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা করার ইচ্ছায় এইরূপ করিয়া থাকে, তবে সকলের মতেই কাফের হইবে, আর যদি উক্ত ইচ্ছা না থাকে, তবে নওয়াদেরের রেওয়াএত অনুযায়ী কাফের হইলেও জাহের রেওয়াএত (ফৎওয়া গ্রাহ্য মত) অনুযায়ী কাফের হইবে না।

আল্লামা এবনে আবেদীন শামি বলেন, যদি শরিয়তের প্রতি বিদ্রূপ করার ইচ্ছায় এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে, আর শৈথিল্য বা অজ্ঞতা বশতঃ উহা করিয়া থাকিলে (উহাতে) মহা গোনাহ হইলেও) সকলের মতে কাফের না হওয়াই সঙ্গত।—শামি, ১/৮৩/৮৪।

মসলা। কাহারও একখানা হস্ত কিম্বা পদ অথবা কজা, কি একটি অঙ্গুলী বেশী উৎপন্ন হইলে, ওজুর সময় কি করিবে?

উঃ । যদি কাহারও ওজুর স্থলে একটি অঙ্গুলী বা একখানা কব্জা বেশী উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে উক্ত বেশী অঙ্গুলী ও কব্জা ধৌত করা ফরজ হইবে। যদি স্কন্ধের উপর দুইখানা হস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে যে হাতখানি পূর্ণ হইয়াছে, উহা আসল হস্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহা ধৌত করা ওয়াজেব হইবে। আর অবশিষ্ট হাতখানি অতিরিক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই অতিরিক্ত হাতখানির যে অংশটুকু ফরজ (ওজুর) স্থানের বরাবর হইবে, উহা ধৌত করা ওয়াজেব হইবে। আর যাহা ফরজ স্থানের বরাবর না হয়, উহা ধৌত করা মোস্তাহাব হইবে।—বাহরোর রাএক, ১/১৩, আলমগিরি, ১/৪।

যদি কাহারও একটি অঙ্গুলী বা কব্জা অতিরিক্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে, যদি ফরজের (ধৌত করার) স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে ধৌত করা ওয়াজেব হইবে। আর যদি ফরজের স্থলে উৎপন্ন না হইয়া থাকে, তবে যে অংশটুকু ফরজের (ওজুর) স্থানের বরাবর হইবে, উক্ত অংশটুকু ধৌত করা ওয়াজেব হইবে, আর যদি ওজুর স্থানের বরাবর না হয়, তবে উহা ধৌত করা মোস্তাহাব হইবে।— দোর্রোল মোখতার।

যদি একদিকে দুইখানা হাত পা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এক্ষেত্রে যদি উভয় হস্ত দ্বারা ধরিতে কিম্বা উভয় পা দ্বারা চলিতে পারে, তবে উভয়খানা ধৌত করা ওয়াজেব হইবে। আর যদি একখানা দ্বারা ধরিতে ও চলিতে পারে, তবে সেইখানা আসল (মূল), আর অপরখানা অতিরিক্ত হইবে। এক্ষেত্রে যদি উভয় খানা পূর্ণ আকারে হইয়া থাকে এবং একসঙ্গে জোড়া (সংলগ্ন) থাকে, তবে উভয় খানা ধৌত করা ফরজ হইবে। আর যদি পৃথক পৃথক ভাবে থাকে, তবে আসল খানা ধৌত করা ওয়াজেব হইবে, ইহা তাহতাবিতে আছে।—শামি, ১/৭৬।

মসলা । ওজুর ফরজগুলি কয় প্রকার হইবে?

উঃ । দুই হাত, দুই পা ধৌত করা কাৎয়ি ফরজ, কিন্তু দুই পায়ের দুইটি গাইট ও দুই কনুই ধৌত করা জান্নি ফরজ। এইরূপ মূল মস্তক মছাহ করা কাৎয়ি ফরজ, কিন্তু উহার এক চতুর্থাংশ মছাহ করা জান্নি ফরজ, আর মুখ-মণ্ডল ধৌত করা ফরজ, কিন্তু উহার সীমার মধ্যে যে ঘন দাড়ি পড়ে, তৎসমুদয় ধৌত করা জান্নি ফরজ—শামি ১০৪/১০৭।

ওজুর ছুন্নতগুলির বিবরণ।

প্রশ্ন। ওজুর ছুন্নতগুলি কি কি?

উত্তর। ওজুর নিয়ত করা ছুন্নত।

প্রঃ। নিয়ত শব্দের অর্থ কি?

উঃ। উহার আভিধানিক অর্থ অন্তরে কোন বিষয়ের ইচ্ছা করা বা কোন কার্য্য করিতে আল্লাহতায়ালার নৈকট্য (কোরবত) লাভের ইচ্ছা করা। —শামি, ১/১০৯।

প্রশ্ন। ওজুর নিয়ত কি কি ভাবে করিতে হইবে?

উঃ। ওজু করিতে ইচ্ছা করিলে, হাদাছ (হুকমি নাপাকি) দূর করার, নামাজ পাঠ করা মোবাহ হওয়ার, (ওজু সংক্রানত্ত) হুকুম মান্য করার ইচ্ছা করিলে, ওজুর নিয়ত আদায় হইয়া যাইবে।

কদুরি ও ছেরাজ গ্রন্থে আছে যে, তাহারতের (পাকির) ইচ্ছা করিলে, ওজুর ছুন্নত নিয়ত আদায় হইবে, কিন্তু জয়লয়ি বলেন, ইহা মজহাবের খেলাফ মত।

বাহরোর-রায়েক ও নহরোল-ফায়েকের মতে পাকির ইচ্ছা করিলে, উক্ত নিয়ত আদায় হইবে না। ফৎহোল-কদিরে আছে, রফয়ে-হাদাছের (হুকমি নাপাকি দূর করার) নিয়ত করাই উত্তম। বাহরোর-রায়েকে আছে, ওজুর নিয়ত করাই উত্তম। আলমগিরিতে এই রূপ লিখিত আছে;—

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّاَ لِلصَّلٰوةِ تَقَرُّبًا اِلَى اللهِ تَعَالٰى

"অর্থাৎ আমি আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভ উদ্দেশ্যে নামাজের জন্য ওজু করার নিয়ত করিলাম।"

জওহেরাহ কেতাবে আছে, ওজুর নিয়ত মনে মনে করা ছুন্নত, আর উক্ত নিয়ত সংক্রান্ত শব্দগুলি মুখে উচ্চারণ করা মোস্তাহাব। —শামি, ১/১০৯/১১১, বাহঃ ১/২৪, আলমগিরি, ১/৮।

জোব্দার ১/৫ পৃষ্ঠায় মনে নিয়ত করা মোস্তাহাব বলিয়া লিখিত হইয়াছে, ইহা ভ্রমাত্মক মত।

প্রঃ। ওজুর নিয়ত কোন্ সময় করিতে হইবে?

উঃ। কেহ কেহ বলেন, মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় নিয়ত

করিতে হইবে, ইহা জওহেরা গ্রন্থে আছে। দোর্রোল-মোখতারে আশ্‌বাহ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, দুই হস্তের দুই কব্জা ধৌত করার সময় নিয়ত করা উচিত (মোস্তাহাব)।

আরও কাহাস্তানি 'তোহফা' হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, অবশিষ্ট সমস্ত ছুন্নতের অগ্রে নিয়ত করা উচিত। শামি 'এমদাদোল-ফাত্তাহ হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এস্তেঞ্জা করার পূর্ব্বে নিয়ত করা উচিত, কেননা ইহা ওজুর একটি বড় ছুন্নত। —শামি, ১/১১২, আলমগিরি, ১/৮।

দোর্রোল-মোখতার লেখক বলেন, শেষ মত গ্রহণ করিলে, সমস্ত ছুন্নতের নেকী লাভ হইতে পারে।

প্রঃ। ওজুর নিয়ত না করিলে কি হইবে?

উঃ। বিনা নিয়তে ওজু করিলে, উক্ত ওজু এবাদতের মধ্যে গণ্য হইবে না এবং উহার ছওয়াব হইবে না, কিন্তু উক্ত ওজুতে নামাজ জায়েজ হইয়া যাইবে। ওজুর নিয়তটী ছুন্নতে মোয়াক্কাদাহ, এই হেতু বিনা কারণে সর্ব্বদা উহা ত্যাগ করিলে, গোনাহ ছগিরা হইবে। —শামি ১/১১১।

২। এস্তেঞ্জার পূর্ব্বে এবং উহার পরে ওজুর অগ্রে বিছমিল্লাহ বা কোন জেকর উচ্চারণ করা ছুন্নত; এই উভয় সময় বিছমিল্লাহ পাঠ হেদায়া ও কাজিখানের মনোনীত মত।

মুহিত ও নহরোল ফায়কে আছে যে, তকবির, কলেমা কিম্বা আলহামদোল্লিলাহ পাঠ করিলে, মুল ছুন্নত আদায় হইয়া যাইবে। যদি বাঁধা পায়খানায় যায়, তবে উক্ত স্থানে প্রবেশ করার পূর্ব্বে বিছমিল্লাহ পড়িয়া লইবে, আর যদি অন্য কোন স্থানে এস্তেঞ্জা করিতে বসে, তবে কাপড় খুলিবার পূর্ব্বে বিছমিল্লাহ পড়িয়া লইবে। আর যদি উক্ত দুই সময় বিছমিল্লাহ্ পড়িতে ভ্রম করে, তবে আল্লাহতায়ালার নামের সম্মান হেতু বাঁধা পায়খানায় প্রবেশ করিয়া কিম্বা কাপড় খুলিয়া মৌখিক বিছমিল্লাহ পড়িবে না, বরং মনে মনে উহা পড়িবে যেন তাহার জিহ্বা না নড়ে।

এবনোল হোমাম এবং তাহাবী বলিয়াছেন, প্রাচীন বিদ্বানগণ ওজুর প্রথমে পড়িতেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ

কেহ কেহ উহার পূর্ব্বে আউজো ও বিছমিল্লাহ যোগ করিতে বলিয়াছেন।

আয়নি 'হেদায়া'র টীকায় লিখিয়াছেন, তেবরানি 'মোয়াজ্জমে-ছগির' গ্রন্থে হজরত রছুলোল্লাহ (সাঃ আঃ) এর হাদিছ হইতে—

بِسْمِ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

'বিছমিল্লাহে আলহামদো লিল্লাহ' এই শব্দগুলি ওজুর প্রথমে পড়ার কথা লিখিয়াছেন।

হুলইয়া গ্রন্থে আছে, হজরত নবি (ছাঃ) এস্তেঞ্জার সময় পায়খানায় প্রবেশ করা কালে এই দোয়া পড়িতেন;—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ

'আল্লাহোম্মা ইন্নি আউজো বেকা মেনাল খোবছে অলখাবাএছ।'

'অর্থাৎ হে আল্লাহতায়ালা, আমি তোমার নিকট পুং ও স্ত্রী শয়তান (দৈত্য দানব) হইতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।' এই হাদিছটি ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে।

ছইদ বেনে মনছুর, আবু হাতেম ও এবনোছ ছাকান ইহার পূর্ব্বে بِسْمِ اللّٰهِ 'বিছমিল্লাহ' শব্দ বেশী উল্লেখ করিয়াছেন।

ওজুর প্রথমে বিছমিল্লাহ পাঠ ছুন্নত হওয়া তাহাবী ও তৎপরবর্ত্তী বহু বিদ্বানের মনোনীত মত, কিন্তু হেদায়া কেতাবে উহার মোস্তাহাব হওয়া সমর্থন করা হইয়াছে। নহরোল ফাএকে আছে, কেহ কেহ ইহাকেই জাহেরে রেওয়াএত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন আঃ, ১/৬ শামি, ১/১১৩/১১৪, বাঃ, ১/১৮।

প্রঃ। যদি ওজুর প্রথমে বিছমিল্লাহ পড়িতে ভুল করে, তবে কি করিতে হইবে?

উঃ। উপরোক্ত ক্ষেত্রে ওজুর মধ্যে যখনই মনে পড়ে, বিছমিল্লাহ পড়িয়া লইবে, ইহাতে মোস্তাহাব আদায় হইয়া যাইবে, ছেরাজ গ্রন্থে আছে, এই জন্য বিছমিল্লাহ পড়িতে হইবে যে, তাহার ওজু যেন বিছমিল্লাহ শূন্য না হয়। নহরোলফাএকে আছে যে, প্রত্যেক অঙ্গ ধৌতকালে বিছমিল্লাহ

পাঠ মোস্তাহাব। জয়লয়ি বলেন, ওজুর মধ্যে বিছমিল্লাহ্ পাঠ করিলে, ওজুর ছুন্নত আদায় হইবে না, পক্ষান্তরে কিছু ভক্ষণ করার প্রথমে বিছমিল্লাহ পড়িতে ভ্রম করিয়া উহার মধ্যভাগে উহা পড়িলে ছুন্নত আদায় হইয়া যাইবে, বাহরোর রায়েক, তবইন ও দোর্রোল-মোখতারে উক্ত মত সমর্থন করা হইয়াছে। ফৎহোল কদিরে আছে যে, বিছমিল্লাহ পড়ার পূর্ব্বে যে খাদ্য ভক্ষণ করা হইয়াছে, মধ্যভাগে বিছমিল্লাহ্ পড়ায় উক্ত অংশের ছুন্নত আদায় হইবে না, কিন্তু হলবি বলিয়াছেন, হাদিছে আছে, যদি কেহ খাদ্য ভক্ষণকালে বিছমিল্লাহ্ পড়া ভুলিয়া যায়, তবে স্মরণ হইলে,

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَ اٰخِرَهٗ

পড়িয়া লইবে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, খাদ্যবস্তুর সমস্ত অংশের ছুন্নত আদায় হইয়া যাইবে। আর ওজুর সম্বন্ধে এরূপ কোন হাদিছ উত্তীর্ণ হয় নহি, কাজেই ভক্ষণ ও ওজুর ব্যবস্থা একই প্রকার হইতে পারে না। শামি বলেন, খাদ্যবস্তুর প্রত্যেক মুষ্টি ভক্ষণ পৃথক পৃথক কার্য্য, আর ওজু একই কার্য্য। খাদ্য ভক্ষণের মধ্যভাগে বিছমিল্লাহ্ পাঠে ছুন্নত আদায় হইলে, ওজুর ছুন্নত আদায় হওয়া আরও যুক্তি-যুক্ত হইবে। আয়নি কোন বিদ্বানের মত উদ্ধৃত করিয়া এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। শামি, ১/১১৩/১১৪, আঃ, ১/৬, বাঃ, ১/২০।

৩। এস্তেঞ্জার (পাক হওয়ার) পূর্ব্বে এবং পরে (ওজুর অগ্রে) প্রথমেই দুইখানা পাক হস্তের কব্জা অবধি ধৌত করা ছুন্নত। মোজতবাতে উল্লেখ আছে যে, অধিকাংশ বিদ্বানের মতে দুইবার কব্জা ধৌত করা ছুন্নত। ফাতাওয়ায় কাজিখান ও নেহায়াতে এই মতটি ছহিহ্ বলা হইয়াছে। এ'নায়া কেতাবে আছে, নিদ্রা হইতে উঠিলে হাতের দুই কব্জা অবধি ধৌত করা ছুন্নত হইবে, আর ওজুর পূর্ব্বেও উক্ত দুই কব্জা ধৌত করা ছুন্নত হইবে।

নহরোল-ফায়েকে আছে, যদি কেহ স্ত্রী-সঙ্গম করিয়া গোছল না করিয়া নিদ্রা গিয়া থাকে, কিম্বা তাহার শরীরের কোন স্থানে নাপাকি থাকে, এই অবস্থায় নিদ্রিত হইয়া থাকে, তবে তাহার দুই হস্তে নাপাকি লাগিবার বিশেষ সন্দেহ হয়, কাজেই তাহার পক্ষে নিদ্রা হইতে উঠিয়া দুই হস্তের কাব্জা ধৌত করা মোয়াক্কাদাহ্ ছুন্নত হইবে। আর যদি কেহ নিদ্রিত না

হইয়া ওজু করে, কিম্বা পাক হইয়া নিদ্রা গিয়া থাকে, তবে এই দুই ক্ষেত্রে দুই কজ্জা ধৌত করা ছুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদাহ্। ইহাই সমধিক ছহিহ্ ও অধিকাংশ ফকিহ্গণের গৃহীত মত। বাহারোর-রাএক ও তাহতাবিতে আছে যে, যদি দুই হস্তে নাপাকি থাকে, তবে উক্ত দুইখানা কজ্জা ধৌত করা ওয়াজেব হইবে। শামি ও বাহরোর-রায়েকে আছে যে, মূলে উক্ত কজ্জা দুইখানা ধৌত করা কি, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, একদল বিদ্বান্ বলেন, উক্ত কজ্জাদ্বয় ধোয়া ফরজ, কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে ধৌত করা ছুন্নত, ইহা ফৎহোল-কদির, মে'রাজ ও খাব্বাজিয়ার মনোনীত মত। এমাম মোহাম্মদের মবছুত হইতেই ইহা বুঝা যায়। আর একদল বলেন, উহা ধৌত করা ছুন্নত, কিন্তু ফরজের স্থলাভিষিক্ত হইবে, ইহা কাফির মনোনীত মত। দোর্রোল মোখতারে আছে যে, হস্ত ধৌত কালেও উক্ত কজ্জাদ্বয় ধৌত করা ছুন্নত হইবে। ছারাখ্‌ছি বলেন, উহা ছুন্নত, কিন্তু ফরজের ফল দিতে পারে না। বাহ্রোর-রাএকে আছে যে, প্রথম মতটি মজহাবের গ্রহণীয় মত। এবনে আবেদীন শামি বলেন, সূক্ষ্ম বিচারে দেখিলে বুঝা যায় যে, উক্ত তিনপ্রকার মতের একই মর্ম্ম, কাজেই প্রকৃতপক্ষে এস্থলে কোন মতভেদ হয় নাই।

বাহরোর-রাএকে আছে, দুই হস্ত ধৌত করার নিয়ম এই যে, যদি পানির পাত্র এরূপ ছোট হয় যে, হস্তে করিয়া উঠান সম্ভব হয়, তবে উক্ত পাত্রে হাত ডুবাইবে না, বরং বাম হস্তে উঠাইয়া ডাহিন হস্তের তালুর উপর ঢালিয়া দিয়া তিনবার ধৌত করিবে, তৎপরে পাত্রটি ডাহিন হস্তে ধরিয়া বাম হস্তের তালুর উপর ঢালিয়া তিনবার ধৌত করিবে। আর যদি উক্ত পানির পাত্রটি এত বড় হয় যে, উহা (হস্তে) উঠান সম্ভব না হয়, এক্ষেত্রে যদি তাহার নিকট অন্য ছোট পাত্র থাকে, তবে উক্ত ছোট পাত্র দ্বারা পানি উঠাইয়া উল্লিখিতরূপে হাত ধৌত করিবে। আর যদি তাহার নিকট ছোট পাত্র না থাকে, তবে বাম হস্তের অঙ্গুলিগুলি একত্রিত করিয়া পানি পাত্রে ডুবাইয়া (পানি উঠাইয়া) ডাহিন হাতের তালুর উপর ঢালিবে, তৎপরে ডাহিন হাতের তালু উক্ত পাত্রে ডুবাইয়া বাম হস্তের তালু ধুইবে। ফকিহগণ বলিয়াছেন, হাতের তালু ডুবাইবে না; কেননা যদি হাতের তালু উহাতে ডুবাইয়া দেয়, তবে উক্ত পানি মোস্তা'মাল হইয়া যাইবে, ইহা মারাকিল ফালাহ ও তাহতাবিতে উল্লিখিত হইয়াছে। (পানি মোস্তা'মাল হইলে,

উহাতে ওজু গোছল জায়েজ হয় না)। আরও ফকিহ্‌গণ বলিয়াছেন, হাদিছ অনুসারে (হাত) ধুইবার পূর্ব্বে পানি পাত্রে হাত ডুবান মকরুহ্ তঞ্জিহি হইবে, উহাতে মকরুহ্ তহরিমি হওয়া বুঝা যায় না। ছোট পাত্রে থাকিলে কিম্বা বড় পাত্রের সহিত ছোট পাত্র থাকিলে, উক্ত পাত্রেহাত ডুবান মকরুহ্ হইবে, আর কেবল বড় পাত্র থাকিলে উহাতে তালু ডুবান মকরুহ্ হইবে, ইহা মোস্তাছফা কেতাবে আছে। কাজিখানে আছে, যদি বে-ওজু কিম্বা নাপাক ব্যক্তি পানি উঠাইবার ধারণায় উক্ত পানিতে হাত ডুবাইয়া দেয়, আর তাহার হাতে নাপাকি না থাকে, তবে পানি নষ্ট হইবে না। এইরূপ যদি কোন কুজা বড় পাত্রে পড়িয়া যায়, এজন্য উক্ত ব্যক্তি কনুই পর্য্যন্ত হাত ডুবাইয়া দেয়, তবে পানি মোস্তা'মাল হইবে না। 'আক্‌তা' কেতাবের টীকায় আছে, কেহ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া পানিতে হাত ডুবাইলে কিম্বা কোন শিশু উহাতে হাত ডুবাইলে, উক্ত পানিতে ওজু করা মকরুহ্ হইবে, কেননা উহার নাপাক হওয়ার সন্দেহ আছে। এস্থলে শামি বলিয়াছেন, উক্ত কথাতে বুঝা যায় যে, যদি শয়নের অগ্রে পাক হইয়া থাকে এবং তাহার (কোন অঙ্গে) নাপাকি না থাকে, তবে উহাতে হাত ডুবান এবং ওজু করা মকরুহ হইবে না।

মোজমারাত কেতাবে আছে, যদি কাহার দুই হাত নাপাক হয় এবং তাহার নিকট পানি উঠাইবার কোন বস্তু না থাকে, তবে সে ব্যক্তি অন্যকে দুই হস্তে পানি উঠাইয়া তাহার দুই হাতে ঢালিয়া দিতে অনুরোধ করিবে, উহাতে সে নিজে দুই হাত ধুইয়া লইবে। আর যদি তথায় অন্য কোন লোক না থাকে, তবে সে একখানা রুমালের এক পার্শ্ব ধরিয়া অন্য পার্শ্ব পানিতে নিক্ষেপ করিবে, তৎপরে উক্ত রুমাল উঠাইয়া উহার নির্গত পানিদ্বারা একহাত ধুইবে, তৎপরে এইরূপ অন্য হাত ধুইবে, কিম্বা একখানা কাপড় দন্ত দ্বারা ধরিয়া (পানি উঠাইয়া) উহার নিসৃত পানি দ্বারা তিনবার হাত ধৌত করিবে। আর যদি তাহার নিকট রুমাল কিম্বা (পাক) কাপড় না থাকে, তবে মুখ দ্বারা পানি উঠাইয়া দুই হাত ধুইবে। আর যদি ইহা করিতে না পারে, তবে তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িবে, কিন্তু উক্ত নামাজ পুনরায় পড়িতে হইবে না।

দোর্রোল-মোখতারে আছে, যদি হাত ধৌত করার ধারণায় কোন পানি পাত্রে হাত ডুবাইয়া দেয়, তবে উক্ত পানি মোস্তা'মাল (ওজু ও

গোছলের অযোগ্য) হইয়া যাইবে, আর যদি পানি উঠাইবার নিয়ত করিয়া থাকে, তবে উক্ত পানি মোস্তা'মাল হইবে না। আর যদি তাহার দুই হাত নাপাক থাকে এবং কোন বস্তুর দ্বারা উক্ত পানি উঠান সম্ভব না হয় তবে তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িবে, উক্ত নামাজ দোহরাইতে হইবে না।

বাহরোর-রায়েক ও তাহতাবিতে আছে, মুখের দ্বারা পানি উঠাইলে, উক্ত পানি ছহিহ্ মতে মোস্তা'মাল হইয়া যাইবে, উহাতে ওজু জায়েজ হইবেনা, তবে নাপাক হাত পাক হইয়া যাইবে। শামি, ১/১১৪/১১৬, বাহঃ, ১/১৭/১৮।

প্রঃ। দুই হাতের কব্জা পৃথক পৃথক ভাবে ধৌত করিতে হইবে কিনা?

উত্তর। দোর্‌রোল মোখতার, আলমগিরি, বাহরোর রায়েক, মোজমারাত, মুহিত ইত্যাদি কেতাবে প্রথমে ডাহিন কব্জা তিনবার, তৎপরে বাম কব্জা তিন বার ধৌত করার কথা আছে। দোরার-গ্রন্থে আছে যে, ডাহিন দিক হইতে কার্য্য আরম্ভ করা শরিয়তের বিধান, আর একসঙ্গে উভয় কব্জা ধৌত করা সাধারণ লোকের নিয়ম, আরও এক হাতের ধৌত করা পানি অন্য হাতে লইয়া যাওয়া জায়েজ নহে। হালাবি ও হুল্‌য়িয়া প্রণেতা ইহার প্রতিবাদে বলেন যে, অনেক হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে দুই কব্জা একসঙ্গে ধৌত করা ছুন্নত প্রমাণিত হয়। আল্লামা এবনে আবেদিন শামি এই শেষোক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। শামি ১/১১৬, বাঃ, ১/১৮, আঃ ১/৬।

পাঠক, মনে রাখিবেন, বহু হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে দুই হাতের কব্জা এক সঙ্গে ধৌত করা বুঝা যায়, কিন্তু হজরতের অন্য হাদিছে আছে যে, তিনি ডাহিন দিক হইতে কার্য্য আরম্ভ করা পছন্দ করিতেন, এই হাদিছের মর্ম্মানুসারে অধিকাংশ ফকিহ প্রথমে ডাহিন হাতের কব্জা ধৌত করার ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকাংশ বিদ্বানের মত গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ।

৪। মেছওয়াক করা ছুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ, "শামিতে আছে, অধিকাংশ বিদ্বানের মতে কুল্লি করার সময় মেছওয়াক করা ছুন্নত, বাহরোর-রায়েকে উহা উৎকৃষ্ট মত বলা হইয়াছে। ইহা কদুরি ও অধিকাংশ "মতন" লেখকের মত, মনইয়ার টীকা ছগিরিতে ইহাকে সমধিক ছহিহ্ মত বলা হইয়াছে। কাফি ও জওহেরা কেতাবে এই মতের সমর্থন করা হইয়াছে, কিন্তু জয়লয়ি ও এবনোল্ হোমাম উহার মোস্তাহাব হওয়া ছহিহ্ বলিয়া দাবি করিয়াছেন।

বাদায়ে' ও মোজতাবা কেতাবে আছে যে, ওজুর অগ্রে মেছওয়াক করিতে হইবে, কিন্তু নেহায়া ও ফৎহোল কদিরে আছে যে, কুল্লী করার সময় মেছওয়াক করিতে হইবে, বাহ্‌রোর রায়েকে শেষোক্ত মতকে অধিকাংশ বিদ্বানের মত ও উৎকৃষ্ট মত বলা হইয়াছে। হানাফি মজহাবে মেছওয়াক করা ওজুর ছুন্নতের মধ্যে গণ্য হইবে, পক্ষান্তরে এমাম শাফেয়ির মতে উহা নামাজের ছুন্নত বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে। বাহরোর-রায়েকে আছে, যদি কেহ্ এক ওজুতে কয়েক ওয়াক্তের নামাজ পড়ে, তবে আমাদের মতে ওজুকালে একবার মেছওয়াক করিলে যথেষ্ট হইবে, আর এমাম শাফেয়ির মতে প্রত্যেক ওয়াক্তে এক একবার মেছওয়াক করিয়া লইতে হইবে।

জওহেরাহ্ গ্রন্থে আছে, যদি কেহ্ ওজুর সময় মেছওয়াক করিতে ভুলিয়া যায়, তবে নামাজের সময় মেছওয়াক করিয়া লওয়া মোস্তাহাব হইবে।

ফৎহোল-কদিরে গজনবিয়া হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে, পাঁচ সময়ে মেছওয়াক করা মোস্তাহাব হইবে,—দাঁত জরদ হওয়া, (মুখের) দুর্গন্ধ হওয়া, নিদ্রা হইতে জাগরিত হওয়া নামাজে দণ্ডায়মান হওয়া এবং ওজু করার সময়। এমদাদোল-ফাত্তাহ্ গ্রন্থে আছে, মেছওয়াক ওজুর জন্য খাস নহে, গৃহে প্রবেশ করা, লোকের নিকট উপস্থিত হওয়া এবং কোরআণ পাঠ কালে মেছওয়াক করা মোস্তাহাব; কাহাস্তানিতে আছে, মেছওয়াক ওজুর জন্য খাস নহে, জাহেরে রেওয়াএত অনুযায়ী উহা আলাহেদা সুন্নত। হেদায়ার হাশিয়াতে আছে, মেছওয়াক সকল সময় মোস্তাহাব, ওজুর সময় ছুন্নত হইয়া যায় এবং প্রত্যেক নামাজের সময় মোস্তাহাব। মনইয়ার টীকাতে প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তে উহা মোস্তাহাব বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে। তাতারখানিয়াতে তাতেম্মা হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আমাদের মতে প্রত্যেক নামাজ ও ওজুর সময়, যে কোন বস্তুতে মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে, উহা ভক্ষণ কালে ও নিদ্রা হইতে জাগরিত হওয়া কালে উহা মোস্তাহাব।

মে'রাজ কেতাবে আছে, কয়বার মেছওয়াক করিতে হইবে, ইহার কোন নর্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই, বরং দুর্গন্ধ ও দাঁতের জরদ ভাব দূর হইয়া মনের শান্তি হওয়াপর্য্যন্ত মেছওয়াক করিতে থাকিবে, মেছওয়াকটী তিনবার

ধৌত করিয়া তিনবার দাঁতে ঘর্ষণ করা মোস্তাহাব, যদিও তিনবারের কমে মনে শান্তি হইয়া যায়, তথাচ তিনবার ঘর্ষণ করা মোস্তাহাব হইবে। বাহরোর-রায়েক ও নহরোল-ফায়েকে আছে, মেছওয়াক ডাহিন হাতে ধারণ করা মোস্তাহাব, মেছওয়াক ধারণ করিবার নিয়ম এই যে, কনিষ্ঠা অঙ্গুলি মেছওয়াকের নিম্নভাগে রাখিবে, বৃদ্ধা অঙ্গুলি মেছওয়াকের শিরোঃদেশের নিম্নে রাখিবে, অবশিষ্ট তিনটি অঙ্গুলি মেছওয়াকের উপরি ভাগে রাখিবে, ইহা (হজরত) এবনে-মছউদ (রাঃ) হইতে কথিত হইয়াছে। মেছওয়াক করাব নিয়ম এই যে, প্রথম উপরি দাঁতের ডাহিন দিকস্থ অর্দ্ধেকাংশে তিনবার মেছওয়াক করিবে, তৎপরে নিম্ন দাঁতের ডাহিন দিকস্থ অর্দ্ধেকাংশে, তৎপরে উপরি দন্তের বাম দিকস্থ অর্দ্ধেকাংশে, তৎপরে নিম্ন দন্তের বাম দিকস্থ অর্দ্ধেকাংশে, তৎপরে জিহ্বায় তিন তিনবার করিয়া মেছওয়াক করিবে। অধিকাংশ বিদ্বানের মতে দাঁতের প্রস্থভাবে মেছওয়াক করিবে, লম্বা দিকে মেছওয়াক করিবেন না, কেননা ইহাতে দাঁতের মাংস আহত হইতে পারে। হল্‌ইয়াতে আছে যে, জিহ্বার দীর্ঘভাবে মেছওয়াক করিবে। গজনবি বলিয়াছেন, ধীরে ধীরে দাঁতের বহির্দেশে মধ্যদেশে, দাঁতের অগ্রাংশে এবং প্রত্যেক দুই দাঁতের মধ্যভাগে মেছওয়াক করিবে।

মেছওয়াকের সোজা, নরম, গ্রন্থিহীন, কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর ন্যায় মোটা ও এক বিঘত লম্বা হওয়া মোস্তাহাব। ইহা দোর্‌রোল মোখতারে আছে। ছেরাজ গ্রন্থে আছে, মেছওয়াক যেন কাঁচা না হয়, কেননা ইহাতে ময়লা পরিষ্কার হয় না, আর যেন বেশী শুষ্ক না হয়, কেননা ইহাতেদন্তমূল আহত হয়, মূলকথা, মেছওয়াকের মুখ যেন বেশী নরম কিম্বা বেশী কঠিন না হয়। মে'রাজ গ্রন্থে আছে যে, মেছওয়াক যেন কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর ন্যায় মোটা হয়। বাহরোর-রায়েক ও ফৎহোল-কদিরে আছে যে, কোন এক অঙ্গুলীর ন্যায় মোটা হইলে চলিবে। দোরারোল-বেহারে আছে, ইহাতে অল্প গিরা থাকিলেও চলিবে। এবনে-আবেদিন শামি বলেন, প্রথমতঃ এক বিঘত লম্বা হইবে, তৎপরে কাটিয়া ঠিক করিয়া লইতে উহা অপেক্ষা কম হইলেও ক্ষতি হইবে না। মেছওয়াকটি যে ব্যক্তি ব্যবহার করিবে, তাহার এক বিঘত হইবে, কিম্বা (গজের হিসাবে) প্রচলিত অর্দ্ধহাত হইবে, প্রচলিত অর্দ্ধহাত হওয়াই বেশী যুক্তিযুক্ত।

দোর্রোল-মোখতার ও শামিতে আছে, শায়িত অবস্থায় মেছওয়াক করিবে না, ইহাতে প্লীহা বড় হইয়া থাকে। মেছওয়াক হাতের মুঠার মধ্যে ধরিবে না, ইহাতে অর্শ রোগের সৃষ্টি হইতে পারে, মেছওয়াক চুষিবে না, কারণ ইহাতে চক্ষু অন্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে। মেছওয়াক না চুষিয়া থুথু গিলিয়া ফেলিলে কি হইবে, ইহার সম্বন্ধে হুল্‌ইয়া কেতাবে এই হাদিছটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে;—

তুমি মেছওয়াক করার সময় প্রথম থুথু গিলিয়া ফেল; কেননা ইহাতে কুষ্ঠ, ধবল ও মৃত্যু ব্যতীত প্রত্যেক পীড়ার উপশম হইয়া থাকে, তৎপরে আর থুথু গিলিও না, কেননা ইহাতে অছওয়াছার (দুশ্চিন্তার) সৃষ্টি হইয়া থাকে। মেছওয়াকটি ধুইয়া রাখিবে, নচেৎ শয়তান উহা দ্বারা মেছওয়াক করিয়া থাকে। মেছওয়াকটি এক বিঘত অপেক্ষা অধিক লম্বা করিবে না, কেননা উহাতে শয়তান আরোহন করে। মেছওয়াক ফেলিয়া রাখিবে না, বরং লম্বাভাবে গাড়িয়া রাখিবে, কেননা ছইদ বেনে জোবাএর বলিয়াছেন যে, মেছওয়াক জমিতে ফেলিয়া রাখিলে, উম্মাদ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

কাহাস্থানি বলেন, যেরূপ লেখকের লেখনী কর্ণে থাকে, হজরতের মেছওয়াক সেইরূপ তাঁহার কর্ণে থাকিত। ছাহাবাগণের মেছওয়াক তাঁহাদের কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে থাকিত। কোন কোন ছাহাবা পাগড়ীর পেঁচের মধ্যে উহা রাখিতেন।

প্রত্যেক ক্ষতিকর ও বিষাক্ত বৃক্ষের মেছওয়াক মকরূহ। হুল্‌ইয়া কেতাবে আছে, একাধিক বিদ্বান ডালিম ও পুষ্পের শাখা দ্বারা মেছওয়াক করা মকরূহ বলিয়াছেন। আয়নি, হেদায়ার টীকায় পুষ্পের শাখা দ্বারা মেছওয়াক নিষিদ্ধ হওয়া ও উহাতেকুষ্ঠ রোগের আশঙ্খা হওয়া সংক্রান্ত একটি হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন।

নহরোল-ফায়েকে ডালিম ও বাঁশের মেছওয়াক করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

মেছওয়াকের মধ্যে পিলু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তৎপরে জয়তুনের মেছওয়াক শ্রেষ্ঠ। তেবরাণি বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, জয়তুনের মেছওয়াক উত্তম, উহা আমার ও প্রাচীন নবীগণের মেছওয়াক।

আলমগিরীতে মুহিত ও জহিরিয়া হইতে উল্লিখিত হইয়াছে

যে, মেছওয়াক তিক্ত বৃক্ষের শাখা হওয়া উচিত, কেননা উহা মুখে সুগন্ধের সৃষ্টি করে, দাঁতগুলি দৃঢ় করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে। যদি বৃক্ষশাখা দুষ্প্রাপ্য হয়, তবে ডাহিন হাতের অঙ্গুলী দ্বারা মেছওয়াক করা যাইতে পারে।

শামিতে হুল্‌ইয়া হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে, যে কোন অঙ্গুলী দ্বারা মেছওয়াক করাতে কোন দোষ হইবে না। আর যদি ইচ্ছা করে, তবে প্রথমে ডাহিন হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা ডাহিন পার্শ্বস্থ দাঁতের উপরি এবং নিম্ন অংশ এবং উক্ত হাতের তর্জ্জনী দ্বারা বাম পার্শ্বস্থ দাঁতের উপরি ও নিম্ন অংশ মেছওয়াক করিতে পারে।

দোর্‌রোল মোখতারে আছে, যদি বৃক্ষশাখার মেছওয়াক না থাকে, তবে অঙ্গুলী কিম্বা শক্ত কাপড় দ্বারা মেছওয়াক করিলে উক্ত প্রকার নেকী হইবে। আর যদি কাহারও দাঁত না থাকে, তবে অঙ্গুলী কিম্বা শক্ত কাপড় দ্বারা মেছওয়াক করিলে উক্ত প্রকার নেকী হইবে। স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদা মেছওয়াক করিলে, তাহাদের দাঁত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এজন্য তাহারা মেছওয়াকের নিয়তে ছনুবরের মিশি ব্যবহার করিলে, মেছওয়াকের নেকী পাইবে। ইহা বাহরোর-রায়েকে আছে।

দোর্‌রোল মোখতারে আছে, মেছওয়াকে মৃত্যু ব্যতীত সমস্ত পীড়ার উপশম হইতে পারে এবং মৃত্যুকালে কলেমা শাহাদত স্মরণ করাইয়া দেয়।

শারাম্বালালিয়া কেতাবে ছহিহ বোখারীর হাশিয়ায়-ফারেজী হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, মেছওয়াক করিলে বার্দ্ধক্য দেরীতে আসে, চক্ষু সতেজ হইবে, প্রত্যেক পীড়ার উপশম হয়, পোলছেরাতে দ্রুত গমন করা সম্ভব হয়। মনইয়ার টীকা প্রভৃতি কেতাবে আছে, মেছওয়াকে মুখ পবিত্র হয়, খোদাতায়ালা রাজী হন, ফেরেশতাগণ আনন্দিত হন, দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ হয়, মুখ ও দাঁতের দুর্গন্ধ দূর হয়, দাঁত শুভ্র হয়, দন্তমূল দৃঢ় হয়, খাদ্য পরিপাক হয়, শ্লেষ্মা দূরীভূত হয়, নামাজের নেকী বহুগুণ বেশী হয়, কোর-আন পাঠের নিয়ম পরিষ্কার হয়, শুদ্ধ উচ্চারণের শক্তি বেশী হয়, পাকস্থলী সতেজ হয়, শয়তান নারাজ হয়, নেকী অধিক হইতে অধিক তর হয়, পিত্ত নাশ হয়, দাঁতের বেদনা ও শিরঃপীড়া নিবারিত হয়, মুখের গন্ধ ভাল হয় এবং রুহ সহজে বাহির হয়।

উত্তর । সে ব্যক্তি অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ এক একবার ধৌত করিবে, কিন্তু কুল্লি করা ও নাসিকায় পানি দেওয়া ত্যাগ করিবে না। হলাদি ইহার এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, হজরত নবি (ছাঃ) কখন কখন প্রত্যুক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক একবার ধৌত করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়া ত্যাগ করেন নাই। —শামি, ১/১২১।

মসলা। যদি কেহ হাতে পানি লইয়া উহার কিছু অংশ দ্বারা কুল্লি করে এবং অবশিষ্ট অংশ দ্বারা নাকে পানি দেয়, তবে মূল কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়া ছুন্নত আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু প্রত্যেক কার্য্যের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে পানি লওয়ার ছুন্নত ত্যাগ হইয়া যাইবে।

আর যদি কেহ পানি লইয়া প্রথমে উহার কিছু অংশ নাকে দেয়, তৎপরে অবশিষ্টাংশ দ্বারা কুল্লি করে, তবে নাকে পানি দেওয়া ছুন্নত আদায় হইবে, কিন্তু কুল্লী করা ছুন্নত আদায় হইবে না এবং তরতিব লক্ষ্য রাখার (অর্থাৎ অগ্রে কুল্লি করার) ছুন্নত আদায় হইবে না। শামি, ১/১২১।

মসলা । যদি কেহ কুল্লি করিতে গিয়া পানি গিলিয়া ফেলিয়া দেয়, তবে কি হইবে?

উত্তর । ফৎহোল-কদিরে আছে যে, উপরোক্ত ক্ষেত্রে কুল্লি করা ছুন্নত আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু কুল্লীর পানি বাহিরে নিক্ষেপ করা উত্তম। —বাহঃ, ১/২১।

মসলা । যদি কেহ এক গণ্ডূষ পানি লইয়া তিনবার করিয়া মুখে দেয়, কিম্বা নাকে দেয়, তবে কি হইবে?

উত্তর । মুহিত কেতাবে আছে, উপরোক্ত ক্ষেত্রে কুল্লি আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু নাকে পানি দেওয়া ছুন্নত আদায় হইবে না।— আলমগিরি, ১/৭।

মসলা । যদি মেছওয়াক করে, কিন্তু তাহার মুখের মধ্যে মেছওয়াকের কিছু অংশ অথবা খাদ্য সামগ্রীর কিছু অংশ বাকী থাকে, এবং মেছওয়াকের দ্বারা উহা বহির্গত না হয়, অথবা নাকে কিছু ময়লা থাকে, তবে কি করিবে?

উত্তর । কাহাস্তানি বলেন, মুখে ও নাসিকায় অঙ্গুলী দিয়া উহা বাহির করিয়া ফেলা উত্তম। শামি, ১/১৩১, দোররেল-মোখতার।

মসলা । ওজুর ফরজগুলির অগ্রে কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়ার ব্যবস্থা স্থির করা হইল কেন?

উত্তর। ওজুর পানির রং চক্ষু দ্বারা দেখা যাইবে, উহার স্বাদ মুখ দ্বারা এবং উহার গন্ধ নাসিকা দ্বারা পরীক্ষা করা যাইবে, এই জন্য কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়ার ব্যবস্থা প্রথমে হইয়াছে। শামি, ১/১৩০।

৭। তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করার পরে দাড়ি, খেলাল করা ছুন্নত, ইহা কাজিখান, জাহেদি মবছুত ও মে'রাজ কেতাবে সমধিক ছহিহ, বা ফৎওয়া গ্রাহ্য মত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি হজ্ব করিতে এহরাম অবস্থায় থাকে, তাহার পক্ষে দাড়ি খেলাল করা মকরুহ, ইহা নহরোল ফায়েকে আছে।

দাড়ি খেলাল করার নিয়ম এই যে, ডাহিন হাতের অঙ্গুলী সমুহ এই ভাবে দাড়ির মধ্যে দাখিল করিবে যে, যেন তাহার হাতের তালুর পৃষ্ঠদেশ গলার দিকে থাকে এবং নীচের দিক্ হইতে টানিয়া উপরের দিকে লইয়া যাইবে। ইহা মনহ্ ও হুল্‌ইয়া কেতাবে আছে। আলমগিরি, ১/৭, শামি ১/১২১।

৮। হাত পায়ের অঙ্গুলিগুলি খেলাল করা ছুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ, ইহা ছেরাজ ও নহরোল-ফায়েকে আছে। যদি অঙ্গুলির মধ্যে পানি পৌঁছিয়া থাকে, তবে খেলাল করা ছুন্নত হইবে, আর যদি পানি পৌঁছিয়া না থাকে, তবে তথায় পানি পৌছান ফরজ, ইহা ফৎহোল-কদিরে আছে। যদি হাতের অঙ্গুলিগুলি পরস্পর মিলিত থাকে, তবে খেলাল করা ফরজ হইবে, ইহা দোর্রোল মোখতার ও শামিতে আছে।

হাতের অঙ্গুলিগুলি খেলাল করার নিয়ম এই যে, এক হাতের অঙ্গুলিগুলি অন্য হাতের অঙ্গুলিগুলির মধ্যে দাখিল করিবে (যেরূপ পাঞ্জা করার সময় করিতে হয়) ইহা বাহরোর রায়েক ও নহরোল ফায়েকে আছে।

এবনে আবেদিন শামি বলিয়াছেন, বাহরোর-রায়েকে ইহার জইফ হওয়ার প্রতি ইশারা করা হইয়াছে। রহমতি বলিয়াছেন, এরূপ ভাবে খেলাল করিবে যে, যেন এক হস্তের তালু অন্য হস্তের তালুর পৃষ্টদেশে মিলিয়া যায়, প্রথমোক্ত ভাবে খেলাল করিলে, ক্রীড়ার ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, আর এই শেষোক্ত ভাবে খেলাল করিলে, এই ভাবটি থাকে না। (লেখক বলেন, ইহাই গ্রহণীয় মত)।

মে'রাজ ও কদুরিতে আছে, পায়ের অঙ্গুলিগুলিতে খেলাল করার নিয়ম এই যে, বাম হস্তের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী দ্বারা ডাহিন পায়ের কনিষ্ঠা

অঙ্গুলী হইতে খেলাল আরম্ভ করিয়া বাম পায়ের কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতে শেষ করিবে। বাহরোর-রায়েকে আছে, ফকিহগণ বলিয়াছেন যে, এই পায়ের খেলাল নীচের দিক হইতে উপরের দিকে করিতে হইবে, ইহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রথম এই যে, পায়ের পৃষ্ঠ দিক্ হইতে কনিষ্ঠা অঙ্গুলী দাখিল করিয়া নীচের দিক্ হইতে উপরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় এই যে, পায়ের ভিতরের দিক হইতে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া নীচের দিক হইতে উপরের দিকে টানিয়া লইবে। ছেরাজ কেতাবে দ্বিতীয় মতের দৃঢ় সমর্থন করা হইয়াছে, কিন্তু প্রথম মতটি সমধিক যুক্তিযুক্ত। এবনে আবেদিন শামি ইহার অনুমোদন করিয়াছেন। (লেখক বলেন, উভয় মতের মধ্যে কোন একটি গ্রহণ করিলে চলিবে)।

যদি কেহ্ অঙ্গুলিগুলিকে পানিতে ডুবাইয়া দেয়, তবে খেলাল আদায় হইয়া যাইবে।—শামি, ১/১২১/১২২, আঃ ১/৭, বাহঃ, ১/২২/২৩।

৯। প্রত্যেক শরীর পূর্ণভাবে তিনবার করিয়া ধৌত করা ছুন্নত, জওহরিয়া কেতাবে আছে যে, পূর্ণভাবে একবার ধৌত করা ফরজ। তৎপরে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারেপূর্ণ ভাবে ধৌত করা ছুন্নত, কিন্তু জওহেরা ও কৎহোল-কদিরে আছে যে, শেষ দুইবার ধৌত করা একটি ছুন্নত, আর ছেরাজ ও নহরোল-ফায়েকে দুইবার ধৌত করাকে দুইটি মোয়াক্কাদা ছুন্নত বলা হইয়াছে। প্রত্যেক বার পূর্ণভাবে অঙ্গ ধৌত করা ছুন্নত এমন কি যদি কেহ্ এক গণ্ডুষ পানি লইয়া এরূপভাবে অঙ্গ ধৌত করে যে, উহার কিছু অংশ শুষ্ক থাকে, তৎপরে দ্বিতীয় গণ্ডুষ পানি দ্বারা কিছু অংশ ধৌত করে, তৎপরে তৃতীয় গণ্ডুষ দ্বারা সম্পূর্ণ অঙ্গ ধৌত করে, তবে উহা তিনবার ধৌত করা হইবে না, ইহা তাহতাবি ও হলইয়া কেতাবে আছে।

এবনে-আবেদিন শামি বলিয়াছেন, যদি কেহ তৃতীয়বারে সম্পূর্ণ অঙ্গ ধৌত করিয়া থাকে, তবে কি এক্ষেত্রে একবার ধৌত করা ধরিয়া আর দুইবার পূর্ণভাবে ধৌত করিতে হইবে কিম্বা প্রথম ও দ্বিতীয় বারে যে অংশটুকুতে পানি না পৌঁছিয়াছিল, তাহাই ধৌত করিলে চলিবে? বাহরোর-রায়েকের এবারতে বুঝা যায় যে, দুইবার পূর্ণভাবে অঙ্গ ধৌত করিতে হইবে।—আঃ, ১/৭, শামি, ১/ ১২২/১২৩।

মসলা। যদি কেহ্ একবার করিয়া অঙ্গ ধৌত করে, তবে কি হইবে?

উত্তর। যদি দৈবাৎ কেহ এইরূপ করে, কিম্বা পানির অল্পতা হেতু, অথবা শীতের ওজরে বা অন্য কোন কারণে এরূপ করে, তবে মকরুহ্ হইবে না, আর যদি উহা স্বভাব করিয়া লয়, তবে মকরুহ্ হইবে. ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।

শামি ও মে'রাজ কেতাবে আছে যে, তিন তিনবার অঙ্গ ধৌত করা ছুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্, কাজেই বিনা কারণে সর্ব্বদা উহা ত্যাগ করিলে গোনাহ হইবে। —শামি, ১/১২৩, আঃ, ১/৭।

মসলা। তিনবারের অধিক অঙ্গ ধৌত করিলে কি হইবে?

উত্তর। যদি মনের শান্তি লাভ উদ্দেশ্যে (সন্দেহ ভঞ্জন উদ্দেশ্যে) তিনবারের অধিক অঙ্গ ধৌত করে, তবে কোন দোষ হইবে না। আর যদি এইরূপ উদ্দেশ্য ব্যতীত তিনবারের অধিক ধৌত করে, তবে মকরুহ্ হইবে, ইহা হেদাইয়া কেতাবে আছে এবং ফৎহোল কদিরের এবারত হইতে ইহাই বুঝা যায়; কিন্তু বাদায়ে ও তাতারখানিয়া কেতাবে আছে যে, যদি তিনবার ধৌত করা ছুন্নত ধারণা করিয়া তিনের অধিকবার ধৌত করে, তবে মকরুহ্ হইবে না।

এবনে-আবেদিন শামি উপরোক্ত মতভেদ এইভাবে খণ্ডন করিয়াছেন যে, যদি তিনবার ধৌত করা ছুন্নত জানিয়া দৈবাৎ একবার এরূপ করে, তবে মকরুহ্ হইবে না, আর যদি উহা স্বভাব করিয়া লয়, তবে তিনবার ধৌত করা ছুন্নত জানিলেও মকরুহ্ হইবে, অবশ্য (সন্দেহ ভঞ্জন) এইরূপ ছহিহ্ উদ্দেশ্যে একাধিকবার উক্ত কার্য্য করিলে মকরুহ্ হইবে না।

রহমতি বলিয়াছেন, মনের দুশ্চিন্তা নিবারণের জন্য তিনবারের অধিক অঙ্গ ধৌত করা মকরুহ্ নহে, কিন্তু ইহা ওছওয়াছা বিশিষ্ট (দুশ্চিন্তাশীল) ব্যক্তির ব্যবস্থা নহে, দুশ্চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে ওছওয়াছা (দুশ্চিন্তা) দূর করা ও সন্দেহের দিকে লক্ষ্য না করা ওয়াজেব; কেননা এই দুশ্চিন্তা শয়তান কর্ত্তৃক উৎপন্ন হইয়া থাকে, আর আমরা শয়তানের বিরুদ্ধাচারণ করিতে এবং উহার সহিত শত্রুতা প্রকাশ করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি।

তাতারখানিয়া কেতাবে আছে, যদি কেহ ওজুর কোন অঙ্গ ধৌত করা সম্বন্ধে সন্দেহ করে, তবে উহা দোহরাইয়া লইবে, আর যদি ওজু

শেষ করিয়া উক্ত সন্দেহ করে, কিম্বা সন্দেহ করা যাহার স্বভাব হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ওজু শেষ করার পূর্ব্বে সন্দেহ করে, তবে উহা দোহরাইবে না, ইহাতেই উক্ত ওছওয়াছা দূরীভূত হইয়া যাইবে।—শামি, ১/১২৩/১২৪।

মসলা। যদি কেহ একাধিকবার ওজু করে, তবে কি হইবে?

উত্তর। যদি কেহ ওজু শেষ করিয়া একই মজলিশে দ্বিতীয়বার ওজু করে, তবে তাতারখানিয়া ও খোলাছার রেওয়াএত অনুযায়ী মকরুহ্ হইবে না, কিন্তু মনইয়ার টীকায় আছে যে যদি ওজু করিয়া নামাজ পড়িয়া থাকে, কিম্বা তেলাওয়াতের ছেজদা করিয়া থাকে, অথবা কোরআন শরিফ স্পর্শ করিয়া থাকে, তবে দ্বিতীয় বার ওজু করা মকরুহ হইবে না, নচেৎ মকরুহ হইবে।

ইহার অনুকূলে এবনে-এমাদ 'হেদ্‌ইয়া' কেতাবে লিখিয়াছেন, ওজু করিয়া নামাজ পড়িয়া ওজু করা মোস্তাহাব, ইহা শোরয়া ও কেন্‌ইয়া কেতাবে আছে। ছিউতি যামে'-ছগিরে এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন, ওজু থাকিতে ওজু করিলে, দশ নেকী হইবে। মানাবি বলেন, হজরত এবনে-ওমার (রাঃ) উক্ত হাদিছের রাবি ছিলেন, তিনি উক্ত হাদিছের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, ওজু করিয়া ফরজ কিম্বা নফল নামাজ পড়িয়া ওজু করিলে, উক্ত নেকী হইবে। শামি প্রণেতা বলেন, উপরোক্ত কথাগুলিতে বুঝা যায় যে, ওজু করিয়া নামাজ ইত্যাদি এবাদত না করিয়া একই মজলিশে বা ভিন্ন ভিন্ন মজলিশে দ্বিতীয়বার ওজু করিলে, মকরুহ হইবে।

পক্ষান্তরে ছেরাজ ও নহরোল-ফায়েকে আছে যে, এক মজলিশে দ্বিতীয়বার ওজু করিলে মকরুহ্ হইবে না, তদধিকবার ওজু করিলে, অপব্যয় ও মকরুহ্ হইবে। আবদুল গণি নাবেলছি বলিয়াছেন, হাদিছের ভাবে বুঝা যায় যে, ওজু করিয়া নামাজ না পড়িলেও সেই মজলিশে ওজু করার শরিয়ত সঙ্গত ব্যবস্থা, আর শরিয়ত-সঙ্গত ব্যবস্থা পালনে অপব্যয় হইতে পারে না, কিন্তু তৃতীয়বার বা চতুর্থবার ওজু করিতে গেলে মধ্যে নামাজ পাঠ কিম্বা মজলিশ পরিবর্তন আবশ্যক, নচেৎ উহা অপব্যয় বলিয়া গণ্য হইবে।

শামি-প্রণেতা বলেন, ওজু করিয়া নামাজ পাঠ করিলে কিম্বা স্থান পরিবর্তন করিলে, দ্বিতীয়বার ওজু করাতেও মকরুহ্ হইবে না।—১/১২৩/১২৪।

লেখক বলেন, ওজু করিয়া নামাজ পাঠ, তেলাওয়াতের ছেজদা ও কোর-আন স্পর্শ এইরূপ কোন এবাদত করিয়া দ্বিতীয়বার ওজু করিলে সকলের মতে উহা মোস্তাহাব হইবে, আর কোন এবাদত না করিয়া কেবল মজলিশ পরিবর্ত্তন করিলে, দ্বিতীয়বার ওজু করাতে মতভেদ আছে, কাজেই উহা না করা উত্তম।

১০। একবার পানি লইয়া একবার সমস্ত মস্তক মছহ করা ছুন্নত। ফৎহোল-কদিরে ইহার উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে। কিন্‌ইয়া হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যদি কেহ বিনা আপত্তি সর্ব্বদা পূর্ণভাবে মস্তক মছহ ত্যাগ করিতে থাকে, তবে গোনাহ্‌গার হইবে। —শামি, ১/১২৫।

মসলা। পূর্ণভাবে মস্তক মছহ করার নিয়ম কি?

উত্তর। মন্‌ইয়ার ৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, পানি লইয়া দুই হাতের দুই তালু ও অঙ্গুলিগুলি ভিজাইবে, তৎপরে প্রত্যেক হাতের তিন তিন অঙ্গুলি (কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমাকে) মস্তকের অগ্রভাগে রাখিবে এবং দুইটি তর্জ্জনী ও দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও দুইটি তালুকে মস্তক হইতে পৃথক করিয়া রাখিবে, আর উক্ত হস্তদ্বয়কে (ছয়টি অঙ্গুলিকে) টানিয়া ঘাড় পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে, তৎপরে দুইটি তালুকে মস্তকের দুই পার্শ্বদেশে রাখিয়া মছহ করিবে, অবশেষে দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুলীর বাতীনি অংশ (পেট) দ্বারা দুই কর্ণের পৃষ্টদেশ এবং দুইটি তর্জ্জনীর পেট দ্বারা দুই কর্ণের ভিতরের অংশ মছহ করিবে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

এবনে আবেদিন শামি 'বাহরোর-রায়েক' এর হাসিয়া মেনহাতোল খালেক কেতাবে নহরোল-ফায়েক হইতে উপরোক্ত প্রকার মছহ করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এইটুকু বেশী বলিয়াছেন, দুই তালুকে মস্তকের (পশ্চাদ্দিকস্থ) দুই পার্শ্বদেশে রাখিয়া মস্তকের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইবে।

বাহ্‌রোর-রায়েক ও শামিতে উপরোক্ত প্রকার মছহ করার এইরূপ প্রতিবাদ করা হইয়াছে যে, জায়লয়ি বলিয়াছেন, ফকিহগণ মছহ করার নিয়ম লইয়া বাদানুবাদ করিয়াছেন, প্রকাশ্য (ফৎওয়া গ্রাহ্য) মত এই যে, দুই তালু ও অঙ্গুলিগুলি মস্তকের অগ্রভাগে রাখিয়া এরূপ ভাবে ঘাড় পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইবে যে, যেন সমস্ত মস্তক মছহ হইয়া যায়, তৎপরে দুই অঙ্গুলি দ্বারা দুই কর্ণ মছহ করিবে, মস্তক মছহ করাতে পানি

মোস্তা'মাল হইবে না। দুইটি তর্জ্জনী ও দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং দুই তালু পৃথক রাখার মত হাদিছে প্রমাণিত হয় নাই, ইহা ফৎহোল-কাদিরে আছে। —শামি, ১/১৬/৫, ১২২।

মসলা। পৃথক পৃথক পানি দ্বারা তিনবার মস্তক মছহ্ করিলে কি হইবে?

উত্তর। মুহিত ও বাদায়ে কেতাবে আছে যে, পৃথক পৃথক পানি দ্বারা তিনবার মছহ্ করা মকরূহ হইবে। খোলাছা কেতাবে উহা বেদয়াত বলা হইয়াছে।

মনইয়ার টীকায় আছে যে, মকরূহ হওয়ার মত দলীল সঙ্গত। এবনে-আবেদিন শামি 'মেনহাতোল-খালেক' কেতাবে উহার মকরূহ হওয়া দলীল সঙ্গত সপ্রমাণ করিয়াছেন। দোর্রোল- মোখতারে উহা মকরুহ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শামি, ১/১২৫, বাহঃ, ১/২৩, মেনহাতোল-খালেক, ১২৪।

দোর্রোল-মোখতারে আছে যে, একবার পানি লইয়া তিনবার মস্তক মছহ্ করা ছুন্নত কিম্বা মোস্তাহাব হইবে, 'মতন' গ্রন্থ সমূহে একবার মছহ্ করার কথা আছে। আয়নি কেতাবে এমাম আজমের ছহিহ মতে একবার মছহ্ করার ব্যবস্থা আছে।—আঃ, ১/৭, শামি, ১/১২৫, গায়া, ১/৬২।

১১। মস্তক মছহ্ করিতে যে পানি লইয়াছিল, সেই পানি দ্বারা দুই কর্ণ এক সময় মছহ করা ছুন্নত, এস্থলে ডাহিন দিক হইতে আরম্ভ করিতে হইবে না।

হানাফি মজহাবে মস্তক মছহ্ করার পানি দ্বারা কর্ণ মছহ্ করা জায়েয হইবে, কেননা হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, দুইটি কর্ণ মস্তকের মধ্যে গণ্য। বাহ্‌রোর-রায়েক, নহরোল-ফায়েক ও খোলাছা কেতাবে আছে যে, নূতন পানি দ্বারা কর্ণ মছহ্ করিলে, ছুন্নত আদায় হইয়া যাইবে, ইহাই দোর্রোল-মোখতার, শারাম্বালালি ও বোরহানের এবারতে বুঝা যায়, কিন্তু সমস্ত 'মতন' গ্রন্থে ইহার বিপরীতে লিখিত আছে যে, মস্তক মছহ্ করার পানিতে কর্ণদ্বয় মছহ্ করিবে। হেদায়ার টীকাকারগণ এই মতের অনুমোদন করিয়াছেন।

মেরাজ গ্রন্থে খালাছাতুল ফাতাওয়া হইতে উল্লিখিত আছে যে, কর্ণদ্বয়ের জন্য পৃথক পানি লওয়া ছুন্নত নহে। জহিরিয়াতে আছে যে, আমাদের মতে মস্তক মছহ করার পানি দ্বারা কর্ণদ্বয় মছহ করা ছুন্নত। তাতারখানিয়াতে আছে যে, মস্তক মছহ করার পানি দ্বারা কর্ণদ্বয় মছহ করা ছুন্নত, কর্ণদ্বয়ের জন্য পৃথক পানি লইবে না। হেদায়া ও বাদায়ে' কেতাবে উক্ত মত সমর্থন করা হইয়াছে।

এ'নায়া ও মজমায়ার টীকায় আছে যে, পৃথক পানি লইবে না। আয়নি বলিয়াছেন, একই পানিতে সমস্ত মছহ করা ছুন্নত কর্ণদ্বয় মস্তকের অন্তর্গত। দোরারের টীকায় আছে, পৃথক পানি দ্বারা কর্ণদ্বয় মছহ করিলে দুইটি পৃথক নিয়ম অবলম্বন করা হইবে, ইহা জায়েজ হইবে না। ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে যে, কর্ণদ্বয় মছহ করার জন্য পৃথক পানি লওয়া যাবতীয় মতন গ্রন্থ ও মজহাব বর্ণনাকারী টীকার গৃহীত রেওয়াএতের খেলাফ। কর্ণদ্বয় মছহ করার নিয়ম ইতিপূর্বে লিখিত হইয়াছে।

যদি পাগড়ি স্পর্শ করার হস্তের পানি শুষ্ক হইয়া গিয়া থাকে তবে কর্ণদ্বয় মছহ করার জন্য পৃথক পানি লওয়া আবশ্যক। ইহা মনইয়ার টীকা ও ফৎহোল-কদিরে আছে।

দোর্‌রোল-মোখতারে আছে যে, (মস্তক মছহ করার পরে) পাগড়ি স্পর্শ করিলেই কর্ণদ্বয় মছহ করিতে নূতন পানির আবশ্যক, কেননা এক্ষেত্রে হস্তের পানি মোস্তামাল হইয়া যায়। শামিতে আছে, উপরোক্ত মস্‌লার হিসাবে যদি মস্তক মছহ করিয়া কর্ণদ্বয় মছহ করার পূর্বে দুই হস্ত উঠাইয়া লওয়া হয়, তবে হাতে পানি থাকিলেও কর্ণদ্বয় মছহ করার জন্য পৃথক পানি লওয়া আবশ্যক হওয়াই সঙ্গত। —শামি, ১/১২৫/১২৬।

১২। কোরআন শরিফের আয়তে ওজুর যে তরতিব উল্লেখ হইয়াছে, সেই তরতিবে ওজু করা ছুন্নতে মোয়াক্কাদাহ, (অর্থাৎ প্রথমে মুখ ধৌত করা, তৎপরে দুই হাত ধৌত করা, তৎপরে মস্তক মছহ করা, তৎপরে দুই পা ধৌত করা ছুন্নতে মোয়াক্কাদাহ উহা ত্যাগ করিলে গোনাহ্‌গার হইতে হইবে। —বাহঃ, ১/২৭।

কদরী লেখক নিয়ত, তরতিব ও সম্পূর্ণ মস্তক মছহ করাকে মোস্তাহাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু হেদায়া, মুহিত, তোহফা, ইজাহ ও ওয়াফি কেতাবে উক্ত তিনটি কার্যকে ছুন্নত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,

মে'রাজোদ্দেরায়া কেতাবে ইহাকে সমধিক ছহিহ মত বলা হইয়াছে। — আঃ, ১/৮/১৩।

ওজুর অঙ্গগুলি এরূপ ধারাবাহিক (লাগালাগি) ধৌত করা ছুন্নত যে, যেন দ্বিতীয় অঙ্গ ধৌত কিম্বা মছহ করার পূর্ব্বে প্রথম অঙ্গ শুষ্ক না হইয়া যায়, বাহরোর-রায়েকে আছে যে, এই মতটি সমধিক যুক্তযুক্ত।

যদি গরম বায়ু বা তেজ বায়ুর জন্য অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায়, কিম্বা পানি শেষ হইয়া যাওয়ায় অন্য পানি চেষ্টা করিতে গেলে, প্রথম অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায়, তবে উক্ত ছুন্নত আদায় হইয়া যাইবে। শামি, ১/১২৭, আঃ, ১/৮, বাহঃ, ১/২৭।

বাহরোর-রায়েকের ১/২৮ পৃষ্ঠায় আছে, দুই পা ধুইবার পূর্ব্বে রুমাল দ্বারা অন্যান্য অঙ্গ মুছিয়া ফেলিবে না, কেননা ইহাতে ধারাবাহিক ধোয়ার ছুন্নত তরক হইয়া যায়।

পাঠক, মতন গ্রন্থগুলিতে ১৩টি ছুন্নতের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তোহফা ইত্যাদি গ্রন্থে প্রায় ২১টি ছুন্নতের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। উপরোক্ত ১৩টি ছুন্নত বর্ণনা কালে তন্মধ্যের অনেকগুলি ছুন্নতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ছুন্নতের মধ্যে দোর্রোল-মোখতারে নিম্নোক্ত কয়েকটি ছুন্নতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, —(১) ওজুর অঙ্গ মর্দ্দন করা, (২) অতিরিক্ত পানি নষ্ট না করা, (৩) মুখমণ্ডলে সজোরে পানি নিক্ষেপ না করা। আলমগিরি ও শামিতে নিম্নোক্ত ছুন্নতগুলির কথা আছে, (৪) প্রস্তর দ্বারা এস্তেঞ্জা করা, (৫) পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা, (৬) এস্তেঞ্জা কালে স্ত্রীলোকের বাহ্য যোনি ধৌত করা, (৭) মস্তক মছহ কালে মস্তকের অগ্র হইতে আরম্ভ করা, (৮) হাত, পা ধৌত কালে অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ হইতে আরম্ভ করা, (৯) দুই পা ধৌত কালে পানি পাত্রটি ডাহিন হস্তে ধরিয়া ডাহিন পায়ের অগ্রভাগে ঢালিয়া দিয়া বাম হস্ত দ্বারা মর্দ্দন করা, তৎপরে বাম পায়ের উপর পানি ঢালিয়া দিয়া উহা মর্দ্দন করা ছুন্নত। — শামি, ১/১২৭/১২৮, আঃ, ১/৮, দোর্রোল-মোখতার।

ওজুর মোস্তাহাবগুলির বিববরণ।

প্রশ্ন। মোস্তাহাব কাহাকে বলে?

উত্তর। যাহা করিলে, ছওয়াব হয় এবং ত্যাগ করিলে, কোন তিরস্কার (দোষ) নাই, উহাকে মোস্তাহাব, মন্দুব, নফল ও তাতাওয়ো

تطوع বলা হয়। কখন ও উহার উপর ছুন্নত শব্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। কাহাস্তানি বলিয়াছেন, উহা ছুন্নতে জায়েদা অপেক্ষা দরজায় কম। কেহ কেহ বলেন, মোস্তাহাব ত্যাগ করিলে, মকরুহ তঞ্জিহি হইবে। বাহরোর রায়েক, জয়লয়ি ও শামির মতে মোস্তাহাব ত্যাগ করিলে, মকরুহ তঞ্জিহি হইবে না। ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্য মত। —শামি, ১/১২৮।

প্রশ্ন:—ওজুর মোস্তাহাবগুলি কি কি?

উত্তর । ১। দুই হাত, দুই পা ধৌত কালে প্রথমে ডাহিন হাত ও ডাহিন পা ধৌত করা মোস্তাহাব। দুই গণ্ড ধৌত করা কালে এবং দুই কর্ণ মছহ করা কালে ডাহিন দিক হইতে আরম্ভ করা মোস্তাহাব নহে। সেহাহ্ গ্রন্থে এই হাদিছটি আছে,—জনাব হজরত নবি (ছাঃ) প্রত্যেক বিষয়ে, এমন কি পাক হওয়া কালে, জুতা পরিধান কালে ও কেশ বিন্যাস করা কালে এবং প্রত্যেক কার্য্যে ডাহিন দিক হইতে আরম্ভ করা পছন্দ করিতেন।—শামি ১/১২৮/১২৯।

আয়নি হেদায়ার টীকায় লিখিয়াছেন, ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে আছে, জনাব নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা জুতা পায় দেওয়া কালে প্রথমে ডাহিন পায়ে জুতা দিবে, আর জুতা খুলিবার সময় বাম পায়ের জুতা প্রথম খুলিবে।

হাকেম ছহিহ ছনদে উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, তুমি মসজিদে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডাহিন পা রাখিবে, আর মসজিদ হইতে বাহির হইতে গেলে, প্রথমে বাম পা বাহিরে রাখিবে। বিদ্বানগণ এক বাক্যে বলিয়াছেন, প্রত্যেক সম্মান যোগ্য কার্য্য করিতে ডাহিন দিক হইতে আরম্ভ করা মোস্তাহাব, ওজু গোসল করিতে, বস্ত্র, জুতা মোজা ও পায়জামা পরিধান করিতে, মসজিদে প্রবেশ করিতে, মেস-ওয়াক করিতে, সুরমা ব্যবহারে, নখ কাটিতে, গোঁফ ছাটিতে, বগলের লোম কর্ত্তন করিতে মস্তক মুণ্ডন করিতে, নামাজের ছালাম ফিরিতে, পায়খানা হইতে বাহির হইতে, পানাহার করিতে, মোসাফাহা করিতে হাজারে-আছওয়াদ চুম্বন করিতে, কোন বস্তু আদান প্রদান কালে তদ্ব্যতীত এইরূপ অন্যান্য কার্য্যে ডাহিন দিক হইতে আরম্ভ করা মোস্তাহাব।

আর এইরূপ কার্য্যাবলী বিপরীত কার্য্য সমূহে বাম দিক হইতে আরম্ভ করা মোস্তাহাব, যথা নাসিকা পরিস্কার করিতে, এস্তেঞ্জা ও

পায়খানায় যাইতে, মজ্‌জিদ হইতে বাহির হইতে, জুতা, মোজা, কাপড় ও পায়জামা খুলিতে, এইরূপ কার্য্য করিতে বাম দিক্ হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। গায়াতোল-আওত্বার, ১/৫৮।

বাহরোর-রায়েক ও নহরোল-ফায়েকে ওজুর অঙ্গ ডাহিন দিক হইতে আরম্ভ করা মোস্তাহাব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, ছেরাজ গ্রন্থে ইহাই সমধিক ছহিহ্ বলা হইয়াছে। ফৎহোল-কদিরে উহার ছুন্নত হওয়া সপ্রমাণ করা হইয়াছে এবং শামিতে ইহার সমর্থন করা হইয়াছে।-শামি, ১/১২৮,১২৯, বাহঃ, ১/২৮, (লেখক বলেন, প্রথম মত ফৎওয়া গ্রাহ্য।

২। দুই হস্তে পৃষ্ঠদেশ দ্বারা ঘাড় মছহ্ করা মোস্তাহাব, ইহাই ছহিহ্ মত, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে, ফকিহ আবু জা'ফর উহা ছুন্নত বলিয়াছেন। মিছকিনের টীকায় আছে যে, বহু বিদ্বান এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।(লেখক বলেন, এই ছুন্নতের অর্থ গায়ের মোয়াক্কাদাহ ছুন্নত, কাজেই উভয়ের মতের একই মর্ম্ম)।

বাহরোর-রায়েকে আছে দুই হস্তের পৃষ্ঠদেশের পানি (মস্তক মছহ্ করা কালে) ব্যবহৃত হয় নাই, কাজেই সেই পানি দ্বারা ঘাড় মছহ্ করিতে হইবে। শামিতে আছে, মনইয়াতে যে পৃথক পানি দ্বারা মছহ্ করার কথা আছে, ইহার কোন আবশ্যক নাই, উহার টীকা কবিরিতে বর্ণিত হইয়াছে। মনইয়াতে অঙ্গুলিগুলির পৃষ্ঠদেশ দ্বারা মছহ্ করার কথা আছে, সম্ভবতঃ দুই হস্তের পৃষ্ঠদেশ বলিয়া উক্ত মর্ম্ম গ্রহণ করা হইয়াছে।

গলা মছহ্ করা বেদয়াত।—শামি, ১/১২৯, বাহঃ, ১/২৮।

৩। পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া ওজু করা মোস্তাহাব।— দোঃ।

৪। কর্ণদ্বয় মসহ করার সময় ভিজা কনিষ্ঠা অঙ্গুলিদ্বয়কে দুই কর্ণে দাখিল করা মোস্তাহাব।— দোঃ

৫। মা'জুর ব্যতীত অন্য লোকের ওয়াক্তের পূর্ব্বে ওজু করা মোস্তাহাব।

৬। ঢিলা অঙ্গুটিকে ওজু কালে নাড়াইয়া দেওয়া মোস্তাহাব, এইরূপ পানি পৌঁছিয়াছে জানিতে পারিলে, কসা আঙ্গুটি নাড়াইয়া দেওয়া মোস্তাহাব, আর উহা জানিতে না পারিলে, নাড়াইয়া দেওয়া ফরজ হইবে। এইরূপ কর্ণের বালি নাড়াইয়া দেওয়া মোস্তাহাব।—দোঃ।

৭। বিনা আপত্তি ওজু করিতে অন্যের সাহায্য না লওয়া মোস্তাহাব, কিন্তু অন্য কাহারও দ্বারা ওজুর পানি ঢালিয়া লইলে, মকরুহ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, বাজ্জাজিয়ার এবারতে বুঝা যায় যে, মকরুহ হইবে, কিন্তু মনইয়ার টীকায় আছে যে, যদি কেহ সন্তুষ্ট চিত্তে ও ভক্তির বশবর্ত্তী হইয়া কাহাকে ওজুর পানি ঢালিয়া দেয় এবং ওজুকারী ইহা করিতে হুকুম না করে, তবে মকরুহ হইবে না, ইহহি হেদিয়ায় এবনে এমাদে আছে। কতকগুলি সহিহ হাদিছে আসিয়াছে যে, জনাব হজরত নবি (ছাঃ) ওজুর পানি ঢালিয়া দিতে হুকুম করিয়াছিলেন কিম্বা বিনা হুকুমে তাঁহার ওজুর পানি ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতেই বুঝা যায় যে, অন্য লোকে ওজুর পানি ঢালিয়া দিলে মকরুহ হইবে না। আর যে, হাদিসে নিজে ওজু করার কথা আছে, উহার মর্ম্ম এই যে, হজরত নিজে অঙ্গ ধৌত বা মসহ করিতেন। এখতিয়ার কেতাবে যে বিনা আপত্তি ওজুতে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা মকরুহ হইবে লিখিত আছে, সম্ভবতঃ নিজে অঙ্গ ধৌত ও মসহ করার সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে।

মূল কথা এই যে, যদি কেহ কাহারও জন্য ওজুর পানি ঢালিয়া দেয় অথবা আনিয়া দেয় বা ওজুকারী এরূপ কার্য্যের হুকুম করে, তবে কিছুতেই মকরুহ হইবে না। আর যদি কেহ বিনা আপত্তি অন্যের ওজুর অঙ্গ ধৌত বা মসহ করাইয়া দেয়, তবে মকরুহ হইবে। ইহাই তাতারখানিয়া কেতাবে আছে। শামি ১/১৩১।

৮। অনিবার্য্য আবশ্যক ব্যতীত মনুষ্যদের কথা না বলা মোস্তাহাব।— দোঃ।

৯। উচ্চস্থানে বসিয়া ওজু করা মোস্তাহাব, ইহাতে অজুর নির্গত পানি হইতে কাপড় পবিত্র থাকিতে পারে। —দোঃ।

শামিতে আছে যে, ওজুর নির্গত পানির নাপাক হওয়ার সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, এই জন্য সহিহ্ মতে উহা পাক হইলেও উহা পান করা ও তদ্দারা আটা খামির করা মকরুহ, কাজেই উক্ত পানি হইতে (কাপড়) পবিত্র রাখা মোস্তাহাব। —শামি, ১/১৩১। আঃ, ১/৯।

১০। অন্তরের নিয়তের সহিত মৌখিক নিয়ত সংক্রান্ত শব্দ উচ্চারণ করা মোস্তাহাব। —দোঃ।

১১। প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত বা মছহ কালে বিছমিল্লাহ পাঠ করা মোস্তাহাব। —দোঃ।

শামি বলেন, মুহিত ও জামে' ছগিরের টীকার অনুসরণে মন্‌ইয়া কেতাবে লিখিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক অঙ্গ ধৌতকালে শাহাদত কলেমা পাঠ করিবে।

হলইয়া কেতাবে এমাম মোস্তাগ্‌ফেরি হইতে ওজু আরম্ভ কালে বিছমিল্লাহ ও প্রত্যেক অঙ্গ ধৌতকালে শাহাদত কলেমা পাঠ সংক্রান্ত একটি হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন। —শামি ১/১৩১।

১২। প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত বা মছহ কালে যে দোয়া পাঠের ব্যবস্থা হাদিছে আছে, তৎসমস্ত পাঠ করা মোস্তাহাব। দোঃ

এমদাদ ও দোরার গ্রন্থে আছে যে, বিছমিল্লাহ পাঠের পরে কুল্লী করার সময় পাঠ করিবে;—

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّي عَلٰى تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَ ذِكْرِكَ

وَشُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ ●

" হে আল্লাহতায়ালা, তুমি কোর-আন পাঠ করিতে, তোমার জেক্‌র (স্মরণ) করিতে, তোমার শোক্‌র (কৃতজ্ঞতা) করিতে এবং সুচারুরূপে তোমার এবাদত করিতে আমাকে সাহায্য কর।"

নাসিকায় পানি দেওয়া কালে বলিবে;—

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا تُرِحْنِي رَائِحَةَ النَّارِ

"ইয়া আল্লাহতায়ালা, তুমি আমাকে বেহেশতের সৌরভে বিমোহিত করিও এবং দোজখের পুতি গন্ধ দ্বারা আমাকে নির্য্যাতন করিও না।"

মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় বলিবে,—

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ

"ইয়া আল্লাহ, যে দিবস কতক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল এবং কতক মুখমণ্ডল কালিমাময় হইবে, সেই দিবস আমার মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করিও।"

ডাহিন হাত ধৌতকালে বলিবে;—

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِيَمِيْنِىْ وَ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا

"ইয়া আল্লাহ, তুমি আমার আমলনামা দক্ষিণ হস্তে প্রদান করিও এবং আমাকে সহজ বিচারে বিচারিত করিও।"

বাম হস্ত ধৌত করা কালে বলিবে,—

اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِشِمَالِىْ وَ لَا مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ

"ইয়া আল্লাহ, আমার আমলনামা আমার বাম হস্তে এবং আমার পৃষ্ঠের পশ্চাদ্দিক হইতে আমাকে প্রদান করিও না।"

মস্তক মসহ্ করার কালে বলিবে,—

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ ●

"ইয়া আল্লাহ, যে দিবস তোমার আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া নাই, সেই দিবস আমাকে তোমার আরশের নীচে ছায়া প্রদান করিও।"

দুই কর্ণ মসহ করার সময় বলিবে,—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ ●

"ইয়া আল্লাহ, তুমি আমাকে উক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিও, যাহারা কালাম (কোরআন) শ্রবণ করেন, তৎপরে উহার উৎকৃষ্ট অংশের অনুসরণ করেন।"

ঘাড় মসহ্ করার সময় বলিবে,—

اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِىْ مِنَ النَّارِ

"ইয়া আল্লাহ, আমার গ্রীবাদেশকে দোজখ হইতে মুক্তি প্রদান কর।"

ডাহিন পা ধৌত করার সময় বলিবে,—

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَىَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ

"ইয়া আল্লাহ, যে দিবস পদ সমূহ স্খলিত হইবে, সেই দিবস পোল ছেরাতের উপর আমার পা স্থির রাখিও।"

বাম পা ধৌত করার সময় বলিবে,—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِىْ مَغْفُوْرًا وَّ سَعْيِىْ مَشْكُوْرًا

وَّ تِجَارَتِىْ لَنْ تَبُوْرَ *

"ইয়া আল্লাহ, তুমি আমার গোনাহ্ মার্জ্জনা, চেষ্টা সফল ও ব্যবসায় চিরস্থায়ী করিও।"

উপরোক্ত দোয়াগুলি জইফ হাদিছে আছে, এবনে হাব্বান প্রভৃতি তৎসমস্ত উল্লেখ করিয়াছেন। এমাম নবাবি উক্ত হাদিসগুলির উপর এন্‌কার করিয়াছেন, শাফেয়ি এমাম রামালি বলিয়াছেন, উক্ত হাদিসগুলি জইফ, আর এইরূপ স্থলে জইফ হাদিসের প্রতি আমল করা উত্তম।

এমাম এবনে হাজার ও ছিউতি উপরোক্ত প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। আরও উক্ত হাদিসগুলি জইফ হইলেও কয়েক সনদে বর্ণিত হইয়াছে, জইফ হাদিস কতকগুলি ছনদে উল্লেখ হইলে, হাসান (গ্রহণযোগ্য) হইয়া যায়, ইহা তাহতাবিতে আছে। অবশ্য জাল হাদিসের প্রতি আমল করা জায়েজ নহে। (আর জইফ হাদিস জাল নহে)। শামি, ১/১৩২/১৩৩।

১৩। জয়লয়ি বলিয়াছেন, প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত বা মছহ করার পরে দরূদ শরিফ পড়া মোস্তাহাব।— দোঃ।

হেদায়া লেখক মোখ্‌তারাতোন্নাওয়াজেল কেতাবে লিখিয়াছেন, প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত বা মছহ করার সময়, হয় বিস্‌মিল্লাহ পড়িবে, না হয় হাদিছ উল্লিখিত দোয়া পড়িবে, কিম্বা শাহাদত কলেমা পড়িবে। —শামি ১/১৩২।

১৪। ওজু শেষ হইলে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা মোস্তাহাব,—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَ اجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ●

মনইয়াতে উহার সহিত ইহাও যোগ করা হইয়াছে:—

وَ اجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ●

"ইয়া আল্লাহ্, তুমি আমাকে তওবা কারীদের অন্তর্গত কর, পবিত্র লোকদিগের শ্রেণীভুক্ত কর, নেককার বান্দাদিগের দলভুক্ত কর, এবং উক্ত লোকদের দলভুক্ত কর যাহাদের উপর কোন ভয় নাই এবং যাহারা চিন্তাযুক্ত হইবেন না।"

সহিহ্ তেরমজিতে উহার পূর্ব্বে শাহাদত কলেমা পড়ার কথাও আছে।

মনইয়াতে আছে, ওজু শেষ হইলে, আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবে;—

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ ●

"আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে, তোমা ব্যতীত বন্দিগির (উপাসনার) যোগ্য আর কেহ নাই, তুমি অদ্বিতীয়, তোমার কোন শরিক (অংশী) নাই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি, তোমার বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ পূর্ব্বক তোমার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন (তওবা) করিতেছি এবং আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে, (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) তোমার সেবক ও তোমার রছুল।"— শামি, ১/১৩৩।

১৪। ওজু শেষ করার পরে ওজুর অবশিষ্ট পানি সম্পূর্ণ কিম্বা আংশিক পান করা মোস্তাহাব, ইহা মনইয়োর টীকা ও শোবয়ার টীকায় আছে। মনইয়া কেতাবে আছে যে, উক্ত পানি পান করার পরে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিবে:—

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِشِفَائِكَ وَ دَاوِنِيْ بِدَوَائِكَ

وَاعْصِمْنِيْ مِنَ الْوَهْلِ وَ الْاَمْرَاضِ وَ الْاَوْجَاعِ ●

"ইয়া আল্লাহ, তুমি শেফা দ্বারা আমাকে রোগমুক্ত কর, নিজের ঔষধ দ্বারা আমার ঔষধ প্রদান কর এবং দুর্ব্বলতা, পীড়া ও বেদনা সমূহ হইতে আমাকে রক্ষা কর।"

হলইয়াতে আছে যে, উক্ত দোয়া হাদিসে আছে বলিয়া অবগত নহি, কিন্তু উহা উৎকৃষ্ট দোয়া।

মাওয়াহেব, দোরার, মনইয়া নহরোল-ফায়েক ইত্যাদি কেতাবে আছে যে, উক্ত সময় দাঁড়াইয়া পানি পান করিবে। ফাৎহোল কদির ও বাহরোর-রায়েকের এবারত অনুযায়ী উক্ত পানি বসিয়া পান করা জইফ মত বলিয়া প্রকাশ হয়। সেরাজ গ্রন্থে উক্তপানি ও জমজমের পানি দাঁড়াইয়া পান করা মোস্তাহাব হওয়ার কাথা লিখিত আছে। হালাবি প্রভৃতি বিদ্বানগণ উক্ত পানি বসিয়া পান করার মত জইফ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

দোরেলি-মোখতারে আছে, ওজুর অবশিষ্ট পানি ও জমজমের পানি দাঁড়াইয়া পান করা মকরুহ নহে, এতদ্ব্যতীত সমস্ত সময় দাঁড়াইয়া পানি পান মকরুহ তঞ্জিহি, বিদেশীর (মোসাফেরের) জন্য চলিতে চলিতে পানি পান করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

শামি বলেন, ওজুর অবশিষ্ট পানি ও জমজমের পানি পান, করাতে পীড়ার উপশম হইয়া থাকে। সৈয়দ আবদুল গণি নাবেলছি 'হেদইয়ায়-এবনোল এবাদ কেতাবের টীকায় লিখিয়াছেন আমার কোন পীড়া হইলে, আমি রোগমুক্তির আশায় ওজুর অবশিষ্ট পানি পান করিতাম, ইহাতে আমার রোগমুক্তি হইত।

একটি জইফ হাদিসে আছে যে, উহাতে ৭০ প্রকার পীড়ার

উপশম হইয়া থাকে। শামি, ১/১১৩-১৩৫।

১৫। চক্ষু কর্ণদ্বয়, গোড়ালীর উপরিস্থ পেশিদ্বয়, পায়ের গাঁইটদ্বয় ও পায়ের তালুদ্বয়ে পানি পৌঁছাইতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা মোস্তাহাব।— দোঃ।

১৬। হস্ত, পদ ও মুকমণ্ডল ধৌত করার যে সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ ধৌত করা মোস্তাহাব।

হজরত বলিয়াছেন, ওজুর নিদর্শন স্বরূপ কেয়ামতে আমার ওম্মতের হাত, পা ও মুখমণ্ডল আলোকময় হইবে, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, সে যেন তাহার হাত, পা ও মুখমণ্ডলের জ্যোতিঃ বেশী করে। —শামি, ১/১৩৫।

১৭। বাম হাত দ্বারা দুই পা মর্দ্দন করা মোস্তাহাব।—শামি, ১/১৩৫।

১৮। ওজু আরম্ভ করা কালে শীতকালে দুই পা ভিজাইয়া লওয়া মোস্তাহাব। বাদায়ে কেতাবে আছে, সমস্ত অঙ্গ ভিজাইয়া লওয়া মোস্তাহাব, কেননা শীতাকালে পানি ভালরূপে গড়াইয়া যায় না—শামি, ১/১৩৫। বাহঃ, ১/১১। আলঃ, ১/৯।

১৯। (এস্তেঞ্জার স্থানটি) রুমাল দ্বারা মুছিয়া ফেলা মোস্তাহাব। ইহা ফৎহোল-কদিরে আছে। যে কাপড় দ্বারা উক্ত স্থান মুছিয়া ফেলা হয়, উক্ত কাপড় দ্বারা যেন অন্যান্য অঙ্গ না মোছা হয়। হুল্‌ইয়া কেতাবে আছে, ওজু ও গোসল করিয়া রুমাল দ্বারা মুছিয়া ফেলা মকরুহ কিনা ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কাজিখানে আছে যে, ওজুকারী ও গোসলকারীর পক্ষে রুমাল দ্বারা মুছিয়া ফেলাতে কোন দোষ নাই। হজরত নবি (ছাঃ) এরূপ করিয়াছেন, ইহার রেওয়াএত আছে।

সহিহ্ মত এই যে ওজু ও গোসলের পরে উহা মকরুহ হইবে না, কিন্তু পূর্ণভাবে মুছিয়া ফেলিবে না, বরং এরূপ মুছিবে যেন ওজুর চিহ্ন তাহার অঙ্গ-প্রতঙ্গে থাকে। খাজানাতোল আকমাল ও খোলাছা কেতাবে আছে যে, উহাতে কোন দোষ নাই। আয়নি বলেন, আমাদের মতে উহাতে দোষ নাই, অবশ্য যদি রুমাল দ্বারা মুছিয়া না ফেলে, তবে আরও উত্তম। —শামি, ১/১৩৫। আঃ, ১/৯। গায়াতোল-আওতায়র, ১/৬১।

২০। ওজুর পরে হাত ঝাড়িয়া না ফেলা মোস্তাহাব।

২১। ওজুর পরে সুরা কদর পড়া মোস্তাহাব।

২২। মকরুহ ওয়াক্ত ব্যতীত অন্য সময় ওজু করিয়া তাহিয়্যাতোল ওজু দুই রাকয়াত নামাজ পড়া মোস্তাহাব। উক্ত তিনটি মসলা দোর্রোল-মোখতারে আছে।

২৩। অপহৃত জমির মৃত্তিকা ও পানি দ্বারা তায়াম্মো ওজু না করা মোস্তাহাব।

২৪। স্ত্রীলোকের ওজুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওজু না করা মোস্তাহাব। —শামি, ১/১৩৬।

২৫। ওজুর পানি খুব কম না লওয়া মোস্তাহাব।

২৬। এস্তেঞ্জার পরে অতি ত্রস্তভাবে গুপ্ত অঙ্গ ঢাকিতে চেষ্টা করা মোস্তাহাব।

২৭। এস্তেঞ্জা কালে আল্লাহতায়ালার নাম কিম্বা তাঁহার নবির নাম অঙ্কিত আঙ্গুটী খুলিয়া রাখা মোস্তাহাব।

২৮। ওজুর পাত্র মৃত্তিকা নির্ম্মিত হওয়া মোস্তাহাব।

২৯। বদনার হাতল (হ্যাণ্ডেল) তিনবার ধৌত করা মোস্তাহাব।

৩০। উক্ত বদনা বামদিকে রাখা মোস্তাহাব।

৩১। যদি পানি পাত্র এরূপ হয় যে, গণ্ডুষ করিয়া পানি তুলিয়া লওয়া হয়, তবে উহা ডাহিন দিকে রাখা মোস্তাহাব।

৩২। ধৌতকালে উক্ত বদনার শিরোদেশে হাত না রাখিয়া উহার হ্যাণ্ডেলে হাত রাকা মোস্তাহাব।

৩৩। ওজুর সমস্ত কার্য্যে ওজু করার নিয়ত স্মরণ রাখা মোস্তাহাব।

৩৪। মুখমণ্ডল ধৌতকালে উপরের দিক হইতে আরম্ভ করা মোস্তাহাব।

৩৫। (ওয়াক্তের পূর্ব্বে ওজুর) আয়োজন উদ্দেশ্যে উক্ত পাত্রটি পূর্ণ করিয়া রাখা মোস্তাহাব।

৩৬। বামহস্তে নাসিকা ঝাড়িয়া ফেলা মোস্তাহাব।

৩৭। ধীরে ধীরে ওজু করা মোস্তাহাব।

৩৮। ভ্রূ ও গোঁফের নীচে পানি পৌঁছান মোস্তাহাব।

৩৯। পাক স্থানে ওজু করা মোস্তাহাব।

উপরোক্ত মসলাগুলি ফৎহোল ক্বদিব হইতে উল্লিখিত হইয়াছে।—শামি ১/১২৯।

৪০। মস্তক ঢাকিয়া পায়খানায় প্রবেশ করা মোস্তাহাব।

৪১। রৌদ্রের তাপে উত্তপ্ত পানি দ্বারা ওজু না করা মোস্তাহাব।

৪২। একটি পানিপাত্রকে নিজের জন্য খাস না করা মোস্তাহাব।

৪৩। গুপ্ত অঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত না করা মোস্তাহাব।

৪৪। পানিতে থুথু ও কফ নিক্ষেপ না করা মোস্তাহাব।

৪৫। ওজুর পানি এক মদ অপেক্ষা কম না হওয়া মোস্তাহাব। (এক মদ সাড়ে তিন পোয়ার কিছু অধিক)

৪৬। ওজু থাকিতে অজু করা মোস্তাহাব।

৪৭। মুখমণ্ডল ধৌত কালে পানিতে ফুৎকার না করা মোস্তাহাব। এই মসলা দুইটি মনইয়াতে আছে।

৪৮। এস্তেঞ্জার সময় কথা না বলা মোস্তাহাব।

৪৯। পায়খানা কালে কেবলার দিকে মুখ কিম্বা পশ্চাৎ না করা মোস্তাহাব।

৫০। পায়খানা কালে চন্দ্র ও সূর্য্যের দিকে মুখ কিম্বা পশ্চাৎ না করা মোস্তাহাব।

৫১। পায়খানার পর লিঙ্গ স্পর্শ না করা মোস্তাহাব।

৫২। বাম হাত দ্বারা এস্তেঞ্জা করা মোস্তাহাব।

৫৩। এস্তেঞ্জা করার পরে বাম হস্তকে প্রাচীরের ন্যায় কোন বস্তুর উপর ঘর্ষণ করা মোস্তাহাব।

৫৪। তৎপরে উক্ত হস্ত ধৌত করা মোস্তাহাব।

৫৫। লিঙ্গের উপর পানি ছিটাইয়া দেওয়া মোস্তাহাব।

৫৬। ওজুর পরে পায়জামার উপর পানি ছিটান মোস্তাহাব।

৫৭। সাধারণ লোকে যে স্থানে ওজু করে, সেই স্থানে ওজু করা মোস্তাহাব।

৫৮। ডাহিন হাত দ্বারা পানি ঢালিয়া দেওয়া মোস্তাহাব। এই মসলাগুলি খাজায়েন গ্রন্থে আছে।

৫৯। প্রত্যেক মকরুহ কার্য্য ত্যাগ করা মোস্তাহাব—শামি ১/১২৯।

৬০। নিজে পানি উঠাইয়া রাখা মোস্তাহাব।

প্রশ্ন। কোন্ সুন্নত বা নফলের নেকি ফরজের নেকি অপেক্ষা অধিকতর হইবে?

উত্তর। ১। ওয়াক্ত হইলে ওজু করা ফরজ, আর ওয়াক্তের পূর্ব্বে ওজু করা নফল (মোস্তাহাব), এই নফলের নেকি উক্ত ফরজ অপেক্ষা অধিকতর হইয়া থাকে।

২। দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দেওয়া ওয়াজেব, আর তাহাকে ঋণের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা মোস্তাহাব, এই মোস্তাহাবের নেকি উক্ত ওয়াজেবের নেকী অপেক্ষা অধীকতর।

৩। প্রথমে ছালাম করা ছুন্নত, কিন্তু ছালামের উত্তর দেওয়া ফরজ, এই ছুন্নতের নেকী উক্ত ফরজের নেকী অপেক্ষা অধিকতর।

৪। রমজান মাসে মোসাফেরের রোজা রাখা ছুন্নত, মোকিমের রোজা রাখা ফরজ, এই ছুন্নতের নেকী ফরজের নেকী অপেক্ষা অধিক।

৫। জোমার আজানের পূর্ব্বে মসজিদে যাওয়া ছুন্নত, কিন্তু আজানের পরে মসজিদে যাওয়া ফরজ, এই ছুন্নতের নেকী উক্ত ফরজের নেকী অপেক্ষা অধিক।

৬। ক্ষুধার মরণাপন্ন ব্যক্তিকে তাহার প্রাণ রক্ষা পরিমাণ খাদ্য দান করা ওয়াজেব, আর তাহাকে তদতিরিক্ত দান করা নফল, এই নফলের নেকী উক্ত ওয়াজেবের নেকী অপেক্ষা অধিক।

ওজুর মকরুহগুলির বিবরণ

প্রশ্ন। মকরুহ কয় প্রকার?

উত্তর। মকরুহ দুই প্রকার, প্রথম তহরিমি, উহা হারামের কাছাকাছি, ইহার দূষিত হওয়া 'জান্নি' দলীল হইতে প্রামণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় —মকরুহ তঞ্জিহি, ইহা করা অপেক্ষা না করাই উত্তম। —শামি, ১/১৩৬।

প্রশ্ন। ওজুর মকরুহ কি কি?

উত্তর। ১। মুখমণ্ডলে, বা অন্যান্য অঙ্গে সজোরে পানি পৌঁছান

মকরূহ তঞ্জিহি, ইহা ফৎহোল-কদির ও হুলইয়া কেতাবে আছে। —শামি, ১/১২৬।

২। এরূপ কম পানিতে ওজু করা মকরূহ, যাহাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে পানি নির্গত হওয়া স্পষ্ট প্রকাশ না হয়, বরং এরূপ পানি ব্যবহার করিবে, যাহাতে পানি নির্গত হওয়া স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় এবং প্রত্যেক অঙ্গ ধৌতের প্রতি নিশ্চয়তা জন্মে, ইহা মন্‌ইয়ার টীকাতে আছে। —শামি, ১/১২৬।

৩। শরিয়তের নিরূপিত পরিমাণ আপেক্ষা বেশী পানি ব্যয় করা মকরূহ; কাজিখান, জয়লয়ি ও মোবতাগা উহা মকরূহ বলিয়াছেন। বাহরোর-রায়েক, নহরোল-ফায়েক ও দোর্রোল-মোখতারে উহার মকরূহ তহরিমি হওয়ার কথা লিখিত আছে। ফৎহোল-কদির, বাদায়ে' কেতাবে উহার মকরূহ তঞ্জিহি হওয়ার কথা লিখিত আছে, শামি এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। ইহা নিজের অধিকারভুক্ত কিম্বা প্রবাহিত পানির ব্যবস্থা। আর যদি উহা ওজু গোসলকারিদের জন্য ওক্‌ফ করা কিম্বা মাদ্রাসা সমূহের পানি হয়, তবে উক্ত পানি বেশী পরিমাণ ব্যয় করা সর্ব্ববাদি সম্মত মতে হারাম হইবে, হুল্‌ইয়া ও মন্‌ইয়ার টীকাতে আছে। শামি রহমতি হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, উপরোক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, উপরোক্ত ব্যবস্থা হাওজ কিম্বা কোন পাত্রে রক্ষিত পানির পক্ষে খাটিবে, আর দেমাস্কসের মাদ্রাসা ও জামে' মসজিদে যেরূপ প্রবাহিত পানি আছে, সেই পানি বেশী পরিমাণ ব্যয় করিলে, হারাম হইবে না। —মেনহাতোল-খালেক, বাহ্‌রোর-রায়েক, ১/১২৯, শামি, ১/১৩৭/১৩৮।

লেখক বলেন, পরহেজগারদিগের পক্ষে বেশী পানি ব্যয় করা মকরূহ তহরিমি হওয়ার মত গ্রহণ করাই এহতিয়াত, কিন্তু আম লোকের পক্ষে মকরূহ তঞ্জিহি হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া হইবে।

ছহিহ বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থে আছে, হজরত নবি (ছাঃ) এক মদ পানি দ্বারা ওজু এবং এক ছা' পানি দ্বারা গোছল করিতেন।

চারি মদে এক ছা' হয়, লক্ষ্নৌ শহরের সেরের হিসাবে এক মদ প্রায় তিন পোয়া হইয়া থাকে। আর এক ছা' তিন সেরের কিছু অধিক হয়। লক্ষ্নৌ শহরের সের ৯৬ তোলায় হইয়া থাকে। আমাদের ৮০ তোলা

সেরের এক মদ তিন পোয়ার কিছু বেশী হয়। আর এক ছা' তিন সের অর্দ্ধ পোয়া হইয়া থাকে। ছুন্নতের প্রতি আমল করিতে হইলে এবং মকরুহ কার্য্য ত্যাগ করিতে হইলে তিন পোয়া বা কিছু বেশী পানিতে ওজু করা কর্ত্তব্য।

৪। পৃথক পৃথক পানি দ্বারা তিনবার মস্তক মছহ্‌ করা মকরুহ, ইহা দোর্‌রোল-মোখতার, মনইয়ার টীকা ও মেনহাতোল, খালেকে আছে। শামি, ১/১২৫।

৫। স্ত্রীলোকের (ওজু ও গোছলের) অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওজু করা মকরুহ, ছেরাজ কেতাবে উহার মকরুহ তহরিমি হওয়ার কথা আছে, কিন্তু তাহতাবিতে উহার মকরুহ তঞ্জিহি হওয়ার কথা আছে, শামি এই মত সমর্থন করিয়াছেন।—শামি, ১/১৩৮, তাহতাবি, (লেখক বলেন, ইহাই গ্রহণীয় মত।)

৬। অপহৃত জমির মৃত্তিকা ও পানি দ্বারা ওজু ও তায়াম্মোম করা মকরুহ। —শামি, ১/১৩৮।

৭। নাপাক স্থানে বসিয়া ওজু করা মকরুহ।

৮। মসজিদের মধ্যে ওজু করা মকরুহ কিন্তু যদি কোন পাত্রের মধ্যে কিম্বা ওজুর জন্য নির্ম্মিত স্থানে ও ওজু করে, তবে মকরুহ হইবে না। — দোঃ

৯। কোন পাণিতে থুথু কিম্বা কফ নিক্ষেপ করা কমরুহ —দোঃ

তাহতাবিতে উহা মকরুহ তঞ্জিহি বলিয়া লিখিত আছে।

১০। বিনা আপত্তি বাম হস্তে কুল্লী করা ও ডাহিন হস্তে নাক ঝাড়া মকরুহ।

১১। নিজের জন্য কোন ওজুর পাত্র খাস করা মকরুহ। আঃ, ১০/১১।

১২। ওজুর পাণিতে ফুৎকার করা মকরুহ।

১৩। মুখ ও চক্ষুদ্বয় ওজু কালে বন্ধ করিয়া রাখা মকরুহ।
—মনইয়া, ১০।

ওজুর অন্যান্য মকরুহ সম্বন্ধের আলোচনা ছুন্নত মোস্তাহাবের মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ওজু ভঙ্গকারী বিষয়গুলির বিবরণ

প্রশ্ন। কি কি কার্যে ওজু ভঙ্গ হয়?

উত্তর। ১। মলমূত্র নির্গত হইলে, ওজু ভঙ্গ হইয়া যায়। স্ত্রীলোকের সহিত কামভাবে ক্রীড়া কৌতুক করার সময় যে তরল পানি লিঙ্গ হইতে নির্গত হয়, উহাকে মজি বলা হয়। গাঢ় প্রস্রাবকে ওদি বলা হয়, যদি কেহ বলেন, স্ত্রীসঙ্গম অন্তে গোসল করার পরে এবং প্রস্রাবের পরে যে পানি বহির্গত হয়, উহাকে ওদি বলে, কাজিখান বলেন, প্রস্রাবের পরে যে গাঢ় পানি বাহির হয়, উহাকে ওদি বলে। ইহা তবইন কেতাবে আছে। মজি ও ওদি বহির্গত হইলে, ওজু ভঙ্গ হইয়া যায়। এইরূপ কোন বস্তু বহন করার কিম্বা উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া যাওয়ার কারণে কামভাব উত্তেজনা ব্যতীত মণি (বীর্য্য) স্খলিত হইলে, ওজু নষ্ট হইয়া যায়, ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

যদি মলদ্বার কিম্বা স্ত্রীলোকের যোনি অথবা পুরুষ লোকের, লিঙ্গ হইতে পাথর কিম্বা ক্রিমি বাহির হয়, তবে সকলের মতে ওজু ভঙ্গ হইবে, ইহা কাজিখানে আছে।—আলমগিরি, ১/১০। কাজিখান।

যে বায়ু মলদ্বার হইতে বহির্গত হয়, উহাতে ওজু নষ্ট হয়, ইহা দোর্রোল-মোখতার ও মুহিত কেতাবে আছে। আর যে বায়ু পুরুষের লিঙ্গ কিম্বা স্ত্রীলোকের যোনি হইতে বাহিরে হয়, উহাতে ওজু নষ্ট হইবে না, ইহাই ছহিহ মত। ইহা জওহেরা ও কেতাবে আছে। আঃ, ১/১০, মনইয়া, ৪০।

দোর্রোল-মোখতার ও শামি কেতাবে আছে, যে বায়ু মলদ্বার হইতে বহির্গত হয়, উহা বিষ্ঠাস্থল হইতে প্রকাশিত হয়, এই হেতু উহাতে ওজু নষ্ট হয়, কিন্তু যে বায়ু পুরুষের লিঙ্গ কিম্বা স্ত্রীলোকের যোনি হইতে বহির্গত হয়, উহা প্রকৃত পক্ষে বায়ু নহে, বরং মাংস স্পন্দন। আর যদিও উহা বায়ু হয়, তথচ উহা বিষ্ঠাস্থল হইতে বহির্গত হয় না, সেই হেতু উহাতে ওজু নষ্ট হয় না। শামি, ১/১৪০/১৪১।

প্রশ্ন। বায়ুগ্রস্থ রোগীর শরীরের মাংস কম্পন হইতে থাকে, এই জন্য যদি তাহার মলদ্বারের মাংস স্পন্দন হয়, তবে উহাতে ওজু নষ্ট হইবে কিনা?

উত্তর। শামি ও দোর্রোল মোখতারে আছে, যদি কাহারও

মলদ্বার হইতে বায়ু নির্গত হয় এবং সে জানিতে পারে যে, উহা (মলদ্বারের) উপরিভাগে (বিষ্ঠাস্থল) হইতে নির্গত হয় নাই, তবে উহা মাংস স্পন্দন হইবে এবং উহাতে ওজু নষ্ট হইবে না। হালাবি বলেন, এ বিষয়ে প্রবল ধারণা যথেষ্ট হইবে। রহমতি বলেন, উপরের দিক হইতে নির্গত না হওয়ার বিশ্বাস হইলে, ওজু নষ্ট হইবে না। আর যদি কোথা হইতে উহা নির্গত হইল, সন্দেহ হয়, তবে ওজু নষ্ট হইবে, হালাবি মনইয়ার টীকায় এইরূপ লিখিয়াছেন।

মনহ্‌ গ্রন্থে খোলাসা হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যদি উক্ত বায়ুর উপরের দিক হইতে নির্গত হওয়ার বিশ্বাস হয়, তবে ওজু নষ্ট হইবে, আর সন্দেহ হইলে ওজু নষ্ট হইবে না, ইহাই ফেক্‌হ ও ছহিহ হাদিছের অনুকুল মত। —শামি, ১/১৪১।

মসলা। যে স্ত্রীলোকের গুহ্যদেশের পরদা ফাটিয়া গিয়া মলদ্বার প্রস্রাবের স্থানে মিলিত হইয়া গিয়াছে, তাহার যোনি হইতে বায়ু নির্গত হইলে ওজু নষ্ট হয় কিনা?

উত্তর। জওহেরা ও কাজিখানে আছে যে, উহাতে ওজু মোস্তাহাব হইবে। কেহ কেহ বলেন, যদি ইহা দুর্গন্ধ হয়, তবে ওজু নষ্ট হইবে, নচেৎ না। শেখ ইসমাইল বলেন, যদি উহার শব্দ শুনা যায় কিম্বা পুতিগন্ধ প্রকাশহয়, তবে ওজু নষ্ট হইবে, নচেৎ না। এমাম মোহাম্মদ হইতে উল্লিখিত আছে যে, এহতেয়াতের জন্য ওজু ওয়াজেব হইবে। আবু হাফছ ইহার উপর ফৎওয়া দিয়াছেন। ফৎহোল-কদিরে উহার ওয়াজেব হওয়ার মত সমর্থন করা হইয়াছে। আঃ, ১/১০, মনইয়া, ৪০, শামি, ১/১৪১, লেখক বলেন, শেষ মতটি গ্রহণীয়।

মসলা। যদি কাহারও উদরে জখম হইয়া থাকে এবং উক্ত ক্ষত স্থান হইতে বায়ু নির্গত হয়, তবে উহাতে ওজু নষ্ট হইবে কিনা?

উত্তর। উপরোক্ত ক্ষেত্রে ওজু নষ্ট হইবে না, যেরূপ ঢেকুর তুলিলে ওজু নষ্ট হয় না; ইহা কিন্‌ইয়া কেতাবে আছে। আঃ, ১/১০।

মসলা। যদি কেহ ভিজা পায়জামা পরিধান করিয়া থাকে, কিম্বা তাহার নিতম্বদ্বয়ের যে অংশ হইতে বায়ু বহির্গত হয়, উক্ত অংশ ভিজা থাকে, তৎপরে বায়ু নির্গত হয়, তবে উক্ত পায়জামা কিম্বা নিতম্ব নাপাক হইবে কিনা?

উত্তর। ইহাতে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে উক্ত স্থান কিম্বা পায়জামা নাপাক হইবে না।—শামি, ১/১৪০, বাহঃ ১/৩০।

মসলা। যদি অর্শ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মলদ্বারস্থ নাড়ী বাহির হইয়া পড়ে এবং যে ব্যক্তি হাত কিম্বা কাপড়ের দ্বারা উহা ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দেয়, তবে উহাতে ওজু নষ্ট হইবে কিনা?

উত্তর। উপরোক্ত ক্ষেত্রে তাহার হস্তে কিছু না কিছু নাপাকি লাগিয়া যায়, এজন্য তাহার ওজু নষ্ট হইবে। আর যদি উহা নিজেই ভিতরে চলিয়াযায়, তবে ওজু নষ্ট হইবে না, ইহা দোর্রোল মোখতার ইত্যাদি কেতাবে আছে।

তাহতাবিতে আছে, উক্ত নাড়ী নিজে নিজে ভিতরে প্রবেশ করা সত্বেও যদি কোন নাপাকি বহির্গত হয়, তবে ওজু নষ্ট হইবে। বাহরোব-রায়েকে (এমাম) হোলওয়ানি হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত নাড়ী বহির্গত হওয়ার বিশ্বাস হইলেই ওজু নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহা জখিরা গ্রন্থে আছে। এমদাদ গ্রন্থে এই মতের উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে।—আঃ, ১/১০, শামি, ১/১৫৫, বাহঃ, ১/৩১।

লেখক বলেন, শেষ মতটি গ্রহণ করা এহতেয়াত, ইহাতে সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া যায়।

মসলা। যদি একটি ক্রিমির কিছু অংশ মলদ্বারে বহির্গত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করে, তবে ওজু নষ্ট হইবে কিনা?

উত্তর। ওশিহ্ গ্রন্থে আছে যে, ইহাতে ওজু নষ্ট হইবে না। — শামি, ১/১৫৫, বাহঃ ১/৩১।

প্রশ্ন। মেহ রোগ বিশিষ্ট লোকের প্রস্রাব নির্গত হওয়ার ধারণা বলবৎ থাকিলে কি করিবে?

উত্তর। যদি শয়তান মুত্রবিন্দু নির্গত হওয়ার সন্দেহ জন্মাইতে থাকে, থবে তাহার লিঙ্গের ছিদ্র মধ্যে তুলা বা কাপড় রাখা মোস্তাহাব। আর যদি তুলা রাখা ব্যতীত মুত্র নির্গম বন্ধ না হয়, তবে (সাধ্যানুযায়ী) পাকি সহ নামাজ আদায় হওয়ার জন্য নামাজ পাঠের সময় পর্যন্ত তুলা রাখা ওয়াজেব হইবে।— দোর্রোল মোখতার।

প্রশ্ন। যদি প্রমেহ রোগগ্রস্থ ব্যক্তি লিঙ্গের ছিদ্রে তুলা রাখিয়া দেয় এবং উক্ত তুলা মূত্র বিন্দু দ্বারা ভিজিয়া যায়, তবে কি হইবে?

উত্তর। উক্ত তুলার ভিতরের অংশ ভিজিয়া গেলে, ওজু নষ্ট হইবে না, আর উহার বাহিরের দিকের অংশ ভিজিয়া গেলে, দেখিতে হইবে যে, উক্ত ভিজা অংশ লিঙ্গের অগ্রভাগের সমান কিম্বা ছিদ্র হইতে বহির্গত থাকে, অথবা লিঙ্গের মধ্যদেশে থাকে, প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ওজু নষ্ট হইবে, আর তৃতীয় ক্ষেত্রে ওজু নষ্ট হইবে না। এইরূপ যদি ভিজা তুলা লিঙ্গ হইতে পড়িয়া যায়, তবে ওজু নষ্ট হইবে। আর যদি শুষ্ক তুলা পড়িয়া যায়, তবে ওজু ভঙ্গ হইবে না। —শামি, ১/১৫।

প্রশ্ন। যদি অর্শ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি মলদ্বারের যন্ত্রণা হেতু মলদ্বারে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দেয়, তবে কি হইবে?

উত্তর। যদি তাহার অঙ্গুলীর কতকাংশ উক্ত স্থানে প্রবেশ করাইয়া দেয়, এক্ষেত্রে উক্ত অঙ্গুলীটি বাহির করিলে যদি ভিজা অনুমিত হয়, কিম্বা দুর্গন্ধ বোধ হয়, তবে ওজু নষ্ট হইবে, নচেৎ উহাতে ওজু নষ্ট হইবে না। আর যদি সম্পূর্ণ অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দেয়, তবে ওজু নষ্ট হইবে। যদি এস্তেঞ্জার সময় সমস্ত অঙ্গুলী দাখিল করিয়া দেয়, তবে উহাতে রোজা বাতীল হইবে। —শামি, ১/১৫৪, বাহঃ, ১/৩০।

প্রশ্ন। যদি কোন রোগীর মলদ্বারে পিচকারী প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়, তবে কি হইবে?

উত্তর। পিচকারী বাহির করিলে, যদি ভিজা বোধ না হয়, তবে ওজু নষ্ট হইবে না, কিন্তু ওজু করাই এহতিয়াত। —মনইয়া, ৪০।

প্রশ্ন। যদি কোন লোকের লিঙ্গে জখম হওয়ায় উহার দুইটি মুখ হয়, একটি দ্বারা স্বাভাবিক প্রস্রাব নির্গত হয়, আর একটি দ্বারা উহা বাহির হয় না, পুঁজ ইত্যাদি বাহির হয়, তবে তাহার হুকুম কি হইবে?

উত্তর। প্রথমটি লিঙ্গের ছিদ্র বলিয়া গণ্য হইবে, উহার মুখের নিকট প্রস্রাব নির্গত হইলে, ওজু নষ্ট হইবে, দ্বিতীয়টি ক্ষতস্থান বলিয়া ধর্তব্য হইবে, যতক্ষন তদ্দারা কোন নির্গত বস্তু গড়াইয়া না পড়ে, ততক্ষণ ওজু নষ্ট হইবে না।—শামি ১/১৫৫, আঃ ১/১০। কাজিখান।

প্রশ্ন। নপুংসকের উভয় লিঙ্গের কিরূপ হুকুম হইবে?

উত্তর। যে নপুংসক পুরুষ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, উহার যোনি জখমের তুল্য হইবে, আর যে নপুংসক স্ত্রীলোক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, উহার পুংচিহ্ন জখম তুল্য হইবে, উক্ত জখম হইতে নির্গত বস্তু

যতক্ষন গড়াইয়া না পড়ে, ততক্ষণ ওজু নষ্ট হইবে না, ইহা কাজিখান, সেরাজ, জখিরা, মুহিত ও অধিকাংশ বিশ্বাসযোগ্য কেতাবে আছে, ফৎহোল-কদিরে ইহার উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে, কিন্তু জয়লয়ি, তবইনোল-হাকায়েকে লিখিয়াছেন যে, উক্ত জখম স্থিরীকৃত লিঙ্গে কোন বস্তু নির্গত হইলেই ওজু ওয়াজেব হওয়া অধিকাংশ বিদ্বানের মত, বাহরোর-রায়েকে আছে, এক্ষেত্রে তাহার উভয় লিঙ্গ হইতে প্রস্রাব নির্গত হইলে উহা গড়াইয়া পড়ুক আর নাই পড়ুক ওজু নষ্ট হইবে। নহরোল-ফায়েকে আছে যে, প্রথম মতটি গ্রহণযোগ্য।

আর যে নপুংসক পুরুষ কিম্বা স্ত্রী বলিয়া স্থিরীকৃত হয় নাই, উহার কোন এক লিঙ্গ হইতে মুত্র নির্গত হইলেই ওজু নষ্ট হইবে। 'তাহতাবি' তওজিহ্ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।—শামি, ১/১৫৫, বাহঃ, ১/৩০, আঃ, ১/১০।

প্রশ্ন। প্রমেহ রোগগ্রস্থ ব্যক্তি ধারণা করিতে থাকে যে, যেন প্রস্রাব লিঙ্গের মধ্যদেশে আসিতেছে, ইহাতে কি করিতে হইবে?

উত্তর। মুত্রনালীতে প্রস্রাব পৌঁছিলে ও উহা যতক্ষণ লিঙ্গ হইতে বাহির না হইয়া পড়ে, ততক্ষণ ওজু নষ্ট হইবে না।— শামি ১/১৪০।

যদি বেওজু ব্যক্তি ওজু করিয়া কিম্বা নাপাক ব্যক্তি প্রস্রাব অন্তে গোসল করিয়া লিঙ্গে কিছু ভিজা ভিজা ভাব বোধ করে, তবে কি করিবে?

উত্তর। যদি সে ব্যক্তি উহা পানি কিম্বা মুত্র, ইহার কোন একটি স্থির করিতে না পারে, তবে পুনরায় ওজু করিয়া লইবে। আর যদি নামাজে এইরূপ অবস্থা হয় ও শয়তান তাহার অন্তরে দুশ্চিন্তা নিক্ষেপ করে, কিন্তু নাপাকির উপর তাহার বিশ্বাস না হয়, তবে সে ব্যক্তি নামাজ পড়িতে থাকিবে এবং যতক্ষণ উহার প্রস্রাব হওয়ার প্রতি বিশ্বাস না হয়, ততক্ষণ উহার দিকে লক্ষ্য করিবে না। যে ব্যক্তি এইরূপ দুশ্চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকে, সে ব্যক্তি নিজের লিঙ্গের উপর পানি ছিট্‌কাইয়া দিবে এবং উহাকে পানি ধারণা করিবে।—তাহ্‌তাবি।

২। ওজু ও গোসলে যে স্থান ধৌত করা ওয়াজেব কিম্বা মোস্তাহাব এইরূপ স্থান রক্ত কিম্বা পুঁজ বহির্গত হইয়া গড়াইয়া পড়িলে, ওজু নষ্ট হইবে। গড়াইয়া পড়িলে, ওজু নষ্ট হওয়া এমাম আবু ইউছফের মত, ইহা এমাম ছারাখ্‌ছির মনোনীত মত, ফৎহোল-কদিরে ইহাকে উৎকৃষ্ট

মত এবং কাজিখান ইত্যাদি কেতাবে ইহাকে ছহিহ মত বলা হইয়াছে।—শামি, ১/১৪০।

মসলা। চক্ষুতে জখম হইলে যদি উহার রক্ত একদিক হইতে অন্যদিকে যায়, তবে ওজু নষ্ট হইবে না, কেননা উক্ত রক্ত এরূপ স্থানে গড়াইয়া পড়ে নাই যাহা ধৌত করা ওয়াজেব হইয়া থাকে, ইহা কেফায়া কেতাবে আছে।—আঃ, ১/১১।

মসলা। নাসিকা ও কর্ণের রক্তের অবস্থা কি?

উত্তর। মস্তক হইতে রক্ত নির্গত হইয়া কর্ণের ছিদ্র পর্যন্ত গড়াইয়া আসিলে ওজু নষ্ট হইবে, ইহা বদায়ে কেতাবে আছে।

নাসিকার যে নিম্ন অংশ কোমল (নরম) সেই অংশে রক্ত পৌঁছিলে, সকলের মতে ওজু নষ্ট হইবে। নাসিকার যে উপরি অংশ কঠিন, সেই অংশে রক্ত পৌঁছিলে, গায়াতোল-বায়ান ও এনায়া কেতাব অনুযায়ী ওজু নষ্ট হইবে। শামি, ও বাহরোর রায়েকে এই মত সমর্থন করিয়াছেন। শামি, ১/১৩৯ বাহঃ ১/৩২।

জোব্দার দ্বিতীয় ভাগের ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, নাসিকার কঠিন অংশে রক্ত পৌঁছিলে ওজু নষ্ট হইবে না। ইহা উক্ত কেতাবগুলির বিপরীত মত।

মসলা। রক্ত মোক্ষণ করার মছলা কি?

উত্তর। যদি রক্ত মোক্ষণ করায় বহু রক্ত নির্গত হয়, (যদিও) জখমের মুখে রক্ত লাগিয়া না যায়, তথাচ ইহাতে ওজু নষ্ট হইয়া যাইবে।—শামি, ১/১৩৯ বাহঃ ১/৩১।

মসলা। যদি ক্ষতস্থানে রক্ত বাহির হয় এবং উহা কাপড় দ্বারা মুছিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, যেন গড়াইয়া না পড়ে, তবে কি হইবে।

উত্তর। যদি জখমে রক্ত বাহির হয় ও তুলা, কাপড়, মৃত্তিকা কিম্বা ভস্ম দ্বারা উহা শুষ্ক করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় কিম্বা মক্ষিকা উহাকে চুষিয়া খাইয়া ফেলে, এক্ষেত্রে যদি অনুমানে বুঝিতে পারে যে, উক্ত রক্তগুলি একত্রিত হইলে, গড়াইয়া পড়িত তবে অজু নষ্ট হইবে। যদি এক মজলিসে এইরূপ করিয়া থাকে, তবে একত্রিত করার হুকুম দেওয়া যাইবে, আর যদি ভিন্ন ভিন্ন মজলিসে এইরূপ করিয়া থাকে, তবে একত্রিত করার হুকুম দেওয়া যাইবে না। ইহা জখিরা ও তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।

—শামি,'১/১৪০, বাহঃ ১/৩৩।

মসলা। ক্ষতস্থানে পটী বাঁধিলে কি হুকুম হইবে?

উত্তর। যদি কোন জখমে পটী লাগান হয় এবং উক্ত পটী ভিজিয়া উপরি অংশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া যায়, তবে ফকিহগণ বলিয়াছেন যে উহাতে ওজু নষ্ট হইবে। এইরূপ উক্ত পটীর দুই তা হইলে, যদি এক তা ভিজিয়া যায়, তবে ওজু নষ্ট হইবে।

ফৎহোল-কদিরে আছে, উক্ত মসলার মর্ম্ম এই যে, যদি উক্ত জখমে পটী না রাখা হইত, তবে পুঁজ, রক্ত বা ক্লেদ) গড়াইয়া পড়িত, এক্ষেত্রে ওজু নষ্ট হইবে, এইরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করা নিতান্ত আবশ্যক, কেননা যদি পটিটী জখমের উপর দিয়া টানিয়া লওয়ার জন্য ভিজিয়া যায়, তবে উহাতে ওজু নষ্ট হইবে না।—শামি, ১/১৪৪ বাহঃ, ১/৩৩।

মসলা। যদি কোন ফোড়া কিম্বা জখম টিপিয়া পুঁজ রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু না টিপিয়া দিলে, উহা বাহির হইত না, এক্ষেত্রে ওজু নষ্ট হইবে কিনা?

উত্তর। হেদায়া, এনায়া, দোরার ও মোলতাকা কেতাবে আছে যে, উহাতে ওজু নষ্ট হইবে না, কিন্তু দোর্রোল-মোখতারে আছে যে, উহাতে ওজু নষ্ট হওয়ার মতটি মনোনীত মত।

ফৎহোল-কদিরে আছে, কাফি কেতাবে ওজু ভঙ্গ হওয়ার মতটি সমধিক ছহিহ বলা হইয়াছে। কাহাস্তানি ইহাকে বিশ্বাসযোগ্য মত বলিয়াছেন, কিনইয়া ও জামেয়োল-ফাতাওয়াতে আছে যে, এই মতটি বেশী যুক্তিযুক্ত। বাজ্জাজিয়া বলেন, ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে। শামছোল আয়েম্মায় ছারাখছি এই মতটি সমধিক ছহিহ বলিয়াছেন।

মোকাদ্দছি, এবনে আমিরে হাজ্জ ও মন্‌ইয়ার টীকাকার বলিয়াছেন ইহাই বেশী যুক্তিযুক্তমত।—শামি, ১/১৪১/১৪২।

মসলা। কর্ণ হইতে ক্লেদ পুঁজ ইত্যাদি বাহির হইলে কি হইবে?

উত্তর। কর্ণ হইতে পুঁজ কিম্বা ক্লেদ (কসানি) বেদনা সহ বাহির হইলে ওজু নষ্ট হইবে, বিনা বেদনায় বাহির হইলে ওজু নষ্ট হইবে না। বেদনা সহ বাহির হইলে জখম থাকার অনুমান হয়, এইজন্য উহাতে ওজু নষ্ট হয়, শামছোল-আএম্মায় ছারাখছি ইহার ফৎওয়া দিয়াছেন, ইহা মুহিত, জখিরা, তবইন ও সেরাজ গ্রন্থে আছে।—আঃ, ১/১১।

এবনে আবেদিন শামি বলিয়াছেন, বিনা বেদনায় পুঁজ ক্লেদ বাহির হইলে, ওজু নষ্ট না হওয়ার কথা দোরার, জওহেরা ও তবইন কেতাবে লিখিত আছে এবং উহা এমাম হোলওয়ানির মত বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

বাহরোর-রায়েকে আছে, বেদনা সহ হউক, আর বিনা বেদনায় হউক, পুঁজ ও ক্লেদ বাহির হইলেই ওজু ভঙ্গ হওয়াই যুক্তি যুক্ত মত, কেননা বিনা পীড়া (জখম) পুঁজ ও ক্লেদ বাহির হইতে পারে না।"

অবশ্য যদি কর্ণ হইতে পানি নির্গত হয়, তবে উক্ত ব্যবস্থা ঠিক হইবে, (অর্থাৎ বিনা বেদনা কর্ণ হইতে পানি বাহির হইলে, ওজু নষ্ট হইবে না, আর বেদনা সহ পানি বাহির হইলে, ওজু নষ্ট হইবে)। শারাম্বালালিয়া কেতাবে উপরোক্ত মত অনুমোদন করা হইয়াছে এবং ফৎহোল-কদিরের এই এবারত উদ্ধৃত করিয়া উক্ত মতের সমর্থন করা হইয়াছে,— "জখম, ফোড়া এবং স্তন, নাভি ও কর্ণের পানি পীড়ার কারণে হইলে একই সমান, ইহা সমধিক সহিহ্ মত।" ইহাতে বুঝা যায় যে, পীড়া হইলে যথেষ্ট হইবে, বেদনা থাকা জরুরি নহে।

বাহরোর-রায়েকের উক্ত সমালোচনা হুলিয়া হইতে গৃহীত হইয়াছে। নহরোল-ফায়েকে এই মতের প্রতিবাদে বলা হইয়াছে যে, পীড়া সুস্থ হওয়ার পরে পুঁজ বাহির হওয়ার পরে পুঁজ বাহির হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শামি প্রণেতা বলেন, বিনা বেদনা পুঁজ ক্লেদ বাহির হওয়াই পীড়ার চিহ্ন, কেবল পানির পক্ষে বেদনা চিহ্ন হইবে। এইজন্য মল মূত্র স্থান হইতে যে রক্ত, পুঁজ ও ক্লেদ বাহির হয়, উহাতে ওজু নষ্ট হওয়া সম্বন্ধে কেবল এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, উহা এইরূপ স্থানে বাহির হয় যে, সেই স্থানটি পাক করিতে হুকুম হইয়াছে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন মতন কিম্বা টীকা গ্রন্থে বেদনা পীড়ার শর্ত্ত করা হয় নাই; কাজেই কর্ণ হইতে নির্গত পুঁজ ও রক্তের জন্য বেদনা ও পীড়ার শর্ত্ত করা তাঁহাদের উক্ত হুকুমের বিপরীত। শামি, ১/১৫৩। লেখক বলেন, শেষ মতটি গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ।

প্রশ্ন। চক্ষু উঠার কিম্বা দৃষ্টিহীনতার কারণে যে অশ্রুপাত হয়, উহাতে কি হইবে?

উত্তর। যদি চক্ষু উঠার কিম্বা দৃষ্টিহীনতার কারণে অশ্রুপাত হয়, তবে ফকিহগণ তাহাকে প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য ওজু করিতে

হুকুম করিয়াছেন, কেননা উহা পূঁজ কিম্বা ক্লেদ হইতেও পারে। বাহরোর-রায়েকে আছে যে, উহাতে ওজু করা মোস্তাহাব প্রমাণিত হয়, অবশ্য যদি চিকিৎসকগণের কথায় অথবা অন্যান্য লক্ষণে (উহার পূঁজ বা ক্লেদ হওয়ার) অধিকতর ধারণা হয়, তবে ওজু করা ওয়াজেব হইবে। —বাঃ, ১/৩৩।

দোর্রোল-মোখতারে আছে যে, উহাতে ওজু নষ্ট হইয়া যাইবে, আর যদি উহা দীর্ঘ সময় ব্যাপী হয়, তবে সে মা'জুর হইবে, ইহা মোজতাবা কেতাবে আছে,অথচ লোকে এই মসলার সংবাদ রখে না।শামিতে আছে ছেরাজ কেতাবে আছে যে, উক্ত অবস্থায় ওজু করা ওয়াজেব এবং মোজতবা হইতে ইহা প্রমাণিত হয়। মেনহাতোল-খালেকে আছে, নহরোল-ফায়েকে বাহরোর-রায়েকের মত রদ করিয়া উহার ওয়াজেব হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে, ইহাই প্রবল মত। ফৎহোল-কদিরে ও মোজতাবাতে ওজু ওয়াজেব হওয়ার মত লিখিত হইয়াছে।—শামি, ১/১৫৩, মেনহাতোল-খালেক, ১/৩৩।

(লেখক বলেন, শেষ মতই গ্রহণীয়।)

প্রশ্ন। যদি চক্ষু উঠার জন্য চক্ষু হইতে পানি পড়িতে থাকে, তৎপরে, চক্ষুর রোগ ও বেদনা সুস্থ হইয়া যায়, কিন্তু অশ্রুপাত বন্ধ হইল না, ইহাতে কি হইবে?

উত্তর। উক্ত অশ্রুপাতে ওজু ভঙ্গ হইবে।—শামি, ১/১৫৪।

প্রশ্ন। যদি কাহারও ক্ষতস্থান, কর্ণ, নাসিকা কিম্বা মুখ হইতে পোকা পড়িয়া যায়, অথবা ক্ষতস্থান হইতে মাংস পড়িয়াযায় তবে কি হইবে?

উত্তর। উহাতে ওজু নষ্ট হইবে না।— দোর্রোল-মোখতার।

প্রশ্ন। যদি কাহারও কর্ণে তৈল ঢালিয়া দেওয়া যায়, তৎপরে উহা মস্তিষ্কে কিছু সময় থাকিয়া বাহির হইয়া পড়ে, তবে কি হইবে?

উত্তর। যদি উহা কর্ণ ও নাসিকা দ্বারা বহির্গত হয়, তবে ওজু নষ্ট হইবে না, আবু ইউছফ (রঃ) বলিয়াছেন, যদি মুখ দ্বারা বহির্গত হয়, তবে ওজু নষ্ট হইবে। ইহা মুহিত ছারাখছিতে আছে আঃ, ১/১১।

প্রশ্ন। যদি গোসলের সময় কর্ণে পানি প্রবেশ করে, তৎপরে কিছু সময় থাকিয়া বাহির হইয়া পড়ে, ইহাতে কি হইবে?

উত্তর। যদি উহা নাসিকা দ্বারা বহির্গত হয়, তবে ওজু নষ্ট হইবে না। ইহা মুহিত কেতাব আছে। তাতারখানিয়া ও নেছাবে ইহাকে

সমধিক ছহিহ্ বলা হইয়াছে। আর যদি উহা পূঁজ হইয়া বাহির হয়, তবে ওজু নষ্ট হইবে, ইহা মোজমারাতে আছে —আঃ, ১/১১।

প্রশ্ন। যদি জোক, আটুল (আঠালু) মশক ও মক্ষিকা রক্ত চোষণ করে, তবে কি হইবে?

উত্তর। যদি বড় জোক কিম্বা বড় আটুল (আঠালু) রক্ত চোষণ করে, তবে উহাতে ওজু নষ্ট হইয়া যাইবে, কেননা উহা হইতে প্রবাহিত রক্ত প্রকাশ হয়। আর যদি জোক কিম্বা আটুল (আঠালু) একরূপ ছোট হয় যে, উহাতে প্রবাহিত রক্ত প্রকাশ না হয়, তবে ওজু নষ্ট হইবে না। এরূপ মশক কিম্বা মক্ষিকা রক্ত চোষণ করিলে ওজু নষ্ট হইবে না। ইহা কাজিখানে আছে।— দোর্রোল-মোখতার।

প্রশ্ন। যদি নাসিকা ঝাড়া কালে, মসুরের ন্যায় জমাট রক্ত বাহির হইয়া পড়ে, তবে কি হইবে?

উত্তর। জমাট রক্ত বাহির হইলে ওজু নষ্ট হইবে না, অবশ্য বিন্দু বিন্দু রক্ত নির্গত হইলে ওজু নষ্ট হইবে, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে। আঃ, ১/১১, বাহঃ, ১/৩৩।

প্রশ্ন। যদি কিছু চিবাইলে, মেছওয়াক করিলে, খেলাল করিলে, কিম্বা নাসিকায় অঙ্গুলী দিলে, উক্ত বস্তু, মেছওয়াক, খেলাল কিম্বা অঙ্গুলিতে কিছু রক্ত বোধ হয়, তবে কি হইবে?

উত্তর। যতক্ষণ উক্ত রক্ত প্রবাহিত হওয়া বুঝা না যায়, ততক্ষণ উহাতে ওজু নষ্ট হইবে না। কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, উপরোক্ত ক্ষেত্রে আস্তীন কিম্বা অঙ্গুলী উক্ত স্থানে দিয়া দেখিবে, যদি তথায় রক্ত পাওয়া যায়, তবে ওজু নষ্ট হইবে, নচেৎ না। এইরূপ কাহারও শরীরে সূচি বিদ্ধ করিলে, যদি সূচিতে রক্ত বোধ হয়, কিন্তু বিদ্ধ স্থলে রক্ত গড়াইয়া না পড়ে, তবে ওজু নষ্ট হইবে না। কোন ফুসকুড়ী বা ফোসকা কিম্বা বিষফোড়ার চর্ম্ম ছিড়িয়া গেলে, যদি ক্ষত স্থান হইতে রক্ত গড়াইয়া না পড়ে, তবে ওজু নষ্ট হইবে না—বাহঃ ১/৩৩, মন্‌ইয়া, ৪৩।

প্রশ্ন। বসন্ত (গুটি) রোগের ব্যবস্থা কি?

উত্তর। বসন্ত রোগে একটি মসূরিকা হইতে পুঁজ, ক্লেদ বাহির হইলে, ওজু নষ্ট হইবে, তৎপরে যদি ওজু করে এবং অন্য একটি মসূরিকা হইতে পুঁজ, ক্লেদ বাহির হয়, তবে দ্বিতীয়বার ওজু ভঙ্গ হইবে, এইরূপ

প্রত্যেক মসূরিকাকে পৃথক পৃথক জখম ধরিতে হইবে।—মনইয়া, ৪৪, কাজিখান।

প্রশ্ন। মা'জুর কাহাকে বলে?

উত্তর। যে ব্যক্তি প্রথমতঃ ওজু ভঙ্গকারী পীড়ায় পূর্ণ এক ওয়াক্ত পীড়িত থাকে, অথচ উক্ত ওয়াক্তের মধ্যে সুস্থ অবস্থায় নামাজটি আদায় করিতে অবকাশ না পায়, তৎপরে প্রত্যেক ওয়াক্তে উক্ত পীড়া পরিলক্ষিত হয়, তাহাকে মা'জুর বলে। যে ব্যক্তির পূর্ণ এক ওয়াক্ত অনবরত প্রস্রাব নির্গত, মলত্যাগ, বায়ু বহির্গত নাসিকার রক্ত নির্গত হইতে থাকে, ক্ষতস্থান হইতে অনবরত রক্ত, পুঁজ বা ক্লেদ পড়িতে থাকে, চক্ষু উঠার বা দৃষ্টিহীনতার জন্য অনবরত অশ্রুপাত হইতে থাকে, কিম্বা স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব হইতে থাকে, উহাকে মা'জুর বলা হয়।—দোঃ।

প্রশ্ন। মা'জুরের ব্যবস্থা কি?

উত্তর। এইরূপ ব্যক্তি প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য ওজু করিয়া লইবে, এক ওয়াক্ত অবধি তাহার ওজু থাকিবে। ওয়াক্ত শেষ হইলেই তাহার ওজু নষ্ট হইয়া যাইবে। অবশ্য যদি পৃথক ওজোর উপস্থিত হয়, তবে এক ওয়াক্তের মধ্যে ওজু ভঙ্গ হইয়া যাইবে, যেরূপ এক ব্যক্তির দুই নাসিকা দ্বারা রক্ত নির্গত হইয়া থাকে, জোহরের ওয়াক্তে ডাহিন নাসিকা দিয়া রক্ত নির্গত হওয়ায় নামাজ পড়িবার জন্য ওজু করিয়া লইল, কিন্তু ওয়াক্ত শেষ না হইতে না হইতে বাম নাসিকা দিয়া রক্ত পড়া আরম্ভ হইল, ইহাতে তৎক্ষণাৎ তাহার ওজু নষ্ট হইয়া যইবে। আর যদি তাহার দুই নাসিকা দিয়া এক সঙ্গে রক্ত পড়িতে থাকে, এই অবস্থায় সে ওজু করিয়া লইল, তৎপরে তাহার এক নাসিকার রক্ত বন্ধ হইয়া গেল, তবে যতক্ষণ ওয়াক্ত থাকে, ততক্ষণ তাহার ওজু থাকিবে। —বাঃ ১/২১৫।

ঈদ কিম্বা চাশ্‌ত নামাজের জন্য ওজু করিলে, সেই ওজুতে জোহরের নামাজ পড়িতে পারিবে।— দোঃ।

যদি ওজু ভঙ্গকারী পীড়া বন্ধ হইলে, ওজু করে এবং উক্ত ওয়াক্ত চলিয়া যাওয়া অবধি উহা বন্ধ থাকে, তবে ওয়াক্ত চলিয়া গেলেও যতক্ষণ না উক্ত পীড়া বা অন্য কোন প্রকার ওজু নষ্টকারী পীড়া দেখা যায়, ততক্ষণ ওজু নষ্ট হইবে না।— দোঃ।

সূর্য্য গড়িবার সময় এক ব্যক্তির জখম হইতে রক্ত প্রবাহিত

হইল তৎপরে সে ব্যক্তি রক্ত প্রবাহিত হওয়া অবস্থায় ওজু করিল, তৎপরে জোহরের নামাজ আরম্ভ করার পূর্ব্বে কিম্বা নামাজে আত্তাহিয়া পড়া পরিমাণে বসিবার পূর্ব্বে তাহার রক্ত বন্ধ হইয়া যায়, এমন কি ঐ জোহরের ওয়াক্ত শেষ হইয়া যায়, ইহাতে তাহার ওজু ভঙ্গ হইয়া গেল, তৎপরে আছরের জন্য ওজু করিল, শেষে ফলতঃ পূর্ণ এক ওয়াক্ত রক্ত বন্ধ থাকিল এবং সূর্য্য অস্তমিত হইয়া গেল, ইহাতে তাহার ওজু বাকি থাকিল কিন্তু জোহরের নামাজ দোহরাইয়া পড়া ওয়াজেব হইবে। আর যদি জোহরের নামাজ পড়ার পরে তাহার রক্ত বন্ধ হইয়া থাকে, তবে জোহরের নামাজ দোহরাইয়া পড়া ওয়াজেব হইবে না।—বাঃ, ১/২১৭।

যদি পটি বাঁধিলে কিম্বা তুলা রাখিলে কিম্বা বসিয়া নামাজ পড়িলে, রক্ত ইত্যাদি বন্ধ করা সম্ভব হয়, তবে তাহাই করা ওয়াজেব হইবে। যদি সম্পূর্ণ বন্ধ করা সম্ভব না হয়, তবে সাধ্যানুযায়ী উহা কম করার চেষ্টা করা ওয়াজেব। যদি সেজদা করিলে, উহা প্রবাহিত হয়, আর সেজদা না করিলে উহা বন্ধ হয়, তবে দাঁড়াইয়া কিম্বা বসিয়া ইশারায় নামাজ পড়িবে। যদি দাঁড়াইলে রক্ত প্রবাহিত হয়, তবে বসিয়া নামাজ পড়িবে। যদি চিৎ হইয়া শুইলে, উহা বন্ধ হয়, তবে চিৎ হইয়া শুইয়া নামাজ পড়িবে না। —শামি, ১/৩১৬।

যদি মা'জুর ব্যক্তির কাপড়ে দেরম (শরয়ি) অপেক্ষা অধিকতর রক্ত লাগিয়া যায়, আর সে বুঝিতে পারে যে, নামাজ শেষ করার পূর্ব্বে তাহার কাপড় দ্বিতীয়বার নাপাক হইয়া যাইবে, তবে উক্ত কাপড় ধৌত না করা জায়েজ হইবে। আর যদি বুঝিতে পারে যে, নামাজ শেষ করা পর্য্যন্ত তাহার কাপড় দ্বিতীয়বার নাপাক হইবে না, তবে উহা ধৌত ত্যাগ করা নাজায়েজ হইবে, ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্য মত। — দোঃ।

যদি পীড়িত ব্যক্তির শয্যা নাপাক কাপড় হয়, আর অন্য শয্যা বিছাইয়া দিলে, নামাজ শেষ করার পূর্ব্বে উহা নাপাক হইয়া যায়, তবে পাক কাপড় না বিছাইয়া ঐ অবস্থায় নামাজ পাঠ করা জায়েজ হইবে। আর যদি কাপড় নাপাক না হয়, কিন্তু অন্য পাক কাপড় বিছাইতে গেলে, তাহার পীড়া বেশী হয়, তবে ঐ অবস্থায় নামাজ জায়েজ হইবে। —শামি, ১/৩১৬।

মুখপূর্ণ পিত্ত, খাদ্যবস্তু কিম্বা পানি বমন করিলে ওজু নষ্ট হইয়া

যায়, ইহা মুহিত কেতাবে আছে। যে খাদ্য বস্তু কিম্বা পানি পাকস্থলীতে পৌঁছিয়াছে, যদিও উহা তথায় স্থায়ী না হইয়া থাকে, তবু উহাতে ওজু নষ্ট হইবে এবং গাঢ় নাপাক বলিয়া ধর্তব্য হইবে।

এইরূপ দুগ্ধপোষ্য শিশু দুগ্ধ পান কালে উহা পাকস্থলীতে পৌঁছিয়া বমন হইয়া গেলে, গাঢ় নাপাক বলিয়া ধর্তব্য হইবে। হালাবি বলেন, ইহাই ছহিহ্ মত এবং জাহের রেওয়াএত। শামি বলেন, বাহরোর-রায়েকে 'মেরাজ' গ্রন্থ হইতে ইহার বিপরীত মত ছহিহ্ হওয়ার কথা উল্লেখ হইলেও উহার নাপাক হওয়ার মত জাহের রেওয়াএত, সেই জন্য ইহাই গ্রহণীয় হইবে, এই জন্য দোর্রোল-মোখতারে এই মতের উপর আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে। যদি খাদ্য-বস্তু, পানি কিম্বা দুগ্ধ কণ্ঠনালীতে থাকে এবং এখনও পাকস্থলীতে না পৌঁছিয়া থাকে, তবে এমতাবস্থায় উহা বমন হইয়া গেলে, সকলের মতে ওজু নষ্ট হইবে না এবং উহা পাক বলিয়া গণ্য হইবে।

যে জমাট রক্ত মস্তক হইতে নির্গত হইয়া মুখ দিয়া বাহির হয়, উহাতে সকলের মতে ওজু নষ্ট হইবে না। যদি উহা তরল (প্রবাহিত) রক্ত হয়, তবে সকলের মতে ওজু নষ্ট হইবে। যদি মুখপূর্ণ জমাট রক্ত উদর হইতে উঠিয়া বমন হইয়া যায়, তবে ওজু নষ্ট হইয়া যাইবে, আর মুখপূর্ণ না হইলে, উহাতে ওজু নষ্ট হইবে না। আর যদি প্রবাহিত রক্ত উদর হইতে উঠিয়া বমন হইয়া যায়, তবে (এমাম) আবু হানিফা রহমতুল্লাহে আলায়হের মতে উহা মুখপূর্ণ হউক, আর নাই হউক, ওজু নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা মন্‌ইয়া ও তাতারখানিয়া কেতাবে আছে। বাহরোর-রায়েকে আছে, এমাম আবু ইউছুফের মতেও উক্ত ব্যবস্থা হইবে। বাদায়ে' কেতাবে এই মতটি ছহিহ্ এবং উহা অধিক সংখ্যক প্রাচীন বিদ্বানের মতে গৃহীত মত বলিয়া প্রকাশ করা হইবে। জয়লয়ি এই মতটি মনোনীত বলিয়াছেন। যদি মুখপূর্ণ বমন করে, তবে উহা মস্তক হইতে নামিয়া আসুক, আর উদর হইতে উঠুক, উহাতে ওজু নষ্ট হইবে না। যদি খাদ্য মিশ্রিত কফ বমন করে, তবে বাহরোর-রায়েকে আছে, যদি খাদ্য বস্তু পৃথক ভাবে ধরিলে, মুখ পূর্ণ হইয়া যায়, তবে ওজু নষ্ট হইবে, আর যদি কফ ও খাদ্য সমান হয়, তবে শামিতে আছে, খাদ্য মুখপূর্ণ হইলে, ওজু নষ্ট হইবে। নচেৎ, ওজু নষ্ট হইবে না।—শামি, ১/১৪২/১৪৩, বাহরোর-রায়েক, ১/৩৫।

যদি রক্ত মিশ্রিত থুথু বাহির হয়, তবে রক্ত থুথু অপেক্ষা অধিক কিম্বা থুথুর সমান হইলে, ওজু নষ্ট হইবে, আর থুথুর অপেক্ষা রক্ত কম হইলে, ওজু নষ্ট হইবে না, উক্ত রক্ত মুখ হইতে বাহির হউক, আর উদর হইতে উঠিয়া বাহির হউক, উভয় প্রকারের একই হুকুম, ইহা মে'রাজ, গায়াতোল-বায়ান, জামে'য়ে কাজিখান, কাফি, ইয়ানাবি ও মোজমারাতের এবারতে বুঝা যায় এবং মিছকিনের টীকায় ইহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে—বাহ্ঃ, ১/৩৫/৩৬।

জয়লয়ি বলেন, থুথু অপেক্ষা কম হউক, আর বেশী হউক, উদর হইতে রক্ত উঠিয়া থুথু মিশ্রিত হইয়া বাহির হইলে, ওজু ভঙ্গ হইবে, বাহ্‌রোর-রায়েকে উক্ত মতের ছহিহ্ না হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে, রহ্‌মতি উক্ত মত রদ করিয়া জয়লয়ির মত ছহিহ্ সাব্যস্ত করিয়াছেন। শামি ইহার সমর্থন করিয়াছেন।—শামি, ১/১৪৩/১৪৪।

মূলকথা থুথু মিশ্রিত রক্ত মুখের রক্ত হইলে, যদি রক্ত থুথু অপেক্ষা অধিক হয় কিম্বা থুথুর সমান হয়, তবে সকলের মতে ওজু নষ্ট হইবে, আর থুথু অপেক্ষা কম হইলে, সকলেরমতে ওজু নষ্ট হইবে না। এইরূপ থুথু মিশ্রিত রক্ত উদরের রক্ত হইলে, যদি থুথু অপেক্ষা অধিক কিম্বা থুথুর সমান হয়, তবে সকলের মতে ওজু নষ্ট হইবে। আর থুথু অপেক্ষা কম হইলে, কতকের মতে ওজু নষ্ট হইবে না, আর কতকের মতে ওজু নষ্ট হইবে। এস্থলে এহ্‌তিয়াতের জন্য ওজু নষ্ট হওয়ার মত গ্রহণ করা উচিত।

প্রশ্ন। রক্ত থুথু অপেক্ষা অধিক কিম্বা থুথুর সমান হওয়া কিরূপে বুঝা যাইবে।

উত্তর। যদি থুথু লাল (লোহিত) বর্ণের হয়, তবে রক্তের অধিক কিম্বা সমান হওয়ার ধারণা করিতে হইবে, আর থুথু জরদ বর্ণের হইলে, রক্তের কম হওয়া বুঝিতে হইবে। —তাহ্‌তাবি, ১/৮০।

প্রশ্ন। মুখ হইতে পুঁজ মিশ্রিত থুথু বাহির হইলে কি করিতে হইবে?

উত্তর। যদি পুঁজ থুথু অপেক্ষা অধিক কিম্বা থুথুর সমান হয়, তবে ওজু নষ্ট হইবে, আর পুঁজ থুথু অপেক্ষা কম হইলে, ওজু নষ্ট হইবে না।—তাহ্‌তাবি, ১/৮০।

প্রশ্ন। নাসিকার শ্লেষ্মার সহিত রক্ত কিম্বা পুঁজ মিশ্রিত হইয়া বাহির হইলে কি হইবে?

উত্তর। যদি পুঁজ কিম্বা রক্ত শ্লেষ্মা অপেক্ষা অধিক কিম্বা উহার সমান হয়, তবে ওজু নষ্ট হইবে, আর কম হইলে ওজু নষ্ট হইবে না।—দোঃ, ১/১০।

প্রশ্ন। যদি খাদ্য-বস্তু, পিত্ত অথবা পানি অল্প অল্প বার বার বমন হয় তবে কি হইবে?

উত্তর। যদি একই কারণে বা বেগ ধারণে কয়েকবার বমন হয়, তবে এমাম মোহাম্মদ বলেন, উক্ত বমন করা বস্তুগুলি একত্রিত করায় মুখ পূর্ণ অনুমিত হইলে, ওজু নষ্ট হইবে, তদপেক্ষা কম অনুমিত হইলে ওজু নষ্ট হইবে না। আর যদি ভিন্ন ভিন্ন কারণে অথবা বেগ ধারণে কয়েক বার অল্প অল্প বমন হয়, তবে উহা একত্রিত করায় মুখ পূর্ণ হইলেও ওজু নষ্ট হইবে না। এমাম আবু ইউছুফ বলেন যদি একই স্থানে কয়েকবার বমন হয়, তবে উহা একত্রিত করায় মুখ পূর্ণ হইলে, ওজু নষ্ট হইবে, আর মুখ পূর্ণ না হইলে অথবা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এইরূপ হইলে ওজু নষ্ট হইবে না।

এমাম মোহাম্মদেরমত সমধিক ছহিহ, ইহা কাফি, বোরহান, মোজমারাত ইত্যাদি কেতাবে আছে।—মারাকালি-ফালাহ, ১/৫২, হাশিয়ায়-শারাম্বালালি, ১৭, দোঃ, ১/১০, আঃ, ১/১২।

প্রশ্ন। মুখপূর্ণ বমন কাহাকে বলে?

উত্তর। যে বমি কষ্টের সহিত থামাইয়া রাখা যায়, উহাকে মুখপূর্ণ বমন বলা যাইবে, ইহাই হেদায়া, এখতিয়ার, কাফি ও খোলাছা কেতাবে উল্লিখিত হইয়াছে, মুহিত-ছারাকছিতে ইহাকে ছহিহ ব্যাখ্যা বলা হইয়াছে। ফখরোল-ইছলাম ও কাজিখান ইহাকে ছহিহ বলিয়াছেন। মে'রাজ কেতাবে এই মতটি ছহিহ বলা হইয়াছে। হুল্‌ইয়াতে ইহাকে যুক্তিসঙ্গত মত বলা হইয়াছে। তবইনল-হাকায়েক, মারাকিল-ফালাহ ও হাশিয়ায়-শারাম্বা-লালিয়াতে ইহাকেই সমধিক ছহিহ বলা হইয়াছে। শামি, ১/১৪২, হাশিয়ায়-শারাম্বালালি, ১/১৫, মারাকিল-ফালাহ, ৫২, আঃ ১১, তবইন, ১/৯।

পাঠক, এস্থলে আর একটি মত আছে, যে বমিকে থামাইয়া রাখা যায় না, উহাকে মুখপূর্ণ বমন বলা হয়। ইয়ানাবি ও বাদায়ে কেতাবে এই মতটি ছহিহ বলা হইয়াছে, ইহাই শেখ আবু মনছুর মাতুরিদির গৃহীত মত। শামি, ১/১৪২, তাহঃ, ১/৭৯।

পাঠক, দুইটি ভিন্ন ভিন্ন মতকে ছহিহ বলা হইলে, অধিকাংশ বিদ্বানের মত গ্রহণ করিতে হয়, শামি, ১/৭৪। এই হেতু প্রথম মতটি গ্রহণীয় হইবে। দ্বিতীয়, প্রথম মতটি গ্রহণ করিলে, অধিকতর এহতেয়াত অবলম্বন করা হইবে, আর ইহাতে নিঃসন্দেহে ওজু ও নামাজ আদায় হইয়া যাইবে, কাজেই ইহাই গ্রহণ করা কর্তব্য।

প্রশ্ন। কেঁচোর ন্যায় কৃমি কিম্বা সূতার ন্যায় বগু কৃমি বমন করিলে কি হইবে?

উত্তর। উহাতে ওজু নষ্ট হইবে না, যেহেতু উক্ত উভয় প্রকার কৃমি পাক। — দোঃ, ১/১০।

প্রশ্ন। সর্প পানিতে মরিয়া গেলে, পানি নাপাক হইয়া যায়, ইহাতে উহার নাপাক হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে কেঁচো শ্রেণী কৃমি কেন নাপাক হইবে না?

উত্তর। হাঁ, সর্প নাপাক, পানিতে মরিলে পানি নষ্ট হইয়া যায়, এই হেতু বাহরোর-রায়েক ও নহরোল-ফায়েকে আছে যে, কতক বিদ্বান কেঁচো শ্রেণী কৃমিকে নাপাক বলিয়াছেন, এইরূপ কৃমি মুখপূর্ণ বমন করিলে, তাঁহাদের মতে ওজু নষ্ট হওয়া যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু শামি বলেন, সর্পে প্রবাহিত রক্ত আছে, এই জন্য উহা নাপাক, আর উক্ত কৃমি অতি ক্ষুদ্র হওয়ায় উহাতে প্রবাহিত রক্ত নাই, কাজেই উহা কীটের ন্যায় পাক হইবে।— শামি, ১/১৪৩।

প্রশ্ন। নিদ্রিত ব্যক্তির মুখের লালা পাক কিনা?

উত্তর। ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, যদি উহা মস্তক হইতে নামিয়া আসে, তবে সকলের মতে পাক হইবে, আর যদি উদর হইতে উঠিয়া বাহির হয়, তবে জরদ কিম্বা দুর্গন্ধ হইলে, আবু নছরের মতে বমির তুল্য হইবে এবং আবু ইউছফের মতে নাপাক হইবে, কিন্তু খোলাছা কেতাবে আছে যে, ইহা ছহিহ মতে পাক এবং তজনিশ কেতাবে আছে যে, উহা মস্তক হইতে আসুক আর উদর হইতে উঠুক, পাক হইবে, ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্য মত। হাশিয়ায়-শারাম্বালালি, ১/১৭, বাহঃ, ১/৩৫।

প্রশ্ন। মৃতের মুখ হইতে যে পানি বাহির হয়, উহা কি হইবে?

উত্তর। উহা নাপাক। দোঃ, ১/২০।

প্রশ্ন। কেহ মদ কিম্বা প্রস্রাব পান করিয়া বমন করিলে, কি হইবে?

উত্তর। উহা নাপাক, কিন্তু মুখপূর্ণ হইলে ওজু নষ্ট হইবে, অল্প হইলে ওজু নষ্ট হইবে না।—শামি, ১/১৪৩।

প্রশ্ন। বিনা পীড়ায় চক্ষু হইতে পানি পড়িলে, ঘর্ম্ম বাহির হইলে, কিম্বা স্ত্রীলোকের স্তনের দুগ্ধ বাহির হইলে, ওজু নষ্ট হইবে কিনা?

উত্তর। উহাতে ওজু নষ্ট হয় না, কিন্তু তনবিরোল-আবছারে আছে যে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা মদ পান করে, উহার ঘর্ম্ম বাহির হইলে, ওজু নষ্ট হইবে। দোরোল-মোখতারে উহার প্রতিবাদে লিখিত আছে যে, উক্ত মদ্যপায়ীর ঘর্ম্ম নাপাক হওয়া জইফ মত, উহা গ্রহণ করা যাইতে পারে না।—তাহতাবি, ১/৭৭, শামি, ১/১৪০ ও তবইনোল-হাকায়েক, ১/৮, শামি, ৫/৭১৬।

পাঠক, জানিয়া রাখিবেন, মৌলবী আবদুল আজিজ ছাহেব মায়াদানোল-ওলুম কেতাবের ১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সতত মদ পান করে, তাহার ঘর্ম্ম নাপাক, তিনি এস্থলে জইফ ও অগ্রাহ্য মত লিখিয়া ভ্রমপথে পতিত হইয়াছেন।

প্রশ্ন। শ্লেষ্মা কি হইবে?

উত্তর। কফ ও শ্লেষ্মা সকলের মতে পাক, কিন্তু বাহ্রোর্রায়েক কেতাবে আছে, যে কাপড়ে শ্লেষ্মা মুছিয়া ফেলা হয়, উক্ত কাপড়ে নামাজ পড়া মকরুহ, যেহেতু ইহাতে (এবাদতের) সম্মানের ত্রুটি করা হয়।—শামি, ১/১৪৪, বাহঃ, ১/৩৫।

প্রশ্ন। যে পরিমাণ বমিতে কিম্বা যে রক্তে ওজু নষ্ট হয় না, উহা নাপাক কিনা?

উত্তর। যে বস্তু মূলে নাপাক; যেরূপ মদ কিম্বা প্রস্রাব, উহা অল্প বিস্তর সমস্তই নাপাক। আর যাহা মূলে নাপাক নহে এবং উহাতে ওজু ভঙ্গ হয় না; যথা—অল্প বমি কিম্বা অপ্রবাহিত রক্ত, উহা এমাম আবু ইউছফের মতে নাপাক নহে, কিন্তু এমাম মোহাম্মদের মতে নাপাক। জখমি লোকদের সুবিধা হেতু এমাম আবু ইউছফের মত ছহিহ স্থির করা

হইয়াছে। আর জওহেরা কেতাবে আছে, উক্ত অল্প বমি এবং অপ্রবাহিত রক্ত, পানি ইত্যাদি তরল বস্তুতে পড়িলে, (এমাম) মোহাম্মদের মতের উপর ফৎওয়া দিয়া উহা নাপাক বলা যাইবে, বস্ত্র কিম্বা শরীর এইরূপ শুষ্ক বস্তুতে পড়িলে, (এমাম) আবু ইউছফের মতের উপর ফৎওয়া দিয়া উহা-পাক বলা যাইবে। ইহা মানাহ্ কেতাবে আছে।—তাহতাবি, ১/৮১।

মৌলবী নইমদ্দিন সাহেব দ্বিতীয় খণ্ড জোব্দার ৬০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "যদি কেহ পাতলা রক্ত বমন করে এবং ঐ রক্ত মস্তিষ্ক হইতে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে ওজু ভঙ্গ হইবে না।" তিনি এই মসলায় মহাভ্রম করিয়াছেন, বরং উপরোক্ত ক্ষেত্রে ওজু নষ্ট হইবে। মন্‌ইয়া, ৪২, আঃ, ১২, বাহঃ, ১/৩৫/৩৬, শামি, ১/১৪৩, হাশিয়ায়-শারাম্বালালি, ১/১৬/১৭, তবইনোল-হাকায়েক, ১/৯, মারাকিল-ফালাহের হাশিয়া তাহতাবি, ১/৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নিদ্রাতে ওজু ভঙ্গ হওয়ার বিবরণ।

যে শক্তির দ্বারা মনুষ্য উদরের বায়ু বন্ধ করিয়া রাখিতে সক্ষম হয়, উহাকে কুওয়াতে-মাছেকা বলা হয়। মলদ্বার স্থানচ্যুত হইয়া গেলে, উক্ত শক্তি রহিত হইয়া যায়। যে কোন প্রকার নিদ্রাতে মলদ্বার স্থানচ্যুত হইয়া উক্ত শক্তি তিরোহিত হয়, উহাতে ওজু নষ্ট হইয়া যায়। আর যে কোন প্রকার নিদ্রাতে মলদ্বার স্থানচ্যুত না হয় বা উক্ত শক্তি রহিত না হয়, উহাতে ওজু নষ্ট হইবে না।— দোঃ, ১/১০, দোরারোল-হেকাম, ১/১৭/১৮।

কেহ কেহ বলেন, মূল নিদ্রা ওজু ভঙ্গ করে না, কিন্তু প্রথম প্রকারের নিদ্রাতে বায়ু নির্গত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে, এইজন্য ওজু নষ্ট হওয়ার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। আর কেহ কেহ বলেন, মূল নিদ্রাতেই ওজু ভঙ্গ হইয়া যায়। ছেরাজ কেতাবে প্রথম মতটি ছহিহ্ বলা হইয়াছে। জয়লয়ি উক্ত মতটি পছন্দ করিয়াছেন। আল্লামা এবনে-শিবলিকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, এক ব্যক্তির অনবরত বায়ু নির্গত হইতেছে, এই মা'জুর ব্যক্তি (ওজু করিয়া) নিদ্রিত হইলে, (ওয়াক্তের মধ্যে) তাহার ওজু নষ্ট হইবে কিনা? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, প্রথমোক্ত মতানুযায়ী তাহার ওজু ভঙ্গ হইবে না, (কেননা নিশ্চিত বায়ুতে তাহার ওজু ওয়াক্তের মধ্যে ভঙ্গ হয় না, তাহা হইলে অনিশ্চিত বায়ুতে কেন ভঙ্গ হইবে?) আর দ্বিতীয়

মতানুযায়ী তাহার ওজু ভঙ্গ হইবে। —বাঃ, মেনহাতোল-খালেক, ১/৩৭,তাহ্‌তাবি, ১/৮১।

প্রশ্ন। কি কি প্রকার নিদ্রায় ওজু ভঙ্গ হয়, আর কি কি প্রকারে ওজু ভঙ্গ হয় না?

উত্তর। (১) কাৎ হইয়া নিদ্রা গেলে ওজু ভঙ্গ হয়, ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই। —বাহঃ ১/৩৭।

(২) চিৎ হইয়া নিদ্রা গেলে ওজু নষ্ট হয়, দোররোল-হেকাম, ১/১৭।

(৩) উপুড় হইয়া নিদ্রা গেলে ওজু নষ্ট হয়।—মারাকিল-ফালাহ, ৫২।

(৪) এক নিতম্বের (চুতড়ের) উপর ঠেস দিয়া নিদ্রা গেলে ওজু নষ্ট হয়।—দোঃ, ১/১০।

(৫) এক কনুইর উপর ভর দিয়া নিদ্রিত হইলে, ওজু নষ্ট হইবে। তাহতাবি, ১/৮১, বাঃ, ১/৩৭।

(৬) পীড়িত ব্যক্তি কাৎ হইয়া শুইয়া নামাজ পড়িতে পড়িতে নিদ্রা গেলে ওজু নষ্ট হইবে, ইহা মুহিত, তবইন ও বাহরোর- রায়েকে আছে; ফৎহোল-কদিরে ইহাকে ছহিহ মত বলা হইয়াছে। ছেরাজে উহাকে ফকিহগণের গ্রহণীয় মত এবং নহরোল-ফায়েকে উহাকে ফৎওয়া গ্রাহ্য মত বলা হইয়াছে। আঃ, ১/১১, শামি, ১/১৪৭।

(৭) আসন গাড়িয়া (চার জানু হইয়া) কিম্বা অন্য প্রকারে বসিয়া ঘুমাইলে, ওজু নষ্ট হইবে না।—কবিরি, ১৩৭।

(৮) দাঁড়াইয়া নিদ্রা গেলে ওজু নষ্ট হয় না। বাঃ, ১/৩৮।

(৯) (ঘোড়ার) জিন, (হস্তীর) গদী ও (উটের) শিবিকার উপর বসিয়া নিদ্রা গেলে, ওজু নষ্ট হয় না। ইহা খোলাছাতে আছে। আর শিবিকার উপর কাৎ হইয়া নিদ্রা গেলে, ওজু ভঙ্গ হইবে, ইহা জুলহিয়া কেতাবে আছে।—বাঃ, ১/৩৮, শামি, ১/১৪৭।

(১০) দুই পা এক দিকে বিছাইয়া দুই চুতড়কে জমিতে মিলাইয়া নিদ্রা গেলে, ওজু নষ্ট হয় না, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে। —আঃ, ১/১২।

(১১) উরুদ্বয় খাড়া করিয়া দুই নিতম্বের উপর বসিয়া দুই

হস্ত দ্বারা জঙ্ঘাদ্বয় ধরিয়া কিম্বা অন্য কোন বস্ত্র দ্বারা পিঠ ও জঙ্ঘাদ্বয় বেড় দিয়া বসিয়া হাঁটুর উপর মস্তক রাখিয়া নিদ্রা গেলে ওজু নষ্ট হইবে না, ইহা মন্‌ইয়ার টীকায় আছে।—শামি, ১/১৪৮।

(১২) উক্ত অবস্থায় দুই হাটুর উপর মস্তক না রাখিলেও ওজু নষ্ট হইবে না।—তাহতাবি, ১/৮২।

(১৩) যে ঘোড়া বা উটের উপর জিন, গদি বা শিবিকা না থাকে, উহার পৃষ্ঠের উপর বসিয়া নিদ্রা গেলে, যদি উক্ত ঘোড়া বা উট উচ্চস্থান হইতে নীচে নামিতে থাকে, তবে ওজু নষ্ট হইবে, আর নিম্ন স্থান হইতে উচ্চস্থানে উঠিতে থাকিলে কিম্বা সমান পথে চলিতে থাকিলে ওজু নষ্ট হইবে না। দোরারোল-হেকাম, ১/১৮।

(১৪) যদি বসিয়া কিম্বা দাঁড়াইয়া নিদ্রা যাইতে যাইতে এক দিকে ঝুকিয়া পড়ে, এক্ষেত্রে যদি ভূমিতে পড়া মাত্র কিম্বা পড়িতে পড়িতে অথবা পড়িবার অগ্রে নিদ্রা ভঙ্গ হয়, তবে ওজু নষ্ট হইবে না, আর যদি পড়ার একটু পরে চেতনা হয়, তবে ওজু নষ্ট হইবে। ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে। দোরারোল-হেকাম, ১/১৮, ফৎহোল-কদির, ১/১৯, তবইন, ১/১০।

(১৫) যে ব্যক্তি কাৎ হইয়া এরূপ তন্দ্রালু হয় যে, তাহার নিকটস্থ লোকের কথা শুনিতে পায়, তাহার ওজু নষ্ট হইবে না, আর যদি নিকটস্থ লোকের অধিকাংশ কথা শুনিতে না পায়, তবে তাহার ওজু নষ্ট হইবে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে, জখিরাতে —ই মতের উপর শামছোল-আএম্মার ফৎওয়া বর্ণিত হইয়াছে। বাহরোর-রায়েক ও মেনহাতোল-খালেকে আছে, যদি তাহার নিকটস্থ লোকের অধিকাংশ কথা বুঝিতে পারে, তবে ওজু নষ্ট হইবে না। বাঃ, মেনহাতোল-খালেক, ১/২৯, আঃ, ১/১২।

(১৬) যদি বসিয়া নিদ্রা যাইতে থাকে, কখনও তাহার মলদ্বার স্থানচ্যুত হয়, কখনও স্থানচ্যুত হয় না, ইহাতে ওজু নষ্ট হয় না। শামছোল-আএম্মায় হোলওয়ানি বলেন, ইহাই মজহাবের জাহের রেওয়াএত। এইরূপ যদি উপরোক্ত অবস্থায় নিদ্রা যাইতে যাইতে ভূমিতে কজা রাখিয়া দেন, তবে ওজু নষ্ট হইবে না—বাঃ, ১/৩৯, কাজিখান, ১/২০।

(১৭) যদি এরূপ কোন বস্তু হেলান দিয়া নিদ্রা যায় যে, যদি

উহা টানিয়া লওয়া হয়, তবে সে ব্যক্তি জমিতে পড়িয়া যায়, যদি এরূপ ক্ষেত্রে মলদ্বার স্থানচ্যুত হয়, তবে সকলের মতে ওজু নষ্ট হইবে, আর যদি উহা স্থানচ্যুত না হয়, তবে ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। শরহে-বেকায়া, হেদায়া, আরকানে-আরবায়া, মনইয়া মোলতাকাল-আবহোর, কাঞ্জের টীকা, আয়নি, মবছুতে-ছারাখছি, কদুরি, তাহাবি, শরহে-ইলইয়াছ ও জওহেরা কেতাবে আছে যে, উহাতে ওজু নষ্ট হইবে, পক্ষান্তরে কবিরির ১৩৫ পৃষ্ঠায়, মাজমায়োল আনহোর ও দোর্রোল-মোত্তাকার ১/২০ পৃষ্ঠায়, দোরারোল হেকামের ১/১৮ পৃষ্ঠায়, দোর্রোল-মোখতারের ১/১০ পৃষ্ঠায়, বারজান্দির ১/২৪ পৃষ্ঠায়, আবুল-মাকারেমের ১/১০ পৃষ্ঠায়, তবইনোল-হাকায়েকের ১/১৪ পৃষ্ঠায়, কেফায়ার ১/৩২ পৃষ্ঠায়, নুরোল-ইজাহের ৫৫ পৃষ্ঠায় ও আলমগিরির ১/১২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, এমাম আজমের ছহিহ্ ও জাহেরে রেওয়াএতে উহাতে ওজু নষ্ট হইবে না। শামির ১/১৪৬ পৃষ্ঠায় ও বাহরোর-রায়েকের ১/৩৮ পৃষ্ঠায় আছে, এমাম আজমের জাহেরে-রেওয়াএত অনুযায়ী উহাতে ওজু নষ্ট হইবে না, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে। অধিক সংখ্যক ফকিহ ইহাই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই সমধিক ছহিহ মত। ইহা বাদায়ে কেতাবে আছে।

লেখক বলেন, শেষ মতই গ্রহণীয়।

(১৮) উভয় চুতড়কে দুই গোড়ালির উপর এবং পেটকে দুই উরুর উপর রাখিয়া নিদ্রা গেলে ওজু ভঙ্গ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কেফায়ার প্রথম খণ্ডে (২২ পৃষ্ঠায়) আছে, এমাম আবু ইউছফ (রঃ) বলিয়াছেন, উহাতে ওজু নষ্ট হইবে, ইহা দুই মবছুত কেতাবে আছে।

এবরাহিম হালাবি এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

ফৎহোল-কদিরের ১ম খণ্ডে (১৮ পৃষ্ঠায়) জখিরা কেতাব হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, উহাতে ওজু নষ্ট হইবে না।

মনইয়ার ৪৫ পৃষ্ঠায় এমাম মোহাম্মদ হইতে উহাতে ওজু নষ্ট না হওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

আলমগিরির ১২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, উহাতে ওজু নষ্ট হইবে না, ইহাই সমধিক ছহিহ মত, ইহা মুহিতে-ছারাখছিতে আছে।

দোর্রোল-মোখতারের ১/১১ পৃষ্ঠায় উহাতে ওজু নষ্ট না হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

বাহরোর-রায়েকের ১/৩৭ পৃষ্ঠায় আছে যে, নেহায়া ও মে'রাজ কেতাবে আছে যে, উহাতে ওজু নষ্ট হইবে না।

মুহিত কেতাবে আছে যে, উহাতে ওজু নষ্ট না হওয়া সমধিক ছহিহ্ মত। বাহরোর-রায়েক প্রণেতা বলেন যে, নেহায়ার মত সমধিক ছহিহ্।

লেখক বলেন, ইহাই গ্রহণীয়।

১৯। নামাজে দাঁড়াইয়া কিম্বা রুকু অবস্থায় নিদ্রা গেলে, ওজু নষ্ট হইবে না। কাজিখান, ১/২০।

২০। নামাজে ছুন্নতের নিয়মানুসারে ছেজ্দা করিয়া নিদ্রা গেলে ওজু নষ্ট হইবে না, ইহা কবিরি, শামি ও দোর্রোল মোখতারে আছে, কিন্তু ছুন্নতের নিয়মের বিপরীত ছেজদা করিয়া নিদ্রা গেলে, ইহাতে ওজু নষ্ট হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ আছে। বাহরোর-রায়েক, জয়লয়ি, বাদায়ে' ও কবিরির মতানুযায়ী উহাতে ওজু নষ্ট হয় না, কিন্তু দোর্রোল-মোখতার, ছগিরি, নহরোল-ফায়েক মুহিত ও নুরোল-ইজাহ কেতাবের মর্ম্মানুসারে উহাতে ওজু নষ্ট হইবে। অহবানিয়ার টীকায় আছে যে, মুহিত কেতাবে উহা ছহিহ মত বলা হইয়াছে, নহরোল-ফায়েকে উহা ছহিহ মত বলা হইয়াছে। নুরোল-ইজাহ কেতাবে উহা মজহাবের জাহের (রেওয়াএত), মোলতাকাল-আবহোর এবং দোর্রোল-মোখতারে উহা বিশ্বাসযোগ্য মত বলা হইয়াছে। মোলতাঃ, ১/২১, শামি, ১/১৪৭, মেনহাঃ, ১/৩৮ এবং নুরোল-ইজাহ, ৫৫।

লেখক বলেন, এই মতটি গ্রহণীয়।

(২১) এইরূপ ছুন্নতের নিয়ম অনুসারে তেলাওয়াতের ছেজদা কিম্বা ছোহ-ছেজদা করিয়া নিদ্রা গেলে, ওজু ভঙ্গ হইবে না। —তাহঃ, ১৮৩; বাহঃ,১/৩৮।

(২২) নামাজের বাহিরে ছুন্নতের নিয়ম অনুসারে ছেজদা করিয়া নিদ্রা গেলে, ওজু নষ্ট হইবে না, আর ছুন্নতের নিয়মের বিপরীতে ছেজদা করিয়া নিদ্রা গেলে ওজু নষ্ট হইবে। দোর্রোল-মোখতারের ১০ পৃষ্ঠায় ইহা বিশ্বাসযোগ্য মত বলা হইয়াছে। তবইনল-হাবায়েকের ১০ পৃষ্ঠায় ইহাকেই ছহিহ মত বলা হইয়াছে। দেহায়ার ১০ পৃষ্ঠায় উহাকে ছহিহ্ মত বলা হইয়াছে। কেফায়ার ২২ পৃষ্ঠায় ইহাকে জাহেরে-রেওয়াএত বলা

হইয়াছে। কবিরির ১৩৬ পৃষ্ঠায় খোলাছা হইতে ইহার জাহেরে-রেওয়াএত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। মারাকিল-ফালাহ কেতাবের ৫৫ পৃষ্ঠায় ইহাকে ছহিহ্ মত বলা হইয়াছে।

(২৩) পুরুষ লোকের যে নিয়মে ছেজদা করা ছুন্নত, সেই নিয়মে ছেজদা করিয়া নিদ্রা গেলে, ওজু ভঙ্গ হইবে না, কিন্তু স্ত্রীলোকের যে নিয়মে ছেজদা করা ছুন্নত, উক্ত নিয়মে ছেজদা করিয়া নিদ্রা গেলে, ওজু নষ্ট হইবে।—তাহতাবি, ১/৮১, শামি, ১/১৪৬।

(২৪) যদি পেটকে উভয় উরু হইতে ও বাহুদ্বয়কে উভয় পার্শ্বদেশ হইতে পৃথক রাখিয়া ছেজদা করে, তবে (এরূপ অবস্থায় নিদ্রা যাওয়াতে) ওজু নষ্ট হইবে না, ইহাই পুরুষের ছেজদা করার ছুন্নত নিয়ম। আর যদি পেটকে উভয় উরুর সহিত মিলাইয়া এবং উভয় হাতকে (বিছানায়) বিছহিয়া দিয়া ছেজদা করে, (এরূপ অবস্থায় নিদ্রা যাওয়াতে) ওজু নষ্ট হইবে। (ইহাই স্ত্রীলোকের ছেজদা করার ছুন্নত নিয়ম)।—কাজিখান, ১/২০।

(২৫) নামাজের রুকু বা দাঁড়ান অবস্থায় স্বেচ্ছায় নিদ্রা গেলে ওজু নষ্ট হইবে না, ইহাই কাজিখানের ২০ পৃষ্ঠায় ও বারজান্দির ২৪ পৃষ্ঠায় আছে।

আর নামাজের ছেজদা অবস্থায় স্বেচ্ছায় নিদ্রা গেলে, ওজু নষ্ট হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কাজিখানের ২০ পৃষ্ঠায় ও বারজান্দির ২৪ পৃষ্ঠায় আছে যে উহাতে ওজু নষ্ট হইবে। দোর্রোল মোখাতারের ১০ পৃষ্ঠায়, বাহরোর-রায়েকের ১/৩৮ পৃষ্ঠায় ফাতাওয়ায় বাজ্জাজিয়ার ১/১৩ পৃষ্ঠায়, মারাকিল-ফালাহের হাশিয়ায়, তাহতাবির ৫৫ পৃষ্ঠায় আছে যে, জাহেরে-রেওয়াএত ও মনোনীত মতানুযায়ী উহাতে ওজু নষ্ট হইবে না। আলমগিরির ১২ পৃষ্ঠায় আছে যে, জাহেরে-রেওয়াএতে উহাতে ওজু নষ্ট হয় না, ইহাই ছহিহ্ মত, ইহা মুহিত কেতাবে আছে। শামির ১/১৪৬ পৃষ্ঠায় আছে, অহবানিয়ার টীকায় আছে, ছেজদা করার সময় স্বেচ্ছায় নিদ্রা গেলে, জাহেরে-রেওয়াএত অনুযায়ী ওজু নষ্ট হইবে না। যাওয়ামেয়োল-ফেকহ্ কেতাবে আছে, রুকু ছেজদাতে স্বেচ্ছায় নিদ্রা গেলে, ওজু নষ্ট হইবে না, কিন্তু নামাজ ব্যতীল হইবে।

লেখক বলেন, ইহাই গ্রহণীয়।

(২৬) নবিগণের নিদ্রাতে ওজু ভঙ্গ হইত না, ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে যে, হজরত নবি (সাঃ) নিদ্রা হইতে উঠিয়া ওজু করেন নাই। আরও এক হাদিছে আছে যে, তাঁহার দুইটি চক্ষু নিদ্রিত হইত, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ জাগ্রত থাকিত। —বাঃ, ১/৩৯, শামি, ১/১৪৮।

মাযাহেনোল-উলুমের ১২ পৃষ্ঠায়, প্রথম খণ্ড জোব্দার ৬ পৃষ্ঠায় ও দ্বিতীয় খণ্ড জোব্দার ৬১ পৃষ্ঠায় আছে যে, কোন বস্তু হেলান দিয়া নিদ্রা গেলে, যদি সেই বস্তু হেলাইলে ঢলিয়া পড়ে, তবে ওজু নষ্ট হইবে। কিন্তু যদি তাহার মলদ্বার স্থানচ্যুত না হয়, তবে উহাতে ওজু নষ্ট না হওয়াই ফৎওয়া গ্রাহ্য মত, ইহা নিদ্রা সংক্রান্ত ১৭শ মসলায় প্রমাণ সহ লিখিত হইয়াছে, কাজেই উক্ত মসলাটি পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধন করা উচিত। আর দ্বিতীয় খণ্ড জোব্দার উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, এই সকল সময় (নামাজে) ইচ্ছা বশতঃ নিদ্রা গেলে, ওজু ভঙ্গ হইবে; কিন্তু ২৫শ মসলায় উহাতে ওজু নষ্ট না হওয়ার মত প্রমাণ সহ লিখিত হইয়াছে। আর উক্ত পৃষ্ঠার লিখিত আছে, নিদ্রাবস্থায় পড়িয়া গেলে ওজু ভঙ্গ হইবে, কিন্তু ১৪শ মসলায় প্রমাণ সহ লিখিত হইয়াছে, যদি পড়িয়া যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য হয়, তবে ওজু নষ্ট হইবে, আর তৎক্ষণাৎ চৈতন্য হইলে ওজু নষ্ট হইবে না।

অজ্ঞানতায় ওজু নষ্ট হওয়ার বিবরণ।

শ্লেষ্মা মস্তিষ্ক পূর্ণ হওয়ার জন্য মনুষ্যের বিবেক, বিবেচনা-শক্তি রহিত (অচেতন) ও ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া গেলে অথবা ক্ষুধা, পিপাসা আধিক্যে জ্ঞান, বিবেক ও শক্তিহারা হইলে, ওজু ভঙ্গ হইয়া যায়। মূলকথা, কোন পীড়া বা যাতনায় পড়িয়া মানব অচেতনা হইয়া গেলে, ওজু নষ্ট হইয়া যায়।—শামি, ১/১৪৮/১৪৯।

প্রশ্ন। পয়গম্বরগণ কোন পীড়া বা যাতনায় পড়িয়া অচৈতন্য হইলে, তাঁহাদের ওজু নষ্ট হইত কি না?

উত্তর। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, উহাতে ওজু নষ্ট হইত না, কিন্তু মবছুতের এবারতের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, ইহাতে তাঁহাদের ওজু নষ্ট হইত। মোল্লা আলি কারি 'শেফা' কেতাবের টীকায় লিখিয়াছেন

যে, নিদ্রা ব্যতীত সমস্ত ওজু ভঙ্গকারী বিষয়ে উম্মতের ন্যায় হজরত নবি (ছাঃ)-এর ওজু ভঙ্গ হইত, ইহার উপর এজমা হইয়াছে। তাহতাবি, ১/৮২, শামি, ১/১৪৮।

প্রশ্ন। যে ব্যক্তির জ্ঞানে ত্রুটি হওয়ায় প্রলাপ বকিতে থাকে এবং কার্য্যকলাপ নষ্ট করিয়া ফেলে, কিন্তু কাহাকেও কুবাক্য বলে না বা প্রহার করে না, এই জ্ঞানের ত্রুটিতে ওজু নষ্ট হয় কিনা?

উত্তর। উহাতে ওজু নষ্ট হয় না।—বাঃ, ১/৪০।

উন্মত্ততায় ওজু নষ্ট হওয়ার বিবরণ।

কোন প্রকার পীড়া যাতনায় অচেতনা হইলে, মনুষ্যের জ্ঞান একেবারে নষ্ট হয় না, বরং জ্ঞানটি আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে; কিন্তু মনুষ্য উন্মাদ হইলে, তাহার জ্ঞান একেবারে লোপ পাইয়া থাকে, এই উন্মত্ততায় ওজু নষ্ট হইয়া যায়।—শামি, ১/১৪৯।

প্রশ্ন। পয়গম্বরগণ উন্মাদ হইতে পারেন কি?

উত্তর। তাঁহারা অচেতন্য হইতে পারেন, কিন্তু উন্মাদ হইতে পারে না, ইহা আয়নিতে আছে। —তাঃ, ১/৮৩, মাজমায়োল-আনহোর, ১/২০।

নেশায় ওজু নষ্ট হওয়ার বিবরণ

মদ, ভাঙ্গ ইত্যাদি মাদক দ্রব্য পান করিয়া মাতাল হইলে, ওজু নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু কি প্রকার নেশায় ওজু নষ্ট হয়, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যে সময় সে আছমান জমিনের বা স্ত্রী পুরুষের মধ্যে প্রভেদ করিতে না পারে, সেই সময় তাহার ওজু নষ্ট হইবে, ইহা খোলাছা, ওলওয়ালজিয়া ও ইয়ানাবি কেতাবে আছে। তবইন ও মোজমারাত কেতাবে উহা ছদরে-শহিদের মত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শামছোল-আএম্মায় হোলওয়ানি বলিয়াছেন, যখন সে সোজা ভাবে চলিতে না পারে এবং এদিক ওদিকে ঢলিয়া পড়ে, তখন তাহার ওজু নষ্ট হইবে।

মোলতাকাল-আবহোর, হাশিয়ায়-শিবলি, জখিরা, মোজতাবা, শরহে-বেকায়া, মোজমারাত, শরহে-মিছকিন ও কবিরিতে এই শেষোক্ত মতকে ছহিহ্ বলা হইয়াছে।

শামিতে আছে, যখন সে অধিকাংশ কথা প্রলাপ বলে, তখন তাহার চলন সজো হইবে না, এইরূপ নেশাতে ওজু নষ্ট হইবে, ফকিহগণ এই মতটি প্রবল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ফৎহোল-কদিরে আছে, অধিকাংশ ফকিহ্ এই মতটি ফৎওয়া গ্রাহ্য স্থির করিয়াছেন।—শামি, ১/১৪৯, বাহ্যঃ, ১/৪০, আঃ, ১/১২, কবিরি, ১৩৮, মোলতাঃ, ১/২০।

প্রশ্ন। মৃগী রোগগ্রস্ত চৈতন্য লাভ করিয়া ওজু করিবে কি?

উত্তর। হাঁ, তাহার পক্ষে ওজু করা ওয়াজেব। —শামি, ১/১৪৯।

হাসিতে ওজু নষ্ট হওয়ার বিবরণ।

হাস্য তিন প্রকার, (১) যেরূপ হাস্য নিজে এবং সভাস্থ লোকেরা শুনিতে পায়, উহাকে আমরা উচ্চহাস্য বলিয়া থাকি, আরবিতে উহাকে কাহ্ -কাহাহ বলা হয়।

(২) যেরূপ হাস্য নিজে শুনিতে পায় কিন্তু সাভাস্থ লোকেরা শুনিতে না পায়, তাহকে আরবীতে জেহ্‌ক (মৃদু হাসি) বলা হয়।

(৩) যেরূপ হাস্য নিজে বা সভাস্থ লোকেরা শুনিতে না পায়, উহাকে আরবিতে তাবাচ্ছোম (মুচকিয়া হাসা) বলা হয়। ইহা জখিরা কেতাবে আছে।

যে নামাজে রুকু ছেজদা আছে, এইরূপ নামাজে উচ্চ হাসি (কাহ-কাহহ) করিলে, নামাজ এবং অজু বাতীল হইবে, ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

নামাজের বাহিরে উচ্চ হাস্য করিলে ওজু নষ্ট হয় না। মৃদু হাস্যে (জেহ্‌ক) নামাজ বাতীল হয়, কিন্তু ওজু বাতীল হয় না।

মুচকিয়া হাসা করিলে নামাজ ও ওজু কিছুই বাতীল হয় না তেলাওয়াতের ছেজদা ও জানাজার নামাজে উচ্চ হাস্য করিলে, উক্ত ছেজদা ও জানাজার নামাজ বাতীল হইবে, কিন্তু ওজু নষ্ট হইবে না। ইহা কাজিখানে আছে।—আঃ, ১/১৩।

যে নামাজে পীড়ার বা অন্য কোন আপত্তির কারণে ইশারায়

নামাজ পড়া হয়, উহাতে উচ্চ হাস্য করিলেও নামাজ ও ওজু বাতীল হইবে।

বালেগ পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক নামাজে উচ্চৈঃ স্বরে হাসিলে, নামজ এবং অজু বাতীল হইবে, আর নাবালেগ ব্যক্তি নামাজে হাস্য করিলে, তাহার নামাজ বাতীল হইবে, কিন্তু ওজু বাতীল হইবে না। ইহাই বিশ্বাস যোগ্য মত। —তাহতাবি, ১/৮৩।

যদি কেহ নামাজে আছে, ইহা মনে না থাকার কারণে উচ্চ হাস্য করিয়া ফেলে অথবা ভুলক্রমে নামাজের মধ্যে উচ্চ হাস্য করে, তবে ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। জয়লয়ি বলিয়াছেন, নামাজে থাকার কথা মনে না থাকিলেও উহাতে নামজ বাতীল হইবে। বাহরোর-রায়েকে আছে, নামাজে থাকার কথা মনে না থাকার বা ভুলক্রমে উহা করিলে, নামাজ বাতীল হওয়া প্রবল মত।—আঃ, ১/১৩, বাঃ, ১/৪১, শামি, ১/১৫০।

নামাজে নিদ্রিত অবস্থায় হাসিলে, ইহাতে ওজু ও নামাজ নষ্ট হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। একদল বলেন যে, উহাতে ওজু এবং নামাজ নষ্ট হইবে না; আর একদল বলেন যে, উহাতে ওজু এবং নামাজ উভয় নষ্ট হইবে। শেষ কালের অধিকাংশ বিদ্বান এহতিয়াতের জন্য এই মত গ্রহণ করিয়াছেন, আর এক দল বলেন যে, উহাতে ওজু নষ্ট হইবে না; কিন্তু নামাজ নষ্ট হইবে। দোর্রোল-মোখতারে ইহাকে ফৎওয়া গ্রাহ্য মত বলা হইয়াছে। দোরারোল-হেকামের ১/১৮ পৃষ্ঠায় উক্ত মত সমর্থন করা হইয়াছে। মরাকিল-ফালাহ কেতাবের ৫৪ পৃষ্ঠায় এই মতটি সমধিক ছহিহ্ বলা হইয়াছে। বাহরোর-রায়েকের ১/৪১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, এবনোল-হোমাম 'তহরির' কেতাবে এই মতটি পছন্দ করিয়াছেন। নেছাব কেতাবে ইহাকে ফৎওয়া গ্রাহ্য মত বলা হইয়াছে। ওয়াল-ওয়ালজিয়া কেতাবে ইহাকে মনোনীত মত বলা হইয়াছে। মারাকিল-ফালাহ কেতাবের টীকা তাহতাবির ৫৪ পৃষ্ঠায় ইহাকে মজহাবের গ্রহণীয় মত বলা হইয়াছে। লেখক বলেন, এই মতটি গ্রহণীয়।

যে ব্যক্তির নামাজের মধ্যে ওজু ভঙ্গ হইয়াছে, তৎপরে সে উক্ত নামাজ পূর্ণ করার ধারণায় ওজু করিতে যায়, এই ওজু করার পরে উচ্চহাস্য করিলে, উহাতে সকলের মতে নামাজ নষ্ট হইবে, কিন্তু উহাতে

ওজু নষ্ট হইবে কিনা ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, তহতাবি বলিয়াছেন যে, নিশ্চয় উহাতে ওজু নষ্ট হইবে। বাহরোর-রায়েকে আছে যে, কোন কোন বিদ্বান ইহাকে সমধিক নির্দ্দোষ মত (এহতিয়াত) বলিয়াছেন। শামি, ১/১৫০, বা., ১/৪১।

যদি কেহ আত্তাহিয়াত পড়ার পরিমাণ বসিয়া সালাম করার পূর্ব্বে উচ্চহাসা করে, তবে তাহার ওজু নষ্ট হইবে। আর যদি ছালাম করার সময় স্বেচ্ছায় উচ্চ হাসা করে তবে তাহার নামাজ বাতীল হইবে না, কিন্তু 'ছালাম করা' ওয়াজেব ত্যাগ করার জন্য উহা মকরুহ তহরিমি হইবে; অবশ্য উক্ত অবস্থায় তাহার ওজু নষ্ট হইয়া যাইবে।—তাহাঃ, ১/৮৩, শামি ১/১৫১, মারাকিল-ফালাহ, ৫৪ ও হাশিয়ায় শাবাম্বালালিয়া, ১/১৮।

যদি এমাম স্বেচ্ছায় উচ্চ হাসা করে, তৎপরে মোক্তাদিগণ উচ্চ হাসা করে, তবে উহাতে এমামের নামাজ ও ওজু ভঙ্গ হইবে, আর মোক্তাদিদের নামাজ নষ্ট হইবে কিন্তু ওজু নষ্ট হইবে না; কেননা এমামের হাসা করা মাত্র এমাম মোক্তাদিগণের নামাজ ভঙ্গ হইয়া গেল, কাজেই মোক্তাদিগণের হাসি নামাজের বাহিরে হইল, এজন্য তাহাদের ওজু নষ্ট হইল না। মছবুকের ও এইরূপ হুকুম হইবে।

যদি এমাম স্বেচ্ছায় নামাজে কথা বলে কিম্বা ছালাম করে, তৎপরে মোক্তাদি উচ্চ হাস্য করে, এক্ষেত্রে মোক্তাদির নামাজ নষ্ট এবং ওজু নষ্ট হইবে, কেননা এমামের কথা বলায় কিম্বা ছালাম করায় এমামের নামাজ নষ্ট হয়, কিন্তু ওজু নষ্ট হয় না; কাজেই উহাতে মোক্তাদির নামাজ নষ্ট হন না, তৎপরে মোক্তাদির হাসি নামাজের মধ্যে হইল; এইজন্য তাহার ওজু নষ্ট হইয়া যায়। ফৎহোল-কদিরে এবং কাজিখানে এই মতটি ছহিহ স্থির করা হইয়াছে।—কাজিখান, ১/১৯, ফৎহোল-কদির, ১/২০, শামি, ১/১৫১।

বাদায়ে কেতাবে আছে, যদি এমাম ও মোক্তাদিগণ এক সময় উচ্চ হাস্য করে, কিম্বা অগ্রে মোক্তাদিগণ, তৎপরে এমাম উচ্চ হাসা করে, তবে সকলের ওজু নষ্ট হইবে। আর যদি প্রথমে এমাম, তৎপরে মোক্তাদিগণ উচ্চ হাস্য করে, তবে এমামের ওজু নষ্ট হইবে কিন্তু মোক্তাদিগণের ওজু নষ্ট হইবে না।—বাঃ, ১/৪১।

যদি এমাম আত্তাহিয়াতো পাঠের পরে স্বেচ্ছায় কথা বলে কিম্বা ছালাম করে, তবে মোক্তাদির পক্ষে ছালাম ফেরান আবশ্যক, ইহাই এমাম আবুহানিফার (রঃ) সমধিক জাহের রেওয়াওএত। যদি (উক্ত আত্তাহিয়াতো পাঠের পর) এমাম স্বেচ্ছায় উচ্চ হাস্য করে, তবে মোক্তাদিদিগকে ছালাম ফিরান আবশ্যক হইবে না। যদি (উক্ত অবস্থায়) কেবল মোক্তাদিগণ উচ্চ হাস্য করে, তবে তাহাদের নামাজ শেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু ওজু নষ্ট হইবে, কিন্তু এমামের নামাজ নষ্ট হইবে না। আর যদি আত্তাহিয়াতো পাঠ করার পরে প্রথমে মোক্তাদিগণ তৎপরে এমাম উচ্চহাস্য করে তবে তাহাদের সকলের নামাজ শেষ হইবে কিন্তু ওজু নষ্ট হইবে না। যদি আত্তাহিয়াতো পাঠ পরিমাণ বসিয়া মোক্তাদি এমামের অগ্রে ছালাম ফিরাইয়া উচ্চ হাস্য করে, তবে তাহার ওজু নষ্ট হইবে না।—কাজিখান, ১/১৯।

ওজু ভঙ্গ হওয়ার শেষ মস্‌লা।

স্ত্রী পুরুষের অথবা দুই পুরুষের কিম্বা দুইটি স্ত্রীলোকের লিঙ্গে লিঙ্গে কামভাব স্পর্শ করিলে, উভয়ের ওজু নষ্ট হইবে।—শামি, ১/১৫১/১৫২।

প্রশ্ন। লিঙ্গ স্পর্শ করিলে কিম্বা স্ত্রীলোক বা কিশোর বয়স্ক বালককে স্পর্শ করিলে, ওজু নষ্ট হইবে কিনা?

উত্তর। উহাতে ওজু নষ্ট হইবে না, কিন্তু লিঙ্গ স্পর্শ করিলে উহাতে হস্ত ধৌত করা মোস্তাহাব এবং উভয় ক্ষেত্রে ওজু করা মোস্তাহাব।— মেনহাতোল-খালেক, ১/৪৫, শামি, ১/১৫২।

প্রশ্ন। ওজু এনকার করিলে কি হয়?

উত্তর। নামাজের ওজু এনকার করিলে কাফের হইবে, অন্য কোন ওজু এনকার করিলে কাফের হইবে না। তাহতাবি, ১/৮৬, শামি, ১/১৫৫।

প্রশ্ন। যদি কাহারও মনে দৃঢ় ধারণা হয় যে, সে কোন একটি অঙ্গ ধৌত করে নাই কিন্তু উক্ত অঙ্গটি নির্দ্দিষ্ট করিতে না পারে, তবে কি করিবে?

উত্তর । দোর্রোল-মোখতারে আছে যে, সে ব্যক্তি বাম পা ধৌত করিবে। ফৎহোল-কদিরে আছে, যদি ওজু শেষ হইয়া থাকে তবে বাম পা ধৌত করিবে, আর যদি ওজুর মধ্যে এইরূপ ধারণা হয় তবে যে অঙ্গটি শেষ ধৌত করার ধারণা হয়, তাহাই ধৌত করিবে। শামি, ১/১৫৫/১৫৬, ফৎহোল-কদির, ১/২১।

প্রশ্ন। যদি কেহ ওজু করার প্রতি বিশ্বাস করে এবং ওজু ভঙ্গ হওয়ার সন্দেহ করে, তবে কি করিবে?

উত্তর । বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া ওজু থাকা স্থির করিয়া লইবে। দোঃ, ১/১।

প্রশ্ন । যদি কেহ ওজু ভঙ্গ হওয়ার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাকে কিন্তু ওজু করার প্রতি সন্দেহ হয়, তবে কি করিবে?

উত্তর । ওজু ভঙ্গ হওয়া স্থির করিয়া লইবে।— দোঃ, ১।

প্রশ্ন । যদি কেহ ওজু করা এবং ওজু ভঙ্গ হওয়া এই উভয় বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাকে, কিন্তু কোনটি প্রথম হইয়া ছিল ইহাতে সন্দেহ করে তবে কি করিবে?

উত্তর । সে ওজু থাকার প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া লইবে। দোঃ, ১/১১।

প্রশ্ন । যদি কেহ পানি পাক কি নাপাক ইহাতে সন্দেহ করে, তবে কি করিবে?

উত্তর । যদি কেহ পানি কিম্বা কাপড় নাপাক কিনা ইহাতে সন্দেহ করে, নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়াছে কিনা কিম্বা নিজের গোলামকে আজাদ (ক্রীতদাসকে মুক্তি দান) করিয়াছে কিনা ইহাতে সন্দেহ করে, তবে উক্ত সন্দেহের প্রতি লক্ষ্য করিবে না, বরং পানি ও কাপড় পাক ধারণা করিবে; উক্ত স্ত্রীলোককে নিজের স্ত্রী এবং উক্ত দাসকে নিজের ক্রীতদাস ধারণা করিবে। —দোঃ, ১/১১।

তাতারখানিয়া কেতাবে আছে, যদি কেহ পানি পাত্রে, কাপড়ে কিম্বা শরীরে নাপাকি পড়িয়াছে কিম্বা লাগিয়াছে কিনা ইহাতে সন্দেহ করে, তবে যতক্ষণ না নাপাকির দৃঢ় ধারণা হয়, ততক্ষণ উহা পাক ধরিতে হইবে। এইরূপ কূপ, হাওজ এবং পথিমধ্যে রক্ষিত পানিপাত্র ইত্যাদি, যে সমুদয় হইতে ছোট বড় মুছলমানগণ ও কাফেরগণ পানি পান করিয়া থাকে; যতক্ষণ না নাপাকির দৃঢ় ধারণা হয়, ততক্ষণ তৎসমস্ত পাক ধরিতে হইবে। এইরূপ মোশরেকেয়া কিম্বা অনভিজ্ঞ মুসলমানেরা

যে ঘৃত, রুটী, খাদ্যসামাগ্রী ও কাপড় সকল প্রস্তুত করিয়া থাকে, যতক্ষণ না তৎসমুদয়ের নাপাকির দৃঢ় ধারণা হয়, ততক্ষণ তৎসমুদয় পাক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। —শামি, ১/১৫৬।

প্রশ্ন । ওজু করার ধারা কি?

উত্তর । ওজু করার পূর্ব্বে প্রস্রাব পায়খানার আবশ্যক হইলে, প্রস্রাব পায়খানা করিয়া রীতিমত পাক পরিষ্কৃত হইবে। তৎপরে পাত্রে পানি লইয়া যদি পাত্রটি বদনা লোটা হয়, তবে বামদিকে রাখিবে; আর পানি পাত্র হইতে গণ্ডুষ করিয়া পানি তুলিয়া লইতে হইলে উহা ডাহিনা দিকে রাখিবে। উচ্চ এবং পাক স্থানে কেবলা মুখী হইয়া বসিবে, তৎপরে ওজু করার নিয়ত করিয়া বিছমিল্লাহ পড়িবে; তৎপরে প্রথমে ডাহিন হাতের কব্জা তিনবার, পরে বাম হাতের কব্জা তিনবার ধৌত করিবে, তৎপরে ডাহিন হাত দ্বারা তিনবার গরগরা সহ কুলকুচি করিয়া পানি ফেলিয়া দিবে এবং এই কুল্লী করা কালে গলদেশ পর্য্যন্ত পানি পৌঁছাইবে। (মারাকিল-ফালাহ)। কুল্লী করার সঙ্গে সঙ্গে মেছওয়াক করিবে। (শামি) । তৎপরে ডাহিন হাত দ্বারা তিনবার নাকে পানি দিবে এবং উক্ত পানিকে টানিয়া নাসিকা রন্ধ্রের শক্ত অংশ পর্য্যন্ত পৌঁছাইবে, তৎপরে নাসিকার মধ্যে বাম হাতের অঙ্গুলী দিয়া ময়লা পরিষ্কার করতঃ বাম হাত দ্বারা নাক ঝাড়িয়া ফেলিবে। মারাকিল-ফালাহ, উহার টীকা তাহতাবি, ৪১, শামি, ১/১২০, বাঃ, ১/২১।

তৎপরে ডাহিন হাত দ্বারা পূর্ণভাবে তিনবার মুখমণ্ডল মর্দ্দন করিয়া ধৌত করিবে, মুখমণ্ডল ধৌত করা কালে উপরের দিক হইতে আরম্ভ করিবে। যে দাড়ি মুখের সীমার মধ্যে পড়ে, যদি উহা ঘন হয় তবে মুখমণ্ডল ধৌত করা কালে উক্ত দাড়ি ধৌত করিবে; আর যদি উহা পাতলা হয়, তবে উহার নিম্নস্থ চামড়া ধৌত করিবে। তৎপরে ডাহিন হাতে এক গণ্ডুষ পানি লইয়া মুখের সীমার বাহিরের অথবা থুতনির নিম্নস্থ দাড়ি খেলাল করিবে। মারাকিল-ফালাহ ও উহার টীকা তাহতাবি, ১/৪১, শামি, ১/১২১।

এই দাড়ি খেলাল করিতে হস্তের তালুর পৃষ্টদেশ গলদেশের দিকে রাখিবে এবং নীচের দিক হইতে উপরের দিকে টানিয়া খেলাল করিবে।—তাহতাবি, ১/৭১।

তৎপরে ডাহিন হাতে তিনবার পানি লইয়া ডাহিন হাতের কনুইর উপরি অংশ পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিয়া তিনবার ধৌত করিবে, তৎপরে ডাহিন হাতে তিনবার পানি লইয়া বাম হাতের কনুইর কিছু উপরি অংশ পর্য্যন্ত তিনবার মর্দ্দন করিয়া ধৌত করিবে।—শামি ও তাহতাবি।

তৎপরে পানি লইয়া দুই হাতের অঙ্গুলী খেলাল করিবে। বাহঃ, ১/২২, জামেয়োর-রমুজ, ১/১৬, আরকানে-আরবায়া, ১/২৬। এক হাতের তালুকে অন্য হাতের পৃষ্ঠদেশের উপর রাখিয়া, প্রথম হাতের অঙ্গুলীগুলি দ্বিতীয় হাতের অঙ্গুলীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া খেলাল করিবে।—শামি, ১/১২২ তাহতাবি, ১/৭১।

তৎপরে দুই হাত ভিজাইয়া লইয়া দুই হাতের তালু ও অঙ্গ লীগুলি দ্বারা মস্তকের প্রথম দিক হইতে টানিয়া লইয়া ঘাড় পর্য্যন্ত মছহ করিবে। তৎপরে ঘাড় হইতে টানিয়া মস্তকের প্রথম দিক পর্য্যন্ত মছহ করিবে, তৎপরে তর্জ্জনী ও বৃদ্ধা অঙ্গুলী দ্বারা দুই কর্ণ মছহ করিবে।

তৎপরে দুই হাতের অঙ্গুলীগুলির পৃষ্ঠদেশ দ্বারা ঘাড় মছহ করিবে।—আরকানে-আরবায়া, ১/২৬, শামি ১/১২৯।

তৎপরে ডাহিন হাতে তিনবার পানি লইয়া তিনবার ডাহিন পায়ের গিরার কিছু উপরি অংশ পর্য্যন্ত ধৌত করিবে, এই ধৌত করা কালে ডাহিন হাতে পানি ঢালিয়া দিবে এবং বাম হাতে পা মর্দ্দন করিবে। এইরূপ বাম পা তিনবার ধৌত করিবে।—শামি, ১/১৩৫।

তৎপরে বাম হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলী দ্বারা ডাহিন পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলী হইতে খেলাল আরম্ভ করিয়া বাম পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গ লীতে খেলাল শেষ করিবে।—আরকানে-আরবায়া, ১/২৯।

তৎপরে ওজুর অবশিষ্ট পানির কিছু অংশ কেবলা মুখী হইয়া পান করিবে এবং উল্লিখিত দোয়া পাঠ করিবে।— দোঃ।

ওজুর পরিশিষ্ট ঃ—

প্রথম খণ্ড জোব্দার তিন পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—"মস্তকের চিকুরের (চুল) মূলদেশ হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত—ধৌত করা (ফরজ)।"

পাঠক, আপনি মসলা ভাণ্ডারের ২৫ পৃষ্ঠায় পাঠ করিয়া থাকিবেন। যে হাড়খানিতে নিম্ন দন্তগুলি উৎপন্ন হয়, উক্ত হাড়ের নিম্নভাগ

পর্য্যন্ত ধৌত করা ফরজ, গলদেশ পর্য্যন্ত ধৌত করা ফরজ নহে, অবশ্য গলদেশ পর্য্যন্ত ধৌত করা মোস্তাহাব।

বঙ্গানুবাদ শরেহ-বেকায়ার প্রথম খণ্ডে (৮ম পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে;—

"৭ম ছুন্নত,— দোন হাতের অঙ্গুলীর খেলাল করা। ৮ম ছুন্নত,—উভয় পায়ের অঙ্গুলী খেলাল করা এইরূপ যথা উভয় হস্তের অঙ্গুলী পরস্পরের মধ্য দিয়া পাঞ্জা ধরার ন্যায় করিলে হাতের অঙ্গুলীর খেলাল করা হইলে পর বাম হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলী ডাহিন পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলী মধ্যে দিয়া একটু ঘর্ষণ করিবে।"..........

উপরোক্ত কথায় বুঝা যায় যে, হাতের অঙ্গুলীগুলির খেলাল করার পরেই পায়ের অঙ্গুলীর খেলাল করিতে হইবে, কিন্তু ইহা মুল আরবি সরেহ্-বেকায়ার অনুবাদ নহে বা অন্য কোন কেতাবের মর্ম্ম নহে, ইহা ভ্রমাত্মক মত। কোন কোন বাঙ্গালা মসলার কেতাবে লিখিত আছে যে হাতের দুই কজ্জা ধৌত করার সময় হাতের খেলাল করিতে হইবে, ইহাও ভ্রামত্মক মত, বরং দুই হাতের কনুই অবধি তিন তিনবার ধৌত করার পরে হাতের অঙ্গুলী-গুলি খেলাল করিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে।

আরও উহার ১২/১৫ পৃষ্ঠায়, আহকামোল-এসলামের ৭ পৃষ্ঠায় এবং মেরআতুল-এসলামের ৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—" কোন বস্তুতে ঠেস দিয়া ঘুমাইলে, যদি উক্ত বস্তু সরহিয়া লইলে, নিদ্রিত ব্যক্তি পড়িয়া যায়, তবে উহাতে ওজু নষ্ট হইবে।" এই কথাটি ছহিহ মতের বিপরীত ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

আরও বঙ্গানুবাদ সরেহ-বেকায়ার ১৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "যদি একটু একটু করিয়া অনেকবার বমি হয় এবং তাহা একত্র করিলে মুখ ভরিয়া যায়, তবে এমাম আবু ইউছফ সাহেবের মতে এক বৈঠকে হইলে ওজু ভঙ্গ হইবে।"

পাঠক এই মসলায় এমাম মোহাম্মদের মত ছহিহ, তিনি বলিয়াছেন, একই কারণে বা বেগ ধারণে কয়েকবার বমন হইলে যদি উহা একত্রিত করায় মুখ পূর্ণ হইয়া যায়, তবে উহাতে ওজু নষ্ট হইবে।— তাহতাবি, ১/৮০, বাঃ ১/৩৭।

অনুবাদকের পক্ষে ছহিহ্ মত ত্যাগ করিয়া কেনন উহার বিপরীত মত উল্লেখ করা ঠিক হয় নাই।

আরও উক্ত অনুবাদের ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "এইরূপ পুরুষের মুত্রনালী দিয়া কীট বাহির হইলেও ওজু যাইবে না।" এই মসলাটি একেবারে ভ্রমাত্মক, কেননা উহাতে ওজু নষ্ট হওয়া সর্ব্ববাদিসম্মত।— বাঃ ১/৩০, শাঃ ১/১৪০/১৪১, আঃ, ১/১০, কাজিখান ১ ও তাহতাবি, ১/৭৭ দ্রষ্টব্য।

আরও উহার ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—"জামে রমুজ বলেন, যাহারা সর্ব্বদা মদ্যপান করে, তাহাদের শরীর ঘামিলে ওজু যায়।" ইহাও বাতীল মত, ইহা ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ করা হইয়াছে।

মায়াদেনল-উলোমের ৭ পৃষ্ঠার মস্তক মছাহ্ করার যে নিয়ম লিখিত হইয়াছে উহার কোন প্রমাণ হাদিসে নাই, এই মসলা ভাণ্ডারের ৪৬/৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উক্ত কেতাবের ৯ পৃষ্ঠায় দোর্‌রোল-মোখতার হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, রুমাল দ্বারা ওজুর শরীর মছহ্ করা মোস্তাহাব, কিন্তু তাহতাবির ১/৭৬ পৃষ্ঠায় উহার মর্ম্মে লিখিত আছে যে, এস্তেঞ্জার স্থান রুমাল দ্বারা মুছিয়া ফেলা মোস্তাহাব, কিন্তু ওজুর শরীর রুমাল দ্বারা মছহ্ করা মকরূহ কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, ছহিহ্ মতে উহা মকরূহ্ না হইলেও উহার মোস্তাহাব হওয়া সপ্রমাণ হয় নাই, ইহার বিস্তারিত বিবরণ এই মসলা ভাণ্ডারের ৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। আরও 'মায়াদেনল-উলুম' কেতাবের ১০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

"শেষ কুল্লীতে গরগরা করিবে।" কিন্তু ইহা কোন কেতাবে নাই, বরং প্রত্যেক কুল্লীতে 'গরগরা' করিতে হইবে।

জনাব মৌলবী আলাউদ্দিন আহমদ সাহেব আহকামোল-এসলাম কেতাবের ৮ পৃষ্ঠায় ও ১৩১৩ সালের মুদ্রিত বৃহৎ সোলেমানি পঞ্জিকার প্রথম খণ্ডের ২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,— দুইটি ওজু ফরজ,— ১। নামাজের জন্য, ২। কোর-আন তেলা-ওয়াতের জন্য।

এইরূপ মৌলবী মোহাম্মদ এবরাহিম সাহেব মেরআতুল-এসলাম কেতাবের ৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—" কোরআন শরিফ তেলাওয়াত কিম্বা ছুইবার জন্য ওজু করা ফরজ।

এইরূপ বেদায়েল-গাফেলিনের ২১ পৃষ্ঠায় তেলাওয়াতের জন্য ওজু করা ফরজ বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

পাঠক, কোরআন শরিফ স্পর্শ করার জন্য ওজু করা কি, ইহাতে মদভেদ হইয়াছে, মারাকিল-ফালাহের ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, কোর-আন শরিফ স্পর্শ করার জন্য ওজু করা ফরজ, ছহিহ মতে কোরআন শরিফের হাশিয়া যাহাতে কিছু লেখা নাই, বিনা ওজু স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। ফারসী ভাষায় অনুবাদিত কোরআন বিনা ওজু স্পর্শ করা হারাম। ইহাই ছহিহ্ মত।

হাশিয়ায় শরাম্বালিয়ার ১৪ পৃষ্ঠায় আছে যে, কোর-আন স্পর্শ করার জন্য ওজু করা ফরজ। দোররেল-মোখতারের ১/৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, কতক বিদ্বান, বলিয়াছেন যে, কোর-আন শরিফ স্পর্শ করার জন্য ওজু করা ওয়াজেব। তাহতাবির ১/৫৮ পৃষ্ঠায় আছে যে, মোলতাকার টীকায় উহাকে ওয়াজেব স্থির করা হইয়াছে এবং শিবলি, উহা ফরজ বলিয়াছেন। শামির ১/৯৩ পৃষ্ঠায় আছে যে, কোরআন স্পর্শ করার জন্য ওজু করা ফরজে-আমালি, উহা প্রধান ওয়াজেব, উহা ফরজে-এৎকাদি নহে।

আরও শামির উক্ত পৃষ্ঠায়, তাহতাবির ১/৫৮ পৃষ্ঠায় এবং হাশিয়ায় শারাম্বালালিয়ার ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, কোরআন পাঠের জন্য ওজু করা মোস্তাহাব।

মনইয়ার ১৬ পৃষ্ঠায় আছে যে, বে-ওজু ব্যক্তির পক্ষে মৌখিক কোরআন পাঠ মকরুহ্ নহে।

উপরোক্ত বিবরণে সপ্রমাণ হইল যে, কোর-আন তেলাওয়াতের জন্য ওজু করা ওয়াজেব ও ফরজ নহে বরং মোস্তাহাব।

উপরোক্ত লেখকগণের লেখার ভাবে বুঝা যায় যে, কেবল দুইটি ওজু ফরজ, কিন্তু হাশিয়ায় শিবলি ৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, ফরজ ও নফল প্রত্যেক নামাজের জন্য ওজু করা ফরজ, তেলাওয়াতের সেজদার জন্য, শোকরের সেজদার জন্য এবং কোর-আন শরিফ স্পর্শ করার জন্য ওজু করা ফরজ। জানাজা নামাজের জন্য ওজু করা ফরজ।

আরও উক্ত আহকামোল এসলামের ৮ পৃষ্ঠায় মেরআতুল এসলামের ৬৬ পৃষ্ঠায় ও ছোলায়মানি পঞ্জিকার ২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, হাদিশ পুস্তক স্পর্শ করার জন্য, জানাজা কিম্বা কবর জিয়ারত করার

জন্য, ওয়াজ নছিহত করার জন্য, কোরআন শরিফের কোন আয়ত লিখিবার জন্য বা কোন আয়ত শিখিবার জন্য ওজু করা ওয়াজেব।

পাঠক, মারাকিল-ফালাহ এবং উহার টীকা তাহতাবির ৪৮ পৃষ্ঠায়, শামির ১/৯২ পৃষ্ঠায় ও হাশিযায় শারাম্বালালিয়া ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, হাদিসের কেতাব স্পর্শ করার জন্য ওজু করা মোস্তাহাব, কবর জিয়ারত, ওয়াজ নছিহত করার জন্য ওজু করা মোস্তাহাব।

কবিরির ৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, বে ওজু ব্যক্তির পক্ষে হাদিছের কেতাবগুলি স্পর্শ করা মকরুহ, কিন্তু এমাম আজমের মতে উহার মকরুহ না হওয়া সমধিক সহিহ মত।

কবিরির ৫৬ পৃষ্ঠায় আছে যে, যদি কোরআন শরিফের আয়ত লিখিতে গেলে, নাপাক ব্যক্তির পক্ষে উহা স্পর্শ করিতে হয়, তবে উহা লেখা জায়েজ নহে, আর যদি উহা স্পর্শ করিতে না হয় তবে লেখা জায়েজ হইবে।

আর হাশিয়ায়-শারাম্বালালিয়ার ১৪ পৃষ্ঠায় ও মারাকিল-ফালাহ কেতাবের ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, জানাজা নামাজের জন্য ওজু করা ফরজ।

দরুদ পাঠের জন্য ওজু ওয়াজেব হওয়া কোন কেতাবে নাই।

আরও উক্ত মেরআতুল-এসলাম কেতাবে বা পঞ্জিকায় কয়েকটি ওজু সুন্নত বলিয়া স্থির করা হইয়াছে; যথা—আহার করার জন্য, আলেমগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এবং কোন জানওয়ার জবাহ করার জন্য।

পাঠক, উপরোক্ত ওজুগুলি মোস্তাহাব হইতে পারে, তৎসমস্তের সুন্নত হওয়ার প্রমাণ কোন কেতাবে আছে বলিয়া জানি না। যদি থাকে তবে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

আহকামোল-এসলামের ৪ পৃষ্ঠায় আছে যে, যে ব্যক্তির দাড়ি খুব ঘন, তাহার দাড়ি মছহ করাও একটি ফরজ।

সোলেমানী পঞ্জিকার ২৭ পৃষ্ঠায় আছে যে, যাহার লম্বা দাড়ি আছে তাহার ৪ অংশের এক অংশ মছাহ করা (ফরজ)। এইরূপ বেদারল-গাফেলিনের ১৩ পৃষ্ঠায়, আছরারচ্ছালাতের ২৩ পৃষ্ঠায় এবং মৌলবী নুরউদ্দিন সাহেব কৃত নেছাবল মাছায়েল কেতাবে লিখিত আছে।

পাঠক, কোন্ কোন্ কেতাবে ঘন দাড়ির এক চতুর্থাংশ মছহ্ করার কথা থাকিলেও উহা গ্রহণীয় মত হইতে পারে না। মারাকিল-ফালাহ্ কেতাবের ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, মুখমণ্ডলের সীমার মধ্যে যে ঘন দাড়ি থাকে উহা ধৌত করা ফরজ, ইহাই সমধিক সহিহ্ ও ফৎওয়া গ্রাহ্য মত। আর যদি উহা পাতলা হয়, তবে উহার নিম্নস্থ চামড়া ধৌত করা ফরজ। এইরূপ তাহ্তাবির ১/৬৪ পৃষ্ঠায়, দোর্রোল-মোখতারের ১/৮ পৃষ্ঠায় আলম-গিরির ১/৪ পৃষ্ঠায় বারজান্দির ১/১৫ পৃষ্ঠায়, বাহরোর রায়েকের ১/১৬ পৃষ্ঠায়, ফৎহোল-কদিরের ১/৪ পৃষ্ঠায়, কবিরির ১৭ পৃষ্ঠায়, হাশিয়ায়-শারাম্বালালিয়া ১/৯ পৃষ্ঠায়, ফাতাওয়ায়-বোলহানার ১৫১ পৃষ্ঠায়, কাজিখানের ১/১৬ পৃষ্ঠায়, ফাতাওয়ায়-ছেরাজিয়ার ২ পৃষ্ঠায় তবইনোল-হাকায়েকের ১/৩ পৃষ্ঠায়, শামির ১/১০৪ পৃষ্ঠায়, মাজমায়োল আনহোরের ১/১২ পৃষ্ঠায় ও দোর্রোল-মোন্তাকার ১/১১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, ঘনদাড়ি মছাহ্ করার রেওয়াএত পরিত্যক্ত, ফৎয়ার অযোগ্য এবং অগ্রাহ্য।

এইরূপ সেরাজ, জাহিরিয়া বাদায়ে মুহিত মেরাজ ইত্যাদি কেতাবে আছে।

মেরআতুল-এসলামের ৬৭ পৃষ্ঠায় এবং সোলেমানি পঞ্জিকার ২৮ পৃষ্ঠায় আছে যে, ওজুতে একটি বা দুইটি ওয়াজেব আছে, প্রথম গাত্র ধোয়া পানি হইতে ওজুর পানি বাচাইয়া রাখা, দ্বিতীয় অল্প ও ধীরে ধীরে প্রবাহিত পানিতে ওজু করিলে, উক্ত ধোয়া পানি প্রবাহিত হইয়া চলিয়া গেলে দ্বিতীয়বার পানি লওয়া ওয়াজেব।

পাঠক, দোর্রোল-মোখ্তারের ৮ পৃষ্ঠায়, শামির ১/১০৭ পৃষ্ঠায় ও বাহরোর-রায়েকের ১/১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, ওজুতে কোন ওয়াজেব নাই।

আর ওজুর ধোয়া পানি হইতে পরিস্কৃত থাকা বা কোন পাত্র পরিস্কৃত রাখা মোস্তাহাব, ইহা শামির ১/১৩১ পৃষ্ঠায় ও দোর্রোল-মোখতারের ১/৯ পৃষ্ঠায় আছে।

দ্বিতীয় ধোয়া পানি ধীরে ধীরে প্রবাহিত পানিতে পড়িলে উহা প্রবাহিত হইয়া চলিয়া না গেলেও উহাতে ওজু জায়েজ হইবে, ইহাই গ্রহণীয় মত। কবিরি ৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উক্ত পঞ্জিকার ২৭ পৃষ্ঠায় আছে,—" (ওজু করার সময়) কাবার

দিকে মুখ করিয়া বসা (সুন্নত)।

পাঠক, ইহা সুন্নত নহে, বরং মোস্তাহাব, ইহার প্রমাণ মসলা ভাণ্ডারের ৪৯/৫০ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে।

আরও উক্ত পত্রিকার ২৮ পৃষ্ঠায় আছে; — "মাথা মছাহ করা
(মোস্তাহাব)।"

পাঠক, এস্থলে ঘাড় মছাহ করা হইবে।

বেদারল গাফেলিনের ১৯ পৃষ্ঠায় ওজুর সুন্নাতের বর্ণনায় আছে,— "আঙ্গুলের খেলাল করা হাত পা ধোয়া।" ইহাতে বুঝা যায় যে, হাত পা ধোয়া সুন্নত, এইরূপ এবারত লেখা ঠিক হয় নাই।

আর ২০ পৃষ্ঠায় আছে,—"হাত মছাহ করে ফের ছির মছাহ করা, ঐ পানিতে কান মছাহ ঘাড়ে হাত ফেরা, কিম্বা ফের লোটা হইতে পানি লিয়া হাতে, মছাহ করে দোরস্ত বে হইবে তাহাতে।" এইরূপ কোন বাঙ্গালা কেতাবে কর্ণমছহ করিতে নূতন পানি লওয়া মোস্তাহাব বলিয়া লিখিত আছে।

পাঠক, মসলা ভাণ্ডারের ৫৪/৪৬ পৃষ্ঠায় প্রমাণ সহ লিখিত হইয়াছে যে, কর্ণদ্বয় মছাহ করিতে পৃথক পানি লইবে না। আরও ৬২ পৃষ্ঠায় শামি হইতে লিখিত হইয়াছে যে, ঘাড় মছাহ করিতে পৃথক পানি আবশ্যক নাই।

বেদারল গাফেলিনের ২১ পৃষ্ঠায় আছে,—"নামাজে উপহাস করিলে, ওজু নষ্ট হয়। পাঠক উপহাস শব্দের অর্থ ঠাট্টা বা বিদ্রুপ। নামাজের উপহাস করিলে, নামাজ বাতিল হয় কিন্তু অজু নষ্ট হয় না। এস্থলে 'হাস' শব্দ হইবে।

আরও উক্ত পৃষ্ঠায় আছে,—" বেহুদা হাসিলে ওজু নষ্ট হয়।"

পাঠক, নামাজের বাহিরে হাসিলে, ওজু নষ্ট হয় না, ইহা সমস্ত ফেকহের কেতাবে আছে।

আছরারচ্ছালাতের ২৬ পৃষ্ঠায় আছে যে, আলমগিরি কেতাবে আছে, প্রস্রাবের দ্বার দিয়া কীট বাহির হইলে ওজু করা মোনাছেব।

পাঠক, উক্ত আলমগিরির ১০ পৃষ্ঠায় আছে যে, উহাতে ওজু নষ্ট নইবে। এইরূপ কাজিখান, দোর্রোল- মোখতার, শামি ও তাহতাবি ইত্যাদি কেতাবে আছে, ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্য মত।

প্রশ্ন ঃ— কোন বাঙ্গালা মছলার কেতাবে জামেয়োর-রমুজের

হাওয়ালায় লিখিত আছে যে, চারি অঙ্গুলি পরিমাণ মস্তক মছাহ করা ফরজ।

আবার জোব্দাতল মাছায়েলের ১ম খণ্ডে এবং মৌলবী নুরুদ্দিন সাহেবের নেছাবল মাছায়েলের ১ম খণ্ডে মস্তকের তিন অঙ্গুলী পরিমাণ মছাহ করা ফরজ লিখিত হইয়াছে; আবার অনেক 'মতন' গ্রন্থে মস্তকের এক চতুর্থাংশ মছহ করা ফরজ বলিয়া লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে কোন্‌টি গ্রহণীয় হইবে?

উত্তর ঃ—কাঞ্জ, বেকায়া, মোখতাছার বেকারা মাজমায়োল আনহোর তনবিরোল-আবছার, দোরার ইত্যাদি 'মতন' কেতাবে মস্তকের এক চতুর্থাংশ মস্‌হ্ করা ফরজ হওয়ার কথা আছে, শামির ১/১০২ পৃষ্ঠায় আছে যে, এই এক চতুর্থাংশ মছহ করা ফরজ হওয়ার মত বিশ্বাসযোগ্য, এবনোল-হোমাম, এবনে আমিরে হাজ্জ, নহরোল ফায়েক প্রণেতা, বাহরোর-রায়েক প্রণেতা, মোকাদ্দছি, নুরোল-আবছার প্রণেতা শারাম্বালালিয়া প্রভৃতি বিদ্বানগণ এই মত সমর্থন করিয়াছেন। কদুরিতে কপাল পরিমাণ মস্তক মসহ করার মত পছন্দ করা হইয়াছে এবং হেদায়েতে উহাকে এক চতুর্থাংশ বলিয়া দাবি করিয়াছেন; কিন্তু উহা প্রকৃত পক্ষে এক চতুর্থাংশ হইতে অল্প। তিন অঙ্গুলি মছহ এমাম মোহাম্মদের জাহের রেওয়াএত।

হাশিয়ায় শারাম্বালালিয়ার ১১পৃষ্ঠায় আছে যে, এক চতুর্থাংশের রেওয়াএত সমধিক ছহিহ্ এবং তিন অঙ্গুলীর রেওয়াএত অযৌক্তিক। কবিরির ১৯ পৃষ্ঠায় তিন অঙ্গুলীর মত গর-ছহিহ বলা হইয়াছে। ফৎহোল কদিরের ৫ পৃষ্ঠায় তিন অঙ্গুলীর রেওয়াএতকে প্রমাণহীন বলা হইয়াছে।

তাহতাবির ৬৩ পৃষ্ঠায় আছে যে, এক চতুর্থাংশের রেওরাএতটি প্রমাণ ও যুক্তিসঙ্গত, সমস্ত 'মতন' কেতাবে উহা লিখিত হইয়াছে এবং আবুল হাসান ফারখি ও আবু জা'ফর তাহাবির ন্যায় প্রাচীন ফকিহগণ উহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিন অঙ্গুলীর রেওয়াএত এমাম আজমের মত নহে।

মারাকিল ফালাহ, এবং উহার টীকা তাহতাবির ৩৫ পৃষ্ঠায় আছে যে, তিন অঙ্গুলীর রেওয়াএতটি কেহ কেহ ছহিহ্ বলিলেও উহা পরিত্যক্ত, যেহেতু উহা প্রমাণ ও যুক্তি বিরুদ্ধ মত।

বাহারোর-রায়েকের ১/১৪/১৫ পৃষ্ঠায় আছে যে, এক চতুর্থাংশ

মছহ করার মতটি সমধিক ছহিহ্ মত, কপাল পরিমাণ মছহ্ করার মতটি পৃথক মত, উহা এক চতুর্থাংশ হইতে কম। তিন অঙ্গুলীর মতটি দলীল ও যুক্তিহীন মত।

পাঠক, এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, তিন অঙ্গুলী মছহ করার মতটি অগ্রাহ্য, এক চতুর্থাংশের মতটি ফৎওয়া গ্রাহ্য। আর জামেয়োর-রমুজ কেতাব ব্যতীত কোন কেতাবে চারি অঙ্গুলীর মত লিখিত হয় নাই, বিশেষতঃ উক্ত কেতাবখানিতে অনেক বাতীল মত আছে, কাজেই উহা গ্রহণীয় নহে।

আরও কপাল পরিমাণ মছহ করার মত এই জন্য পরিত্যক্ত হইল যে, উহা মস্তকের এক চতুর্থাংশ নহে, কাজেই চারি অঙ্গুলী মস্তকের এক চতুর্থাংশ অপেক্ষা কম হওয়ায় পরিত্যক্ত হইবে।

প্রশ্ন ঃ—কোন বাঙ্গালা মছলার কেতাবে আলমগিরির হাওয়ালায় লিখিত আছে যে, ঘোড়া, উট ইত্যাদির শোয়ারি হইতে নামিবার সময় ঘুমাইলে, ওজু ভঙ্গ হইবে, আর ঘোড়া, উট ইত্যাদির উপর চড়িবার সময় ঘুমাইলে, ওজু ভঙ্গ হইবে না। ইহা কি ঠিক?

উত্তর ঃ—ইহা অনুবাদকারীর ভ্রম। আলমগিরির ১২ পৃষ্ঠায় আছে, যে চতুষ্পদের উপর গদী বা জীন অথবা পালান নাই, উহার উপর বসিয়া ঘুমাইলে, যদি উক্ত চতুষ্পদ সমতল ভূমিতে চলিতে থাকে বা নীচের দিক হইতে উপরের দিকে উঠিতে থাকে, তবে ওজু নষ্ট হইবে না, আর যদি চতুষ্পদ উপরের দিক্ হইতে নীচের দিকে নামিতে থাকে, তবে ওজু নষ্ট হইবে।

প্রশ্ন ঃ—উক্ত কেতাবে খোলাছাতোল-ফাতাওয়া হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, যে শোয়ারীর পৃষ্ঠে গদী আছে, তাহার উপর বসিয়া ঘুমাইলে, ওজু ভঙ্গ হইবে, ইহা ঠিক কিনা?

উত্তর ঃ— এস্থলে অনুবাদকারীর ভ্রম হইয়াছে। খোলাছাতোল-ফাতাওয়ার ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যদি জীন বা শিবিকার উপর বসিয়া নিদ্রা যায়, তবে ওজু ভঙ্গ হইবে না।

গোসলের (অবগাহনের) বিবরণ।

প্রশ্ন ঃ— ফরজ গোসল কি কি?-

উত্তর ঃ—চৈতন্য বা নিদ্রিত অবস্থায় কামভাবে বীর্য্য (মণি) উহার স্থান হইতে নির্গত হইয়া লিঙ্গ বা যোনি হইতে বাহির হইয়া পড়িলে, গোসল ফরজ হইবে। মণির স্থান পুরুষের পৃষ্ঠদেশ এবং স্ত্রীলোকের বক্ষঃদেশের অস্থি সমূহ। দোঃ, ১২।

মসলা । যদি কামভাব ব্যতীত প্রহারিত হওয়ার জন্য বা কোন ভারি বস্তু বহনের জন্য কাহারও বীর্য্য বাহির হইয়া পড়ে, তবে গোসল ফরজ হইবে না।— দোরারোল-হেকাম, ২২। শামী, ১/১৬৫।

মসলা । যদি কামভাব মণি উহার স্থান হইতে বহির্গত হইয়া লিঙ্গ অথবা যোনির অভ্যন্তর ভাগে থাকে, তবে গোসল ফরজ হইবে না। — দোঃ, ১২, শামি, ১/১৬৫।

মসলা । যদি বীর্য্য নিজ স্থান হইতে কামভাবে নির্গত হইয়া অণ্ডকোষের জখম হইতে বাহির হইয়া পড়ে, তবে গোসল ফরজ হইবে।— শামি, ১/১৬৫।

প্রশ্ন ঃ—লিঙ্গের অগ্রভাগ হইতে বীর্য্যের বাহির হওয়া কালে কামভাব থাকা শর্ত্ত কিনা?

উত্তর ঃ—এমাম আবু হানিফা ও তাঁহার শিষ্য মোহাম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন, যদি বীর্য্য কামভাবে উহার স্থান হইতে বাহির হয়, তবে লিঙ্গের অগ্রভাগ হইতে বাহির হওয়া কালে কামভাব থাকুক আর নাই থাকুক, গোসল ফরজ হইবে; কিন্তু তাঁহার অন্য শিষ্য এমাম আবু হউছফ (রঃ) বলিয়াছেন, লিঙ্গের অগ্রভাগ হইতে বাহির হওয়া কালে কামভাব না থাকিলে, গোসল ফরজ হইবে না।

কয়েকটি উদাহরণে তাঁহাদের এই মতভেদের ব্যাখ্যা প্রকাশ হইয়া পড়িবে;—

যদি স্বপ্নদোষে, কামদৃষ্টিতে বা হস্তমৈথুনে কাহারও বীর্য্য স্খলিত হয়, আর সে ব্যক্তি লিঙ্গ দাবিয়া ধরে এবং কামভাব দুরীভূত হওয়ার পরে উহা ছাড়িয়া দেয়, তৎপরে বীর্য্য বাহির হইয়া পড়ে, তবে এমাম

আবু হানিফা ও মোহাম্মদের মতে তাহার উপর গোসল ফরজ হইবে, কিন্তু এমাম আবু ইউছফের মতে উহাতে গোসল ফরজ হইবে না। এইরূপ কেহ স্ত্রীসঙ্গম করিয়া নিদ্রিত হওয়ার, প্রস্রাব করিবার কিম্বা অধিক পরিমাণ চলিবার পূর্ব্বে গোসল করিল, তৎপরে তাহার অবশিষ্ট বীর্য্য বাহির হইয়া পড়িল, এক্ষেত্রে প্রথমোক্ত এমামদ্বয়ের মতে তাহার দ্বিতীয়বার গোসল করা ফরজ হইবে, কিন্তু শেষোক্ত এমামের মতে তাহার উপর গোসল ফরজ হইবে না। আর যদি নিদ্রিত হওয়ার, প্রস্রাব করার কিম্বা অধিক পরিমাণ চলিবার পরে গোসল করিয়া থাকে, তৎপরে মণি বাহির হইয়া পড়ে, তবে কাহারও মতে গোসল ফরজ হইবে না, কিন্তু যদি উপরোক্ত ক্ষেত্রে তাহার লিঙ্গ উত্তেজিত থাকা অবস্থায় কামভাবে মণি বাহির হইয়া থাকে, তবে গোসল ফরজ হইবে, ইহা তজনিছ ও মুহিত কেতাবে আছে।— তবইন, ১৬, ফৎহোল-কদির, ২৫, তাহতাবি, ১/৯১, বাহঃ, ১/৫৫ ও শামি, ১/১৬৬।

অধিকাংশ বিদ্বান কেবল চলিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মোজতবা কেতাবে অধিক পরিমাণ চলিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাই যুক্তিসঙ্গত মত; কেননা এক দুই পা চলিলে, কামভাব দূরীভূত হয় না। ইহা হুলইয়া ও বাহরোর-রায়েকে আছে। মোকাদ্দেছি বলেন, আমার ধারণা এই যে, উক্ত মোজতাবা লেখক চল্লিশ পা চলিবার কথা নির্দ্দেশ করিয়ছেন। শামি, ১/১৬৬।

প্রশ্ন ঃ— উপরোক্ত মছলায় মতভেদ হইয়াছে, এক্ষণে কোন্ মতটি ফৎওয়া গ্রাহ্য হইবে?

উত্তর ঃ—কাহাস্তানি ও তাতারখানিয়া কেতাবে 'নাওয়াজেল' হইতে উল্লেখ হইয়াছে যে, আমরা আবু ইউছফের মত গ্রহণ করি, যেহেতু উহা মুছলমানদিগের পক্ষে সহজ। জখিরা কেতাবে আছে যে, ফকিহ আবুল লাএছ ও খল্‌ফ বেনে আইউব (এমাম) আবু ইউছফের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। যামেয়োল-ফাতাওয়াতে তাঁহার মতের উপর ফৎওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে। দোর্রোল-মোখতারে এই মত সমর্থন করিয়া বলা হইয়াছে যে, বিশেষতঃ শীতকালে ও বিদেশে (উহা মুসলমানগণের পক্ষে সহজ)।

শামি উক্ত কথার প্রতিবাদে বলেন, দোর্‌রোল-মোখতার প্রণেতা 'নাওয়াজেলে'র মতের দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু উহা অধিকাংশ কেতাবের, এমন কি বাহ্‌রোর-রায়েক ও নহরোল-ফায়েকের মতের বিপরীত; বিশেষতঃ তাঁহারা বলিয়াছেন, এমাম আবু হানিফা ও মোহাম্মদের মত সমধিক সন্দেহশূন্য (এহতিয়াত), কাজেই কেবল প্রয়োজনীয় স্থল সমূহে এই আবু ইউছফের মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া উচিত।—শামি, ১/১৬৬।

মোস্তাফা কেতাবে আছে, যে অতিথি কোন লোকের গৃহে (বাড়িতে) ছিল, তাহার স্বপ্নদোষ হইয়াছে, (এমতাবস্থায় সে নিজের লিঙ্গ দাবিয়া ধরিয়া রাখে, কামভাব দূরীভূত হওয়ার পরে উহা ছাড়িয়া দেয়, তৎপরে মণি বাহির হইয়া পড়ে), (যদি সেই বিদেশী গোসল করে), তবে গৃহস্থের মনে তাহার পরিজনের সহিত ব্যাভিচার করার সন্দেহ হইতে পারে, এই ভয়ে কিম্বা লজ্জার খাতিরে (গোসল করিতে না পারে), এইরূপ লোকের পক্ষে এমাম আবু ইউছফের মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে।—হাশিয়ায় শিবলি, ১৫।

মনছুরি কেতাবে আছে যে, (গৃহস্থের) কুধারণার ভয়ে যে নামাজগুলি বিনা গোসলে পড়িয়াছে, তৎসমুদয়ের সম্বন্ধে এমাম আবু ইউছফের মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে, আর যে নামাজগুলি না পড়িয়াছে, তৎসমুদয়ের সম্বন্ধে এমাম আবু হানিফা ও মোহাম্মদের মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে এবং সে ব্যক্তি বিনা গোসলে উক্ত নামাজগুলি পড়িবে না।—তাহতাবি, ১/৯১, শামি, ১/১৬৬।"

ছেরাজোল-অহ্হাজ কেতাবে আছে যে, অতিথির মছলায় এমাম আবু ইউছফের মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে, তদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থলে এমাম আবু হানিফা ও মোহাম্মদের মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে।—তাহতাবি উক্ত পৃষ্ঠা, বাহঃ, ৫৫পৃষ্ঠা, মারাকিল-ফালাহের টীকা, তাহতাবি, ৫৬ পৃষ্ঠা, হাশিয়ায়-শারাম্বালালিয়া, ২২পৃষ্ঠা। লেখক বলেন, এই মতটি গ্রহণীয়।

(মছলা) যদি স্ত্রীসঙ্গম অন্তে গোসল করিয়া নামাজ পড়ে, তৎপরে কিছু মণি বাহির হইয়া পড়ে, তবে (নিদ্রা যাওয়ার, প্রস্রাব করার

কিম্বা অধিক পরিমাণ চলিবার পূর্ব্বেই গোসল করিয়া থাকুক, আর পরেই গোসল করিয়া থাকুক) কাহারও মতে উক্ত নামাজ দোহরাইয়া (পুনরায়) পড়িতে হইবে না। শামি, ১/১৬৫, ফৎহোল-কদির, ২৫।

(মসলা) যদি কোন স্ত্রীলোক স্বামী সঙ্গমের পরেই নিদ্রিত না হওয়ার, প্রস্রাব না করার এবং বেশী পরিমাণ না চলিবার পূর্ব্বে গোসল করিয়া (নামাজ পড়িয়া থাকে), তৎপরে তাহার নিজের মণি বাহির হইয়া পড়ে, তবে তাহার গোসল ফরজ হইবে, কিন্তু নামাজ দোহরাইতে হইবে না। আর যদি তাহার যোনি হইতে তাহার স্বামীর মণি বাহির হয়, তবে তাহার উপর গোসল ফরজ হইবে না এবং তাহাকে নামাজ দোহরাইয়া পড়িতে হইবে না, বরং তাহার ওজু নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে। আর যদি কাহার মণি বাহির হইয়াছে ইহা স্থির করিতে না পারে, তবে কাহারও মতে দ্বিতীয়বার গোসল করিতে হইবে না। নুহ আফেন্দি বলিয়াছেন, দ্বিতীয়বার গোসল করাই এহতিয়াহ। —শামি, ১/১৬৫; দোঃ, ১২।

প্রশ্নঃ। স্ত্রীলোক ও পুরুষ লোকের বীর্য্যের মধ্যে প্রভেদ কি?

উত্তর। স্ত্রীলোকের মণি তরল ও জরদ, আর পুরুষ লোকের মণি গাঢ় ও শ্বেতবর্ণ।

লিঙ্গের অগ্রভাগ অর্থাৎ খৎনা করার স্থানের উপরিস্থ স্থানকে আরবিতে, 'হাশাফা' বলা হয়, উক্ত 'হাশাফা' সঙ্গমের উপযুক্ত জীবিত মনুষ্যের ভগে বা গুহ্যস্থানে প্রবেশ করাইলে, মণি বাহির হউক আর নাই হউক, উভয়ের গোসল ফরজ হইবে। যে ব্যক্তির হাশাফা কর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার লিঙ্গের অবশিষ্টাংশ হইতে হাশাফার পরিমাণ ভগে বা গুহ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে, উভয়ের প্রতি গোসল ফরজ হইবে।— দোঃ, ১২, শামি, ১/১৬৬/১৬৭।

পাঠক, মনে রাখিবেন, যদিও পুরুষাঙ্গ পুরুষ বা স্ত্রীলোকের মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিলে গোসল ফরজ হয়, তথাচ এইরূপ কার্য্য করা হারাম, কোর-আন শরিফে পুংসঙ্গমের নিন্দাবাদ বিঘোষিত হইয়াছে, এইরূপ কার্য্য হালাল জ্ঞান করিলে কাফের হইতে হয়।

(মছলা) যদি কেহ হাশাফার সম্পূর্ণ অংশ প্রবেশ না করাইয়া

কিছু অংশ কিম্বা হাশাফা কর্ত্তিত ব্যক্তির হাশাফার পরিমাণ অপেক্ষা কম লিঙ্গ প্রবেশ করাইয়া দেয়, তবে গোসল ফরজ হইবে না।—মারাকিল-ফালাহের টীকা, তাহতাবি, ৫৭।

(মছলা) যাহার লিঙ্গ কর্ত্তিত হইয়াছে, যদি হাশাফার পরিমাণ তাহার লিঙ্গও না থাকে, তবে ঐ অবশিষ্ট টুকু ভগে প্রবেশ করাইয়া দিলে, গোসল ফরজ হইবে না এবং উহাতে তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের তহলিল হইবে না। —তাহতাবি, ১/৯২।

প্রশ্ন ঃ। কোন জ্বেন স্ত্রীলোকের সহিত সঙ্গম করিলে, গোসল ফরজ হইবে কিনা।

উত্তরঃ। যদি কোন স্ত্রীলোক বলে যে, একটি জ্বেন নিদ্রাযোগে বহুবার আমার নিকট উপস্থিত হয় এবং আমার স্বামী আমার সহিত সঙ্গম করিলে যেরূপ সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকি জ্বেনের সঙ্গে সেইরূপ সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকি, তবে উহাতে তাহার উপর গোসল ফরজ হইবে না, অবশ্য স্ত্রীলোকটির মণি স্পষ্ট বাহির হইতে দেখিলে, গোসল ফরজ হইবে। —ফৎহোল-কদির, ১/২৫।

যদি দিবসে উক্ত জ্বেন তাহার সহিত সঙ্গম করে, আর স্ত্রীলোকটি নিজের মণি যোনির বাহিরে দেখিতে পায়, তবে গোসল ফরজ হইবে।—হাশিয়ায় শারাম্বালালিয়া, ২২।

যদি জ্বেনটি মনুষ্যের আকৃতিতে আসিয়া সঙ্গম করে, তবে উক্ত জ্বেনের লিঙ্গ ইহার ভগে প্রবেশ হওয়া মাত্র মণি বাহির না হইলেও গোসল ফরজ হইবে, ইহা বাহরোর-রায়েকের ৫৮ পৃষ্ঠায় ও দোর্রোল-মোখতারে ১২ পৃষ্ঠায় আছে।

মেনহাতোল-খালেকের ৫৮ পৃষ্ঠা ও শামির ১৬৭ পৃষ্ঠায় আছে যে, হালাবি বলেন যে, ইহাতে মণি বাহির না হইলেও গোসল ফরজ হইবে না, কিন্তু যদি উক্ত জ্বেন মনুষ্যের আকৃতিতে প্রকাশ হইয়া একটি স্ত্রীলোকের সহিত সঙ্গম করে, আর উক্ত স্ত্রীলোকটি উহাকে জ্বেন বলিয়া জানিতে না পারে, কিম্বা একটি স্ত্রী জ্বেন কোন পুরুষের নিকট মনুষ্যের আকৃতিতে উপস্থিত হয়, আর এই পুরুষ লোকটি উহাকে জ্বেন ধারণা না করিয়া উহার সহিত সঙ্গম করে, তৎপরে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারে, তবে (বিনা বীর্য্যপাতে) গোসল ফরজ হইবে।

লেখক বলেন, জ্বেন মনুষ্য আকৃতিতে প্রকাশ হইয়া স্ত্রীলোকের সহিত সঙ্গম করিলেই মণি বাহির না হইলেও গোসল ওয়াজেব হওয়াই এহ্‌তিয়াত।

(মছলা) উম্মাদ পুরুষ লোক কোন স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস করিলে, উক্ত স্ত্রীলোকের উপর গোসল ফরজ হইবে; কিন্তু উম্মাদ পুরুষের উপর গোসল ফরজ হইবে না। এইরূপ কোন পুরুষ লোক উম্মাদিনী স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস করিলে, পুরুষ লোকটির উপর গোসল ফরজ হইবে; কিন্তু উক্ত উম্মাদিনী স্ত্রীলোকের উপর গোসল ফরজ হইবে না।— শাহতাবি, ১/৯২, দোঃ, ১২, গায়াতোল-আওতার, ১/৮০।

(মছলা) নয় বৎসরের বালিকাকে কামাসক্ত বলা যাইতে পারে, ইহার সহিত সঙ্গম করা যাইতে পারে।

ছয় বৎসরের বালিকা কামাসক্ত হয় না, উহার সহিত সঙ্গম করা যায় না। এইরূপ ৭ কিম্বা ৮ বৎসরের বালিকা যদি স্থূলকায় না হয়, তবে কামাসক্ত হয় না এবং উহার সহিত সঙ্গম করা যায় না। আর যদি ৭কিম্বা ৮ বৎসরের বালিকা স্থূলকায় হয়, তবে কামাসক্তির নিকট নিকট পৌঁছিতে পারে এবং উহার সহিত সঙ্গম করা যাইতেও পারে।—কবিরি, ৪০।

(মছলা) কামাসক্ত নাবালেগা বালিকার সহিত কোন বালেগ পুরুষ সঙ্গম করিলে, উক্ত পুরুষটির উপর গোসল ফরজ হইবে, কিন্তু উক্ত বালিকার উপর গোসল ফরজ হইবে না।

যদি কামাসক্ত নাবালেগা পুরুষ কোন বালেগ স্ত্রীলোকের সহিত সঙ্গম করে, তবে উক্ত স্ত্রীলোকের উপর গোসল ফরজ হইবে, কিন্তু নাবালেগ পুরুষের উপর গোসল ফরজ হইবে না।

যদি কামাসক্তিহীন বালক কোন বালিকার সহিত সঙ্গম করে, এক্ষেত্রে যদি সে ব্যক্তি বালিকার যোনির মধ্যস্থ পরদা ছিন্ন করিয়া উহার কুমারী ভাব (বাকারত) নষ্ট করিয়া ফেলে এবং যোনির অভ্যন্তরে লিঙ্গ প্রবেশ করাইয়া দিতে পারে, তবে মণি বাহির হউক আর নাই হউক তাহার উপর গোসল ফরজ হইবে। আর যদি যোনিতে লিঙ্গ প্রবেশ করাইয়া দিতে না পারে, কিন্তু উহার যোনি ও মলদ্বার কাড়িয়া এক করিয়া ফেলে এবং উক্ত স্থানে লিঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করাইয়া দেয়, তবে যতক্ষণ মণি বাহির না

হয়, গোসল ফরজ হইবে না। ইহাই ছহিহ মত। —শামি, ১/১৭০, বাঃ, ১৬০, হাশিয়ায়-শারাম্বালালিয়া, ২৩।

পাঠক, মনে রাখিবেন, মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেব ১২৯৯ সালের মুদ্রিত মায়াদানোল উলুম কেতাবের ২০ পৃষ্ঠায় ভ্রম বশতঃ উক্ত মছলাটি বিকৃত করিয়া এইভাবে লিখিয়াছেন,—" যে জানানার প্রস্রাব ও পায়খানার রাস্তা এক হইয়া গিয়াছে, (তাহার) সঙ্গে ছহবত করিলে গোসল ফরজ হইবে না, কিন্তু......মণি বাহির হইলে গোসল ফরজ হইবে।" তাঁহার কথায় বুঝা যায় যে, কোন বালেগা স্ত্রীলোকের যোনি ও গুহ্য ফাড়িয়া এক হইয়া গেলে, তাহার সহিত সঙ্গম করিলে, বিনা বীর্য্যপাতে গোসল ফরজ হইবে না, কিন্তু দোর্বোল-মোখতারের এবারতের মর্ম্ম এই নহে, বরং ইহার মর্ম্ম এই যে, কামাসক্তিহীনা বালিকার সহিত সঙ্গম করিলে, যদি লিঙ্গ তাহার যোনির মধ্যে প্রবেশ না করান যায় এবং তাহার উভয় দ্বার ফাড়িয়া এক হইয়া যায়, তবে উক্ত স্থানে সঙ্গম করিলে বিনা বীর্য্যপাতে গোসল ফরজ হইবে না। মূলকথা, বালেগা স্ত্রীলোকের উভয় দ্বার ফাড়িয়া এক হইয়া গেলে, তথায় সঙ্গম করিলে, গোসল ফরজ হইবে, ইহাতে কোন মতভেদ নাই।

(মসলা) যে কুৎসিত বৃদ্ধা স্ত্রীলোক একেবারে কামাসক্তিহীনা হইয়াছে এবং তাহাকে দেখিলে কোন পুরুষের উত্তেজনা হয় না, এইরূপ বৃদ্ধার সহিত সঙ্গম করিলে উভয়ের উপর গোসল ফরজ হইবে। —শামি, ১৮২।

(মসলা) যে স্ত্রীলোকের যোনি ও মলদ্বারের মধ্যবর্ত্তী পরদা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, যদি সহজে তাহার যোনির মধ্যে সঙ্গম করা সম্ভব হয়, তবে তাহার সহিত সঙ্গম করা জায়েজ হইবে, নচেৎ জায়েজ হইবে না। —কাজিখান, ২১।

(মসলা) যদি কেহ কোন কুমারীর সহিত সঙ্গম করিয়া তাহার যোনির মধ্যস্থ পরদা ছিন্ন করিতে না পারে, (তবে মণি বাহির না হইলে) তাহার উপর গোসল ফরজ হইবে না, যেহেতু সে নিজের লিঙ্গকে মধ্য যোনিতে প্রবেশ করাইতে পারে নাই। —দোঃ, ১৩।

প্রশ্নঃ—মধ্য যোনি কাহাকে বলে?

উত্তর ঃ—স্ত্রীলোকের যোনির যে অংশটুকু ফাক দেখা যায়, উহাকে

'ফরজে খারেজ' (বাহ্য যোনি) বলা হয়, আর যে অংশটুকু কুমারী স্ত্রীলোকের যোনির মধ্যস্থ পরদার ভিতরে থাকে, উহাকে 'ফরজে-দাখেল' (মধ্য যোনি) বলা হয়, যত দিবস উক্ত পরদাটি অচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে, ততদিবস তাহাকে কুমারী (বাকেরা) বলা হয়। ঐ পরদা পুরুষ সঙ্গমে ছিন্ন হইয়া গেলে, তাহাকে আরবিতে 'ছাইয়েবা' বলা হয়। উক্ত পরদা ছিন্ন হইলেও উহার ভিতরের অংশ সাধারণতঃ দৃষ্টিপাত হয় না, ঐ অংশটুকু মধ্যযোনি নামে অভিহিত হইয়াছে।

(মসলা) যে পুরুষ লোককে খাসি করা হইয়াছে, সেই ব্যক্তি স্ত্রীলোকের ভগে লিঙ্গ প্রবেশ করাইয়া দিলে, উভয়ের উপর গোসল ফরজ হইবে।—কাজিখান, ২১।

(মছলা) যদি কেহ লিঙ্গে কাপড় জড়াইয়া স্ত্রী সঙ্গম করে, এক্ষেত্রে যদি উহাতে যোনির গরমি ও সঙ্গমের সুখ অনুভব করা যায়, তবে গোসল ফরজ হইবে, নচেৎ ফরজ হইবে না। ইহাই সমধিক ছহিহ মত। প্রকাশ থাকে, যদি পাতলা কাপড় জড়াইয়া সঙ্গম করে, তবে যোনির গরমি ও সঙ্গমের সুখ অনুভব হইয়া থাকে, আর মোটা কাপড় জড়াইয়া সঙ্গম করিলে উহা অনুভব হইতে পারে না।

এস্থলে অন্য একটি মত আছে, —উপরোক্ত মছলায় উভয় ক্ষেত্রে গোসল ওয়াজেব হওয়া এহতিয়াত, ইহা বাহরোর-রায়েক ও সেরাজ কেতাবের মত।—শামি, ১/১৭০, বাঃ, ৬০, ও মারাকিল-ফালাহ ৫৮। লেখক বলেন, শেষ মতই গ্রহণীয়।

(মছলা) যে নপুংসকের (হিজড়ার) পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক হওয়া স্থির করা যায় না, যদি সে নিজের লিঙ্গ কোন স্ত্রীলোকের যোনি বা গুহ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়, তবে উক্ত স্ত্রীলোকের মণি বাহির না হইলে, তাহার উপর গোসল ফরজ হইবে না, কারণ এই নপুংসক স্ত্রীলোক এবং তাহার লিঙ্গ অতিরিক্ত হইতে পারে, এক্ষেত্রে উহা অঙ্গুলীর ন্যায় হইবে। আর যদি কোন পুরুষ লোক উক্ত হিজড়ার যোনিতে লিঙ্গ প্রবেশ করাইয়া দেয়, (তবে যতক্ষণ না তাহার বীর্য্য স্খলিত হয়, ততক্ষণ) তাহার উপর গোসল ফরজ হইবে না; কেননা সেই হিজড়া পুরুষ লোক হইতেও পারে এক্ষেত্রে তাহার যোনি জখমের তুল্য হইবে; কাজেই উহাতে লিঙ্গ প্রবেশ করাইলে, গোসল ওয়াজেব হইবে না।—শামি, ১/১৬৮।

(মছলা) তজনিছ কেতাবে আছে, যদি কোন রোজাদার গুহ্যে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দেয়, তবে মনোনীত মত এই যে, উহাতে গোসল ফরজ হইবে না এবং রোজার কাজা করিতে হইবে না।—শামি, ১/১৭১।

(মস্‌লা) যদি কোন কামাসক্তা স্ত্রীলোক কামরিপু চরিতার্থ করার বাসনায় রেশম, চর্ম্ম বা কাষ্ঠের লিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া আপন ভগে প্রবেশ করাইয়া দেয় কিম্বা আপন অঙ্গুলী ভগে প্রবেশ করাইয়া দেয়, তবে দোর্রোল-মোখতার ও মারাকিল-ফলাহের এবারতে বুঝা যায় যে, উহাতে গোসল করা ফরজ হইবে না। এমন কি দোর্রোল মোখতার প্রণেতা এই মতের মনোনীত হওয়ার দাবি করিয়াছেন, কিন্তু নুহ্‌ আফেন্দি ও হালাবি বলেন যে, উহাতে গোসল ফরজ হওয়া মনোনীত ও উৎকৃষ্ট মত।—শামি, ১/১৭১, তাহঃ, ১/৯৪, কবিরি, ৪৪ পৃষ্ঠা।

লেখক বলেন, এই মতটি গ্রহণ করা সমধিক এহতিয়াত।

প্রশ্ন :—যদি কোন স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিলে, কিম্বা কামভাবে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, কিম্বা হস্ত মৈথুন করিলে, কিম্বা আপন স্ত্রীর উরু কিম্বা নাভীতে সঙ্গম করিলে, বীর্য্য বাহির হয়, তবে কি হুকুম হইবে?

উত্তর :—উপরোক্ত ক্ষেত্র সমূহে বীর্য্য স্খলিত হইয়া লিঙ্গের বাহিরে আসিলে, গোসল ফরজ হইবে। ফৎহোল কদির ২৫ আলমগিরি ১৪, শহরে ইলইয়াছ ১০।

পাঠক, মনে রাখিবেন, হস্ত মৈথুনে গোসল ফরজ হইবে, কিন্তু হস্ত মৈথুন করা একেবারে নাজায়েজ।

(মছলা) বালেগপ্রায় বালক স্ত্রীসঙ্গম করিলে, তাহার উপর গোসল ফরজ না হইলেও তাহাকে বিনা গোসলে নামাজ পড়িতে নিষেধ করা যাইবে এবং আদবের জন্য দশ বৎসরের বালককে গোসল করার হুকুম দেওয়া যাইবে। খানিয়াতে আছে, চরিত্র গঠনের জন্য তাহাকে গোসল করার হুকুম দেওয়া যাইবে, যেরূপ তাহাকে নামাজ ও পাকির হুকুম করা হইয়া থাকে। কিন্‌ইয়াতে আছে, (এমাম) মোহাম্মদ বলিয়াছেন, যে বালিকার সহিত সঙ্গম করা হইয়া থাকে, তাহার পক্ষে গোসল করা মোস্তাহাব। আবু আলি রাজি বলিয়াছেন, উক্ত বালিকাকে গোসল করার জন্য প্রহার করা হইবে। আমরা এই মত গ্রহণ করিয়া থাকি। এইরূপ বালেগ প্রায় বালককে নামাজ ও পাকির জন্য প্রহার করা যাইবে।—শামি, ১/১৮৭, দোঃ ১২।

৩। যদি কেহ নিদ্রা হইতে চৈতন্য হইয়া কাপড়ে কিম্বা জানু অথবা বিছানা ভিজা দেখিতে পায়, তবে নিম্নোক্ত ১১টি মসলা স্মরণ করিয়া কার্য্য করিবে;—

১। যদি সে ব্যক্তি উহা মণি বলিয়া বিশ্বাস করে, তবে স্বপ্নদোষের কথা তাহার স্মরণে থাকুক, আর নাই থাকুক, গোসল ফরজ হইবে।

২। যদি উহা মজি বলিয়া বিশ্বাস করে এবং স্বপ্নদোষের কথা তাহার মনে পড়ে, তবে গোসল ফরজ হইবে।

৩। যদি উহা মজি কিম্বা মণি তাহা স্থির করিতে না পারে, কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা তাহার মনে পড়ে, তবে গোসল ফরজ হইবে।

৪। যদি মণি কিম্বা ওদি স্থির করিতে না পারে, আর স্বপ্নদোষের কথা তাহার মনে থাকে, তবে গোসল ফরজ হইবে।

৫। মণি, মজি কিম্বা ওদি, ইহা স্থির করিতে না পারে, কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা তাহার মনে পড়ে, তবে গোসল ফরজ হইবে।

৬। যদি উহা মণি কিম্বা মজি অথবা ওদি, ইহার কিছুই স্থির করিতে না পারে, আর স্বপ্নদোষের কথা তাহার মনে পড়ে, তবে গোসল ফরজ হইবে।

৭। যদি উহা 'ওদি' বলিয়া বিশ্বাস করে, তবে স্বপ্নদোষের কথা তাহার মনে পড়ুক, আর নাই পড়ুক উহাতে গোসল ফরজ হইবে না।

৮। যদি উহা মজি কিম্বা ওদি, এতদুভয়ের কিছুই স্থির করিতে না পারে এবং স্বপ্নদোষের কথা মনে না পড়ে, তবে গোসল ফরজ হইবে না।

৯। যদি উহা মজি বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা তাহার মনে না পড়ে, তবে গোসল ফরজ হইবে না।

১০। যদি উহা মণি কিম্বা মজি ইহা স্থির করিতে না পারে, আর স্বপ্নদোষের কথা তাহার মনে না পড়ে, তবে এমাম আবু হানিফা ও মোহাম্মদের মতে গোসল ফরজ হইবে।

১১। যদি উহা মণি কিম্বা ওদি, ইহা স্থির করিতে না পারে এবং স্বপ্নদোষের কথা তাহর মনে না পড়ে, তবে উক্ত এমামদ্বয়ের মতে গোসল ফরজ হইবে।

১২। যদি মণি, মজি কিম্বা ওদি, ইহার কিছুই স্থির করিতে না পারে এবং স্বপ্নদোষের কথা তাহার মনে না পড়ে, তবে উক্ত এমামদ্বয়ের মতে গোসল ফরজ হইবে।

নিম্নোক্ত তিনটি মছলায় উক্ত এমামদ্বয়ের মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে।—মারাকিল-ফালাহের টীকা তাহতাবি ৫৮, শামি ১/১২৯ বাহর ১/৫৬, আলমগিরি ১/১২, ও কবিরি ৪১।

পাঠক, মণি, মজি ও অদি এই তিনটি জিনিসের কি প্রভেদ আছে, এই কেতাবের ৬৪, ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

(মছলা) যদি কেহ নিদ্রা হইতে চৈতন্য লাভ করিয়া লিঙ্গের অগ্রভাগ ভিজা বুঝিতে পারে, আর উহা মণি কিম্বা মজি, ইহা স্থির করিতে না পারে, কিন্তু নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বে তাহার পুরুষাঙ্গ উত্তেজিত অবস্থায় ছিল, তবে গোছল ফরজ হইবে না। আর যদি নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে তাহার লিঙ্গ উত্তেজিত না হইয়া থাকে, কিম্বা উহা মণি বলিয়া তাহার অধিকতর ধারণা হইয়া থাকে অথবা স্বপ্নদোষের কথা তাহার মনে পড়ে, তবে তাহার উপর গোসল ফরজ হইবে। এই মছলাটি অনেক সময় ঘটিয়া থাকে, কিন্তু লোকে ইহা অবগত নহে। ইহা তবইনোল-হাকায়েকের ১৬ পৃষ্ঠায়, বাহরোর-রায়েকের ১/৫৮ পৃষ্ঠায়, কাজিখানের ২১/২২ পৃষ্ঠায়, শামির ১৬৯ পৃষ্ঠায় ও শরহে-এনইয়াহের ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

আর মনইয়ার ১১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, উপরোক্ত মছলায় নিদ্রার অগ্রে লিঙ্গ উত্তেজিত অবস্থায় থাকিলে, যে গোছল ফরজ না হওয়ার কথা যে উল্লেখ করা হইয়াছে, যদি সে দাঁড়াইয়া কিম্বা বসিয়া শুইয়া থাকে, তবে এই ব্যবস্থা হইবে, আর যদি কাৎ হইয়া থাকে, তবে তাহার উপর গোসল ফরজ হইবে। দোর্রোল-মোখতারের ১২ পৃষ্ঠায় এই মতটি 'জাওয়াহের' কেতাব হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

মনইয়া কেতাবে লিখিত আছে যে, এইরূপ মত মুহিত ও জখিরা কেতাবে আছে, কিন্তু শামির ১৬৯/১৭০ পৃষ্ঠায় আছে, হালাবি মনইয়া কেতাবে লিখিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং জখিরা ও মুহিত কেতাবে দেখিয়াছেন, উক্ত কেতাবদ্বয়ে এইরূপ মত লিখিত হয় নাই। তৎপরে তিনি উহা যুক্তি বিরুদ্ধ মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাহতাবি, 'মারাকিল-ফালাহ' কেতাবের টীকায় ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, শারাম্বালালি (নুরোল ইজাহ কেতাবে) অন্যান্য বিদ্বানের ন্যায় উক্ত প্রকার মত লিখেন নাই। এবনো-আমিরে হাজ্জ বলিয়াছেন, ইহা কোন বিদ্বানের মত, এইরূপ মতের কোন কারণ বুঝা যায় না, অতএব নিদ্রার অগ্রে লিঙ্গ উত্তেজিত থাকিলে, দাঁড়াইয়া

কিম্বা বসিয়া অথবা কাৎ হইয়া যে ভাবেই শুইয়া থাকুক, তাহার উপর গোসল ফরজ হইবে না।

লেখক বলেন, উল্লিখিত মনইয়া ও দোর্‌রোল মোখতারের কেতাবের মত গ্রহণ করিতে শরিয়তে সমধিক এহতিয়াত করা হইবে।

(মছলা) যদি কেহ স্বপ্নদোষ এবং বীর্য্য স্খলিত হওয়ার সুখ মনে রাখে, কিন্তু বীর্য্যের কোন চিহ্ন দেখিতে না পায়, তবে গোসল ফরজ হইবে না।— দোঃ, ১২, মনইয়া, ১১ ও দোরার ২২।

(মছলা) যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হয় এবং বীর্য্য তাহার বাহ্য যোনিতে প্রকাশ না হয়, তবে তাহার উপর গোসল ফরজ হইবে না, ইহাই জাহেরে-রেওয়াএত, সহিহ ও ফৎওয়া গ্রাহ্য মত। —কাজিখান, ২১ বাহঃ, ৫৬/৫৭, কবিরি ৪৩, শামি, ১৭০ আলমগিরি, ১৫, তবইন, ১৬, দোরার, ২২, দোঃ, ১২, মারাকিল-ফালাহ, ৫৮ পৃষ্ঠা।

মনইয়ার ১১ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত ঘটনায় গোসল ফরজ হওয়ার সম্বন্ধে কোন বিদ্বানের ফৎওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কবিরির ৪৩ পৃষ্ঠায় তাহতাবির ৯৩ পৃষ্ঠায় এবং শরহে বেকায়ার ৮২ পৃষ্ঠায় উক্ত ফাতাওয়ার অগ্রাহ্য হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে।

(মছলা) যদি স্ত্রী পুরুষ একস্থানে থাকে এবং চৈতন্য হইয়া বিছানায় মণি দেখিতে পায় ও কাহারও স্বপ্নদোষের কথা মনে না পড়ে, তবে কি করিতে হইবে?

উত্তরঃ—কতক বিদ্বান্ বলিয়াছেন, যদি উক্ত মণি গাঢ় ও শ্বেত বর্ণের হয়, তবে ইহা পুরুষের মণি বুঝিতে হইবে, আর যদি উহা তরল ও জরদ বর্ণের হয়, তবে স্ত্রীলোকের মণি বুঝিতে হইবে। যদি লম্বা ভাবে পড়িয়া থাকে, তবে পুরুষের মণি হইবে, আর যদি গোলাকার ভাবে পড়িয়া থাকে, তবে স্ত্রীলোকের মণি হইবে। আর আবুবকর মোহাম্মদ বেনে ফজল বলেন, এহ্‌তিয়াতের জন্য উভয়ের উপর গোসল ফরজ হইবে।—মনইয়া, ৯২।

ফৎহোল কদিরের ২৫ পৃষ্ঠায় আছে, যদি স্বপ্নদোষের কথা কাহারও মনে থাকে এবং উপরোক্ত প্রকার প্রভেদ ভাব বুঝিতে না পারে, তবে প্রকাশ্য মতে উভয়ের উপর গোসল ফরজ হইবে। হুলইয়া কেতাবে এই মতটি পছন্দ করা হইয়াছে। জহিরিয়া কেতাবে প্রত্যেক অবস্থায় উভয়ের

প্রতি গোসল ফরজ হওয়া সমধিক ছহিহ্ মত বলা হইয়াছে। মুহিত ও খোলাসা কেতাবে ইহার অনুমোদন করা হইয়াছে। কবিরির (৪৪ পৃষ্ঠায়) এই মতের সমর্থন করা হইয়াছে। শামি, ১/১৭০, মেনহাতোল খালেক, ১/৫৬, আঃ, ১৫।

যদি স্ত্রী পুরুষ না হইয়া দুইটি বেগানা (অপর) পুরুষ ও স্ত্রীলোক একস্থানে থাকে এবং কাহারও স্বপ্নদোষের কথা মনে না থাকে, তবে (সকলের মতে) উভয়ের উপর গোসল ফরজ হইবে। —তাহাঃ, ৯৩, শামি, ১/১৭০।

আর যদি তথায় ইতিপূর্ব্বে অন্য দুইটি স্ত্রী পুরুষ শুইয়া থাকে এবং মণি শুষ্ক হইয়া গিয়া থাকে, তবে ইহাদের উপর গোসল ফরজ হইবে না, ইহা হুল্‌ইয়াতে আছে। শামি, ঐ পৃঃ ও বাহঃ, ৫৬ পৃঃ।

(মছলা) যদি কোন পীড়া অথবা নেশায় অচৈতন্য ব্যক্তি চৈতন্য লাভ করিয়া (শরীরে, কাপড়ে বা বিছানায়) মনি দেখিতে পায় তবে গোসল ফরজ হইবে, আর মজি দেখিতে পাইলে, তাহার উপর গোসল ফরজ হইবে না।—কাজিখান, ২২, ফৎহোল-কদির, ২৫, বাহঃ, ৫৬, মন্‌ইয়া, ১২, শরহে-ইলইয়াছ, ১০।

(মছলা) আর যদি উক্ত ব্যক্তি (শরীর, কাপড় বা বিছানা ভিজা দেখিয়া) উহা মজি বলিয়া স্থির করিতে না পারে, কিন্তু মজি হওয়ার সন্দেহ করে, তবে এহ্‌তিয়াতের জন্য তাহার উপর গোসল ফরজ হইবে। —মারাকিল-ফালাহ্, ৫৮ পৃঃ।

(মছলা) যদি কোন স্ত্রীলোকের যোনির বাহিরে সঙ্গম করা হয় এবং তৎপরে পুরুষের মণি তাহার জরায়ুতে পৌঁছিয়া যায়, তবে উক্ত স্ত্রীলোকের উপর গোসল ফরজ হইবে না।

আর যদি উক্ত অবস্থায় উক্ত স্ত্রীলোকটির গর্ভ প্রকাশ হয়, তবে উহাতে গোসল ফরজ হওয়ার হুকুম দেওয়া যাইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে,—আলমগিরি কেতাবের ১৫ পৃষ্ঠায়, ফৎহোল-কদিরের ২৫ পৃষ্ঠায়, কাজিখানের ২১ পৃষ্ঠায় এবং বাহরোর-রায়েকের ৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, এই অবস্থায় উক্ত স্ত্রীলোকের উপর গোসল ফরজ হওয়ার এবং বিনা গোসলে যে কয়েক ওয়াক্ত নামাজ পড়িয়াছিল, তৎসমস্ত দোহরাইয়া পড়িবার হুকুম দেওয়া যাইবে, কিন্তু মেনহাতোল-খালেকের

৫৭ পৃষ্ঠায়, কবিরিস ৪৪ পৃষ্ঠায় এবং 'তবইনোল-হাকায়েকে'র ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, ইহা এমাম মোহাম্মদের প্রথম রেওয়াএত, ইহা জাহেরে রেওয়াএতের বিপরীত মত, তাতারখানিয়া কেতাবে আছে, জাহেরে রেওয়াএত অনুযায়ী যতক্ষণ স্ত্রীলোকের বীর্য্য স্খলিত হইয়া যোনির বাহিরে না আসে ততক্ষণ ইহার উপর গোসল ফরজ হইবে না। নেসাব কেতাবে আছে, ইহাই সমধিক ছহিহ্ মত। এমাম হোলওয়ানি বলেন, ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে। শামির ১৭২ পৃষ্ঠায় এই মত সমর্থিত হইয়াছে।

মূল কথা, উক্ত অবস্থায় স্ত্রীলোকটির গর্ভ সঞ্চার হইলেও গোছল ফরজ হওয়ার ও নামাজ দোহরাইবার হুকুম দেওয়া যাইবে না। (মছলা) যদি কোন ব্যক্তি (নিদ্রা হইতে) চৈতন্য লাভ করিয়া স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ করে, কিন্তু মণির চিহ্ন না পায়, কিছুক্ষণ পর তাহার মজি বাহির হয়, তবে তাহার উপর গোসল ফরজ হইবে না। আর যদি রাত্রিতে কোন ব্যক্তির স্বপ্নদোষ হয় এবং (চৈতন্য হইয়া) সে ব্যক্তি (লুঙ্গি বা কাপড়) ভিজা না দেখে, তৎপরে ওজু করিয়া ফজরের নামাজ পড়িয়া লয়, অবশেষে তাহার মণি বাহির হয়, তবে তাহার উপর গোছল ফরজ হইবে, কিন্তু নামাজ পুনরায় পড়া ফরজ হইবে না।—ফৎহোল-কদির, ১/২৪, তবইন, ১/১৬, আঃ, ১৫।

(মছলা) যদি কোন ব্যক্তির প্রস্রাব করা কালে মণি বাহির হইয়া পড়ে, এক্ষেত্রে যদি তাহার পুরুষাঙ্গ উত্তেজিত অবস্থায় থাকে, তবে গোছল ফরজ হইবে, নচেৎ ফরজ হইবে না।—কাজিখান ২২।

৪। স্ত্রীলোকের হায়েজ (ঋতু) কিম্বা নেফাছ বন্ধ হইয়া নামাজ তেলাওয়ত ইত্যাদির; ইচ্ছা করিলে, গোছল করা ফরজ হইবে। —শামি, ১/১৭০/১৭১।

(মছলা) যদি কোন গর্ভিনীর রক্তস্রাব হয়, তবে উহা হায়েজ নহে এবং উহাতে গোছল ফরজ হইবে না।—বাঃ, ১/২১৮।

(মছলা) প্রসব কালে সন্তানের অধিকাংশ শরীর বাহির হওয়ার অগ্রে যে রক্ত বাহির হয়, উহা পীড়ার মধ্যে গণ্য, উহা নেফাছ নহে এবং উহাতে গোছল ফরজ হইবে না। এইরূপ অবস্থায় সক্ষম হইলে, ওজু করিয়া, নচেৎ তায়াম্মম করিয়া ইশারায় নামাজ পড়িবে এবং নামাজে বিলম্ব করিবে না।—বাঃ, উক্ত পৃঃ, দোঃ, ২২।

(মছলা) যদি কোন স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসব হয়, কিন্তু রক্তস্রাব না হয়, তবে তাহার উপর গোসল ফরজ হইবে। ইহাই এমাম আজমের মত, আর এমাম আবু ইউছফের মতে গোছল ফরজ হইবে না। নুরোল-ইজাহ কেতাবের ৮০ পৃষ্ঠায়, তবইনোল-হাকায়েকের ৬৮ পৃষ্ঠায় এমাম আবু ইউছফের মতটি ছহিহ্ বলা হইয়াছে এবং হাশিয়ায়ে শারাম্বালালিয়ার ২৩ পৃষ্ঠায় 'বোরহান' হইতে ইহার ছহিহ্ হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে, পক্ষান্তরে দোরারোল-হেকামের ২৩ পৃষ্ঠায় এমাম আবু হানিফার মত সমর্থন করা হইয়াছে। দোর্রোল-মোখতারের ২২ পৃষ্ঠায় এই মতটি বিশ্বাসযোগ্য বলা হইয়াছে। শামির ১৭৩ পৃষ্ঠায়, আবুল মাকামের ৩১ পৃষ্ঠায়, মারাকিল-ফালাহের টীকা তাহতাবির ৮০ পৃষ্ঠায়, বাহরোর-রায়েকের ২১৮ পৃষ্ঠায়, তাহতাবির ১৫৩ পৃষ্ঠায় ও হাসিয়ায় শিবলির ৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, ছেরাজ ও জহিরিয়া কেতাবে এমাম আজমের মতটি ছহিহ্ স্থির করা হইয়াছে। সদরে-সহিদ ইহার উপর ফৎওয়া দিতেন। এনায়া কেতাবে আছে যে, অধিকাংশ ফকিহ্ এই মতটি গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই মজহাবের গ্রহণীয় মত।

লেখক বলেন, উপরোক্ত মছলায় গোছল ওয়াজেব হওয়ার মতটি গ্রহণীয়।

(মছলা) যদি কোন গর্ভিনী স্ত্রীলোকের নাভির নিকট জখম হইয়া থাকে এবং প্রসবকালে সন্তানটি উক্ত নভ্য স্থল দিয়া বাহির হয়, এক্ষেত্রে যদি নাভি হইতে রক্তস্রাব হয়, তবে উহা নেফাছ বলিয়া গণ্য হইবে না এবং তাহার উপর গোছল ফরজ হইবে না। আর যদি জরায়ু হইতে রক্ত বাহির হইয়া যোনি দ্বারা নির্গত হয়, তবে উহা নেফাছ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার উপর গোছল ফরজ হইবে।—বাঃ ১/২১৮, দোঃ, ২২ ও শামি ১/৩০৮।

৫। কোন কাফের স্ত্রীলোক হয়েজ কিম্বা নেফাছ বন্ধ হওয়ার অগ্রে অথবা পরে মুছলমান হইয়া গেলে, তাহার পক্ষে গোছল করা ফরজ হইবে, ইহাই সমধিক ছহিহ মত।

৬। কোন কাফের নাপাক (অশুচি) অবস্থায় মুছলমান হইলে, তাহার প্রতি গোছল করা ফরজ হইবে।

৭। যে ব্যক্তি প্রথম বীর্য্য স্খলিত বা স্বপ্নদোষ হওয়ার বালেগ বলিয়া গণ্য হইল, তাহার পক্ষে সমধিক ছহিহ মতে গোছল করা ফরজ।

৮। যে স্ত্রীলোকটি প্রথম হায়েজ হওয়ার জন্য বালেগা বলিয়া গণ্য হইয়াছে, তাহার পক্ষে গোছল করা ফরজ। উপরোক্ত চারি স্থলে যে গোছল করা ছহিহ মতে ফরজ, ইহার প্রমাণের জন্য দোঃ, ১৩, শামি, ১/১৭৩, তাহতাবি, ১/৯৫, মারাঃ, ৫৮, দোরার, ২৩, হাশিয়ায় শাঃ ২৩, বাঃ, ৬৫/৬৬, কাজি, ২২, হাঃ শিঃ ১৯ ও ফঃ ২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মৌলিবী আবদুল কাদের ছাহেব শরহে-বেকায়ার বঙ্গানুবাদের ২৯/৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, কাফের স্ত্রীলোক হায়েজ কিম্বা নেফাছ বন্ধ হওয়ার পরে মুছলমান হইলে, তাহার উপর গোছল ফরজ নহে, কিন্তু কাফের নাপাক (অশুচি) শরীরে মুছলমান হইলে তাহার উপর গোছল ফরজ হইবে।

সত্য বটে, এইরূপ মত শরহে-বেকায়ার ৮২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, কিন্তু ইহা ছহিহ নহে, বরং ছহিহ মতে কাফের স্ত্রীলোক হায়েজ কিম্বা নেফাছ বন্ধ হওয়ার পূর্ব্বে কিম্বা পরে মুছলমান হইলে, তাহার উপর গোছল করা ফরজ হইবে, হাশিয়ায় শারাম্বালালিয়ার ২৩ পৃষ্ঠায় বাহরোর-রায়েকের ৬৫ পৃষ্ঠায়, ফৎহোল-কদিরের ২৬ পৃষ্ঠায় ও শামির ১৭৩ পৃষ্ঠায় শরহে-বেকায়ার লিখিত মতটি রদ করা হইয়াছে।

৯। যাহার সমস্ত শরীর নাপাক হইয়া থাকে তাহার প্রতি গোছল করা ফরজ।

(মছলা) যাহার শরীরের একাংশ নাপাক হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার স্থানটি নির্দ্দেশ করা যায় না, এই স্থলে কি করিতে হইবে, ইহাতে তিন প্রকার মত আছে, নেকায়া, বেকায়া, দোরার ও মোলতাকাতে আছে যে, শরীরের কোন এক স্থান ধুইয়া লইলে, উহা পাক হইয়া যাইবে।

এমাম ইছবিজাবি বলিয়াছেন যে, একটি স্থান প্রবল ধারণায় নাপাক স্থির করিয়া উহা ধৌত করিলে, পাক হইয়া যাইবে। শারাম্বালালি দোরারের হাশিয়ায় এই মতটি সমর্থন করিয়াছেন।

জাহিরিয়া ও মনইয়াতোল মুফতিতে লিখিত আছে যে, এহতিয়াতের জন্য সমস্ত শরীর ধৌত করা ওয়াজেব হইবে।

খোলাছা, ফয়েজ ও দোর্রোল বাদায়ে' শেষ মতটি মনোনীত মত বলা হইয়াছে।

শামিতে নুহ আফেন্দি, মুহিত ও ছায়েরে কবিরের মত উদ্ধৃত করিয়া এই মত সমর্থন করা হইয়াছে।

হাশিয়ায় শিবলি ও কবিরিতে এই মত সমর্থন করা হইয়াছে।

মারাকিল- ফালাহের টীকা তাহতাবির ৬৩ পৃষ্ঠায় শেষ মতটি সমধিক ছহিহ্‌ বলা হইয়াছে।

দোর্রোল-মোখতার ও তাহতাবির গোছলের অধ্যায় শেষ মতটিকে সমধিক ছহিহ্‌ বলা হইয়াছে।— দোঃ, ১৩, তাঃ, ৯৫, হাঃ শিঃ, ৬৯, শাঃ, ৩৭৭/৩৭৮ ও কবিরি, ২০২/২০৩।

লেখক বলেন, সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করাই এহতিয়াত।

১০। কোন উম্মাদ চৈতন্য লাভ করিয়া মণি দেখিতে পাইলে, মোননীত মতে তাহার উপর গোছল ফরজ হইবে, ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে এনারিয়া হইতে উল্লিখিত হইয়াছে।— দোঃ, ১৩, শাঃ, ১/১৭৪।

১১। জীবিত মুছলমানদিগের পক্ষে মৃত মুছলমানকে গোছল দেওয়া ফরজে কেফায়া, কিন্তু যদি মৃত এরূপ নপুংসক হয় যে তাহার পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক হওয়া নির্দ্ধারিত হয় নাই, ছহিহ মতে তাহাকে তায়াম্মম করাইয়া দেওয়া ফরজ।— দোঃ, ১৩, তাঃ, ৯৫ ও শামি, ১৭৩।

পাঠক, মনে রাখিবেন, প্রথম খণ্ড জোব্দার ৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—"দ্বিতীয় কাফের মুছলমান হওয়ার সময় স্নান করান, যদি ফরজ স্নানের কোন কারণ না করিয়া থাকে।— দোঃ।"

এস্থলে মৌলবী ছাহেব দোর্রোল-মোখতারের অনুবাদ করিতে ভ্রম করিয়াছেন, উক্ত কেতাবের ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, কাফের (পুরুষ স্ত্রীলোক) নাপাকি, হায়েজ বা নেফাছ অবস্থায় মুছলমান হইলে, তাহার পক্ষে গোছল করা ওয়াজেব (ফরজ)। আর পাকি অবস্থায় গোছল করা মোস্তাহাব।

আর উক্ত জোব্দার দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;— "দশ বৎসরের বয়ঃপ্রাপ্ত বালক কোন বালেগা মেয়ে লোকের সহিত সহবাস করিলে উভয়ের গোছল করিতে হইবে।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, দশ বৎসরের বালকের উপর গোছল ফরজ হইবে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সত্য নহে।

উক্ত দোর্‌রোল-মোখতারের ১২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, বালেগ প্রায় বালকের উপর গোছল ফরজ হইবে না, তবে তাহাকে বিনা গোছলে নামাজ পড়িতে নিষেধ করা হইবে এবং তাহাকে (আদবের জন্য) গোছল করার হুকুম করা হইবে।

প্রশ্ন ঃ-দুইটি গোছল নাকি ওয়াজেব, তাহা কেন উল্লেখ করা হইল না?

উত্তর ঃ-আলমগিরির ১৬ পৃষ্ঠায় গোছলকে ফরজ, ওয়াজেব, ছুন্নত ও নফল এই চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং মৃতদিগকে গোছল দেওয়া, কাফের নাপাক শরীরে মুছলমান হইলে, তাহার গোছল করা এবং নাবালেগা হায়েজ হওয়া বশতঃ বালেগা হইলে তাহার গোছল করা, বরং কাফের স্ত্রীলোক হায়েজ নেফাছ বন্ধ হওয়ার পরে মুছলমান হইলে, তাহার গোছল করা ওয়াজেব গোছলের অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে।

তবইনোল-হাকায়েকের ১৯ পৃষ্ঠায় ফরজ, ওয়াজেব ছুন্নত ও মোস্তাহাব এই চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

দোরারোল-হেকামের ২৩ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত কয়েক প্রকার গোছলকে ওয়াজেব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

পক্ষান্তরে দোর্‌রোল-মোখতারের ১৩ পৃষ্ঠায় ও মারাকিল-ফালাহ কেতাবের ৫৮ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত কয়েক প্রকার গোছলকে ফরজ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

বাহরোর-রায়েকের ৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, অধিক সংখ্যক বিদ্বান, গোছলকে ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত ও মোস্তাহাব এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং মৃতের গোসল এবং কাফেরের নাপাক শরীরে মুছলমান হইলে, তাহার গোছল ওয়াজেব স্থির করিয়াছেন, এই ওয়াজেব আদায় না করিলে মৃতের জানাজা ও উক্ত নব ইছলামধারীর নামাজ জায়েজ হয় না এবং জানাজার অধ্যায়ে মৃতের গোসল ফরজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কাজেই এই গোছলগুলিকে ওয়াজেব না বলাই উচিৎ।

শামির ১৭২/১৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, উক্ত গোছলগুলি হানাফিদিগের স্থিরীকৃত ওয়াজেব নহে, কাজেই উক্ত কয়েকটি গোছলকে

ফরজ বলিয়া উল্লেখ করা উচিৎ। ওয়াকি প্রণেতা, সরুজি ও এবনোল হোমাম মৃতের গোছলকে ফরজ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং এবনোল হোমাম মৃতের গোছলের ফরজ হওয়ার প্রতি এজমার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বাহরোর-রায়েকের কথায় খাজাএন প্রণেতা বুঝিয়াছেন যে, উক্ত গোছলগুলি ফরজে-কাতয়ি নহে, বরং ফরজে-আমালি।

শামি প্রণেতা বলেন, মৃতের গোছল ফরজে-কাৎয়ি।

কবিরির ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, মনইয়ার গোছল বিভাগ করায় বুঝা যায় যে, মৃতের গোছল ওয়াজেব, কিন্তু দলীল সমূহ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উহা ফরজ, এবনোল হোমাম সরুজি প্রভৃতি (বিদ্বানগণ) ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ফরজে কেফায়া, যদি একজন উক্ত কার্য্য সম্পাদন করে, তবে সকলেই দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন, আর যদি কেহ উহা না করে তবে এতৎসম্বন্ধে জ্ঞাত সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তি গোনাহগার হইবে।

হাশিয়ায় শিবলি ২৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, মৃতের গোছল জানাজা ও দফন ফরজে কেফায়া, ইহা দেরায়া কেতাবে মোজতাবা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

হাশিয়ায় শারাম্বালালিয়ার ১০০ পৃষ্ঠায় আছে যে, মৃতের গোছল ফরজে কেফায়া হওয়ার প্রতি এজমা হইয়াছে।

লেখক বলেন, উক্ত গোছলগুলি ফরজ বলাই উচিৎ।

প্রশ্ন ঃ-ছুন্নত গোছল কি কি?

উত্তর— জোমার নামাজের জন্য গোছল করা ছুন্নত। ইহাই ছহিহ জাহেরে রেওয়াএত ও এমাম আবু ইউছফের মত। যদি কেহ জোমার পরে গোছল করে, তবে এই ছুন্নত আদায় হইবে না, ইহা খানিয়াতেআছে। যদি কেহ ফরজের অগ্রে গোছল করিয়া উক্ত গোছলে জোমার নামাজ পড়ে, তবে উক্ত এমামের মতে গোছল আদায় হইয়া যাইবে।

মেরাজ কেতাবে আছে, যদি কেহ শুক্রবারের রাত্রে গোছল করে, তবে উক্ত ছুন্নত আদায় হইয়া যাইবে।—শাঃ ১/১৭৪/১৭৫।

২। দুই ঈদের নামাজের জন্য গোছল করা ছুন্নত।—মাঃ ৬১, দোঃ ১৩, তাঃ ৯৬।

৩। হজ্জ কিম্বা ওমারার জন্য এহরাম বাঁধার নিয়ত করিলে, গোছল

করা ছুন্নত, এই গোছলটি পাক হওয়ার জন্য নহে, বরং শরীরের পরিচ্ছন্নতার জন্য করা হইয়া থাকে, এই হেতু স্ত্রীলোক (এহরাম বাঁধা কালে) হায়েজ কিম্বা নেফাছ অবস্থায় থাকিলেও এই গোছল করিবে এবং যদি পানির অভাব হয়, তবে ইহার জন্য তায়াম্মাম করিবে না। এইরূপ পানির অভাবে অবশ্য ছুন্নত কিম্বা মোস্তাহাব গোছলের জন্য তায়াম্মাম করিতে হইবে না। —মাঃ তাঃ ৬২ ও জামেওর রমুজ, ২৫ পৃষ্ঠা।

পাঠক, এহরাম বাঁধার মছলা হজ্জের অধ্যায়ে পাইবেন।

৪। হজ্জের দিবস হাজিগণের আরফাত ময়দানে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য সূর্য্য ঢলিয়া গেলে, গোছল করা ছুন্নত। আর উক্ত সময় গোছল করিতে না পারিলে হজ্জের সময়ের মধ্যে গোছল করিলে, ছুন্নত আদায় হইয়া যাইবে।—তাঃ ৯৬, মাঃ তাঃ ৬২।

প্রশ্ন ঃ— উপরোক্ত চারিটি গোছল মোয়াক্কাদাহ ছুন্নত কি না?

উত্তর ঃ কাহাস্তানি উক্ত চারিটি ছুন্নতকে ছুন্নতে জায়েদা বলিয়াছেন।—শামি ১৭৪।

(মছলা) যদি এক দিবসে জোমা ও ঈদ কিম্বা জোমা ও হজ্জের দিবস হইয়া পড়ে, তবে এক গোছল করিয়া উভয় গোছলের নিয়ত করিলে, উভয় ছুন্নত আদায় হইবে। এইরূপ নিয়ত করিলে, জোমা ও নাপাকির গোছল এক সঙ্গে আদায় হইয়া যাইবে। আরও এক সঙ্গে নাপাকি ও হায়েজ এই দুই ফরজ গোছলের নিয়ত করিলে এক গোছলে আদায় হইয়া যাইবে। আরও ঈদ, জোমা, সূর্য্যগ্রহণ ও ইস্তেফা এই চারিটি গোছল এক সঙ্গে নিয়ত করিলে, একই গোসলে আদায় হইয়া যাইবে।— দোঃ ১৩, শাঃ ১৭৫।

প্রশ্ন ঃ—মোস্তাহাব গোসল কি কি?

উত্তর ঃ— ১। কাফেরপাক শরীরে মুছলমান হইলে, গোছল করা।

২। বালক কিম্বা বালিকার মধ্যে ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে বালেগ হওয়ার কোন চিহ্ন না পাওয়া গেলে, বালেগ বালেগা হওয়ার হুকুম প্রাপ্ত হইয়া গোছল করা।

৩। উন্মাদের চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া গোছল করা।

৪। পীড়া বা আঘাত বশতঃ অচৈতন্য হইলে, চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া গোছল করা।

৫। নেশাখোর নেশা হইতে চৈতন্য লাভ করিলে, গোছল করা।

৬। শিঙ্গা লাগাইয়া (শরীরের কোন অংশ হইতে) রক্ত মোক্ষণ করাইবার পরে গোছল করা।

৭। মৃতকে গোছল দেওয়ার পরে গোছল করা।

৮। শবে-বরাতে (শা'বানের ১৫ই রাত্রে) গোছল করা।

৯। শবে-কদরে (রমজানের ২১/২৩/২৫/২৭/২৯ শে এই কয়েক রাত্রে কিম্বা নিশ্চিতরূপে উক্ত কদর দেখিয়া) গোছল করা।

১০। আরফার (অর্থাৎ ৯ই জেলহাজ্জার) রাত্রে গোছল করা।

১১। মদিনা শরিফে দাখিল হওয়ার সময় গোছল করা।

১২। ১০ই জেলহাজ্জের অতি প্রত্যুষে সূর্য্য উদয়ের অগ্রে (হাজিদিগের) মোজদালেফা নামক স্থানে দাঁড়াইবার অগ্রে গোসল করা।

১৩। উক্ত দিবসে মিনা নামক স্থানে দাখিল হওয়ার সময় গোসল করা।

১৪। তথায় প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপ করা কালে গোছল করা।

১৫। মক্কা শরিফে দাখিল হওয়ার সময় গোছল করা।

১৬। তাওয়াফে জিয়ারতের জন্য গোছল করা।

উপরোক্ত পাঁচটি গোছলের নিয়ত এক সঙ্গে করিলে, একই গোছলে আদায় হইয়া যাইবে।

১৭। ১১/১২/১৩ই জেলহাজ্জ এই তিন দিবসে কঙ্কর নিক্ষেপ করা কালে গোছল করা।

১৮। চন্দ্রগ্রহণের নামাজের জন্য গোছল করা।

১৯। সূর্য্যগ্রহণের নামাজের জন্য গোছল করা।

২০। 'এস্তেকা' নামাজের জন্য গোছল করা।

(মেঘ বর্ষণ অভাবে শষ্য নষ্ট হওয়ার উপক্রম হইলে মুছলমানেরা বৃহৎ জামায়েতে ময়দানে সমবেত হইয়া পানি বর্ষণের জন্য যে নামাজ পড়েন, তাহাকে 'এস্তেকা' নামাজ বলা হয়)।

২১। কোন আতঙ্ক উপস্থিত হইলে, খোদার নিকট উহা দূরীভূত হওয়ার সময় মানসে রোদন-ক্রন্দন করার জন্য গোছল করা।

২২। দিবাভাগে (গ্রহণ ইত্যাদির জন্য) অন্ধকার হইয়া গেলে,

(দোয়া মোনাজাতের জন্য) গোছলকরা।

২৩। ভীষণ ঝটিকা প্রবাহিত হইলে, গোছল করা।

২৪। গোনাহ হইতে তওবাকারীকে গোছল করা।

২৫। বিদেশ হইতে গৃহে উপস্থিত হইয়া গোছল করা।

২৬। পীড়া বশতঃ কোন স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব হইলে, যখন উহা বন্ধ হইয়া যায়, তখন গোছল করা।

২৭। যে ব্যক্তির প্রাণ হত্যা করা হইবে, সঙ্গত কারণে বা অন্যায়ভাবে, তাহার গোসল করা।

২৮। লোকের মজলিশে উপস্থিত হওয়া কালে গোছল করা।

২৯। নূতন কাপড় পরিধান কালে গোছল করা।

৩০। যাহার স্বপ্নদোষ হইয়াছে, সে স্ত্রীসঙ্গম করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহার পক্ষে গোছল করা মোস্তাহাব।—মাঃ ৬২/৬৩, শামি, ১৭৫/১৭৬ ও দাঃ, ১২।

পাঠক, মায়াদেনল উলুমের ২১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—"অন্ধকারের মধ্যে (মোস্তাহাব)।"

জোব্দাতোল-মাছায়েলের দ্বিতীয় খণ্ডে (৬৮ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে,—"ভয়ানক কাল উপস্থিত হইলে, (গোছল করা মোস্তাহাব)"।

শরহে-বেকায়ার অনুবাদের ৩২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—"অন্ধকারে পড়িয়া কোন প্রকার ভয় পাইলে, (গোছল ফরজ হইবে)।"

অনুবাদ করিতে গিয়া তাঁহারা তিনজন ভ্রম পথে পতিত হইয়াছেন প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে, দিবাভাগে (জগতে সূর্য্য গ্রহণ ইত্যাদি কারণে) অন্ধকারময় হইলে, গোসল করা মোস্তাহাব। আর কোন ভীতিপ্রদ বিষয়ের আতঙ্ক উপস্থিত হইলে, গোসল করা মোস্তাহাব।—শামি, ১/১৭৬, তাহতাবি ১৯৭ ও মারাকিল-ফালাহের টীকা তাহতাবি, ৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আরও শরহে-বেকায়ার বঙ্গানুবাদের ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "অজ্ঞান বা সজ্ঞান হইলে (গোসল করা মোস্তাহাব)।"

এই স্থলে এইরূপ অনুবাদ হইবে,—"অজ্ঞান সজ্ঞান হইলে, (গোছল করা মোস্তাহাব)।

প্রশ্ন :—গোসলের ফরজ কি কি?

১। কুল্লি করা ফরজ। মুখে পানি দিয়া কুল্লি করিয়া ফেলিয়া দিবে, যদি কেহ মুখ পূর্ণ কল্লির পানি গিলিয়া ফেলে, তবে সমধিক ছহিহ মতে এই ফরজ আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু উক্ত পানি ফেলিয়া দেওয়াই এহ্‌তিয়াত। আর যদি মুখ পূর্ণ পানি লইয়া পানি চুষিতে চুষিতে গিলিয়া ফেলে, তবে এই ফরজ আদায় হইবে না। যদি কুল্লি করা কালে "গরগরা" না করে, তবে এই ফরজ আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু "গরগরা" করা ছুন্নত। ইহাই বিশ্বাসযোগ্য মত। যদি দাঁতের মধ্যে কিম্বা ছিদ্রযুক্ত দাঁতের অভ্যন্তরে খাদ্য বস্তু থাকে, তবে গোসল জায়েজ হইবে, ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্য মত, কিন্তু শুষ্ক শক্ত খাদ্যবস্তু থাকিলে, উহা বাহির করিয়া উক্ত স্থান ধুইয়া ফেলাই এহ্‌তিয়াত। শাঃ, ১/১৫৭/১৬০, মাঃ, তাঃ, ৪১/৫৯, ফঃ, ১/২২, আঃ, ১/১৩, তাঃ, ১/৮৭/৮৮।

২। নাকে পানি দেওয়া ফরজ। নাকের অভ্যন্তরস্থ কোমল অংশ পর্য্যন্ত ধৌত করা ফরজ, আর উহার উপরিস্থ কঠিন অংশ পর্য্যন্ত পানি পৌঁছান সুন্নত, ইহাই ছহিহ মত। যদি চর্ব্বি রুটি কিম্বা আটার ন্যায় কোন শুষ্ক ময়দা উক্ত কোমল অংশে থাকে, তবে উহা পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া না ফেলিলে, গোসল জায়েজ হইবে না। ইহা ফৎহোল-কদির, শামি, আলমগিরি, তাহ্‌তাবি এবং মারাকিল-ফালাহের টীকা তাহতাবিতে আছে, কিন্তু বাহ্‌রোর-রায়েকে এই অবস্থায় গোসল জায়েজ হওয়ার কথা লিখিত আছে, বরং এই মতের উপর মোজমারাত কেতাব হইতে ফৎওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই এই মছলায় এহতিয়াতের জন্য উহা বাহির করিয়া উক্ত স্থান ধৌত করাই এহতিয়াত। আর যদি নরম ময়লা থাকে, তবে সকলের মতে গোসল জায়েজ হইবে।—বাঃ, ১/৪৭/৩১, শাঃ, ১/১৩১/১৫৭, তাঃ, ১/৮৭, মাঃ তাঃ, ৫৯ ফঃ, ১/২২।

(মছলা) যদি কেহ সুন্নত মোস্তাহাব গোসল করে, তবে কি কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়া ফরজ (শর্ত্ত) হইবে।

উত্তর। সুন্নত গোসলে কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়া ফরজ নহে, উহা ত্যাগ করিলে, গোনাহগার হইতে হইবে না তবে তাহ্‌তাবি বলেন, উহা আর সুন্নত, শামি ও দোর্রোল-মোখতার প্রণেতা বলেন উহা সুন্নত গোসলের রোকন, উহা না করিলে, সুন্নত গোসল আদায় হইবে না।—

শাঃ, ১০৭, মাঃ, তাঃ, ৫৯, দোঃ, ১১।

(মছলা) যদি কেহ গোসলের পূর্ব্বে ওজু করে, তবে কি গোসল করা কালে পুনরায় কুল্লি করিতে ও নাকে পানি দিতে হইবে?

উত্তর ঃ—পুনরায় উহা করিতে হইবে না।—মাঃ, তাঃ, ৫৯।

(মছলা) উক্ত কার্য্যদ্বয় কি প্রকার ফরজ?

উত্তর ঃ— উক্ত কার্য্যদ্বয় কৎয়ি ফরজ নহে, বরং আমালি ফরজ। শাঃ, ১৫৬।

৩। সমস্ত শরীর একবার ধৌত করা ফরজ, ইহা মর্দ্দন করা ফরজ নহে, বরং মোস্তাহাব। শরীরের যে অংশ বিনা কষ্টে ধৌত করা সম্ভব হয়, উহা ধৌত করা ফরজ। কর্ণ, নাভি, গোফ উহার নিম্নস্থ চর্ম্ম, ভ্রূ, উহার নিম্নস্থ চর্ম্ম, দাড়ি, উহার নিম্নস্থ চর্ম্ম ও মস্তকের কেশ ধৌত করা ফরজ। কসা আঙ্গুটি কিম্বা কর্ণের বালি নাড়াইয়া উহার নীচে পানি পৌঁছান ফরজ।

যদি কর্ণের ছিদ্রে বালি না থাকে আর কর্ণে পানি দেওয়া কালে উক্ত ছিদ্রে পানি পৌঁছিয়া থাকে তবে যথেষ্ট হইবে, আর যদি পানি না পৌঁছিয়া থাকে, তবে অঙ্গুলি দ্বারা পৌঁছাইবে। কিন্তু কাষ্ঠ ইত্যাদি দ্বারা পানি পৌঁছাইতে চেষ্টা করিবে না, যদি প্রবল ধারণা হয় যে, বিনা চেষ্টায় উক্ত ছিদ্রে পানি পৌঁছিয়াছে, তবে তাহাতেই যথেষ্ট হইবে আর যদি প্রবল ধারণা হয় যে, বিনা চেষ্টায় পানি। পৌঁছিবে না, তবে চেষ্টা করিয়া পানি পৌঁছান ফরজ। আর যদি বালি খুলিয়া লওয়ার পরে উহা এরূপ বন্ধ হইয়া গিয়া থাকে যে, যদি উক্ত ছিদ্রে পানি পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়, তবে উহা প্রবেশ করিবে, আর যদি অসাবধানতা করা হয়, তবে উহাতে পানি পৌঁছিবে না, এক্ষেত্রে উহা চেষ্টা করিয়া পৌঁছান ওয়াজেব, কিন্তু কাষ্ঠ ইত্যাদি দ্বারা পানি পৌঁছান ফরজ নহে।

যদি কর্ণ ও নাভিতে বিনা চেষ্টায় পানি পৌঁছান যায়, তবে ভাল নচেৎ চেষ্টা করিয়া পানি পৌঁছান ফরজ।—শাঃ, ১/১৫৭/১৬০ মাঃ ৫৯/৬০, দোঃ ১১, কঃ ৪৬, শরহে-বেকায়া ৭৮/৭৯।

(মছলা) যাহার খৎনা (ত্বকচ্ছেদ) হয় নাই, যদি তাহার লিঙ্গাগ্রের চামড়া বিনা কষ্টে উল্টান সম্ভব হয়, তবে উহার মধ্যদেশ ধোয়া ফরজ হইবে, আর যদি সহজে উহা উল্টান না যায়, তবে উহার মধ্যদেশে পানি

পৌঁছান ফরজ নহে, বরং মোস্তাহাব হইবে। ইহা মহুভীদিতে আছে, শারম্বালালি ইহা পছন্দ করিয়াছেন, এবনোল হোমাম ইহার মনোনীত হওয়ার প্রতি ইশারা করিয়াছেন এবং এমদাদে ইহা সমর্থিত হইয়াছে।

মেনহাতোল-খালেকের ৪৯ পৃষ্ঠায় ইহাকে মনোনীত মত বলা হইয়াছে, শামির ১৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, এই মসলা সম্বন্ধে যে অন্য দুইটি মত আছে, উক্ত মতদ্বয়ের মধ্যে ইহাতেই সমতা স্থাপতি হইয়া গেল। নুরোল ইজাহ্ কেতাবের ৫৯ পৃষ্ঠায় ইহাকে ছহিহ মত বলা হইয়াছে।

পক্ষান্তরে দোর্রোল মোন্তাকার ১১ পৃষ্ঠায়, ফৎহোল-কদিরের ২২ পৃষ্ঠায়, আলমগিরির ১৪ পৃষ্ঠায়, দোর্রোল-মোখতারের ১১ পৃষ্ঠায় ও কাঞ্জ কেতাবে লিখিত আছে যে, উক্ত চামড়ার মধ্যে পানি (প্রত্যেক অবস্থায়) পৌঁছান ফরজ নহে, বরং মোস্তাহাব। ফৎহোল-কদিরে ইহাকে ছহিহ মত বলা হইয়াছে।

অন্য পক্ষে তবইনোল হাকায়েকের ১৪ পৃষ্ঠায়, মন্‌ইয়ার ১৩ পৃষ্ঠায় কবিরির ৪৭ পৃষ্ঠায়, উহার মধ্যে পানি পৌঁছান ফরজ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং এই মতটি সমধিক ছহিহ বলা হইয়াছে।

হাশিয়ার শারাম্বালালিয়ার ২০ পৃষ্ঠায় ও বাহরোর-রায়েকের ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, কোরদারি ইহাকে ছহিহ মত বলিয়াছেন। বাদায়ে' ও মোখতারাতোন্নাওয়াজেলে ইহাকে ছহিহ ও মনোনীত মত বলা হইয়াছে।

মাজমায়োল-আনহোরের ২১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, দ্বিতীয় মতটি ছহিহ্ নহে।

লেখক বলেন, যদি লিঙ্গের সম্মুখস্থ ত্বক সহজে উল্‌টান যায়, তবে উহা ধৌত করা ফরজ হওয়ার হুকুম দেওয়া যাইবে, আর যদি উহা সহজে উল্‌টান না যায়, তবে এহতিয়াতের জন্য উহা ধৌত করিয়া লইবে।

(মছলা) স্ত্রীলোকের মস্তকের বেনীর মূলদেশে পানি পৌঁছান ফরজ, যদি মূলদেশে পানি পৌঁছিয়া যায়, তবে কেশের মধ্যে পানি পৌঁছান আবশ্যক হইবে না। আর যদি উহার মূলদেশে পানি পৌঁছান সম্ভব না হয়, তবে উহা খুলিয়া ধুইয়া লওয়া ওয়াজেব। ইহাই ছহিহ্ মত। যদি স্ত্রীলোকের কেশ খোলা থাকে, তবে সমস্ত কেশ ধৌত করা ফরজ হইবে, যদি পুরুষের মস্তকে বেনী থাকে, তবে উহার মূলদেশ ধৌত করিলে, গোছল জায়েজ

হইবে না। বরং উহা খুলিয়া সমস্ত কেশ ধৌত করা ফরজ। যদি স্ত্রীলোকের মস্তকের কেশ আটা দ্বারা জোড়া লাগান থাকে বা বহু বেশী হয়, তবে কেশগুচ্ছ খুলিয়া সম্পূর্ণরূপে ধৌত করা ফরজ।— দোঃ, ১১, মাঃ, ৬৯।

(মছলা) যদি স্ত্রীলোকের মস্তক ধৌত করিলে ক্ষতি হইয়া পড়ে, তবে মস্তক ধৌত করিবে না, বরং মছহ করিবে। কেহ বলেন, উহা মছহ করিতে হইবে না। যদি মস্তক ধৌত করিলে, ক্ষতি হইবার আশঙ্কা থাকে, আর তাহার স্বামী সঙ্গম করিতে চাহে, তবে তাহাকে (সঙ্গম করিতে) নিষেধ করিবে না বরং সঙ্গমের পরে গোছল করার সময়ে মস্তক ধৌত করিবে না, কিম্বা (এহতিয়াতের জন্য) মস্তক মছহ করিতে হইবে। দোঃ, ১১, তাঃ, ৮৮।

(মছলা) স্ত্রীলোকের হায়েজ, নেফাছ কিম্বা নাপাকির গোছলে নিজের বাহ্য যোনি (ফরজে খারেজ) ধৌত করা ফরজ কিন্তু মধ্য যোনি (ফরজে দাখেল) ধৌত করা ওয়াজেব নহে এবং গোছলের সময় স্ত্রীলোক আপন ভগের মধ্যে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দিবে না, ইহাই ফৎওয়াগ্রাহ্য মত। —আঃ, ১৪, হাঃ, শাঃ, ২০/২১।

(মছলা) চক্ষের মধ্যে পানি পৌঁছান ফরজ নহে, যদি চক্ষের মধ্যে নাপাক সুরমা লাগাইয়া থাকে, চক্ষু ধৌত করা ফরজ হইবে না। —দোঃ, ১১।

(মছলা) যদি মশক মক্ষিকার বিষ্ঠা শরীরে লাগিয়া থাকে, তবে গোছল করার সময় ধৌত করা ফরজ হইবে না।— দোঃ,১১।

(মছলা) যদি মেহদী, মৃত্তিকা, তৈল, কর্দ্দম, তৈলাক্ত বস্তু ও ময়লা শরীরের কোন স্থানে লাগিয়া থাকে, তবে গোছল জায়েজ হইবে। আর যদি আটা, মৎস্যের অহিশ, মোম কিম্বা চর্ব্বিত রুটীর ন্যায় কোন বস্তু শরীরে লাগিয়া থাকে, তবে উহার নীচে পানি না পৌঁছাইলে, গোছল জায়েজ হইবে না।—শামি, ১/১৬০, দোঃ ১১।

পাঠক, আটা সম্বন্ধে বিদ্বানগণের যে মতভেদ হইয়াছে, তাহা এই কেতাবের ২২/২৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

(মসলা) যদি কেহ ফরজ গোসলে কুল্লি করা কিম্বা শরীরের কোন অংশ ধৌত করা ভুলিয়া যায়, তৎপরে নামাজ পড়িয়া উহা স্মরণ করিয়া লয়, এক্ষেত্রে যদি নফল নামাজ পড়িয়া থাকে, তবে উহা পুনরায় পড়িবে না, আর যদি ফরজ নামাজ পড়িয়া থাকে, তবে পুনরায় উহা পড়া লাজেম

হইবে।— দোঃ ১২, শাঃ, ১/১৬৩, তাঃ ১/৮৬।

(মসলা) যদি কেহ ফরজ গোসল করিতে কুল্লি করা ভুলিয়া যায়, তবে (পুনরায়) গোসল করিতে হইবে না বরং) কুল্লি করিলে গোসল জায়েজ হইবে। —মনইয়া, ১৪।

(মসলা) যদি কাহারও পা ফাটিয়া গিয়া থাকে এবং তজ্জন্য উক্ত স্থানে মোম দিয়া থাকে, যদি উক্ত স্থানে পানি পৌঁছাইলে, ক্ষতি সাধন করে তবে গোসল জায়েজ হইয়া যাইবে, আর যদি পানি পৌঁছাইলে ক্ষতিকর না হয়, তবে গোসল জায়েজ হইবে না।—মনইয়া ঐ পৃষ্ঠা।

(মসলা) যদি হাতের কিম্বা পায়ের অঙ্গুলিগুলি এরূপ সংলগ্ন হইয়া থাকে যে, বিনা খেলালে উহার মধ্যে পানি পৌঁছিতে পারে না, তবে উহার খেলাল করা ফরজ। আর যদি বিনা খেলালে পানি পৌঁছিতে পারে, তবে খেলাল করা সুন্নত।—কবিরী ৪৮।

(মসলা) প্রস্রাব কিম্বা পায়খানার স্থান যদিও উহাতে নাপাকি না থাকে, তথাচ (ফরজ গোসলে) উহা ধৌত করা ফরজ।—কবিরি ঐ পৃষ্ঠা।

(মসলা) শরীরের এক সূচাগ্রে স্থান শুষ্ক থাকিলে গোসল জায়েজ হইবে না।—কবিরি ঐ পৃষ্ঠা।

(মসলা) যদি একটি স্ত্রীলোকের উপর গোসল ফরজ হইয়া থাকে, আর তথায় কতকগুলি পুরুষ লোক থাকে কিম্বা কতকগুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোক থাকে, এক্ষেত্রে গোসল করিতে গেলেই তাহার গুপ্ত শরীর তাহারা দেখিতে পায়, তবে (বে-পর্দা অবস্থায়) গোসল করিবে না, বরং তায়াম্মম অবস্থায় নামাজ পড়িবে। এইরূপ একটি পুরুষ লোকের উপর গোসল ফরজ হইয়াছে, আর তথায় কতকগুলি স্ত্রীলোক থাকে কিম্বা স্ত্রীলোকও পুরুষ লোক থাকে, আর তাহাকে গোসল করিতে হইলে, তাহারা ইহার গুপ্তাঙ্গ দেখিতে পায়, তবে (বে-পর্দা অবস্থায়) গোসল করিবে না বরং তায়াম্মম করিয়া লইবে।

যদি একটি পুরুষ লোক কতকগুলি পুরুষ লোকের মধ্যে থাকে কিম্বা একটি স্ত্রীলোক কতকগুলি স্ত্রীলোকের মধ্যে থাকে, তবে এস্থলে বে-পর্দা অবস্থায় গোসল করিতে হইবে কিনা ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, দোর্রোল-মোখতারে আছে যে, উপরোক্ত অবস্থায় গোসল পরিত্যাগ করিবে না, ইহাতে যাহারা স্বেচ্ছায় তাহাদের গুপ্তাঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে তাহারা গোনাগার হইবে।

পক্ষান্তরে কবিরিতে লিখিত আছে যে, এইরূপ অবস্থায় গুপ্তাঙ্গ খুলিয়া গোসল করা জায়েজ হইবে না।

শামি প্রথম মতটি ছহিহ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

আর যদি কোন নপুংসকের উপর গোসল ফরজ হয়, তবে সে প্রত্যেক অবস্থায় গুপ্তাঙ্গ খুলিয়া গোসল করিতে পারিবে না।

এই অবস্থার তায়াম্মম করিয়া যে নামাজ পড়ে উহা দোহরাইতে হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, বহুমতি বলেন, দোহরাইতে হইবে না শামি লেখক বলেন, ফৎওয়া গ্রাহ্যমতে দোহরাইতে হইবে।

তাহতাবি বলেন, নামাজ দোহরান প্রকাশ্য মত। আর উপরোক্ত ঘটনাগুলিতে বে-পরদা অবস্থায় পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করার আবশ্যক হইলে পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করিবে না, বরং প্রস্তর দ্বারা এস্তেঞ্জা করা ওয়াজেব হইবে।—কবিরি, ৪৯/৫০, দোঃ, ১২ শামি, ১৬০/১৬১, মাঃ আঃ, ৬১।

লেখক বলেন, উপরোক্ত কয়েকটি অবস্থায় গোসল করিবে না। বরং তায়াম্মম করিয়া নামাজ পড়িয়া লইবে। আরও উক্ত নামাজটি এহতিয়াতের জন্য দোহরাইয়া লইবে।

প্রশ্নঃ— গোসলের সুন্নত কি কি?

উত্তর ঃ—১। প্রথমে ওজুর ন্যায় বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা।—নুরোল ইজাহ ও মাঃ, ৬০।

২। ইহার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত করা, কিন্তু মনে মনে নিয়ত করা সুন্নত —নুরোঃ, ৬০, বাঃ, ১/৫২।

৩। তৎপরে হাতের দুই কব্জা পর্য্যন্ত ধৌত করা।—নুঃ ৬০।

৪। তৎপরে লিঙ্গ ও মলদ্বারে কোন প্রকার নাপাকি থাকুক আর নাই থাকুক উক্ত স্থানদ্বয় ধৌত করা।—ডাহিন হস্তদ্বারা পানি ঢালিয়া দিয়া বামহস্তে দ্বারা উক্ত স্থানদ্বয় ধৌত ও পরিষ্কার করিবে।—শাঃ, ১/১১৬, বাঃ, ১/৪৯।

পাঠক, মনে রাখিবেন এই স্থান হইতে যে, শামির পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হইবে, উহা মিসরি ছাপা শামীর পৃষ্ঠা বুঝিতে হইবে, আর ইতিপূর্ব্বে যে যে স্থলে শামির পৃষ্ঠার উল্লেখ হইয়াছে, উহা পুরাতন ছাপা শামির, পৃষ্ঠা বুঝিতে হইবে।

৫। তৎপরে শরীরের অন্য কোনস্থানে নাপাকি থাকিলে, তাহা ধৌত করা। —শাঃ, ঐ পৃষ্ঠা।

৬। তৎপরে ওজু করা, কিন্তু যদি এরূপ স্থানে গোসল করে যে, তথায় পানি সংগৃহিত হইয়া থাকে, তবে পা দুখানি বিলম্ব করিয়া অন্য স্থানে ধৌত করিবে, আর যদি কাষ্ঠ কিম্বা প্রস্তরের ন্যায় এরূপ কোন বস্তুর উপর দাঁড়াইয়া গোসল করে যে, তথা হইতে পানি গড়াইয়া পড়িয়া যায়, তবে প্রথমেই ওজুর সঙ্গে দুই পা ধৌত করিয়া লইবে, ইহাই মোস্তাবা কেতাবে সমধিক সহিহ্ মত বলা হইয়াছে এবং হেদায়া মবছুত ও কাফিতে সমর্থিত হইয়াছে।—মাঃ, তাঃ ৬০, বাঃ ১/৫০, শাঃ ১/১১৬, কঃ ৪৮/৪৯।

৭। তৎপরে সমস্ত শরীরে তিনবার পানি ঢালিয়া দেওয়া, প্রথম মস্তকে তিনবার এরূপভাবে পানি ঢালিবে যে, প্রত্যেক বারে সমস্ত মস্তকে পানি পৌঁছিয়া যায়, তৎপরে এইরূপ তিনবার ডাহিন স্কন্ধে পানি ঢালিয়া দিবে, তৎপরে তিনবার বাম স্কন্ধে পানি ঢালিয়া দিবে, তৎপরে অবশিষ্ট শরীরে তিনবার পানি ঢালিয়া দিবে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, প্রথমে ডাহিন স্কন্ধে পানি ঢালিয়া দিবে, তৎপরে বাম স্কন্ধে, তৎপরে মস্তকে, অবশেষে অবশিষ্ট শরীরে পানি ঢালিয়া দিবে।

দোরার ও গোরার কেতাবে এই শেষ মতটি সহিহ্ বলা হইয়াছে, কিন্তু নহরোল ফায়েকে প্রথম মতটি জাহেরে রেওয়াএত দোর্রেল-মোখতারে উহাকে সমধিক সহিহ্ মত এবং কবিরিতে উহাকে বিশ্বাসযোগ্য বলা হইয়াছে। মোজতাবা কেতাবে ইহাকে ছহিহ্ মত বলা হইয়াছে। বাহরোর-রায়েকে আছে যে, ইহাই হেদায়া ও হাদিসের স্পষ্ট মর্ম্মে বুঝা যায় এবং দোরার ও গোরারের মত জইফ (দুর্ব্বল) সপ্রমাণ হইয়াছে।

বারজান্দির টীকায় আছে যে, ইহাই অনেকগুলি হাদিছের অনুকূল মত। —শাঃ ১/১১৭। নুঃ মাঃ ৬১। বাঃ ১/৫০। কবিরি ৪৯।

লেখক বলেন প্রথম মতটি গ্রহণীয়।

৮। প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তিনবার ধৌত করা কালে প্রথম বারে মর্দ্দন করা সুন্নত। —কঃ ৪৯, নুঃ মাঃ তাঃ ৬১।

৯। গোসলের সময় কেবলা মুখী না হওয়া সুন্নত।

১০। এরূপ স্থানে গোসল করা সুন্নত যে, যেন কেহ তাহাকে দেখিতে না পায়।

১১। অতিরিক্ত পানি ব্যয় না করা এবং নিয়মিত পানি অপেক্ষা কম ব্যয় না করা সুন্নত। উপরোক্ত তিনটি সুন্নতের কথা মনইয়ার ১৪ পৃষ্ঠায় আছে।

১২। মেসওয়াক করা সুন্নত।

১৩। একটি অঙ্গ ধৌত করিয়া অন্য অঙ্গ ধৌত করিতে এত বিলম্ব না করা সুন্নত যে, প্রথম অঙ্গটি সুখাইয়া যায়। এই তিনটি সুন্নতের কথা শামীর প্রথম খণ্ড (১১৫ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে। আরও উক্ত কেতাবে লিখিত আছে যে ওজুর যতগুলি সুন্নত আছে, গোসলেরও সেইগুলি সুন্নত হইবে। কেবল ওজুর তরতবি পৃথক, আর গোসলের তরতবি পৃথক, আর ওজুকালে দোয়া পাঠ সুন্নত, আর গোসলের সময় দোয়া পাঠ মকরুহ ইহা নুরুল ইজাহ কেতাবে আছে।

(মসলা) যদি কেহ গোসল কিম্বা ওজু করার পরিমাণ সময় প্রবাহিত (জারি) পানিতে ডুবিয়া থাকে, তবে সুন্নত অনুযায়ী গোসল ও ওজু আদায় হইয়া যাইবে।

এইরূপ যদি কেহ বর্ষার পানীতে দাঁড়াইয়া থাকে কিম্বা বড় হাওজে ডুবিয়া যায়, তবে ওজু গোসল সুন্নত সমেত আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু শামিতে আছে, বদ্ধ পানিতে ডুবিয়া শরীর নাড়াইলে, সুন্নত সমেত গোসল এবং ওজু আদায় হইয়া যাইবে, আর যদি শরীর নাড়াইয়া না থাকে, তবে গোসল ও ওজু আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু গোসল ও ওজুর সুন্নত আদায় হইবে না।—শাঃ, ১/১১৪/১১৬, বাঃ ১/৫২, মাঃ ৬০/৬১।

পাঠক, মনে রাখিবেন উক্ত অবস্থায় কুল্লি করিতে এবং নাকে পানি দিতে ভুলিবেন না, নচেৎ গোসল জায়েজ হইবে না এবং ওজু মকরুহ হইবে।

(মসলা) যদি গোসল করা কালে এক অঙ্গ ধৌত করা পানি অন্য অঙ্গে লইয়া উহা ধৌত করে, এক্ষেত্রে যদি উক্ত পানি বিন্দু বিন্দু পড়িতে থাকে, তবে ঐ দ্বিতীয় অঙ্গের ধৌত কার্য্য জায়েজ হইয়া যাইবে, কিন্তু ওজু করা কালে এক অঙ্গের ধৌত করা পানি অন্য অঙ্গে লইয়া ধৌত করিলে, ওজু জায়েজ হইবে না। —শাঃ ১/১১৭/১১৮।

প্রশ্ন ঃ— গোসলের নিয়ত কিরূপ করিতে হইবে?

উত্তর ঃ— আরবীতে এরূপ নিয়ত করিবে;—

"আমি নাপাকি দূর হওয়ার জন্য গোসলের নিয়ত করিলাম।"—আঃ ১/১৪।

প্রশ্ন ঃ— গোসলের মোস্তাহাব কি কি?

উত্তর ঃ— ওজুর যতগুলি মোস্তাহাব আছে, গোসলের সেইগুলিই মোস্তাহাবের মধ্যে গণ্য হইবে, কিন্তু যদি কোন গুপ্তাঙ্গ খুলিয়া গোসল করে, তবে কেবলামুখী হওয়া মোস্তাহাব নহে, আর যদি তহবন্দ পরিধান অবস্থায় গোসল করে, তবে কোন দোষ হইবে না।

১। গোসল করা অবস্থায় কোন প্রকার কথা না বলা বা কোন প্রকার দোয়া পাঠ না করা মোস্তাহাব, ইহা কবিরির ৫০ পৃষ্ঠায় আছে শামির ১/১১৫ পৃষ্ঠায় আছে, যেরূপ কথায় কোন লাভ নাই; তাহা না বলা ছুন্নত (অর্থাৎ ছুন্নতে জায়েদা বা মোস্তাহাব)।

২। গোসলের পরে রুমাল দ্বারা শরীর মুছিয়া ফেলা মোস্তাহাব।

৩। কাপড় পরিধান করার পরে দুই পা ধৌত করা মোস্তাহাব।

৪। গোসল করার পরে দুই রাক্‌য়াত নফল নামাজ পড়া মোস্তাহাব। উপরোক্ত মস্‌লা তিনটি মনইয়ার ১৫ পৃষ্ঠার আছে।

৫। কর্ণদ্বয়ে পানি পৌঁছানোর পরে কর্ণদ্বয়ের ছিদ্রে কনিষ্ঠ অঙ্গুলী প্রবেশ করারন মোস্তাহাব।

৬। নাপাকির গোসল সত্বরে করা মোস্তাহাব।

৭। ঢিলা আঙ্গুটি নাড়াইয়া দেওয়া মোস্তাহাব।

৮। মৌখিক নিয়ত করা মোস্তাহাব।

৯। যেন গোসল করা পানির ছিটা শরীরে না লাগে, এজন্য উচ্চস্থানে বসিয়া গোসল করা মোস্তাহাব।

১০। গোসলের পরে অবশিষ্ট কিছু পানি পান করা মোস্তাহাব।

১১। কাহারও সাহায্য না লওয়া মোস্তাহাব। এই মসলাগুলি তাহতাবির ৮৯পৃষ্ঠায় আছে।

প্রশ্ন ঃ— গোসলের মকরুহ কি কি?

উত্তর ঃ—১। গোসলের মধ্যে দোয়া পড়া, প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করা কালে বিছমিল্লাহ কিম্বা দরুদ পড়া মকরুহ।

২। মুখে কিম্বা অন্য শরীরে জোরে পানির ছিটা মারা মকরুহ।

৩। নিয়মিত পানি অপেক্ষা অধিক কিম্বা কম পানি ব্যয় করা

মকরুহ।—তাঃ ১/৮৯।

৪। নির্জ্জন স্থান হইলেও গুপ্তাঙ্গ খুলিয়া গোসল করা মকরুহ —মাঃ ৬১।

ওজুতে যতগুলি মকরুহ আছে, গোসলেও ততগুলি মকরুহ আছে।—নুঃ ৬১।

গোসলের ধারা।

প্রথমে প্রস্রাব পায়খানার আবশ্যক হইলে, উহা করিয়া লইবে, তৎপরে উত্তর কিম্বা দক্ষিণ দিক্ মুখ করিয়া যদি সম্ভব হয় নির্জ্জন এবং উচ্চস্থানে বসিয়া মুখে বিসমিল্লাহ পড়িবে এবং অন্তরে গোসলের নিয়ত করিবে, তৎপরে পানি পাত্রে হাত ডুবাইয়া পূর্ব্বে দুই হাত কব্জা অবধি ধৌত করিয়া লইবে, তৎপরে ডাহিন হাতে পানি ঢালিয়া বাম হাত দ্বারা লিঙ্গ এবং মলদ্বার ধৌত করিয়া লইবে, তৎপরে ঐ প্রকার শরীরের অন্য স্থানে নাপাকি লাগিয়া থাকিলে, ধৌত করিয়া বাম হাত মাটিতে মর্দ্দন করিয়া লইবে, (বাঃ হাদিস) তৎপরে নামাজের ওজুর ন্যায় ফরজ, ছুন্নত ও মোস্তাহাব সহ ওজু করিয়া লইবে, কিন্তু যদি গোসল করা পানি পায়ের নিকট সংগৃহীত হয়, এমতস্থানে গোসল করিলে দুই পা ধৌত করিবে না। তৎপরে তিনবার মস্তকে পানি ঢালিয়া দিবে, তৎপরে তিনবার ডাহিন স্কন্ধে তৎপরে বাম স্কন্ধে তিনবার, তৎপরে অবশিষ্ট শরীরে তিনবার পানি ঢালিয়া দিবে, এই শরীরে পানি ঢালিবার সময় প্রথমবারে প্রত্যেক স্থান মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই পানি ঢালিবার সময় নিয়মিত পানি ঢালিবার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। তৎপরে একখানা রুমাল (গামছা) দ্বারা শরীর মুছিয়া ফেলিবে, তৎপরে বস্ত্র পরিধান করিয়া যদি পদদ্বয় ধুইয়া না থাকে, তবে ধুইয়া লইবে। তৎপরে দুই রাক্‌য়াত নফল নামাজ পড়িয়া লইবে।

প্রশ্ন ঃ— গোসলের নিয়মিত পানি কি?

উত্তর ঃ—হজরত নবি (ছাঃ) এক ছায়া' পানি দ্বারা গোছল করিতেন, এক ছায়া' প্রায় তিন সের আধপোয়া হয়, ইহাকে নিয়মিত পানি বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ—ইহার কম বেশী পানি ব্যবহার করা কি?

উত্তর ঃ—মারাকিল-ফলাহ্ কেতাবের ৬ পৃষ্ঠায় আছে যে, ওজু ও

গোসলের পানির কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই, যেহেতু মনুষ্যদিগের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন অতিরিক্ত বেশী পানি ব্যায় করিবে না, নিতান্ত কম পানিও ব্যয় করিবে না, বরং মধ্যম ধরণের পানি ব্যবহার করিবে। বাহরোর রায়েকের ৫২ পৃষ্ঠায় আছে, এমাম মোহাম্মদ জাহেরে রেওয়াএতে গোছলের জন্য এক ছায়া' এবং ওজুর জন্য এক 'মদ' পানি স্থির করিয়াছেন, স্বভাবতঃ কম পক্ষে এই পরিমাণ পানি ওজু এবং গোসলের জন্য যথেষ্ট হইয়া থাকে, এই পরিমাণটি লাজেম নহে, এমন কি এই পরিমাণ অপেক্ষা কম পানিতে যাহার গোসল পূর্ণভাবে হইয়া যায়, তাহার পক্ষে তাহই যথেষ্ট হইবে, আর যাহার পক্ষে এই পরিমাণ পানি যথেষ্ট না হয়, সে ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক পানি লইবে, কেননা মুনষ্যদিগের শরীর ও অবস্থা পৃথক পৃথক হইয়া থাকে, ইহা বাদায়ে কেতাবে আছে।

এমাম নাবাবী বলিয়াছেন, (ওজু গোসলে) নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পানি (ব্যয় করা) লাজেম না হওয়ার প্রতি এজমা হইয়াছে।

খোলছা কেতাবে আছে, যদি উক্ত এক ছায়া' পানিতে মনের সন্দেহ থাকিয়া যায়' তবে আবশ্যক মত পানি ব্যয় করিবে।

বাহরোর-রায়েক প্রণেতা বলেন যদি এক 'ছায়া' পানি যথেষ্ট হয়, তবে হজরতের অনুসরণ করিয়া ঐ পরিমান পানি ব্যয় করা উত্তম।

শামির ১১৭ পৃষ্ঠায় আছে, হুলইয়া কেতাবে আছে, ওজু ও গোসলে কি পানি যথেষ্ট হইবে, ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ না থাকার প্রতি মুসলমানগণের এজমা হইয়াছে, আর হাদিছ অনুসারে জাহেরে রোওয়াএতে যে কম পক্ষে ওজুতে এক 'মদ' এবং গোসলে এক 'ছায়া' পানি যথেষ্ট হওয়ার কথা আছে, উক্ত পরিমাণ (পানি ব্যয় করা) লাজেম নহে, বরং উহা ছুন্নত পরিমাণে নিম্নদরের কথা।

বাহরোর-রায়েকে আছে, যদি উহাতে যথেষ্ট না হয়, তবে বেশী পানি লইবে, এমদাদ প্রভৃতি কেতাবে ইহার প্রতি দৃঢ় আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে।

লেখক বলেন, আবশ্যক অপেক্ষা অধিক পানি ব্যয় করা মকরুহ্।

(মসলা) যদি কোন স্ত্রীলোক স্বামী সঙ্গমের পরে হায়েজ (ঋতু) দেখিতে পায়, তবে ইচ্ছা হইলে, প্রথম নাপাকির জন্য গোসল করিয়া লইতে পারে, আর ইচ্ছা করিলে, হায়েজ হইতে পাক হইয়া উভয় গোসল

এক সঙ্গে করিতে পারে। এইরূপ কোন স্ত্রীলোকের ঋতু হওয়ার পরে স্বপ্নদোষ হইলে, ইচ্ছা হয়ত স্বপ্নদোষের জন্য পৃথক গোছল করিয়া লইবে, আর ইচ্ছা হয়ত হায়েজ হইতে পাক হইয়া একসঙ্গে উভয় বিষয়ের জন্য গোছল করিয়া লইবে।

(মছলা) যদি নাপাক ব্যক্তি নামাজের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত দেরী করিয়া গোছল করে তবে গোনাহগার হইবে না।

(মছলা) নাপাক ব্যক্তি গোছল কিম্বা ওজু করার পরে নিদ্রা গেলে অথবা দ্বিতীয়বার স্ত্রীসঙ্গম করিলে কোন দোষ হইবে না, কিন্তু দ্বিতীয়বার স্ত্রীসঙ্গম করার পূর্ব্বে ওজু করা মোস্তাহাব। উপরোক্ত তিনটি মছলা কবিরির ৫৪ পৃষ্ঠায় আছে।

(মছলা) যদি কোন লোকের স্বপ্নদোষ হয়, তবে গোসল করার পূর্ব্বে স্ত্রীসঙ্গম করিবে না, কেননা এক্ষেত্রে শয়তান তাহার এই কার্য্যে শরিক হইয়া থাকে, আর তাহার এই সঙ্গমে সন্তান হইলে পাগল কিম্বা কৃপণ হইতে পারে।—শামি, ১/১২৯।

(মছলা) স্বামী ও স্ত্রী একই পাত্র হইতে পানি লইয়া গোছল করিতে পারে।—কঃ, ৫৪।

(মছলা) নাপাক ব্যক্তির পক্ষে দুই হাত ও মুখ ধৌত করিবার পূর্ব্বে পানাহার করা মকরুহ।

কাজিখান বলিয়াছেন, নাপাক ব্যক্তি ভক্ষণ করার কিম্বা পান করার ইচ্ছা করিলে, তাহার দুই হাত ও মুখ ধৌত করা মোস্তাহাব আর যদি উহা ত্যাগ করে কোন দোষ হইবে না।

সহিহ্ বোখারি ও মোছলেমে হজরত আএশা (রাঃ) হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হজরত নবি (ছাঃ) নাপাক অবস্থায় ভক্ষণ করার কিম্বা নিদ্রিত হওয়ার ইচ্ছা করিলে, ওজু করিয়া লইতেন। —কঃ, ৫৪।

'বাদায়ে' কেতাবে আছে যে, দুই হাত ও মুখ ধুইবার অগ্রে ভক্ষণ করা মকরুহ তঞ্জিহি। —শাঃ, ১/১২৯।

(মছলা) স্ত্রীর গোছল এবং ওজুর পানির মূল্য স্বামী বহন করিতে বাধ্য, ইহা ফরজ গোছলের ব্যবস্থা, আর যদি স্ত্রীর উপর গোসল ফরজ না থাকে, কিন্তু শরীরের ময়লা পরিষ্কারের জন্য স্বামী তাহাকে গোছল করিতে হুকুম করে, তবে স্বামীর পক্ষে উক্ত গোছলের পানির ব্যয় বহন করা

ওয়াজেব হইবে, আর যদি গোছল করিতে হুকুম না করে, তবে স্বামীর উপর উহার ব্যয় বহন করা ওয়াজেব নহে।—শাঃ, ১/১২৫।

(মছলা) নাপাক ব্যক্তির পক্ষে অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত মসজিদে দাখিল হওয়া হারাম। এইরূপ হায়েজ ও নেফাছ অবস্থায় স্ত্রীলোকের মসজিদে প্রবেশ করা হারাম।

(মছলা) নাপাক ব্যক্তির পক্ষে ঈদগাহ, জানাজা স্থান, মাদ্রাছা এবং তরিকতপন্থিগণের খানকাহ্‌ বা এবাদত স্থানে দাখিল হওয়া হারাম নহে। এইরূপ মছজিদের পার্শ্ববর্তী স্থানে তাহার দাখিল হওয়া হারাম নহে।

(মছলা) যদি মসজিদে নিদ্রিত হওয়া অবস্থায় কাহারও স্বপ্নদোষ হয়, তবে সে ত্রস্তভাবে মছজিদ হইতে বাহির হইয়া যাইবে, এই বাহির হওয়ার সময় তাহার পক্ষে তায়াম্মম করা মোস্তাহাব। আর যদি মছজিদ হইতে বাহির হইয়া গেলে (প্রাণ কিম্বা অর্থ নষ্ট হওয়ার) আশঙ্কা হয়, তবে তায়াম্মম করিয়া মছজিদে থাকিয়া যাইবে, এমতাবস্থায় তায়াম্মম করা ওয়াজেব।

(মছলা) যদি কাহারও গৃহের দরজা মছজিদের দিকে হয় এবং উক্ত দরওয়াজা পরিবর্তন করার সম্ভব না হয়, তবে যখন সে উক্ত মছজিদের উপর দিয়া নাপাক অবস্থায় গমন করে, তখন তাহার প্রতি তায়াম্মম করা ওয়াজেব হইবে।

(মছলা) একজন প্রবাসী (মোছাফের) নাপাক অবস্থায় মছজিদের নিকট উপস্থিত হইয়া উক্ত মছজিদের মধ্যে পানির হাওজ দেখিতে পায়, কিন্তু তথায় অন্য কোন লোক না থাকে, এক্ষেত্রে পানি লওয়ার জন্য মসজিদে দাখিল হইতে গেলে, তাহার প্রতি তায়াম্মম করা ওয়াজেব হইবে।

(মছলা) দোরার কেতাবে তাতারখানিয়া হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বে-ওজু অবস্থায় কাহারও কোন মছজিদে দাখেল হওয়া কিম্বা কা'বা শরিফের তাওয়াফ করা মকরুহ।

কাহাস্তানিতে আছে, যাহার শরীরে নাপাকি থাকে, তাহার মছজিদে দাখিল হওয়া অনুচিত।

(মছলা) খাজানা কেতাবে আছে, যদি কেহ মছজিদে বায়ু ছাড়িতে চাহে, তবে কতক বিদ্বানের মতে উহাতে কোন দোষ হইবে না। আর কতক সংখ্যক বিদ্বান বলিয়াছেন, যদি কাহারও বায়ু ত্যাগ করার ইচ্ছা

হয়, তবে মছজিদ হইতে বাহির হইয়া বায়ু ত্যাগ করিবে, ইহাই সমধিক ছহিহ্ মত। উপরোক্ত সাতটি মছলা শামির ১/১২৬/১২৭ পৃষ্ঠায় আছে।

(মছলা) যদি শিশু কিম্বা উন্মাদ ব্যক্তিকে মছজেদে দাখিল করিলে, এরূপ ধারণা বলবৎ হয় যে, উহারা মছজিদকে নাপাক করিয়া ফেলিবে, তবে উহাদিগকে মছজিদে দাখিল করা মকরূহ তহরিমি হইবে, আর যদি এইরূপ ধারণা বলবৎ না হয়, তবে মকরূহ তান্জিহি হইবে।—শাঃ ১/৪৮৭।

(মছলা) মছজিদে ভিক্ষা করা হারাম, আর যদি ভিক্ষুক লোকের ঘাড়ের উপর দিয়া চলিয়া যায়, তবে তাহাকে দান করা মকরূহ। ইহা মনোনীত মত।—তাঃ ১/২৭৮।

(মছলা) মছজিদে উচ্চ শব্দে জেকর করিলে, যদি কাহারও নিদ্রা ভঙ্গ হয়, কোন নামাজি কিম্বা কারীর নামাজে বিঘ্ন ঘটে অথবা রিঃ কারীর সম্ভাবনা হয়, তবে এইরূপ জেকর করা মকরূহ হইবে, এইরূপ ফকিহ্ ব্যক্তি শিক্ষা দেওয়ার জন্য উচ্চ শব্দ করিলে, যদি নামাজি কিম্বা কারীর ব্যাঘাত না হয়, তবে মকরূহ হইবে না।—তাঃ ১/২৭৮, শাঃ ১/৪৮৮।

(মছলা) মছজিদে ওজু করা মকরূহ, মছজিদকে ওজু করা পানি, শ্লেষ্মা, থুথু হইতে পরিষ্কার রাখা ওয়াজেব। যদি মছজিদে ওজু করার স্থান প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, তবে তথায় ওজু করা মকরূহ হইবে না।—শাঃ ১/৪৮।

(মছলা) মছজিদে নিদ্রা যাওয়া ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে মকরূহ, ইহা তজনিছ কেতাবে আছে, এইরূপ তথায় আহার করাও মকরূহ, কিন্তু মোছাফের ও এ'তেকাফকারীর পক্ষে তথায় নিদ্রা যাওয়া ও আহার করা মকরূহ নহে।—দোঃ ১/৫১, তাঃ ১/২৭৮।

(মছলা) মছজিদের প্রাচীরের উপর, প্রস্তরের উপর, বিছানার উপর কিম্বা নীচে থুথু কিম্বা শ্লেষ্মা নিক্ষেপ করিবে না। যদি থুথু কিম্বা শ্লেষ্মা নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হয়, তবে নীজের কাপড়ের উপর নিক্ষেপ করিবে, আর যদি বিছানার উপর থুথু কিম্বা শ্লেষ্মা ফেলিতে বাধ্য হয়, তবে উহা মুছিয়া ফেলিবে।—আঃ, ১/১১৬।

(মছলা) পিয়াজ, রশুন ইত্যাদি গন্ধময় বস্তু খাইয়া মছজিদে যাওয়া মকরূহ তহরিমি। এইরূপ ব্যক্তিকে মছজিদে যাইতে নিষেধ করা যাইবে।—শাঃ ১/৪৮৯। পাঠক, ইহাতেই তামাকের অবস্থা বুঝুন।

(মছলা) মছজিদে ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি ব্যবসা করা মকরুহ, কিন্তু এ'তেকাফ অবস্থায় যদি তাহার বা তাহার পরিজনের আবশ্যক হয় এবং উক্ত বস্তু মছজিদের মধ্যে লইয়া না যায়,তবে তথায় ক্রয় বিক্রয় মকরুহ হইবে না।—তাঃ ১/২৭৮।

(মছলা) যে ব্যক্তির মুখে, বগলে বা কাপড়ে দুর্গন্ধ থাকে এবং তদ্দ্বারা মুছল্লিগণ কষ্ট পায়, তাহাকে মছজিদে যাইতে নিষেধ করা যাইতে পারে, যে কেহ (মছজিদে) লোকের নিন্দাবাদ করে কিম্বা চোকলখুরি করিয়া ফাসাদ সৃষ্টি করে, তাহাকে মছজিদে যাইতে নিষেধ করা যাইবে।— শাঃ ১/৪৮৯, তাঃ ১/২৭৮।

(মছলা) যদি মোবাহ্ কথা বলিবার ধারণায় মছজিদে বসিয়া এতৎসম্বন্ধে কথা বলে, তবে সকলের মতে মকরুহ হইবে। আর যদি এবাদতের নিয়তে মছজিদে বসিয়া থাকে, তৎপরে মোবাহ্ কথা বলিয়া ফেলে, তবে নহরোল-ফায়েকের মতে মকরুহ হইবে, কিন্তু বাহরোর-রায়েকের মতে উহা মকরুহ নহে, কামাল এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

তাহতাবি ও শামি নহরোল-ফায়েকের মত রদ করিয়াছেন। শামি বলিয়াছেন, মছজিদে মন্দ কথা বলাই নিষিদ্ধ। শাঃ ১/৪৮৯, তাঃ ১/২৭৮, হাঃ শাঃ ১/১৩৮।

(মছলা) মছজিদে হেবা করা মকরুহ নহে, মছজিদে নেকাহ পড়ান মোস্তাহাব।—শাঃ ১/৪৮৯।

(মছলা) মছজিদে বিচার ব্যবস্থা করা ও ফৎওয়া দেওয়াতে দোষ নাই।—তাঃ ১/২৭৮।

(মছলা) মছজিদে বেতন লইয়া কোর-আন কিম্বা এল্‌ম লিখিয়া দেওয়া মকরুহ, বিনা বেতনে উহা লিখিলে, মকরুহ হইবে না। শিক্ষকেরা বেতন লইয়া মছজিদে বালকদিগকে শিক্ষা দিলে, মকরুহ হইবে, বিনা বেতনে নেকী পাওয়ার আশায় শিক্ষা দিলেও দেখিতে হইবে যে, যদি গরমি ইত্যাদির ওজরে মছজিদে আশ্রয় লইয়া থাকে, তবে মকরুহ হইবে না। আর যদি অকারণে এইরূপ করিয়া থাকে, তবে মকরুহ হইবে।— ফৎহোল কদির ১/১৭৪/১৭৫।

(মছলা) বিনা ওজু কিম্বা নাপাকি অবস্থায় কা'বা গৃহের তাওয়াফ করা হারাম।—মাঃ ৮৩, শাঃ ১/১২৮।

(মছলা) নাপাক ব্যক্তির পক্ষে কোর-আন শরিফ পাঠ করা হারাম। এইরূপ হায়েজ ও নেফাছের সময় স্ত্রীলোকের কোর-আন পাঠ করা হারাম কিন্তু তাহারা কোর-আন শরিফের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কোন দোষ হইবে না।— দোঃ ১৪।

প্রশ্ন ঃ—নাপাক ব্যক্তি এক আয়েতের কম পড়িতে পারে কিনা?

উত্তর ঃ—এই মছলায় মতভেদ হইয়াছে, তাহ্‌তাবির রেওয়াএত অনুযায়ী নাপাক ব্যক্তির পক্ষে এক আয়তের কম পাঠ করা জায়েজ আছে, খোলাছা কেতবে এই মতটি ছহিহ্ বলা হইয়াছে। ফখরোল ইছলাম 'জামে-ছগির, কেতাবে এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

জাহেদী ইহাকে অধিকাংশ বিদ্বানের মত বলিয়া দাবী করিয়াছেন।

মুহিত প্রণেতা ইহাকে যুক্তিযুক্ত মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে করখির মতানুযায়ী উহা জায়েজ হইবে না, হেদায়া প্রণেতা 'তজনিছ' কেতাবে কাজিখান 'জামে-ছগিরে'র টীকায় এবং ওলওয়ালজিয়া নিজ ফাতাওয়াতে এই মতটি সহিহ্ বলিয়াছেন। মোস্তাছফাতে এই মতটি সমর্থন করা হইয়াছে। কাফিতে এই মতটি প্রবল বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। বাদায়ে' প্রণেতা ইহা অধিকাংশ ফকিহ্ বিদ্বানের মত এবং ছহিহ্ মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বাহ্‌রোরবায়েকে এই মতটি গ্রহণীয় বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন।—বাঃ, ১/১৯৯।

দোর্‌রোল মোখতারে ও মারাকিল-ফালাহ কেতাবে এই মতটি মনোনীত বলা হইয়াছে।

লেখক বলেন, শেষ মতটি গ্রহণীয়।

(মছলা) নাপাকি হয়েজ ও নেফাজ অবস্থার (কোরআন শরিফের শব্দগুলির) 'হে যে' করা মকরুহ্ নহে। এইরূপ ব্যক্তি ঋতুবতী (হায়েজ ওয়ালী) স্ত্রীলোকের বালকদিগকে একটি শব্দকে অন্য শব্দের সহিত যোগ না করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষা দেওয়া মকরুহ্ নহে। —মাঃ তাঃ ৮২, কঃ ৫৫, শাঃ, ১/১২৭।

(মছলা) যদি কেহ নাপাক অবস্থায় দোয়ার নিয়তে ছুরা ফাতেহা বা এরূপ কোন আয়ত পাঠ করে, যাহার মধ্যে দোয়ার অর্থ পাওয়া যায়, তবে সমধিক সহিহ্ মতে উহা জায়েজ হইবে।

ওইউন কেতাবে আছে যে, ইহাতে কোন দোষ নাই। গায়াতোন-বায়ান, মারাকিল-ফালাহের টীকা, তাহতাবি ও দোর্রোল-মোখতারে ইহাকে সমধিক ছহিহ ও মনোনীত মত বলা হইয়াছে। (এমাম) হোলওয়ানি এই মতটি পছন্দ করিয়াছেন।—শাঃ ১/১২৭, মাঃ তাঃ ৮২।

(মছলা) নাপাক ব্যক্তি কোন কার্য্য আরম্ভ করা উদ্দেশ্যে বিছমিল্লাহ পাঠ করিলে, শুভ-সংবাদ শুনিয়া 'আলহামদোলিল্লাহ' পড়িলে এবং অশুভ সংবাদ শুনিলে 'ইন্নালিল্লাহে আইন্না এলায়হে রাজেউন' পড়িলে কোন দোষ হইবে না।—কঃ ৫৫, বাঃ ১/১৯৯।

(মছলা) যদি নাপাক ব্যক্তি কেরাত করার নিয়তে বিছমিল্লাহ পা করে, তবে উহা জায়েজ হইবে না। তাহার পক্ষে বিছমিল্লাহ লিখিত কাগজ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ।—আলমগিরির হাশিয়ায় লিখিত কাজিখান, ১৪৯।

(মছলা) নাপাক ব্যক্তি জেক্‌র করিলে বা দোয়া-কনুত পড়িলে, মকরুহ হইবে না, ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্য মত বলিয়া জহিরিয়া কেতাবে লিখিত আছে, ইহা বাহরোর-রায়েকের ১/২৫০ পৃষ্ঠায় আছে, কিন্তু দোর্রোল-মোখতারে আছে যে, নাপাক অবস্থায় দোওয়া পড়া মকরুহ তহরিমি না হইলেও মকরুহ তঞ্জিহি হইবে, যেহেতু প্রত্যেক দোওয়া পাঠ কালে ওজু করা মোস্তাহাব।

লেখক বলেন, প্রথম মতটি গ্রহণীয়।

(মসলা) নাপাক অবস্থায় আজান ও একামত দেওয়া মকরুহ তহরিমি, এইরূপ বেওজু অবস্থায় একামত দেওয়া মকরুহ, কিন্তু বেওজু অবস্থায় আজান দেওয়া ফৎওয়া গ্রাহ্য ও জাহেরে রেওয়াএত অনুযায়ী মকরুহ হইবে না। —শাঃ ১/২৮১, বাঃ ১/২৬৩।

(মছলা) নাপাক ব্যক্তির পক্ষে আজানের জওয়াব দেওয়া জায়েজ হইবে। —আঃ ১/৩৯।

(মছলা) নাপাক কিম্বা বেওজু ব্যক্তির কোরআন স্পর্শ করা হারাম। এইরূপ যে টাকা, তক্তা কিম্বা প্রাচীরে কোরআন শরিফের একটি পূর্ণ আয়ত লিখিত আছে, উক্ত টাকা কিম্বা তক্তা ও প্রাচীরের কোর-আন লিখিত স্থান স্পর্শ করা হারাম।

যদি কোর-আন শরিফ কাপড়ের কিম্বা চামড়ার গেলাফের মধ্যে থাকে এবং উক্ত গেলাফটি কোর-আন শরিফের সহিত সেলাই করা না

হয়, তবে নাপাক ব্যক্তি উক্ত গেলাফ স্পর্শ করিতে পারে। আর কোর-আন শরিফ চামড়ার জেলদ করা হইলে, নাপাক ব্যক্তির পক্ষে উক্ত চামড়া স্পর্শ করা জায়েজ নহে, দেহায়া ও অধিকাংশ কেতাবে এই মতটি ছহিহ্ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে এবং ছেরাজ কেতাবে ইহাকে ফেৎওয়া গ্রাহ্য মত বলা হইয়াছে। বাহরোর-রায়েক ও কবিরিতে এই মতটি গ্রহণীয় বলা হইয়াছে।—বাঃ, ১/২০১ শামি, ১/১২৮/ কঃ,৬ / আঃ, ১/৩৯।

(মছলা) বেওজু ব্যক্তির পক্ষে মৌখিক কোর-আন পাঠ করা মকরূহ নহে। —মন্‌ইয়া ১৬।

(মছলা) যে টাকায় পূর্ণ আয়ত বা কোন ছুরা লিখিত আছে, যদি উহা থলির মধ্যে থাকে, তবে নাপাকি বা বেওজু অবস্থায় উক্ত থলি স্পর্শ করিলে কোন দোষ হইবে না। —কঃ, ৫৬।

(মছলা) নাপাক ব্যক্তি আস্তিন দ্বারা কোর-আন শরিফ স্পর্শ করিতে পারে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে মারাকিল ফালাহ্ কেতাবের ৮২ পৃষ্ঠায় উহা মকরুহ তহরিমি বলিয়া লিখিত হইয়াছে, হেদায়া ও মাজমায়োল-আনহোরে এই মতটি ছহিহ্ বলা হইয়াছে। খোলাছা কেতাবে হহি, অধিকাংশ ফকিহ্ বিদ্বানের মত বলা হইয়াছে। কাজিখানে উহাকে জাহেরে রোওয়াএত বলা হইয়াছে। এইরূপ পরিধেয় অন্য কাপড় দ্বারা কোর-আন শরিফ স্পর্শ করার মছলা বুঝিতে হইবে।—১/১২৮। বাঃ, ১/২০১ মাজঃ, ১/২৬।

(মছলা) কোর-আন শরিফের হাসিয়া বা যে স্থানে কিছু লেখা নাই তাহা নাপাকি অথবা বেওজু অবস্থায় স্পর্শ করা জায়েজ নহে, ইহাই ছহিহ্ মত, ইহা তবইন কেতাবে আছে। —আঃ ১/৩৯। বাঃ, ১/২০২। মাঃ, তাঃ, ৮২।

(মছলা) কাগজে লিকিত কোর-আন মজিদের কোন অংশ স্পর্শ করা নাপাকি বা বে-ওজু অবস্থায় জায়েজ নহে, কিন্তু তক্তা ও প্রাচীরের যে স্থানে আয়ত লিখিত আছে, সেই স্থানটি স্পর্শ করা নাজায়েজ হইবে, আর যে স্থানে আয়ত লিখিত হয় নাই, তাহা স্পর্শ করা জায়েজ হইবে।—বাঃ, ১/২০১। মাঃ তাঃ, ৯২।

(মছলা) নাবালেগের কোরআন শরিফ স্পর্শ করা মকরুহ্ নহে। নাবালেগকে (তাহার বে-ওজু অবস্থায়) কোর-আন শরিফ স্পর্শ করিতে

দেওয়া কিম্বা তাহাকে কোর-আন শরিফ আনিতে বলা নিষিদ্ধ নহে।—শাঃ, ১/১২৯।

(মছলা) ফার্সি ভাষায় অনুবাদিত কোর-আন স্পর্শ করা নাপাক কিম্বা বে-ওজু ব্যক্তির পক্ষে জায়েজ নহে, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।—আঃ, ১/৩৯, মাঃ তাঃ, ৮২। তাঃ ১৯৮।

পাঠক, এইরূপ উর্দ্দু বা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত কোর-আন শরিফের অবস্থাও বুঝিতে হইবে।

(মছলা) তফছির, ফেকহ, হাদিছ ইত্যাদি শরিয়তের কেতাব বিনা ওজু স্পর্শ করা মকরুহ, আর যদি পিরহানের আস্তিন দ্বারা তৎসমস্ত স্পর্শ করে, তবে মকরুহ হইবে না, ইহা মনইয়া ও কবিরিতে আছে।

জওহেরা ও সেরাজ কেতাবে আছে, তফছির ও ফেকহের কেতাবে যে স্থানে কোর-আন শরিফের আয়ত লিখিত আছে, সেই স্থানটি বে-ওজু কিম্বা নাপাকি অবস্থায় স্পর্শ করা জায়েজ নহে, তদ্ব্যতীত অন্য স্থান স্পর্শ করা জায়েজ আছে।

তাহতাবি দোর্রোল-মোখতারের টীকার ১০০ পৃষ্ঠায় এবং মারাকিল-ফালাহ কেতাবের টীকার ৮৩ পৃষ্ঠায় এই মতটি উত্তম (শরিয়তের) নিয়মের অনুকূল বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

বাহরোর-রায়েকের ২০২ পৃষ্ঠায় আছে, শরিয়তে কেতাব বিনা ওজু আস্তিন দ্বারা স্পর্শ না করাও মোস্তাহাব, বরং ওজু নষ্ট হইলে, নূতন ওজু করিয়া লইবে। ইহাতে (শরিয়তের কেতাবের) সমধিক সম্মান রক্ষা করা হয়।

(এমাম) হোলওয়ানি বলিয়াছেন, আমি (শরিয়তের কেতাব সমূহের) সম্মান রক্ষা করিয়া এইরূপ এলম লাভ করিয়াছি, আমি বিনা ওজু কোন কাগজ স্পর্শ করি নাই। এমাম ছারাখছির এক রাত্রে পেটের পীড়া হইয়াছিল, তিনি বারংবার নিজের কেতাব পাঠ করিতেছিলেন, এজন্য উক্ত রাত্রে ১৭বার ওজু করিয়াছিলেন।

পাঠক, এস্থলে আরও এই একটি মত শামি কেতাবের ১/১৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, তফছির বিনা ওজু স্পর্শ করা মকরুহ, কিন্তু ফেকহ, হাদিছ, নহো ইত্যাদি সংক্রান্ত কেতাবগুলি বিনা ওজু স্পর্শ করা মকরুহ নহে, ইহা দোর্রোল মোখতার, দোরার, হাবি কুদছি, মে'রাজ ও

তোহফা কেতাবে আছে, শামি প্রণেতা এই মতটি সমধিক প্রকাশ্য ও নিষিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

লেখক বলেন, তফছির বিনা ওজু স্পর্শ করা মকরুহ তহরিমি ধারণা করাই সঙ্গত, আর বিনা ওজুতে ফেক্‌হ, হাদিছ, নহো সংক্রান্ত কেতাবগুলি স্পর্শ না করা মোস্তাহাব, কিন্তু আয়ত লিখিত স্থানগুলি স্পর্শ করা নিষিদ্ধ হওয়াই সমধিক যুক্তিযুক্ত।

(মছলা) কলমের ন্যায় কোন বস্তু দ্বারা কোর-আন শরিফের পৃষ্ঠা উলটান জায়েজ আছে। —মাঃ, ৮৩। শাঃ, ১/১২৮।

(মছলা) কাগজ কিম্বা তক্তা মৃত্তিকায় রাখিয়া কোর-আন শরিফ লিখিবার কালে যদি কাগজ কিম্বা তক্তা এবং হাতের মধ্যে কোন বস্তু অন্তরাল থাকে, তবে উহা মকরুহ হইবে না।—কঃ, ৫৬।

(মছলা) নাপাক ব্যক্তির পক্ষে তওরাত ও ইঞ্জিল পাঠ করা মকরুহ, ইহা তবইন, নহরোল ফায়েক, সেরাজ, দোরার ইত্যাদি কেতাবে আছে, কবিরিতে এই মতটি ছহিহ্ বলা হইয়াছে।—মেনঃ ১/২০০। কাঃ ৫৮, দোঃ ২৫, আঃ ৩৯।

(মছলা) নাপাকি ও বে-ওজু অবস্থায় তওরাত, ইঞ্জিল ও জব্বুর স্পর্শ করা জায়েজ নহে, উহা মোবতাগি ও জখিরা কেতাবে আছে।—শাঃ, ১/১২৭/১২৮।

(মছলা) কোর-আন শরিফ কিম্বা আল্লাহতায়ালার নাম বিছানা বিছানার চাদর জায়নামাজ, মেহরাব, প্রাচীর ও টাকার উপর লিখন মকরুহ।—ফঃ ১/৬৬, শাঃ ১/১৩১/১৩২, কাঃ ১/৫৮, তাঃ ১/৫৮।

(মছলা) যে আঙ্গুটিতে কোর-আন শরিফের আয়ত কিম্বা আল্লাহতায়ালার নাম অঙ্কিত থাকে, উক্ত আঙ্গুটী অঙ্গুলীতে দিয়া পায়খানায় যাওয়া মকরুহ। যদি উক্ত আঙ্গুটী জেবের মধ্যে বা কোন বস্তু দ্বারা আবৃত থাকে, তবে কোন দোষ হইবে না। কিন্তু এরূপ না করাই উত্তম। যদি তাবিজ মোমজমা কিম্বা মাদুলি ইত্যাদির মধ্যে থাকে, তবে উহা সমেত পায়খানায় যাওয়াতে কোন দোষ হইবে না, কিন্তু এইরূপ না করাই উত্তম।—শাঃ ১/১৩১ কাঃ ৫৮, তাঃ ১/৫৮।

প্রশ্ন : । তাবিজ ও মন্ত্র কোন কোন প্রকার জায়েজ আছে?

উত্তর : জামে'ছগিরের টীকায় লিখিত আছে যে, বিদ্বানগণের এজমা

হইয়াছে যে, তিনটি শর্ত্ত পাওয়া গেলে, তাবিজ ও মন্ত্র জায়েজ হইবে, প্রথম এই যে, উহা আল্লাহ্‌তায়ালার কালাম কিম্বা তাঁহার ছেফাত হয়, দ্বিতীয় উহা আরবী ভাষায় হয় কিম্বা এরূপ ভাষায় হয়, যে উহার অর্থ বুঝা যায়, তৃতীয় এইরূপ বিশ্বাস হয় যে, নিজে তাবিজ ও মন্ত্র ক্রীয়া সাধন করিতে পারে না, বরং আল্লাহতায়ালার তক্‌দির অনুযায়ী উহার ক্রীয়া (আছর) প্রকাশ হয়।

কোরতবি বলিয়াছেন, মন্ত্র তিন প্রকার, এক প্রকার জাহেলিয়তের জামানার মন্ত্র, যাহার মর্ম্ম বুঝা যায় না, এইরূপ মন্ত্র ত্যাগ করা ওয়াজেব, নচেৎ ইহাতে মোশরেক হইয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয় আল্লাহ্‌তায়ালার কালাম কিম্বা নাম সমূহের মন্ত্র ইহা জায়েজ আছে, আর যদি ইহা হাদিছে উল্লিখিত হয় তবে মোস্তাহাব হইবে।

তৃতীয় কোন ফেরেশ্‌তা আলি কিম্বা আরশের ন্যায় উচ্চপদস্থ বস্তুর নামের মন্ত্র, যদি এইরূপ মন্ত্রে উক্ত বস্তুর দোহাই উল্লেখ থাকে তবে উহা ত্যাগ করা আবশ্যাক, নচেৎ উহা ত্যাগ করা ওয়াজেব নহে, বরং ত্যাগ করাই উত্তম।—তাঃ, ১/১০১।

(মছলা) গোছলখানা, পায়খানা ও জবাহ্ স্থান ইত্যাদি নাপাক স্থানে কোর-আন পাঠ করা, জেক্‌র করা কিম্বা দোয়া পাঠ করা মকরূহ।

খোলাছা কেতাবে আছে, যদি হাম্মামে চুপে চুপে কোর-আন পাঠ করে তবে কোন দোষ হইবে না, উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে মকরূহ হইবে, ইহাই মনোনীত মত। এইরূপ তছবিহ ও আল্‌হাম্‌দো পড়ার ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। যদি তথায় কাহারও গুপ্তাঙ্গ খোলা (অনাবৃত অবস্থায়) থাকে, তবে তথায় কোর-আন পড়িবে না, নচেৎ কোর-আন পাঠে কোন দোষ নাই।

কাজিখান বলেন, যদি হাম্মামটী পাক থাকে এবং তথায় কাহারও গুপ্তাঙ্গ খোলা না থাকে, তবে উচ্চৈঃস্বরে কোর-আন পাঠে কোন দোষ হইবে না। আর যদি হাম্মামটি নাপাক থাকে কিম্বা তথায় কাহারও গুপ্তাঙ্গ খোলা থাকে, তবে চুপে চুপে কোর-আন পাঠ করিলে কোন দোষ হইবে না। আর তছবিহ ও কলেমা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলেও কোন দোষ হইবে না।—কাঃ ৫৯, কাজিখান (আঃ হাশিয়ায় মুদ্রিত) ১/১৪১, বাঃ ১/২০২, মাঃ তাঃ ৮২।

পাঠক খোলাছা কেতাবের মর্ম্মে বুঝা গেল যে, হাম্মামখানা নাপাক থাকিলে কিম্বা তথায় কাহারও গুপ্তাঙ্গ খোলা থাকিলে, তছবিহ ইত্যাদি উচ্চঃস্বরে পাঠ করা মকরূহ কিন্তু কাজিখানের মর্ম্মে বুঝা যায় যে, উহা মকরূহ হইবে না, এস্থলে তছবিহ, কলেমা ও আল্‌হাম্‌দো চুপে চুপে পড়াই সঙ্গত।

(মছলা) কেতাবের দিকে পা লম্বা না করাই সম্মানের কার্য্য। বাঃ ১/২০২।

(মছলা) যদি কোর-আন শরিফ এরূপ পুরাতন হইয়া যায় যে, উহা অনুপযোগী হইয়া পড়ে এবং নষ্ট হওয়ার ভয় করে, তবে উহা পাক কাপড়ে জড়াইয়া দফন করিবে। ইহা বাহরোর-রায়েকের উক্ত পৃষ্ঠায় আছে।

আর শামির ১/১৩০ পৃষ্ঠায় তাহ্‌তাবির ১০০ পৃষ্ঠায় আছে যে, এরূপ স্থানে দফন করিবে যে, যেন উক্ত স্থল পদদলিত করা না হয় এবং অসম্মানিত করা না হয়।

জখিরাতে আছে, বোগলি কবর খনন করিয়া উহাকে দফন করিবে, সিন্দুকে কবরে দফন করিবে না, কেননা ইহাতে উহার উপর মৃত্তিকা নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, ইহাতেও সম্মানের লাঘব হইতে পারে। আর যদি সিন্দুকে কবরে এরূপ ছাদ করিয়া দেয় যে, উহার উপর মৃত্তিকা পড়িতে না পারে, তবে উত্তম হইবে।

কোর-আন শরিফ ব্যতীত অন্যান্য কেতাব ঐরূপ পাঠ করার অনুপযুক্ত হইয়া গেলে, উক্ত কেতবাগুলির মধ্য হইতে আল্লাহতায়ালা ফেরেশতাগণ ও রছুলের নাম মিটাইয়া ফেলিয়া জ্বালাইয়া ফেলিবে, কিম্বা অবিকল কেতাবগুলিকে প্রবাহিত পানিতে নিক্ষেপ করিবে অথবা দফন করিবে, ইহাই শ্রেয়ঃ।

(মছলা) যদি কেহ চলিতে চলিতে কিম্বা নিজের পেশায় সংলিপ্ত থাকিতে কোর-আন পড়ে, তবে কি হইবে?

উঃ। যদি উক্ত পথ চলায় কিম্বা কার্য্য করায় কোর-আন পাঠের উপর ধেয়ান ভঙ্গ না করে, তবে এই অবস্থায় কোর-আন পাঠ জায়েজ হইবে আর যদি ধেয়ান ভঙ্গ করে তবে জায়েজ হইবে না। —মাঃ তাঃ ৯২, কাজিঃ ১৪৯।

(মছলা) বিছানায় শুইয়া কোর-আন, তছবিহ, কলেমা ও দরূদ পাঠ জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ। বিছানায় শুইয়া কোর-আন পাঠ করিতে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন, এরূপ ভাবে কোর-আন পাঠ করা উচিৎ যাহাতে কোর-আন শরিফের সমধিক সম্মান রক্ষিত হয়। বিছানায় শুইয়া তছবিহ্ কলেমা দরুদ পাঠে কোন দোষ নাই।— কাজিঃ ১৫০, মাঃ তাঃ ৮২।

পাঠক, ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, (বিনা ওজুতে) শায়িত অবস্থায় কোর-আন পাঠ করা মকরুহ তঞ্জিহি।

(মছলা) এক ব্যক্তি কোর-আন পাঠ করিতেছে, আর এক ব্যক্তি তাহার পার্শ্বে ফেক্‌হ লিখিতেছে, এজন্য সে ব্যক্তি কোর-আন শ্রবণে মোনোনিবেশ করিতে পারিতেছে না, এক্ষেত্রে ফেক্‌হ লেখকের কোন দোষ হইবে না, বরং কোর-আন পাঠকারী গোনাহ্‌গার হইবে যেহেতু সে ব্যক্তি এরূপ স্থলে কোর-আন পাঠ করিতেছে যে, তথায় লোকেরা নিজেদের কার্য্যে সংলিপ্ত হইয়া আছে।—কাজিঃ ১৫০।

(মছলা) কোন কাফের, ইহুদী বা খৃষ্টানকে কোর-আন কিম্বা ফেকহ্ শিক্ষা দেওয়া জায়েজ কিনা?

উঃ। তাহাদিগকে কোর-আন শরিফ, ফেকহ্ আহকাম শিক্ষা দেওয়া জায়েজ হইবে, কেননা ইহাতে তাহাদের মুছলমান হওয়ার আশা করা যাইতে পারে। বাঃ, ২০২, কাঃ ১৫০।

বর্ত্তমান কালে কতক নামধারী মুছলমান চাকরীর লোভে খৃষ্টানদিগকে কোর-আন শিক্ষা দিয়া থাকেন, ইহা জায়েজ নহে, বরং নিশ্চয় হারাম হইবে, কেননা খৃষ্টানেরা মুছলমানদিগকে নিরুত্তর করার উদ্দেশ্যে কোর-আন শরীফ শিক্ষা করিয়া থাকে এবং কোর-আন শরীফ রদ করার বাতীল ধারণায় পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করিয়া থাকে, খোদাতায়ালা মুছলমানদিগের জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত করুন যেন, তাহারা লোভের আধিক্য বশতঃ এইরূপ লজ্জাহীনতা ধর্ম্মদ্রোহিতা অবলম্বন না করেন।—গায়াতোল-আওতার ১/৯০।

(মছলা) কাফেরদিগকে কোর-আন শরিফের স্পর্শ করার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে কিনা?

উত্তর। গোসল করা অবস্থায় হউক, আর নাই হউক, তাহাদিগকে কোর-আন শরীফ স্পর্শ করিতে নিষেধ করিতে হইবে। ইহাই বিশ্বাসযোগ্য মত। তাঃ ১/১০০।

(মছলা) কোর-আন শরীফ মস্তকের নীচে রাখা মকরুহ, কিন্তু যদি চোর হইতে রক্ষা কল্পে উহা করে, তবে মকরুহ হইবে না। এইরূপ তফছির ও শরীয়তের অন্যান্য কেতাবের অবস্থা বুঝিতে হইবে। এইরূপ দোয়াত কোন কেতাবের উপর রাখা মকরুহ কিন্তু যদি কোন কেতাব লেখার সময় উহার উপরে দোয়াত রাখার আবশ্যক হয়, তবে মকরুহ হইবে না। —শাঃ ১/১৩১, তাঃ ১/১০০।

(মছলা) নানাবিধ কেতাব একস্থানে সাজাইয়া রাখিতে হইলে কি ভাবে সাজাইয়া রাখিতে হইবে?

উত্তর। সকলের নীচে নহো কিম্বা অভিধান সংক্রান্ত কেতাব রাখিতে হইবে, তদুপরে স্বপ্নের মর্ম্মবাচক তা'বির সংক্রান্ত কেতাব রাখিতে হইবে, তদুপরে আকায়েদের কেতাব রাখিতে হইবে, তদুপরে ফেক্‌হের কেতাব রাখিতে হইবে, তদুপরে হাদিস ও হজরত হইতে উল্লিখিত উপদেশ ও দোয়া সংক্রান্ত কেতাব রাখিতে হইবে, তদুপরে তফছির রাখিতে হইবে, সর্ব্বোপরে কোর-আন শরীফ রাখিতে হইবে, এইরূপ ভাবে কেতাবগুলি সাজান মোস্তাহাব।—শাঃ ঐ পৃঃ তাঃ উক্ত পৃষ্ঠা।

কেরাতের কেতাবের উপর তফসিরের কেতাব রাখিতে হইবে।—বাঃ ১/২০২।

(মছলা) যে টাকায় আয়ত লেখা থাকে, উহা অগ্নিতে গলান জায়েজ আছে কিনা?

উঃ। যদি উহাতে একটি পূর্ণ আয়ত না থাকে, তবে উহা গলাইয়া ফেলা জায়েজ হইবে, আর উহাতে পূর্ণ একটি আয়ত লেখা থাকিলে, গলান জায়েজ হইবে না, কিন্তু যদি উক্ত টাকাটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়, তাহা গলান জায়েজ হইবে।—তাঃ ১/১০১।

(মছলা) পুরাতন কলমের কাটা অংশ পায়খানা বা নাপাক স্থানে ফেলিয়া দেওয়া জায়েজ নহে, যেহেতু উহা দ্বারা আল্লাহতায়ালা ও রছুলের নাম লেখা হইয়াছে। এইরূপ মছজিদের ধুলি ও ঘাস নাপাক স্থানে ফেলিয়া দেওয়া জায়েজ নহে। নূতন কলমের কাটা অংশ নাপাক স্থানে ফেলিয়া দিলে কোন দোষ হইবে না। পুরাতন কলমের কাটা অংশ পদদলিত করা অনুচিত। —তাঃ ১/১০১।

(মছলা) যে কাগজে ফেক্‌হ্ সংক্রান্ত মছলা লিখিত আছে। উক্ত কাগজে কোন বস্তু জড়ান কিম্বা বন্ধন করা জায়েজ নহে। চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় লিখিত কাগজে কোন বস্তু জড়ান জায়েজ আছে। যে কাগজে আল্লাহ ও রছুলের নাম লিখিত আছে, উক্ত নাম মিটাইয়া ফেলিয়া উক্ত কাগজে কোন বস্তু জড়ান জায়েয হইবে।— দোঃ ১৪।

আকায়েদ লিখিত কাগজ দ্বারা কোন বস্তু না জড়ান উচিত।—বাঃ. ১/২০১।

পাঠক, ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, কাগজে কোর-আন, হদিছ বা আল্লাহ্ রছুল কিম্বা ফেরেশ্‌তাগণের নাম লিখিত আছে, তদ্দ্বারা কোন বস্তু জড়ান জায়েজ নহে।

(মছলা) থুথু দ্বারা আল্লাহতায়ালার নাম মিটাইয়া ফেলা মকরুহ্ তহ্‌রিমি, এইরূপ কোর-আন শরীফ থুথু দ্বারা মিটাইয়া ফেলা নিষিদ্ধ অন্যান্য কেতাবের লিখিত অক্ষরগুলি থুথু দ্বারা মিটাইয়া ফেলা জায়েজ হইবে। —তাঃ, ১/১০১, শাঃ ১/১৩১।

(মছলা) যে গৃহে কোর-আন শরিফ পরদার মধ্যে থাকে, উক্ত গৃহে স্ত্রীসঙ্গম করা জায়েজ আছে। আর যদি কোর-আন শরিফ অনাবৃত অবস্থায় বিনা পরদায় থাকে, তবে তথায় স্ত্রীসঙ্গম করা যাইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কাজিখান বলেন, যে গৃহে কোর-আন শরিফ থাকে (পরদার মধ্যে হউক, আর বিনা পরদায় হউক) তথায় স্ত্রীসঙ্গম করা জায়েজ হইবে, কেন না মুসলমানগণের গৃহে প্রায় কোর-আন শরিফ থাকিয়াই থাকে।— শাঃ ১/১৩১, দোঃ ১৪। স্ত্রীসঙ্গম কালে কোর-আন শরীফ ঢাকিয়া রাখা মোস্তাহাব। মাঃ তাঃ ৮৩, লেখক বলেন, ইহাই গ্রহণীয় মত।

(মছলা) যে বিছানা ইত্যাদিতে الملك لله (অর্থাৎ রাজ্য আল্লাহতায়ালারই) লিখিত থাকে, উহা বিছান এবং ব্যবহার করা মকরুহ্, কিন্তু যদি সৌন্দর্য্যের জন্য টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়, তবে মকরুহ হইবে না। আর যদি উহাতে মনুষ্যের কথা লিখিত থাকে, তবে উহা ব্যবহার করা হউক, কিম্বা টাঙ্গাইয়া দেওয়া হউক, মকরুহ হইবে না। কোন বিদ্বান্ বলিয়াছেন, অক্ষরের অবমাননা করা মকরুহ্, কিন্তু প্রথম মতটি সমধিক উৎকৃষ্ট এবং সহজ।—বাঃ, ১/২০২।

গোসলের পরিশিষ্ট।

আরকানোল এসলামের ৯ পৃষ্ঠায় মেরআতুল এসলামের ৬২ পৃষ্ঠায়, সোলায়মানি পঞ্জিকার ৩৩ পৃষ্ঠায়, মোহাম্মদীয় পঞ্জিকার ৩৩ পৃষ্ঠায় ও বেদারোল গাফেলিনের ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, গোসলের পূর্ব্বে কাপড়ের কোন স্থানে নাপাকি লাগিয়া থাকিলে, উহা পরিষ্কার করিয়া লওয়া সুন্নত, কিন্তু ফেকাহের কোন কেতাবে একপ মছলা দৃষ্টিগোচর হয় নাই, বরং প্রত্যেক কেতাবে লেখা আছে যে, গোছলের পূর্ব্বে শরীরের নাপাকি দূর করিয়া লওয়া সুন্নত।

মোহাম্মদী পঞ্জিকার ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, ডুব দিয়া গোছল করা মকরুহ, কিন্তু ইহাও কোন কেতাবে দৃষ্টিগোচর হয় নাই, বরং মারাকিল ফালাহ্ কেতাবের ৬০/৬১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি নদী কিম্বা পুষ্করিণীর পানিতে ওজু এবং গোছলের পরিমাণ ডুব দিয়া থাকে, তবে ছুন্নত সমেত গোছল আদায় হইয়া যাইবে।

পাঠক, ইহাতে বুঝা গেল যে, ডুব দিয়া গোছল করা মকরুহ নহে।

উক্ত পঞ্জিকার ৩২/৩৪ পৃষ্ঠায় এবং মের-আতুল এসলামের ৬২/৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, গোছলের গরগরার সঙ্গে কুল্লি করা ফরজ, গরগরা না করিয়া কুল্লি করিলে গোছল নষ্ট হইবে। পাঠক, মজমজা শব্দের অর্থ মুখের সমস্ত অংশে পানি পৌঁছান, ইহাকে কুল্লি করা বলা হইয়া থাকে, আর গরগরা করার অর্থ পানিকে গলদেশের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত পৌঁছান, ওজুতে কুল্লি ও গরগরা, এই উভয় কার্য্য করা ছুন্নত, আর গোছলে কুল্লি করা ফরজ কিন্তু রোজাদার ব্যতীত অন্যের পক্ষে গরগরা করা ছুন্নত, ইহাই বিশ্বাসযোগ্য মত, মারাকিল-ফালাহ কেতাবের ৪১/৫৯ পৃষ্ঠা এবং বাহরোর রায়েকের ৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ইহাতে বুঝা গেল যে, গোছলে বিনা গরগরা কুল্লি করিলে, গোছল মকরুহ্ হইতে পারে, কিন্তু গোছল বাতীল হইবে না।

উক্ত পঞ্জিকার ৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, প্রত্যহ গোছল করা মোস্তাহাব, কিন্তু ইহাও কোন কেতাবে আছে বলিয়া জানি না।

আরও উক্ত পঞ্জিকার ৩৬ পৃষ্ঠায় এবং বেদারল গাফেলিনের ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, নাবালক বালেগ হইলে গোছল করা মোস্তহাব,

কিন্তু ইহা ভ্রামাত্মক মত, বরং যদি নাবালক স্বপ্নদোষ হওয়া বশতঃ বালেগ হয়, তবে তাহার প্রতি গোছল ফরজ হইবে, আর যদি উক্ত চিহ্ন প্রকাশ না হয়, কিন্তু ১৫ বৎসর বয়স হওয়ার জন্য তাহাকে বালেগ হওয়ার হুকুম দেওয়া যায়, তবে তাহার পক্ষে গোছল করা মোস্তাহাব। ইহাই সমধিক ছহিহ্ মত। দোঃ ১/১৩/ মাঃ, ৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আরও বেদারল গাফেলিনের ২৩ পৃষ্ঠায় আছে, জনুব (নাপাক) অবস্থায় কাফের মুছলমান হইলে, গোছল করা মোস্তাহাব হইবে, কিন্তু ইহাও ভ্রমাত্মক কথা, বরং উক্ত অবস্থায় গোছল ফরজ হইবে। দোঃ ১৩। শাঃ, ১/১২৩। মাঃ ৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মেরআতুল ইসলামের ৪৫ পৃষ্ঠায় আছে, যে ব্যক্তির এহ্‌তেলাম মনে আছে অথচ মণির কোন চিহ্ন নাই এমতাবস্থায় গোছল ফরজ হইবে।

পাঠক এরূপ অবস্থায় গোছল ফরজ হইবে না, ইহার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে লেখা হইয়াছে।

মেরআতুল এস্‌লামের ৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

"জনুব (নাপাক) ব্যক্তির গোছলের সময় পরদার স্থান ঢাকিবার উপায় না থাকিলে, পুরুষ পুরুষের এবং স্ত্রী স্ত্রীলোকের সম্মুখে উলঙ্গ শরীরে গোছল করিতে পারে।"

পাঠক, ইনি এই মছলাটি দোর্‌রোল মোখতারের ১২ পৃষ্ঠা হইতে এইরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন, এই মছলাটি মারাকিল ফলাহ্ কেতাবের ৬১ পৃষ্ঠায় আছে। ইহা কিন্‌ইয়া কেতাবের মছলা, কিন্তু শামী কেতাবে এই মতটি জইফ বলা হইয়াছে, বরং ছহিহ্ মতে উক্ত অবস্থায় উলঙ্গ শরীরে গোছল করা জায়েজ হইবে না, বরং তায়াম্মাম করা ওয়াজেব হইবে। ইহার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

জোব্দার দ্বিতীয় খণ্ডে (৬৯ পৃষ্ঠায়) এবং মায়াদোনোল ওলুমের ২২ পৃষ্ঠায় এবং অন্য কোন কোন কেতাবে লিখিত আছে যে, যে মাদ্রাসায় নামাজ পড়া যায় এবং কাহাকেও নামাজ পড়িতে নিষেধ করা হয় না, উক্ত মাদ্রাসা মসজিদের মধ্যে গণ্য এবং উহাতে নাপাক ব্যক্তির দাখিল হওয়া জায়েজ নহে।

পাঠক, এই মছলাটি দোর্‌রোল মোখতারের ১৩ পৃষ্ঠায় আছে; কিন্তু শামির ১/১২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, এই মছলাটি 'কিনইয়া' কেতাব

হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে, আর উক্ত কেতাবে মাদ্রাসা সম্বন্ধে এ কথা বলা হয় নাই, বরং মাদ্রাসার মধ্যে যে মসজিদ থাকে, তাহার সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলা হইয়াছে; কেননা কিন্‌ইয়া লেখক বলিয়াছেন, যে মসজিদগুলি মাদ্রাসা সমূহের মধ্যে থাকে, তৎসমস্ত মসজিদ বলিয়া গণ্য হইবে, উক্ত মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষগণ লোককে উক্ত মসজিদে নামাজ পড়িতে নিষেধ করেন না। আর যখন উহা বন্ধ করা হয়, তখন উক্ত মাদ্রাসার লোকের দ্বারা উহাতে জামায়াত হইয়া থাকে।

কাজিখানে আছে, এক বাটিতে একটি মসজিদ আছে, গৃহবাসীরা লোককে উহাতে নামাজ পড়িতে নিষেধ করেন না, যখন উক্ত বাটি বন্ধ করা হয়, তখন উক্ত বাটীস্থ লোকদের দ্বারা উহাতে জামায়াত হয়, এইরূপ মছজিদ জামায়াতের মছজিদ বলিয়া গণ্য হইবে, উহাতে ক্রয় বিক্রয় করা এবং নাপাক ব্যক্তির দাখিল হওয়া হারাম, ইত্যাদি মসজিদের আহকাম সাব্যস্ত হইবে।

বাহরোর রায়েকের ১/১৯৫ পৃষ্ঠায় আছে,—"কিন্‌ইয়া কেতাবে আছে, যদি মাদ্রাসাবাসিগণ লোকদিগকে উক্ত মাদ্রাসার মসজিদে নামাজ পড়িতে নিষেধ না করেন, তবে উহা মসজিদ বলিয়া গণ্য হইবে।"

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইল যে, মাদ্রাসায় নামাজ পড়িলে উহা মসজিদ বলিয়া গণ্য হয় না এবং তথায় নাপাকি অবস্থায় দাখিল হওয়া নিষিদ্ধ নহে।

মায়াদেনোল উলুমের ২৩ পৃষ্ঠায় আছে, "(নাপাক ব্যক্তি) তওরাত ও ইঞ্জিল ছুঁইতে পারে।"

ইহা দোর্রোল-মোখতারের ১৩ পৃষ্ঠায় আছে, কিন্তু শামির ১/১২৮ পৃষ্ঠায় আছে, মোবতাগি ও জখিরাতে উহা নাজায়েজ হওয়ার কথা আছে।—শামি এই মত সমর্থন করিয়াছেন। লেখক বলেন, ইহাই গ্রহণীয় মত।

আরও মায়াদেনল উলুম কেতাবের ২৩ পৃষ্ঠায় বিবিধ প্রকার কেতাব সাজাইয়া রাখা সম্বন্ধে দোর্রোল মোখতার হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সকলের নীচে নজুমি কেতাব রাখিবে, এস্থলে তিনি অনুবাদ ভুল করিয়াছেন, সকলের নীচে 'নহো'র কেতাব রাখিতে হইবে।

মহম্মদী পঞ্জিকার ৪১ পৃষ্ঠায় আছে, নাপাক ব্যক্তির শীঘ্রই গোছল

করা কর্ত্তব্য, নচেৎ গোনাহ্‌গার হইবে।

পাঠক, নাপাক ব্যক্তির শীঘ্র গোছল করা মোস্তাহাব, নামাজের শেষ ওয়াক্ত পর্য্যন্ত দেরী করিয়া গোছল করিলে কোন গোনাহ হইবে না, ইতিপূর্ব্বে এই কেতাবে কবিরি ও তাহতাবি হইতে ইহার প্রমাণ লিখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ড জোব্দার ৯৩ পৃষ্ঠায় আছে, —"ব্যাঘ্র কিম্বা দস্যু কি বিষম হিমের আশঙ্কা হইলে, ঋতুবতী ও জনুব (নাপাক) ব্যক্তির মসজিদে প্রবেশ করিবার অধিকার আছে। মসজিদে আশ্রয় লইতে হইলে তায়াম্মম করিয়া লওয়া ভাল।

পাঠক, উপরোক্ত ক্ষেত্রে তায়াম্মম করা ওয়াজেব, ইহার প্রমাণ জন্য মাঃ তাঃ ৮৩, তাঃ ৯৮ এবং শাঃ ১/১২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পানির বিবরণ

প্রঃ। কোন্ কোন্ পানি দ্বারা নাপাকি দূর করা (জায়েজ) হইতে পারে ?

উঃ। মেঘ, ঝিল, ঝরণা, কূপ, সমুদ্র, নদী, খাল ও বিলের পানিতে ওজু গোছল জায়েজ হইবে। যে বরফ বিন্দু বিন্দু গলিয়া পড়িতেছে। উহাতে ওজু গোছল জায়েজ হইবে। শিলা বৃষ্টি হইয়া গলিয়া গেলে উহাতে ওজু গোছল জায়েজ হইবে। শিশির বিন্দু একত্রিত হইলেও উহাতে ওজু গোছল জায়েজ হইবে। জমাট পানি গলিয়া গেলে উহাতে ওজু গোছল জায়েজ হইবে। যদি বরফ বিন্দু বিন্দু গলিতে না থাকে, তবে উহাতে ওজু গোছল জায়েজ হইবে না। ইহাই বিশ্বাসযোগ্য মত। দোঃ ১৪, শাঃ ১/১৩২, তাঃ ১/১০২।

প্রঃ। জমজমের পানিতে ওজু গোছল জায়েজ হইবে কিনা ?

উঃ। হ্যাঁ, জমজমের পানির দ্বারা ওজু গোছল জায়েজ হইবে, কিন্তু উক্ত পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা মকরুহ হইবে। শাঃ ১/১৩২।

প্রঃ। সূর্য্যের তাপে উত্তপ্ত পানি দ্বারা গোছল জায়েজ হইবে কিনা ?

উঃ। হ্যাঁ জায়েজ হইবে, কিন্তু উক্ত পানি দ্বারা ওজু গোছল করিবে না, কেননা হাদিছে আছে, এইরূপ পানি দ্বারা ওজু গোছল করিলে, ধবল

(পাথর) রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে, এইহেতু ফৎহোল কদির, বাহরোর-রায়েক, মেরাজ ও কিনইয়া কেতাবে উক্ত পানিতে ওজু ও গোছল করা মকরুহ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এবনে আবেদিন শামি বলিয়াছেন উহার মকরুহ হওয়াই বিশ্বাসযোগ্য মত, কিন্তু মকরুহ তঞ্জিহি হওয়াই যুক্তিযুক্ত মত। শাঃ ১/১৩২/১৩৩।

প্রঃ । যে পানি জমিয়া লবণ হইয়া যায় কিম্বা যে লবণ গলিয়া পানি হইয়া যায়, উহাতে ওজু গোছল জায়েজ হইবে কিন?

উঃ । যে পানি জমিয়া লবণ হইতে পারে, উহা দ্বারা ওজু গোছল করা জায়েজ হইবে, কিন্তু লবণ গলিয়া পানি হইলে, উহা দ্বারা ওজু জায়েজ হইবে না।

প্রঃ । কোন্ কোন্ পানিতে ওজু গোছল জায়েজ হইবে না?

উঃ । কোন্ বৃক্ষ বা ফল চিপিয়া রস বাহির করিলে উহা দ্বারা ওজু গোসল জায়েজ হইবে না। কলাগাছ কিম্বা তরমুজ চিপিয়া যে রস বাহির করা হয়, উহাতে ওজু গোসল জায়েজ হইবে না, কিন্তু যে কোন বৃক্ষ বা ফলের রস স্বভাবতঃ বাহির হইয়া থাকে, যথা আঙ্গুর বৃক্ষ কিম্বা আঙ্গুরের রস, ইহা দ্বারা গোছল জায়েজ হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, তন্‌বিরোল আবছার ও হেদায়া কেতাবে তদ্দ্বারা ওজু গোসল জায়েজ হওয়ার কথা আছে, কিন্তু কাজিখান মুহিত ও কাফি কেতাবে উহাতে ওজু গোছল নাজায়েজ হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে, শারাম্বালালি, হালাবি ও কাহাস্তানি ইহাকে বিশ্বাসযোগ্য ও ফৎওয়া গ্রাহ্য মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শামি, তাহতাবি ও বাহরোর-রায়েকে আছে যে, বহু কেতাবে এই মত উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাই উৎকৃষ্ট মত। রামালি বলিয়াছেন, বহু কেতাবে নাজায়েজ হওয়ার মত লিখিত হইয়াছে, ইহাই বিশ্বাসযোগ্য মত। এইরূপ খোরমা ভিজান পানিতে বিশ্বাসযোগ্য মতে ওজু গোছল জায়েজ হইবে না। শাঃ ১/১৩৩। বাঃ ১/৬৯। তাঃ ১/১০৩। দোঃ ১৫। হাঃ শাঃ ২৮।

(মছলা) গোলাপ ফুলের রস বা অন্য কোন ফলের শরবত ও ছেরকার দ্বারা ওজু জায়েজ হইবে না।

(মছলা) জাফেরান কিম্বা কুসুম পানি মিশ্রিত হইলে যদি পানি তরল থাকে এবং পানির রং প্রবল বলিয়া বোধ হয়, তবে উহা দ্বারা ওজু

জায়েজ হইবে, আর যদি উহার রং লোহিত বলিয়া বোধ হয় এবং কাপড়ে লাগিয়া রঞ্জিত হইয়া যায়, তবে উহাতে ওজু জায়েজ হইবে না।

(মছলা) যদি সাবুন ওশ্নান্ কিম্বা কুলের পাতা পানিতে উত্তপ্ত করিলে পানির রং পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, কিন্তু পানি তরল থাকে তবে উহাতে ওজু জায়েজ হইবে, আর যদি পানি গাঢ় হইয়া যায়, তবে উহাতে ওজু জায়েজ হইবে না।

(মছলা) যদি বুট কিম্বা ছোলা পানিতে ভিজাইলে, পানির রং এবং স্বাদ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, কিন্তু পানি তরল থাকে, তবে উহাতে ওজু জায়েজ হইবে, আর যদি পানিতে ছোলা কিম্বা বুট রন্ধন করা হয় এবং ছোলা কিম্বা বুটের গন্ধ অনুভূত হয়, তবে উহাতে ওজু জায়েজ হইবে না।

(মছলা) যদি পানিতে রুটী ভিজাইয়া দেওয়া হয়, আর উহাতে উক্ত পানি তরল থাকে, তবে উহাতে ওজু জায়েজ হইবে, আর যদি পানি গাঢ় হইয়া যায়, তবে উহাতে ওজু জায়েজ হইবে না।

এই মছলাগুলি কাজিখান হইতে উদ্ধৃত করা হইলো।

(মছলা) যদি পানিতে ফিটকারী কিম্বা মাজুফল ভিজান হয়, এক্ষেত্রে যদি উক্ত পানিদ্বারা লিখিলে, অক্ষর প্রকাশ না হয়, তবে উহাতে ওজু জায়েজ হইবে, আর যদি অক্ষর প্রকাশ হয়, তবে উহাতে ওজু জায়েজ হইবে না। ইহা তজনিছ কেতাবে আছে।—আঃ, ২১/২২।

(মছলা) যদি পানিতে মৃত্তিকা, কর্দ্দম, অথবা চুণ পড়িয়া উহার গুণ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে, কিন্তু পানি তরল থাকে এবং পানির অংশ বেশী হয়, তবে উহাতে ওজু জায়েজ হইবে, আর পানি কর্দ্দমের ন্যায় গাঢ় হইয়া গেলে, উহাতে ওজু জায়েজ হইবে না।—আঃ ২২।

(মছলা) যদি পানিতে দুগ্ধ মিশ্রিত হইলে, পানির রং কিম্বা স্বাদ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তবে উহাতে ওজু জায়েজ হইবে না।—শাঃ, ১/১৩৪।

(মছলা) যদি পানিতে ছেরকা মিশ্রিত হইয়া পানির একটি গুণ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে, তবে উহাতে ওজু জায়েজ হইবে, আর দুইটি কিম্বা তিনটি গুণ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলে, উহাতে ওজু জায়েজ হইবে না, অর্থাৎ যদি পানির রং এবং স্বাদ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে কিম্বা উহার গন্ধ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে, অথবা উহার স্বাদ এবং গন্ধ পরিবর্ত্তন করিয়া

ফেলে, তবে উহাতে ওজু গোছল জায়েজ হইবে না।—শাঃ, ১/১৩৪।

(মছলা) যদি পানিতে কাঁকুড়ের পানি মিশ্রিত হইয়া উহার স্বাদ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে, তবে উহাতে ওজু গোছল জায়েজ হইবে না।—তাঃ, ১/১০৩।

(মছলা) যদি পানিতে ওজু গোছলে ব্যবহৃত পানি পতিত হয়, এক্ষেত্রে যদি ওজু গোছলে ব্যবহৃত পানি কম হয়, তবে উহাদ্বারা ওজু গোছল জায়েজ হইবে, আর যদি ব্যবহৃত পানি বেশী কিম্বা সমান হয়, তবে উহাতে ওজু গোছল জায়েজ হইবে না।—শাঃ, ১/১৩৪। তবঃ, ১/২০। বাঃ, ১/৬০। ফঃ, ১/৩০। তাঃ, ১/১০৩। দোরাঃ, ১/২৮।

প্রঃ। মোস্তা'মাল পানি কাহাকে বলে?

উঃ। যে পানি ছওয়াব লাভ করার কিম্বা 'হাদাছ' (হুকুমি নাপাকি) দূর করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, উহাকে মোস্তা'মাল পানি বলা হয়।

১। যে পানিতে ওজু গোছল করা হয়, উহা মোস্তা'মাল (ব্যবহৃত) পানি হইবে।

২। যদি কোন সন্তান নাবালেগ কিম্বা ঋতুবতী (হায়েজওয়ালী) স্ত্রীলোক কোন পানি দ্বারা ওজু করে, তবে উক্ত পানি ব্যবহৃত পানি বলিয়া গণ্য হইবে, ইহাই মোনির্নীত মত, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।

৩। যে পানিদ্বারা মৃতকে গোছল দেওয়া হয়, উক্ত পানি মোস্তা'মাল পানি বলিয়া গণ্য হইবে। ইহাই সমধিক ছহিহ্ মত।

৪। কিছু খাইবার অগ্রে বা পরে সুন্নতের নিয়তে যে পানিতে হাত ধৌত করা হয়, উহা মোস্তা'মাল পানি বলিয়া গণ্য হইবে, আর যদি সুন্নত আদায়ের নিয়ত না করিয়া থাকে, তবে উহা মোস্তা'মাল পানি হইবে।

৫। যদি বেওজু ব্যক্তি কোন পানিদ্বারা শরীর শীতল করার উদ্দেশ্যে ওজু করে, তবে উক্ত পানি মোস্তা'মাল হইয়া যাইবে।

যদি কেহ বেওজু অবস্থায় মৃত্তিকা কিম্বা খামির ধৌত করার ধারণায় কোন পানি পাত্রে হাত কিম্বা পা ডুবাইয়া দেয় কিম্বা কোন নাপাক ব্যক্তি কোন অঙ্গকে উক্ত উদ্দেশ্যে কোন পানি পাত্রে ডুবাইয়া দেয়, তবে উক্ত পানি মোস্তা'মাল হইয়া যহিবে।

নিম্নোক্ত পানিগুলি মোস্তা'মাল হইবে না।

১। যদি কেহ ওজু অবস্থায় (শরীর) শীতল করার কিম্বা অন্যকে ওজু শিক্ষা দিবার অথবা হস্তের আটা, ময়লা বা মৃত্তিকা ধৌত করার ধারণায় দ্বিতীয়বার ওজু করে, তবে উক্ত ধৌত করা পানি মোস্তা'মাল পানি বলিয়া গণ্য হইবে না।

২। যদি বেওজু ব্যক্তি পানিদ্বারা জানু, পার্শ্বদেশ বা এইরূপ কোন অঙ্গ ধৌত করে, যাহা ওজুকালে ধৌত করিতে হয় না, তবে উক্ত ধৌত করা পানি ব্যবহৃত পানি বলিয়া গণ্য হইবে না।

৩। অজ্ঞান শিশু কোন পানিদ্বারা ওজু করিলে, উক্ত ওজু করা পানি মোস্তা'মাল হইবে না।

৪। যে পানি দ্বারা কোন পাক বস্ত্র, পাক পাত্র কিম্বা হালাল প্রাণী ধৌত করা হয়, উক্ত পানি মোস্তামাল করা পানি বলিয়া গণ্য হইবে না।

৫। যদি বেওজু ব্যক্তি কেবল পরিচ্ছন্নতার ধারণায় মুখ কিম্বা নাসিকা ধৌত করে, তবে উক্ত পানি মোস্তা'মাল হইবে না।

৬। যদি কোন বে-ওজু কিম্বা নাপাক ব্যক্তি পানি উঠাইবার ধারণায় পানিতে হাত ডুবাইয়া দেয়, তবে জরুরতের জন্য উক্ত পানি মোস্তা'মাল বলিয়া গণ্য হইবে না।

৭। যদি বড় পানিপাত্রে কুজা পড়িয়া যায় এবং কোন বে-ওজু কিম্বা নাপাক ব্যক্তি উক্ত কুজা উঠাইবার জন্য উক্ত পানিতে কনুই অবধি হাত ডুবাইয়া দেয়, তবে উক্ত পানি মোস্তা'মাল হইবে না।

৮। যদি বে-ওজু কিম্বা নাপাক ব্যক্তি কোন কলসীতে একটি অঙ্গুলী কিম্বা দুইটি অঙ্গুলী ডুবাইয়া দেয়, তবে উক্ত পানি মোস্তা'মাল হইবে না, কিন্তু পূর্ণ একটি অঙ্গ ডুবাইলে, উক্ত পানি মোস্তা'মাল হইবে; হাতের কব্জা ডুবাইলে উক্ত পানি মোস্তা'মাল হইবে। তাঃ, ১/১০৯/১১০, বাঃ, ১/৯০/৯২, শাঃ, ১/১৪৫/১৪৭, আঃ ১/২৩।

প্রঃ। মোস্তা'মাল পানিতে ওজু গোছল জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ। মোস্তা'মাল পানি পাক, কিন্তু তদ্দ্বারা ওজু গোছল করা জায়েজ হইবে না। জহিরিয়া কেতাবে ইহাকে জাহের রেওয়াএত এবং কাফি ও

মোসাফ্যা কেতাবে ইহাকে ফৎওয়া গ্রাহ্য মত বলা হইয়াছে। উক্ত পানি যতক্ষণ শরীরে থাকে, ততক্ষণ মোস্তা'মাল বলিয়া গণ্য হইবে না, যে সময় উক্ত পানি শরীর হইতে আলহেদা হইয়া পড়ে, সেই সময় উহা মোস্তা'মাল পানি বলিয়া গণ্য হইবে। যদি উক্ত মোস্তা'মাল পানি রুমাল কিম্বা কাপড়ে লাগে, তবে উহাতে নামাজ জায়েজ হইবে। শাঃ, ১/১৪৭, বাঃ, ১/৯৩।

(মছলা) ওজু গোছলের ব্যবহৃত পানি পান করা এবং তদ্দ্বারা আটা খামির করা মকরুহ তঞ্জিহি, এইরূপ মসজিদে ওজু করিলে মকরুহ তঞ্জিহি হইবে, কিন্তু যদি মসজিদে বসিয়া কোন পাত্রে ওজু করে, তবে মকরুহ হইবে না। ইহা মোস্তা'মাল পাক হওয়ার রেওয়াএত অনুযায়ী বলা হইয়াছে।—শাঃ, ১/১৪৭, তাঃ, ১/১১১।

(মছলা) যদি কোন ব্যক্তি বে-ওজু কিম্বা নাপাকি অবস্থায় ডোল উঠাইবার কিম্বা শীতল হইবার উদ্দেশ্যে কুণ্ডাতে ডুব দেয়, সে ব্যক্তি পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করিয়া থাকে, তাহার শরীরে বা বস্ত্রে কোন নাপাক বস্তু লাগিয়া না থাকে, গোছলের নিয়ত না করিয়া থাকে এবং শরীর মর্দ্দন না করিয়া থাকে, তবে সমধিক ছহিহ মতে সে ব্যক্তি পাক হইয়া যাইবে এবং সে ব্যক্তি পানি হইতে আলহেদা হইলেই পানি মোস্তা'মাল হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহার শরীরে যে পরিমাণ পানি লাগিয়াছে, সেই পরিমাণ পানি মোস্তা'মাল হইয়া যাইবে, কুণ্ডার সমস্ত পানি মোস্তা'মাল হইবে না। আর যে পরিমাণ পানি তাহা কর্ত্তৃক মোস্তা'মাল হইয়াছে, তদপেক্ষা গর-মোস্তা'মাল পানি অধিকতর হইলে, উক্ত কুণ্ডাতে ওজু গোছল জায়েজ হইবে।

যদি উপরোক্ত ব্যক্তি গোছল করার উদ্দেশ্যে উক্ত কুণ্ডাতে ডুব দিয়া থাকে কিম্বা গোছল করার উদ্দেশ্য ছিল না কিন্তু নামিয়া শরীর মর্দ্দন করিয়া থাকে, কিম্বা কোন নাপাক বস্তু তাহার বস্ত্রে বা শরীরে লাগিয়া ছিল, কিম্বা সে ব্যক্তি ঢিল দ্বারা এস্তেঞ্জা করিয়া থাকে, তবে উক্ত কুণ্ডার পানি নাপাক হইয়া যাইবে। তাঃ, ১/১১১/১১২, শাঃ, ১/১৪৮/১৪৯, বাঃ, ১/৯৭/৯৮।

(মছলা) মছজিদের ছোট হাওজে লোকেরা ওজু করিতে থাকে এবং উহাতে তাহাদের ওজুর মোস্তা'মাল পানি পড়িতে থাকে, আর উক্ত হাওজে

দৈনিক নূতন পানির সরবরাহ হইতে থাকে, এক্ষেত্রে ব্যবহৃত পানির অংশ মূল হাওজের পানি অপেক্ষা কম হইয়া থাকে, এজন্য উক্ত হাওজে ওজু জায়েজ হইবে; কিন্তু যদি উহাতে অন্য কোন নাপাক বস্তু পড়ে, তবে ছোট হওয়ার জন্য উহা নাপাক হইয়া যাইবে।—শাঃ, ১/৩৪, বাঃ, ১/৭১।

প্রঃ। জারি (প্রবাহিত) পানি কাহাকে বলে?

উঃ। যে পানিকে লোকে জারি বলিয়া ধারণা করেন, উহাই জারি পানি বলিয়া গণ্য হইবে, ইহাই প্রকাশ্য মত। আর কেহ কেহ বলেন, যে পানিতে তৃণ ভাসিয়া যায়, উহাকে জারি পানি বলা হয়, এই মতটি অনেক কেতাবে লিখিত হইয়াছে, সদরোশ, শরিয়াহ এবং এবনে-কামাল বলিয়াছেন, ইহাই সহজ বোধগম্য মত; কিন্তু শামি বলেন, প্রথম মতটি বাহরোর-রায়েকে ও নহরোল ফায়েকে সমধিক ছহিহ্ বলা হইয়াছে। মছজিদের হাওজ কিম্বা হাম্মামের এক দিক হইতে পানি প্রবেশ করে এবং অন্য দিক হইতে বাহির হইয়া যায়, যদিও উক্ত পানিতে তৃণ ভাসিয়া না যায়, তথাচ বর্ত্তমান কালে উক্ত পানিকে জারি পানি বলা হইয়া থাকে। শাঃ, ১/১৩৭/১৩৮।

প্রঃ। জারি পানিতে কোন নাপাক বস্তু পড়িলে, নাপাক হইবে কিনা?

উঃ। জারি পানিতে কোন নাপাক বস্তু পড়িলে, যদি উক্ত বস্তুর রং কিম্বা গন্ধ কিম্বা স্বাদ এই তিন গুনের কোন একটি গুন পানিতে প্রকাশিত না হয়, তবে উক্ত পানি দ্বারা ওজু গোছল করা জায়েজ হইবে, উক্ত নাপাক বস্তু মৃত জীব হউক কিম্বা প্রস্রাব ইত্যাদি হউক, উভয় প্রকারের একই হুকুম হইবে, কামাল এই মতটি প্রবল সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য কাসেম ইহাকে মনোনীত মত বলিয়াছেন, নহরোল-ফায়েক প্রণেতা, ছৈয়দ আবদুল গণি ও এবনো আমিরোল হাজ্জ এই মত সমর্থন করিয়াছেন। ফৎহোল-কদিরে এই মত সমর্থন করা হইয়াছে। নেছাব ও মোজমারাত কেতাবে এই মতটি ফৎওয়া-গ্রাহ্য বলা হইয়াছে।

আর যদি উক্ত পানিতে উক্ত নাপাক বস্তুর তিন গুণের একটি প্রকাশ হয়, তবে উক্ত পানি নাপাক হইয়া যাইবে, ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই।—বাঃ, ১/৮৪।

(মছলা) যদি একটি খালের একস্থানে একটি মৃতজীব আবদ্ধ হইয়া থাকে এবং উহার উপর বা নিম্নদেশ দিয়া পানি জারি হয়, তবে যাহারা উক্ত মৃত জীবের জোয়ার কিম্বা ভাটার দিকে বসিয়া ওজু করে, তাহাদের

ওজু জায়েজ হইবে কিনা ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, এমাম, আবু ইউছফ (রঃ) বলিয়াছেন, উক্ত পানিতে ওজু করা জায়েজ হইবে, নেছাব ও মোজমারাত কেতাবে ইহাকে ফৎওয়া-গ্রাহ্য মত বলা হইয়াছে।

আর এমাম আবু হানিফা ও মোহাম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন, যদি উক্ত খালের অর্দ্ধেক কিম্বা অধিকাংশ পানি উক্ত মৃত জীবের উপর বা নিম্নদেশ দিয়া জারি হয়, তবে ওজু জায়েজ হইবে না, আর যদি উক্ত পানি উহার উপর বা নিম্নদেশ দিয়া জারি হয়, তবে ওজু জায়েজ হইবে। মন্‌ইয়া কেতাবে এই মতটি গৃহীত হইয়াছে, হালাবি ইহার সমর্থন করিয়াছেন। বাহরোর-রায়েকে আছে ইহাই সমধিক যুক্তিযুক্ত, ইহা অধিকাংশ কেতাবে উল্লিখিত হইয়াছে। হেদায়া প্রণেতা 'তজনিছ' কেতাবে এই মতটি ছহিহ্ বলিয়াছেন। নুহ আফেন্দি ইহার অনুমোদন করিয়াছেন। ফাতাওয়ায়-কাজিখান, ওলওয়ালজি, খোলাছা ও বাদায়ে কেতাবে এই মত সমর্থিত হইয়াছে। মূলকথা, উভয় মত ছহিহ্ স্থির করা হইয়াছে, এস্থলে শেষ মতটি সমধিক এহতিয়াতযুক্ত।—শাঃ, ১৩৮, বাঃ, ১/৮৪।

(মছলা) বদ্ধ পানি অধিক পরিমাণ হইলে, উহাতে কোন নাপাক বস্তু পড়িয়া উহার তিন গুণের এক গুণ যতক্ষণ পরিবর্ত্তন করিয়া না ফেলে, ততক্ষণ উহা পাক বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে এবং উহাতে ওজু জায়েজ হইবে, কিন্তু যেস্থানে নাপাক বস্তু বা মৃতজীব পড়িয়াছে, সেই স্থলে ওজু জায়েজ হইবে কিনা ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। এমাম আবু ইউছফ (রঃ) বলিয়াছেন, উক্ত স্থানটিও নাপাক হইবে না, বোখারার বিদ্বানগণ এই মত গ্রহণ করিয়াছেন, তবইন কেতাবে আছে যে, ইহাই তাহাদের মনোনীত মত। ফৎহোল-কদিরে ইহা ছহিহ্ মত বলা হইয়াছে। মন্‌ইয়ার টীকা হুলইয়াতে আছে যে, নেছাব কেতাবে এই মতটি মৎওয়া-গ্রাহ্য বলা হইয়াছে।

শামি বলিয়াছেন, হুলইয়া কেতাবে জারি পানির সম্বন্ধে নেসাবের মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, বদ্ধ পানির সম্বন্ধে নেছাবে উক্ত মত লিখিত হয় নাই কিন্তু খাজায়েন, মে'রাজ ও মোজতাবা কেতাবে উক্ত মতটি ফৎওয়া গ্রাহ্য বলিয়া লিখিত আছে। হালাবি বলিয়াছেন, খোলাছা কেতাবে আছে, যে নাপাকি দেখা যায়, যথা —মৃত জীব, উহা যেস্থানে থাকে, তথাকার পানি এজমা মতে নাপাক হইয়া যাইবে। আর প্রস্রাব ইত্যাদির ন্যায় নাপাক বস্তু যাহা পানির সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, এইরূপ নাপাক বস্তু যেস্থানে পড়ে, উক্ত স্থানটি নাপাক হওয়ার সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে কেহ কেহ

বলেন, নাপাক হইবে, আর কেহ কেহ বলেন, নাপাক হইবে না। এইরূপ খুলইয়া ও বাদায়ে কেতাবে আছে, কিন্তু বাদায়ে কেতাবে এতটুকু লেখা আছে যে, যে নাপাকি পানিতে পড়িলে, দেখিতে পাওয়া যায়, উহা যেস্থানে পড়িবে সেই স্থানটি জাহের রেওয়াএত অনুযায়ী নাপাক হইয়া যাইবে এবং ছোট হাওজ পরিমাণ পানি বাদ দিয়া ওজু করিতে হইবে। কেফায়া কেতাবে আছে, উক্ত স্থানের চারি দিক হইতে চারি হাত পানি ত্যাগ করিয়া ওজু করিবে। মনইয়ার টীকায় আছে যে, সমধিক ছহিহ্ মত এই যে, ওজুকারীর মনে যতদূর অবধি উক্ত নাপাকি না পৌঁছিবার অনুমান বলবৎ হয়, ততদূরের পানিতে ওজু করিবে।

কাজিখানে দৃঢ় আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে যে, দৃশ্য নাপাকি যে স্থলে পতিত হইবে, উহা নাপাক হইয়া যাইবে। তৎপরে তিনি বলিয়াছেন, অদৃশ্য নাপাকি যেস্থানে পতিত হয়, উক্ত স্থলের পাক হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে' মবসুতে পাক হওয়ার মত ছহিহ্ বলা হইয়াছে, কিন্তু বাদায়ে প্রভৃতি কেতাবে উহা নাপাক হওয়ার মত ছহিহ্ বলা হইয়াছে,—বাঃ ১/৮৩, শাঃ, ১/১৪০।

লেখক বলেন, অধিক পরিমাণ বদ্ধ পানির কোন স্থলে দৃশ্য বা অদৃশ্য নাপাকি পতিত হইলে, সেই স্থানে ওজু না করাই এহতিয়াত।

(মছলা) অধিক পরিমাণ পানি কাহাকে বলে?

উত্তর। ওজুকারীর ধারণায় যে জলাশয়ের পানি এত অধিক হয় যে, একদিকে নাপাক বস্তু পড়িলে, অন্য দিকে পৌঁছিতে পারে না, তাহাকেই অধিক পরিমাণ পানি বা বড় জলাশয় বলা যাইবে, ইহাই এমাম আবু হানিফা, আবু ইউছফ ও মোহাম্মদের জাহেরে রেওয়াএত। ইহা বহু সংখ্যক প্রাচীন বিদ্বানগণের গৃহিত মত। হাকেম শহিদ বলিয়াছেন, এমাম মোহাম্মদ দশ হাত দৈর্ঘ্য দশ হাত প্রস্থ জলাশয়কে বড় জলাশয় বলিতেন, তৎপরে তিনি এই মত ত্যাগ করিয়া এমাম আবু হানিফার (রঃ) উল্লিখিত মত গ্রহণ করিয়াছেন। গায়াত প্রভৃতি কেতাবে উক্ত মতটি ছহিহ মত বলা হইয়াছে। হেদায়া কেতাবে আছে, যে জলাশয়ের একদিকের পানি নাড়াইলে অন্যদিকের পানি আন্দোলিত হয় না, উহাকে বড় জলাশয় বলা যাইবে। মেরাজ কেতাবে ইহাকে জাহেরে-মজহাব বলা হইয়াছে। এইরূপ জয়লয়ি উক্ত মতটি জাহেরে-মজহাব বলিয়াছেন। বাদায়ে ও মুহিত কেতাবে আছে,

আমাদের প্রাচীন বিদ্বানগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, একদিকের পানি নাড়াইলে, যদি তৎক্ষণাৎ অন্য দিকের পানিতে তরঙ্গ উপস্থিত না হয়, তবে উহাকে বড় জলাশয় বলা যাইবে। এইরূপ তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।

(মছলা) গোছল করিতে পানিতে নামিলে, এক প্রকার পানির আন্দোলন উপস্থিত হয়, ওজু করা কলে তদপেক্ষা মৃদু আন্দোলন হয়, আর কেবল পানিতে হাত রাখিলে, তদপেক্ষা ক্ষীণতর আন্দোলন উপস্থিত হয়, কিন্তু উপরোক্ত মছলায় কোন্ প্রকার আন্দোলন গ্রাহ্য হইবে?

উত্তর। ওজু করা কালে যেরূপ আন্দোলন হয়, তাহাই ধরিয়া জলাশয়ের বড় ছোট হওয়ার ব্যবস্থা স্থির করিতে হইবে, ইহা মুহিত ও হাবি কোদছিতে আছে। উক্ত মছলা দুইটি শামির ১/১৪১ পৃষ্ঠায় ও বাহ্রোর-রায়েকের ১/৭৫/৭৬ পৃষ্ঠায় আছে।

(মছলা) শরহে বেকায়াতে লিখিত আছে যে, যে জলাশয়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দশ দশ হাত করিয়া থাকে, উহাকে বড় জলাশয় বলিতে হইবে, কিন্তু ইহা জাহেরে রেওয়াএত নহে, বাহ্রোর-রায়েকে, ফৎহোল কদির ও তবইনোল হাকায়েকে উক্ত মতটি জইফ সপ্রমাণ করা হইয়াছে, কিন্তু নহরোল ফায়েক প্রণেতা শরহে বেকায়ার মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, এই মতটি (সকলের পক্ষে) বিশেষতঃ বিবেচনা শক্তি রহিত সাধারণ লোকের পক্ষে সমধিক হিতজনক, এই হেতু প্রবীণ পরবর্ত্তী জামানার বিদ্বান্‌গণ এই মতের উপর ফৎওয়া দিয়াছেন। তাহ্তাবি, বাহরোর-রায়েক এই মতটি যুক্তিযুক্ত বলিয়াছেন, কিন্তু আল্লামা এবনে আবেদিন শামি বলিয়াছেন, শায়খোল ইসলাম আল্লামা ছা'দদ্দিন দায়রি নিজ কেতাবে বেকায়া প্রভৃতি মতন লেখক বিদ্বান্‌গণের মনোনীত মতটি সপ্রমাণ করিয়াছেন এবং বাহরোর-রায়েকে প্রভৃতির মত সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। আরও শামি বলেন, হেদায়া কাজিখান প্রভৃতি পরবর্ত্তী সাহেবে-তরজিহ্' বিদ্বানগণ দশ দশ হাত দৈর্ঘ্য প্রস্থ বিশিষ্ট জলাশয়কে বড় জলাশয় বলিয়া ফৎওয়া দিয়াছেন, তাঁহারা মজহাব সম্বন্ধে আমাদের অপেক্ষা সমধিক অভিজ্ঞ ছিলেন, আমাদের পক্ষে তাঁহাদের তাবেদারি করা ওয়াজেব। দোর্রোল-মোখতার প্রণেতা 'ফৎওয়া' প্রদাতা ব্যক্তির নিয়ম বর্ণনা স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে, (সাহেবে তরজিহ) বিদ্বান্‌গণ যে

রেওয়াএতটি প্রবল সাব্যস্ত ও ছহিহ্‌ সপ্রমাণ করিয়াছেন, তাদের তাবেদারী করা আমাদের পক্ষে ওজাজেব। ইহা উপরোক্ত মতের সমর্থন করে।—শাঃ, ১/১৪১।

দশ দশ হাত দৈর্ঘ্য প্রস্থ বিশিষ্ট জলাশয়কে বড় জলাশয় (তালাব) বলার মতটি (এমাম) মোহাম্মদের একটি রেওয়াএত, বালাখের ফকিহ্‌গণ, আবু ছোলায়মান জোরজানি এবং মোয়াল্লা এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। আবুল্লাএছ বলিয়াছেন, ইহা আমাদের অধিকাংশ স্বমতাবলম্বীগণের মত এবং ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে, কেননা তাহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই পরিমাণ পানির এক দিকে কোন নাপাক বস্তু পড়িলে, অন্য দিকে পৌঁছিতে পারে না, এই জন্য ফকিহ্‌গণ লোকের সুবিধা হেতু বড় জলাশয়ের এই পরিমাণ, স্থির করিয়াছেন।—মাজমায়োল আনহোর, ১/২৯।

(মছলা) বড় জলাশয়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ দশ দশ হাত হইলে উহার আয়তনের পরিমাণ ১০০ হাত হইবে, কিন্তু উহার গভীরতা কি পরিমাণ হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। হেদায়াতে আছে, এরূপ গভীর হইলে যথেষ্ট হইবে যে, যেন গণ্ডুষ করিয়া পানি উঠাইবার সময় মাটি প্রকাশ হইয়া না পড়ে, ইহাই ছহিহ মত। দোর্রোল-মোস্তাকাতে ইহাকে মনোনীত মত বলা হইয়াছে। আর যদি গণ্ডুষ করিয়া পানি তুলিয়া লইতে মাটি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তৎপরে পানি আসিয়া পূর্ণ হইয়া পড়ে, তবে উক্ত জলাশয়ে ওজু করিবে না, মে'রাত কেতাবে ইহাকে ফৎওয়া গ্রাহ্য মত বলা হইয়াছে।—বাঃ ১/৭৭, দোর্রোল-মোস্তাকা ১/২৯, শাঃ, ১/১৪২।

(মছলা) দশ হাত দৈর্ঘ্য প্রস্থের কথা বলা হইয়াছে, উক্ত হাতের পরিমাণ কি হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, তজনিছ কেতাবে আছে যে, কাপড় মাপা হাত এস্থলে ধরিতে হইবে, ইহাই মনোনীত মত, হেদায়াতে ইহাকে ফৎওয়া গ্রাহ্য মত বলা হইয়াছে, দোরার, জহিরিয়া, খোলাছা ও খাজানা কেতাবে ইহাকে মনোনীত মত বলা হইয়াছে, এই হাত কয় অঙ্গুলীর হাত, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, ওলওয়ালজি কেতাবে আছে যে, ২৮ অঙ্গুলীতে হাত ধরিতে হইবে, কিন্তু অধিকাংশ কেতাবে ২৪ অঙ্গুলীর হাতের কথা আছে, ফৎহোল-কদির ও তবইনোল হাকায়েকে ইহা সমর্থন করা হইয়াছে।—কঃ ১/৩৩, শাঃ ১/১৪৪, তাঃ ১/১২, বাঃ, ১/৭৬।

(মছলা) যে জলাশয় চতুষ্কোণ বশিষ্ট হয়, উহার আয়তন ১০০ হাত, বেড় ৪০ হাত ও দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দশ হাত হইলে, উহা স্রোতশালী পানির তুল্য হইবে।
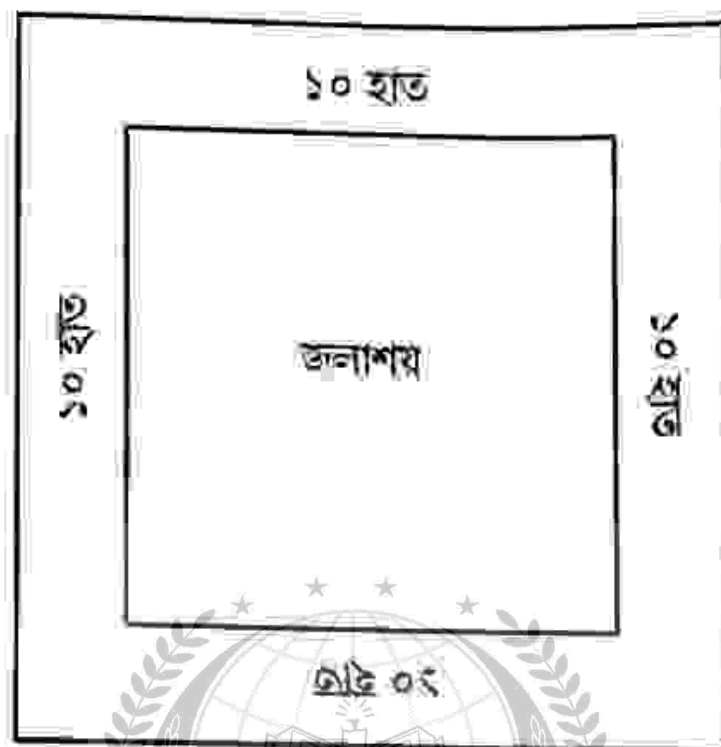
অন্য কোন কোন বিদ্বান্ দৈর্ঘ্য প্রস্থে আট আট হাত বিশিষ্ট কিম্বা বার বার হাত বিশিষ্ট, অথবা পনের পনের হাত বিশিষ্ট হওয়ার কথা বলিলেও দশ দশ হাত বিশিষ্ট হওয়া বালাখের বিদ্বানগণের এবং পরবর্তী জামানার বিদ্বানগণের মনোনীত মত। ফকিহ আবুল্লাএছ এই মতের উপর ফৎওয়া দিয়াছেন।— তবঃ ১/২২, শাঃ ১/১৪২।

যে জলাশয় গোলাকার হয়, উহার বেড় কি পরিমাণ হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, জহিরিয়া কেতাবে আছে যে, ৩৬ হাত বেড় হইবে, ইহা ছহিহ মত। শারাম্বালালি এই মতটি যুক্তি সঙ্গত সপ্রমাণ করিয়াছেন। অন্যান্য কেতাবে ৪৬ হাত বেড় হওয়া ফৎওয়া গ্রাহ্য মত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মুহিত কেতাবে ৪৮ হাত বেড় হওয়া সমধিক এহতিয়াত বলা হইয়াছে।

লেখক বলেন, শেষ মতটি গ্রহণ করাই সমধিক এহতিয়াত। আর ত্রিকোন বিশিষ্ট জলাশয় হইলে, প্রত্যেক দিক ১৫ হাত এবং এক হাতের পঞ্চমাংশ পরিমাণ হওয়া চাই।
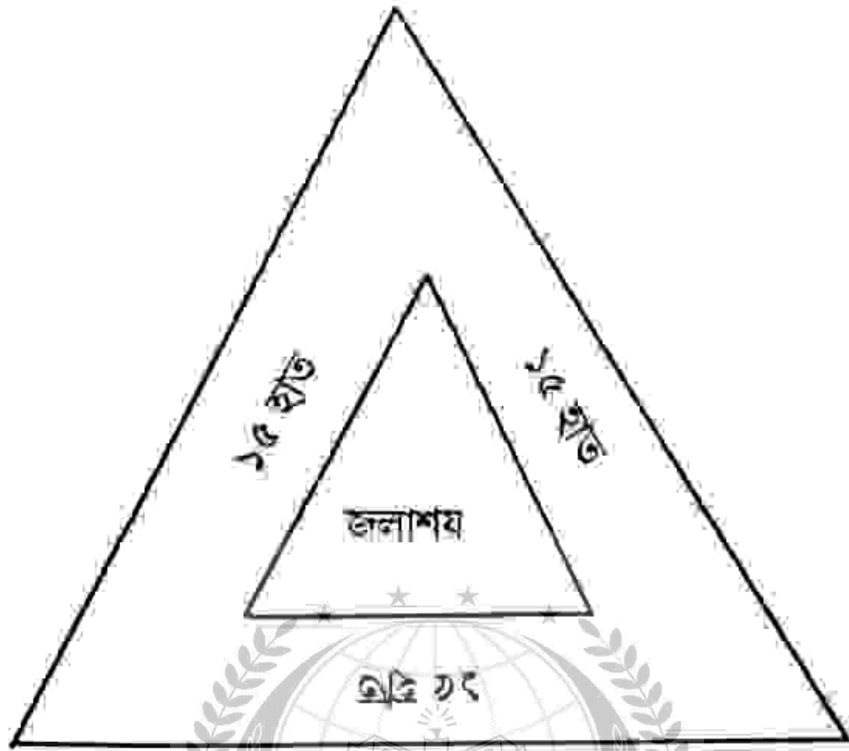
(মছলা) যে দৈর্ঘ্য জলাশয়ের বেশী প্রস্থ না থাকে, কিন্তু যদি উহা কালি করা হয়, তবে দশ হাত দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিশিষ্ট জলাশয়ের পরিমাণ হয়,এইরূপ জলাশয়ে নাপাক বস্তু পড়িলে, উহাতে ওজু করা জায়েজ হইবে কিনা ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। ফৎহোল-কাদিরে আছে, উহাতে ওজু জায়েজ হইবে না। শেখ কাছেম ইহাকে ছহিহ্ বলিয়াছেন, কাজিখানে ইহা অধিকাংশ বিদ্বানের মত বলিয়াছেন।

দোরার কেতাবে ওয়ুনোল মাজাহেব ও জহিরিয়া কেতাব হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, মনোনীত মতে উহাকে ওজু জায়েজ হইবে। মুহিত, এখতেয়ার প্রভৃতি কেতাবে এই মতটি ছহিহ্ বলা হইয়াছে। তজনিছ কেতাবে আছে যে, মুছলমানগণের সুবিধা হেতু উহাতে ওজু জায়েজ বলা হইবে।

(মছলা) যে সঙ্কীর্ণ দৈর্ঘ্য প্রস্থ বিহীন জলাশয়ের গভীরতা এত অধিক হয় যে, উহার পানি বড় জলাশয়ের (দশ হাত দৈর্ঘ্য প্রস্থ বিশিষ্ট জলাশয়ের) পরিমাণ হয়, তবে ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, মোজতাবা, তামারতাশি, ইজাহ ও মোবতাগা কেতাবে আছে যে, সমধিক ছহিহ্ মতে উহা বড়

জলাশয় বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে, কিন্তু ফৎহোল-কদিরে আছে যে, উহা বড় জলাশয় বলিয়া ধর্ত্তব্য না হওয়াই দলীল সঙ্গত মত।

দোর্রোল-মোখতারে ইহাকে বড় জলাশয় না বলাই বিশ্বাসযোগ্য মত বলা হইয়াছে। রদ্দোল মোহ্‌তারে উহার বড় জলাশয় হওয়া অধিকাংশ বিদ্বানের বিরুদ্ধ মত বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, নুহ আফেন্দি প্রথমোক্ত মছলা ও এই দ্বিতীয় মছলার মধ্যে পার্থক্য সপ্রমাণ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রথম মছলায় উক্ত জলাশয়টি বড় জলাশয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় মছলায় কিছুতেই উহা বড় জলাশয় হইতে পারে না। এবনে আহ্‌বান বলিয়াছেন, উহা বড় জলাশয় হওয়া অধিকাংশ বিদ্বানের মত বিরুদ্ধ। এবনে নজিম দ্বিতীয় মছলায় উহা বড় জলাশয় হওয়ার মত জইফ হওয়ার ইশারা করিয়াছেন।—

বাঃ১/১১১,কঃ ১/৩৪,শাঃ ১/১৪২/১৪৪/১৪৫/১৫৫।

লেখক বলেন যে, প্রস্থ বিহীন দৈর্ঘ্য জলাশয়ের পরিমাণ বড় জলাশয়ের পরিমাণ হয়, যদি উহাতে কোন নাপাক বস্তু পতিত হয়, আর তথায় অন্য বড় জলাশয় পাওয়া যায়, তবে প্রথমোক্ত জলাশয়ে ওজু গোছল না করাই এহ্‌তিয়াত, আর যদি তথায় অন্য জলাশয় না থাকে, তবে প্রয়োজন বশতঃ উহাতে ওজু করিয়া লইবে। আর দৈর্ঘ্য প্রস্থ বিহীন গভীর জলাশয়ে ওজু নাজায়েজ হওয়াই ছহিহ্‌ মত।

(মছলা) যদি কোন জলাশয়ের উপরি অংশ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দশ দশ হাত হয়, কিন্তু তলদেশের পরিমাণ তদপেক্ষা কম হয়, যদি উহাতে কোন নাপাক বস্তু পতিত হয়, তবে উহা পাক বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে এবং উহাতে ওজু করা জায়েজ হইবে। আর যে সময় উক্ত জলাশয়ের পানি তলদেশে পৌঁছিয়া উক্ত পরিমাণ অপেক্ষা কম হইয়া যায়, তখন উহাতে কোন নাপাক বস্তু পড়িলে, নাপাক হইয়া যাইবে।

(মছলা) যদি কোন জলাশয়ে নাপাক বস্তু পতিত হয়, তৎপরে উক্ত জলাশয়ের পানি কমিয়া উক্ত পরিমাণ অপেক্ষা ছোট হইয়া যায়, তবে উহা পাক বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে। আর যদি উক্ত পরিমাণ অপেক্ষা ছোট জলাশয়ে নাপাক বস্তু পড়িয়া নাপাক হইয়া যায়, তৎপরে উহাতে পানি পূর্ণ হইয়া উক্ত পরিমাণ বিশিষ্ট হইয়া যায়, তবে সমধিক ছহিহ্‌ মতে উহা নাপাক বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে— কবিঃ ৯৮, শাঃ ১/১৪২, বাঃ ১/৭৭।

(মছলা) যদি একটি জলাশয় এইরূপ হয় যে, উহাতে উপরি অংশ বড় জলাশয়ের অপেক্ষা ছোট কিন্তু উহার নিম্নাংশ উক্ত পরিমাণ বিশিষ্ট হয়, এবং উহাতে কোন নাপাক বস্তু পড়ে, তবে উহাতে ওজু করা জায়েজ হইবে না। তৎপরে উক্ত পানি কমিয়া উক্ত পরিমাণ বিশিষ্ট হইলে, উহাতে ওজু করা জায়েজ হইবে। সেরাজ হিন্দি বলিয়াছেন, ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্য মত।—বাঃ ঐ পৃষ্ঠা শাঃ ১/১৪৩।

(মছলা) একটি বড় জলাশয়ের গ্রীষ্মকালে পানি থাকে না এবং উহাতে চতুষ্পদ ও মনুষ্যেরা মলত্যাগ করিয়া থাকে, আর শীতকালে উহাতে পানি পূর্ণ থাকে, এক্ষেত্রে উহা পাক হইবে কিনা?

উত্তর । যদি উক্ত পানি নাপাক স্থান দিয়া দাখিল হইয়া জলাশয় পূর্ণ করিয়া ফেলে, তবে উহা নাপাক থাকিবে, আর যদি পাক স্থান দিয়া দাখিল হইয়া উক্ত পানি দৈর্ঘ্য প্রস্থে দশ দশ হাত হওয়ার পরে উক্ত নাপাকির নিকট পৌঁছিয়া যায়, তবে উহা পাক বলিয়া ধরিতে হইবে। কাজিখান, কবিরি ও খোলাছাতে ইহাকে মনোনীত মত বলা হইয়াছে। কঃ ৯৮/৯৯, ফৎহোল-কাদিরে ১/৩৩ শাঃ ১/১৪৩।

(মছলা) যদি কোন ছোট জলাশয়, কূপ কিম্বা হাওজ নাপাক হইয়া যায়, তৎপরে একদিক হইতে পাক পানি দাখিল হইয়া অন্য দিক দিয়া বাহির হইয়া যায়, তবে উহা পাক হইয়া যাইবে। যদিও সামান্য পরিমাণ পানি বাহির হইয়া যায়, তথাচ উহা পাক হইয়া যাইবে, মুহিত জহিরিয়া ও খোলাছা কেতাবে এই মতটি ছহিহ্ ও মনোনীত বলা হইয়াছে। এইরূপ বাদায়ে কেতাবে এই মতটি ছহিহ্ বলা হইয়াছে। যদি নাপাক জলাশয় কিম্বা হাওজের এক দিক খনন করিয়া পানি বাহির করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু অন্য কোন পাক পানি উহাতে দাখিল না হয়, তবে উহা পাক হইবে না। —বাঃ, ১/৭৮, শাঃ, ১/১৪৩।

(মছলা) যদি ছোট হাওজের এক দিক হইতে পানি দাখিল হয় এবং অন্য দিক দিয়া বাহির হইয়া যায়, তবে উহা দৈর্ঘ্য প্রস্থে চারি চারি হাত হউক কিম্বা তদপেক্ষা বড় কিম্বা ছোট হউক, উহা জারি পানি বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহাতে কোন নাপাক বস্তু পড়িলে, নাপাক হইবে না, মে'রাজ ও বাহরোর-রায়েকে ইহাকে ফৎওয়া-গ্রাহ্য মত বলা হইয়াছে।

যদি কোন হাওজ এইরূপ হয় যে, উহাতে পানি দাখিল হয়, কিন্তু উহা হইতে পানি বাহির হয় না, এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি উহাতে গোছল করিলে, উহার উপর দিক হইতে পানি প্রাবিত হইয়া বাহির হইয়া পড়ে, তবে উহা জারি পানির ন্যায় কোন নাপাক বস্তু পড়িলে, নাপাক হইবে না। অবশ্য যদি নাপাক বস্তু পড়িলে, উহার পানির রঙ, গন্ধ কিম্বা স্বাদের পরিবর্ত্তন হয়, তবে উহা নাপাক হইয়া যাইবে।

যদি ছোট হাওজ নাপাক হওয়ার পরে উহাতে পাক পানি দাখিল হইয়া পূর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু উহা হইতে পানি বাহির হইল না, তবে উক্ত হাওজ নাপাক থাকিয়া যহিবে। ফং, ১/৩৩, বাহঃ. ১/৭৮, শামি, ১/১৩৯।

(মছলা) অল্প পরিমাণ পানিতে কোন নাপাক বস্তু-পড়িলে, যদিও উহার তিন গুণের কোন একটির পরিবর্ত্তন না হয়, তবু উহা নাপাক হইয়া যাইবে। শাঃ ১/১৩৬, মাজঃ, ১/২৮।

(মছলা) অল্প পানিতে রক্তবিহীন কীট, যথা— বোল্‌তা, বৃশ্চিক, মশা, মক্ষিকা মরিলে উহা নাপাক হইবে না। এইরূপ মৎস্য, কাঁকড়া ও ব্যাঙের ন্যায় যে প্রাণী পানিতে জন্মগ্রহণ করে, উহা উক্ত অল্প পানিতে মরিলে, নাপাক হইবে না।

ছোট আটুল কিম্বা জোঁক উহাতে মরিলে নাপাক হইবে না। অবশ্য যে বড় আঁটুল ও জোঁকে প্রবাহিত রক্ত আছে, উহা পানিতে মরিলে, সমধিক ছহিহ মতে পানি নাপাক হইয়া যাইবে।

রেশমের কীট, উহার ডিম, বিষ্ঠা এবং উহার দ্বারা উত্তপ্ত পানি পাক, উহাতে পানি নাপাক হইবে না।

যে জঙ্গলবাসী ব্যাঙের মধ্যে কিম্বা জমিবাসী সর্পের মধ্যে প্রবাহিত রক্ত আছে, উহা পানিতে মরিলে পানি নাপাক হইয়া যাইবে।

এইরূপ যদি রক্তবিহীন কীট কিম্বা পানিতে উৎপন্ন প্রাণী জমিতে মরিয়া যায়, তৎপরে উহাকে পানিতে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তবে উহাতে পানি নাপাক হইবে না।

যদি ব্যাঙ পানিতে মরিয়া পচিয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, তবে উক্ত পানিতে ওজু জায়েজ হইলেও উক্ত পানি পান করা মকরুহ তহরিমি।

যে প্রাণী জমিতে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু পানিতে বাস করে, যেরূপ— হাঁস, চিনা হাঁস উহা পানিতে মরিলে পানি নাপাক হইয়া যাইবে।

যেরূপ পানির পাক ও নাপাক হওয়ার মছলা উল্লিখিত হইল, মধু, দুগ্ধ ইত্যাদির ন্যায় যাবতীয় তরল বস্তুর পাক নাপাক হওয়ার মছলা অবিকল ঐরূপ বুঝিতে হইবে।

উল্লিখিত হারাম কীট বা প্রাণী পানিতে কিম্বা কোন তরল বস্তুতে মরিলে, যদিও উক্ত পানি বা তরল বস্তু নাপাক হয় না, তথাচ উক্ত পানি পান করা হারাম —বাঃ, ১/৮৮—৯০, শাঃ, ১/১৩৫/১৩৬।

(মছলা) দীর্ঘকাল কোন পানি আবদ্ধ থাকিলে যদি উহার রং, গন্ধ কিম্বা স্বাদ নষ্ট হইয়া যায়, তবে উহা নাপাক হইবে না।

যদি বৃক্ষের পত্র পড়ার জন্য পানির তিনটি গুণ নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু উহার তরলতা বাকি থাকে, তবে উক্ত পানিতে ওজু জায়েজ হইবে, ইহাই সমধিক ছহিহ মত। আর যদি উহার তরলতা নষ্ট হইয়া গাঢ় হইয়া যায়, তবে উহাতে ওজু জায়েজ হইবে না।—শাঃ, ১/১৩৬, দোরার, ১/২৫।

(মছলা) কোন ছোট জলাশয়ের পানি দুর্গন্ধি হইয়াছে, এক্ষেত্রে যদি ওজুকারীর মনে প্রবল ধারণা জন্মে যে, কোন নাপাক বস্তু পড়িয়া দুর্গন্ধি হইয়াছে, তবে উহাতে ওজু করা জায়েজ হইবে না।

যদি বনের পশুর পদচিহ্ন ছোট জলাশয়ের নিকট দেখিতে পায়, তবে উহাতে ওজু করিবে না। যদি কোন হিংস্র জন্তুকে হাওজের নিকট দিয়া গমন করিতে দেখিতে পায় এবং তাহার প্রবল ধারণা হয় যে, উক্ত জন্তু পানি পান করিয়াছে, তবে উহা নাপাক ধরিতে হইবে, আর যদি প্রবল ধারণা হয় যে, উক্ত প্রাণী উহার পানি পান করে নাই, তবে উহা পাক ধরিতে হইবে।—শাঃ, ১/১৩৬/১৩৭।

দাবাগাতের মছলা।

(মছলা) কোন চামড়াকে মছল্লা ইত্যাদি দ্বারা পরিপক্ক করাকে দাবাগাত বলা হয়। দাবাগাত করিলে চামড়ার দুর্গন্ধি নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা খারাপ হয় না।

ফিটকারী, খারি লবণ ও বাবুলের পাতা ইত্যাদির দ্বারা কাচা চামড়া পরিষ্কার করিলে, উহা প্রকৃত দাবাগাত হইয়া যায়।

আর মৃত্তিকায় মিলাইয়া অথবা রৌদ্রে শুকাইয়া কিম্বা বাতাসে শুকাইয়া দাবাগাত করিলে, উহাকে অপ্রকৃত দাবাগাত বলা হয়। যদি রৌদ্রে-বাতাসে শুকাইলে, উহার দুর্গন্ধ দূরীভূত না হয়, তবে উহা পাক হইয়া যাইবে না।

প্রকৃত দাবাগাত করার পরে যদি উহাতে পানি লাগিয়া যায়, তবে সমস্ত রেওয়াএত অনুযায়ী উক্ত চামড়া নাপাক হইবে না। যদি কোন চামড়াকে প্রথমাবস্থায় পানিতে ধৌত করিয়া অপ্রকৃত দাবাগাত করে, তৎপরে উহাতে পানি লাগিয়া যায়, তবে সকলের মতে উহা নাপাক হইবে না। ইহা মোখতারাতোন্নাওয়াজেল কেতাবে আছে। আর যদি প্রথমতঃ পানি দ্বারা ধৌত না করিয়া অপ্রকৃত দাবাগাত করে, তৎপরে উহাতে পানি লাগিয়া যায়, তবে উহা নাপাক হইবে কিনা ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, সমধিক ছহিহ্ মতে উহা নাপাক হইবে না। ইহা কাহাস্তানি 'মোজমারাত' হইতে উল্লেখ করিয়াছেন। শাঃ, ১/২৪৯, বাঃ, ১/৯৯/১০০, কবঃ, ১২৬।

(মছলা) শূকরের চামড়া দাবাগাত করিলে, পাক হইতে পারে না, কেননা ইহার জাত নাপাক।

মনুষ্যের চামড়া দাবাগাত করার অনুপযুক্ত, যদি দাবাগাতের উপযুক্ত হইত, তবে উহা দাবাগাত করিলে পাক হইত, কিন্তু উহার সম্মানহেতু উহার দাবাগাত ও ব্যবহার করা জায়েজ হইতে পারে না, ইহার উপর মুছলমানগণের এজমা হইয়াছে।

কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, মনুষ্যের সম্মান হেতু মৃত মনুষ্যের চামড়া দাবাগাত করিলেও পাক হইবে না।

সর্প ও ইন্দুরের চামড়া দাবাগাতের উপযুক্ত নহে, কাজেই উহা পাক হইতে পারে না।

কুকুরের চামড়া দাবাগাত করিলে, পাক হইবে কিনা ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, মবছুতে আছে, আমাদের মজহাবের ছহিহ্ মতে উহা নাপাক থাকিবে।

ইজাহ কেতাবে আছে, জাহের মজহাব অনুযায়ী উহা পাক হইবে না। কাজিখানে আছে যে, উহার জাত নাপাক। এবনো শেহনা উহার জাত নাপাক হওয়া যুক্তিযুক্ত সপ্রমাণ করিয়াছেন।

(মছলা) হালাল পশুকে জবাহ করিলে, উহার চামড়া বিনা দাবাগাতে পাক হইয়া যাইবে।

মৃত হালাল পশুর চামড়া দাবাগাত করিলে, পাক হইয়া যাইবে। মৃত হালাল পশুর চামড়া দাবাগাত করিলে, উহার উপর নামাজ জায়েজ হইবে।

মৃত হালাল পশুর চামড়া দাবাগাত করার পূর্ব্বে বিক্রয় করা জায়েজ নহে।—শাঃ, ১/১৪৯/১৫০ বাঃ, ১/৯৯/১০১, তবঃ ১/২৬।

কূপের বিবরণ।

যে কূপ উাল্লখিত বড় জলাশয়ের পরিমাণ না হয়, উহাতে কোন নাপাক বস্তু পড়িলে উহা নাপাক হইয়া যাইবে।

(মছলা) যদি কূপে এক বিন্দু প্রস্রাব কিম্বা রক্ত অথবা মুষিকের লেজ অথবা কোন প্রকার 'খফিফা' বা 'গলিজা' নাপাক বস্তু পতিত হয় কিম্বা কোন স্থলচর রক্তধারী প্রাণী উক্ত কূপে পড়িয়া মরিয়া যায় কিম্বা উপরোক্ত প্রকার প্রাণী স্থলে মরার পরে উহাকে কূয়ায় নিক্ষেপ করা হয় অথবা কূয়ায় মরিয়া ফুলিয়া উঠে কিম্বা ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়া থাকে বা উহার কেশ ঝরিয়া পড়ে, তবে নাপাক বস্তু উঠাইয়া ফেলিয়া উক্ত কুয়ার সমস্ত পানি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। পানি তুলিতে তুলিতে যখন এরূপ হয় যে, বালতির অর্দ্ধেক পরিমাণ পূর্ণ না হয়, তখন কুয়া, বালতি রশি ও তাহার হাত পাক হইয়া যাইবে।

(মছলা) যদি কোন নাপাক ক্ষুদ্র কাষ্ঠ বা কাপড় কূয়াতে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যায় এবং উহার কোন সন্ধান না পাওয়া যায়, তবে উহা না উঠাইয়াও সমস্ত পানি তুলিয়া ফেলিলে, কূয়া পাক হইয়া যাইবে।

মছলা যদি এক দিবস কুয়ার কতকাংশ পানি তুলিয়া ফেলা হয়, তৎপর দিবস পানি বেশী হইয়া যায়, তবে এই দ্বিতীয় দিবসে সমস্ত পানি তুলিয়া ফেলা আবশ্যক হইবে না, বরং প্রথম দিবসে যে পরিমাণ পানি বাকি ছিল, সেই পরিমাণ পানি তুলিয়া ফেলিলে কূয়া পাক হইয়া যাইবে। খোলাছ কেতাবে ইহাকে ছহিহ মত বলা হইয়াছে। শাঃ, ১/১৫৫/১৫৬।

(মছলা) যদি ছাগল, কুকুর কিম্বা মানুষ কূয়ায় পড়িয়া মরিয়া যায়, তবে কূয়ার সমস্ত পানি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ মানুষের মৃত

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, যদি তাহাকে কূয়ায় নিক্ষেপ করা হয়, তবে, কূয়ার সমস্ত পানি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। আর যদি জীবিত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া রোদন করার পরেই মৃত্যু প্রাপ্ত হয় এবং উহাকে কূয়ায় নিক্ষেপ করা হয়, তবে বাহরোর-রায়েক ও কাহাস্তানির মতে সমস্ত অবস্থায় কূয়ার পানি তুলিয়া ফেলিতে হইবে, আর কাজিখানের মতে যদি উহাকে গোছল দেওয়া না হইয়া থাকে, তবে সমস্ত পানি তুলিয়া ফেলিতে হইবে, আর গোছল দেওয়ার পরে কূয়ায় নিক্ষেপ করিলে, কূয়ার পানি নাপাক হইবে না।

ছাগলের কিম্বা মেষের শাবক কূয়ায় মরিলে, এক রেওয়াএত অনুযায়ী সমস্ত পানি তুলিয়া ফেলিতে হইবে, আর দ্বিতীয় রেওয়াএত অনুযায়ী চল্লিশ বাল্‌তি পানি তুলিয়া ফেলিলে, কূয়ায় পাক হইয়া যাইবে। বড় হাঁস কূয়ায় মরিলে কূয়ার সমস্ত পানি তুলিয়া ফেলিতে হইবে, আর ছোট হাঁস উহাতে মরিলে, চল্লিশ বাল্‌তি পানি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। শাঃ, ১/১৬৮।

(মছলা) যদি কোন (স্থলচর রক্তবিশিষ্ট) প্রাণী কূয়ার মরিয়া ফুলিয়া গিয়া থাকে কিম্বা ছিন্নভিন্ন হইয়া থাকে, তবে উক্ত প্রাণী ছোট হউক আর বড় হউক, কূয়ার সমস্ত পানি তুলিয়া ফেলিতে হইবে।—মনইয়া, ৫১, শাঃ ১/১৫৫।

(মছলা) যদি কোন মুছলমানের লাশকে গোছল দেওয়ার পরে কূয়ায় নিক্ষেপ করা হয়, তবে কূয়া নাপাক হইবে না। আর যদি কোন কাফেরের লাশকে গোছল দিয়াই হউক কিম্বা বিনা গোছলে হউক, কূয়ায় নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে, তবে উক্ত কূয়া নাপাক হইয়া যাইবে। যদি কোন শহিদের লাশকে কূয়ায় নিক্ষেপ করা হয়, আর তাহার শরীরে যে রক্ত লাগিয়া আছে, তাহা পানি লাগিয়া জারি না হয় বা তাঁহার শরীরে অন্য প্রকার নাপাকি না থাকে, তবে কূয়ার পানি নাপাক হইবে না। শাঃ, ১/১৫৫।

(মছলা) বোল্‌তা, বৃশ্চিক এইরূপ রক্তবিহীন কীট কিম্বা মৎস্য ইত্যাদির ন্যায় পানিতে উৎপন্ন প্রাণী কূয়ায় মরিলে, কূয়ার সমস্ত পানি নাপাক হইবে না। শাঃ, ১/১৫৫।

কাজিখানে আছে, মুরগির ডিম বাহির হইয়াই কিম্বা মুরগির শাবক অথবা ছাগীর শাবক ভূমিষ্ঠ হইয়াই কূয়ায় পতিত হইলে, উহার পানি নাপাক হইবে না।—শাঃ, ১/১৫৫।

(মছলা) যদি শূকর কিম্বা কুকুর কূয়ায় পড়িয়া যায়, আর জীবিতবস্থায় উহাকে কূয়া হইতে উঠাইয়া ফেলা হয়, তবে উক্ত শূকর কিম্বা কুকুর পানিতে মুখ দিয়া থাকুক আর নাই থাকুক, কূয়ার পানি নাপাক হইয়া যাইবে। যদি শূকর কিম্বা কুকুর ব্যতীত অন্য কোন জন্তু কূয়াতে পড়িয়া পানিতে মুখ দিয়া থাকে, তৎপরে উহাকে জীবিতাবস্থায় উঠাইয়া ফেলা হয়, তবে নিম্নোক্ত মছলাগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যদি উহার ঝুটা (উচ্ছিষ্ট) পাক হয়, তবে উক্ত পানিতে ওজু না করাই এহতিয়াত, আর যদি ওজু করে তবে জায়েজ হইবে। যদি উহার ঝুটা নাপাক হয়, তবে কূয়ার সমস্ত পানি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। আর যদি উহার ঝুটা মকরুহ হয়, তবে দশ বাল্‌তি পানি তুলিয়া ফেলা এহতিয়াত। আর যদি উহার ঝুটা মশকুক (সন্দেহযুক্ত) হয়, তবে উহার সমস্ত পানি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। মুন্‌ইয়া ৫১, শাঃ, ১/১৫৬।

(মছলা) যদি জীবিত ছাগলকে কূয়া হইতে উঠাইয়া ফেলা হয়, তবে কুড়ি বালতি পানি তুলিয়া ফেলা হইবে, কিন্তু উপরোক্ত ক্ষেত্রে পানি নাপাক হইবে না, এমন কি যদি পানি তুলিয়া ফেলা না হয় এবং উহাতে ওজু করা হয় তবে উহা জায়েজ হইবে। এইরূপ গরু, উট, পক্ষী ও বাঁধা মুরগী কূয়াতে পড়িলে, উপরোক্ত প্রকার হুকুম হইবে। যদি গর্দ্দভ ও খচ্চর (অশ্বতর) কূয়াতে পতিত হয় এবং পানিতে মুখ না দেয়, আর জীবিতাবস্থায় উক্ত প্রাণীদ্বয়কে উঠাইয়া ফেলা হয়, তবে উক্ত পানি নাপাক হইবে না, ইহা কাজিখান ও মোখতারাতোন্নাওয়াজেল কেতাবে আছে, কিন্তু খোলাছা কেতাবে আছে যে, এইরূপ অবস্থায় কুড়ি বালতি পানি তুলিতে হইবে, শামি লেখক বলেন, এইরূপ পানি তুলিয়া ফেলা মোস্তাহাব।—শাঃ ১/১৫৬/১৫৭।

(মছলা) মুষিক জীবিত অবস্থায় কূয়া হইতে উঠাইয়া ফেলিলে, কুড়ি বালতি পানি তুলিয়া ফেলা মোস্তাহাব, আর বিড়াল জীবিতাবস্থায় কূয়া হইতে উঠাইয়া ফেলিলে, ৪০ বাল্‌তি পানি তুলিয়া ফেলা মোস্তাহাব। এইরূপ ছাড়িয়া দেওয়া মুরগির অবস্থা বুঝিতে হইবে।

তাতারখানিয়া কেতাবে আছে। আরও উক্ত কেতাবে আছে যে, বেওজু বা নাপাক ব্যক্তি কূয়াতে নামিলে ৪০ বালতি পানি তুলিয়া ফেলা মোস্তাহাব, কিন্তু অহবানিয়ার টীকায় আছে যে, ২০ বালতি পানি তুলিয়া ফেলা মোস্তাহাব. জখিরা কেতাবে আছে, কাফের ব্যক্তি কূয়ায় নামিলে,

এমাম সাহেবের এক রেওয়াএত অনুযায়ী কুয়ার সমস্ত পানি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। আর যদি গোছল করিয়া নামিয়া থাকে, তবে পানি তুলিতে হইবে না, কিন্তু এবনে আবেদিন শামি বলেন, উপরোক্ত মছলায় এহতিয়াতের জন্য সমস্ত পানি তুলিয়া ফেলার হুকুম হইয়াছে। —শাঃ ১/১৫৬/১৫৭।

(মছলা) যদি কোন কূপের নিম্নদেশ হইতে পানি উঠিতে থাকে, এজন্য উক্ত কূপের সম্পূর্ণ পানি উঠাইয়া ফেলা অসম্ভব কিম্বা কষ্টসাধ্য হয়, তবে কি করিতে হইবে?

উঃ। উক্ত কূপে যে পরিমাণ পানি থাকে, তাহা উঠাইয়া ফেলিতে হইবে, কিন্তু কি পরিমাণ পানি আছে, ইহা তদন্ত করার জন্য এইরূপ দুই জন ধার্ম্মিক লোকের মত লইতে হইবে—যাহারা পানির পরিমাণ তত্ত্বে পারদর্শী হয়েন, দোর্রোল-মোখতারে এই মতটি ফৎওয়া গ্রাহ্য বলা হইয়াছে, মেরাজ কেতাবে এই মতটি মনোনীত বলা হইয়াছে। হেদায়া কেতাবে এই মতটি কোর-আন ও হাদিছ হইতে আবিষ্কৃত মত বলা হইয়াছে।

এস্থলে আবু ইউছুফ (রঃ) বলিয়াছেন, উক্ত কূপের ন্যায় বেড় ও গভীরতা বিশিষ্ট একটি গর্ত্ত খনন করিয়া উহাতে কূপের পানি উত্তোলন করিয়া উহা পূর্ণ করিবে, ইহাতে কূপের সমস্ত পানি উঠান হইবে।

আরও তিনি বলিয়াছেন, একখানা বাঁশ কূপে নামাইয়া উহার যে স্থান অবধি পানি পৌঁছে সেই স্থানে একটি চিহ্ন স্থাপন করিবে, তৎপরে দশ বালিত পানি উঠাইয়া পুনরায় বাঁশটি পানিতে নামাইবে, তৎপরে বাঁশটি উঠাইয়া দেখিবে যে, বাঁশের কি পরিমাণ পানি কমিয়া গিয়াছে, যদি একদশমাংশ কমিয়া থাকে, তবে ১০০ শত বালতি পানি ধরিতে হইবে (আর যদি কুড়ি ভাগের এক ভাগ কমিয়া থাকে, তবে ২০০ বালতি পানি থাকা বুঝা যাইবে, আর ত্রিশ ভাগের এক ভাগ কমিলে, ৩০০ বালতি পানি থাকা বুঝাইবে।) কিন্তু যদি কূপের বেড় পানির স্থান হইতে নিম্নদেশ পর্য্যন্ত এক সমান হয়, তবে এইরূপ হিসাব ঠিক হইবে।

এমাম আবু হানিফার (রঃ) এক রেওয়াএতে আছে যে, এইরূপ কূপের পানি তুলিতে তুলিতে যখন মানুষ অক্ষম হইয়া পড়ে, তখন উহার পানি পাক হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া যাইবে।

বাহরোর-রায়েক প্রণেতা কোন বিদ্বান্ হইতে উল্লেখ করিয়াছেন

যে, যদি উক্ত কূপের তলদেশের পানি উঠিবার ছিদ্রগুলি সহজে বন্ধ হওয়ার সম্ভব হয়, তবে বন্ধ করিয়া দিয়া সমস্ত পানি তুলিয়া ফেলিবে, আর যদি উহা কষ্টসাধ্য হয় এবং উক্ত কূপের বেড় পানির স্থান হইতে তলদেশ পর্য্যন্ত সমান হয়, তবে বাঁশ নামাইয়া উল্লিখিত ইমাম আবু ইউছফের রেওয়াএত অনুযায়ী কার্য্য করিবে। আর যদি কূপের বেড় জানিবার উপায় না থাকে বা সমস্ত অংশে সমান না হয় তবে পানির পরিমাণ বুঝিতে পারদর্শী, এইরূপ দুইটি লোকের মত লইয়া পানি উঠাইবে। আর যদি এইরূপ দুটি লোক পাওয়া না যায়, তবে তাহারা যতক্ষণ অক্ষম না হয়, ততক্ষণ পানি তুলিবে, অক্ষম হইয়া গেলে, পানি পাক হইয়া যাইবে।

পাঠক, এমাম মোহাম্মাদের একটি রেওয়াএতে আছে যে, দুই শত বালতি পানি তুলিয়া ফেলিলে, কুঙা পাক হইয়া যাইবে। কাঞ্জ মোলতাকা, খোলাসা, তাতারখানিয়া, নেসাব, মে'রাজ এতাবিয়া, এনায়া ও এখতিয়ার কেতাবে এই মতটি মনোনীত ছহিহ্ অথবা ফৎওয়াগ্রাহ্য মত বলা হইয়াছে। নহরোল-ফায়েকে আছে, ২০০ বালতি পানি উঠাইয়া ফেলা ওয়াজেব, ৩০০ বালতি উঠাইয়া ফেলা মোস্তাহাব।

হুলাইয়া ও বাহরোর-রায়েকে এই মতটি জইফ সপ্রমাণ করা হইয়াছে। এবনে আবেদিন শামি বলিয়াছেন, প্রত্যেক কুঙার পানি সমান থাকে না, কাজেই এইরূপ ক্ষেত্রে ২০০ বালতি পানি নির্দ্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত মত হইতে পারে না। এমাম মোহাম্মদ (রঃ) বগদাদের বড় কূপের সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে এমাম আজম (রঃ) কুফার ছোট কূপের সম্বন্ধে ১০০ বালতি পানি তুলিবার কথা বলিয়াছিলেন, কাজেই প্রত্যেক কূপের জন্য এক প্রকার হুকুম হইতে পারে না।—শাঃ, ১/১৫৭/১৫৮, তবঃ, ১/৩০, বাঃ ১/১২২/১২৩।

(মছলা) যদি কূপে চড়ুই, বাবুই বা মুষিকের তুল্য কোন প্রাণী পড়িয়া মরিয়া যায়, কিন্তু উক্ত প্রকার প্রাণী ফুলিয়া ফাটিয়া ও পচিয়া যাইবার পূর্ব্বে উঠাইয়া ফেলা হয়, তবে উহার ২০ বালতি পানি তুলিয়া ফেলা ওয়াজেব, আর ৩০ বালতি পানি তুলিয়া ফেলা মোস্তাহাব।

যদি কবুতর, মুরগি বা বিড়ালের ন্যায় কোন প্রাণী কূপে মরিয়া থাকে এবং ছিন্নভিন্ন হওয়ার ও পচিয়া ফুলিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে উঠাইয়া ফেলা হয়, তবে ৪০ বালতি পানি তুলিয়া ফেলা ওয়াজেব হইবে, আর ৫০ কিম্বা

৬০ বালতি পানি তুলিয়া ফেলা মোস্তাহাব। মারাঃ, ২৩। মনইয়া, ৫১।

(মছলা) যে প্রাণী মুষিক অপেক্ষা বড় এবং কবুতর অপেক্ষা ক্ষুদ্র এইরূপ কোন জীব কুণ্ডাতে মরিয়া থাকিলে ২০ বালতি পানি তুলিয়া ফেলা ওয়াজেব, আর ৩০ বালতি পানি তুলিয়া ফেলা মোস্তাহাব।

আর যে প্রাণী ছাগলের চেয়ে ক্ষুদ্র এবং মোরগের চেয়ে বড়, উহা কুণ্ডাতে পড়িয়া মরিয়া গেলে, ৪০ বালতি পানি উঠাইয়া ফেলা ওয়াজেব, আর ৫০ কিম্বা ৬০ বালতি পানি উঠাইয়া ফেলা মোস্তাহাব।—শাঃ, ১/১৬০।

(মছলা) যদি বিড়াল ইন্দুর সহ কুণ্ডায় পড়িয়া মরিয়া যায় তবে ৪০ বালতি পানি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। যদি উভয়টিকে জীবিত অবস্থায় তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, তবে কুণ্ডার পানি তুলিতে হইবে না। আর যদি কেবল ইন্দুরটি মরিয়া যায়, তবে ২০ ডোল পানি তুলিয়া ফেলিতে হইবে; আর যদি ইন্দুরটি জখম (রক্তাক্ত) অবস্থায় কুণ্ডায় পড়িয়া যায় অথবা কুণ্ডায় প্রস্রাব করিয়া দেয়, তবে কুণ্ডার সমস্ত পানি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। আর যদি বিড়াল মরিয়া যায়, তবে ২০ ডোল পানি তুলিতে হইবে। ইহা সেরাজ ও নহরোল-ফায়েক কেতাবে আছে। —তাঃ, ১/১১৮।

(মছলা) দুইটি বিড়ালের তুল্য কোন প্রাণী কুণ্ডায় মরিলে, সমস্ত পানি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। দুইটি ইন্দুরের তুল্য কোন প্রাণী কুণ্ডাতে মরিলে, ২০ বালতি পানি তুলিয়া ফেলিবে। তিন হইতে পাঁচটি ইন্দুর কুণ্ডায় মরিলে ৪০ ডোল পানি তুলিয়া ফেলিবে, আর ছয়টি ইন্দুর কুণ্ডায় মরিলে, কুণ্ডার সমস্ত পানি তুলিয়া ফেলিবে। ইহহি জাহেরে রেওয়াএত। —শাঃ, ১/১৬০। তাঃ ১/১১৮।

(মছলা) যদি কোন বড় পানি পাত্রে (মটকায়) কোন প্রাণী মরিয়া যায়, তবে কি উপরোক্ত নিয়মে পানি তুলিয়া ফেলিতে হইবে?

উত্তর। না, বরং উহার সমস্ত পানি ঢালিয়া বা তুলিয়া ফেলিবে, ইহা বাহরোর-রায়েক ও নহরোল-ফায়েক কেতাবে আছে, এইরূপ কাফি ও বাদায়ে কেতাবে আছে। —বাঃ, ১/১২১, শাঃ, ১/১৫৯।

(মছলা) যদি কোন বড় পানি পাত্রে কোন নাপাক বস্তু পড়িয়া উহা নাপাক হইয়া যায়, তবে উহা পাক করিবার উপায় কি?

উত্তর। উক্ত পাত্রের সমস্ত পানি ঢালিয়া দিয়া তৎপর তিনবার পানি দ্বারা ধুইয়া ফেলিলে উহা পাক হইয়া যাইবে, আর যদি উক্ত পাত্রটির

কতকাংশ মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখা হইয়া থাকে, তবে তিনবার ধৌত করিয়া উক্ত ধৌত পানি প্রত্যেকবারে বাহির করিয়া ফেলিলে, পাত্রটি পাক হইয়া যাইবে, উহাকে মৃত্তিকা হইতে তুলিয়া ফেলিবার আবশ্যক হইবে না। শাঃ, ১/১৫৯।

(মছলা) যদি কোন হাওজে কোন প্রাণী মরিয়া যায়, তবে কি করিতে হইবে?

উত্তর। হাওজের সমস্ত পানি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। শাঃ ১/১৫৯, মেনহাতোল খালেক, ১/১২১।

(মছলা) যে গর্ত্তের পানিতে লোকের হাত পৌঁছিতে পারে না, উহার নিম্নদেশ হইতে পানি উঠিতে থাকে না, বরং বর্ষা বা নদীর পানিতে পূর্ণ হইয়া যায়, উহার কি হুকুম হইবে?

উত্তর। বাহ্‌রোর রায়েক, নহরোল-ফায়েক ও নাৎফ কেতাবে আছে যে, উহার সমস্ত পানি তুলিয়া ফেলিতে হইবে, কিন্তু কিন্‌ইয়াতে আছে যে, উক্ত গর্ত্তটির হুকুম কুণ্ডার ন্যায় হইবে, মোকাদ্দেছি ও শামি এই মত সমর্থন করিয়াছেন। মেনঃ ১/১২১। শাঃ ১/১৫৯।

লেখক বলেন, শেষ মতটি গ্রহণীয়।

(মছলা) যে কূপের নিম্নদেশ হইতে পানি উঠিতে থাকে, এইরূপ কুণ্ডার সমস্ত পানি তুলিয়া ফেলিতে হইলে যে সময়ে উহাতে নাপাক বস্তু পড়িয়াছিল, সেই সময়ের সমস্ত পানি উঠাইতে হইবে কিম্বা পানি উঠাইবার সময়ে সমস্ত পানি উঠাইতে হইবে?

উত্তর। কাফি কেতাবে আছে যে, পানি উঠাইবার সময়ের সমস্ত পানি উঠাইতে হইবে, হালাবি এই মতটি ছহিহ্ বলিয়াছেন, পক্ষান্তরে এবনোল কামাল বলেন, নাপাক বস্তু পড়িবার সময়ের সমস্ত পানি উঠাইতে হইবে, এমদাদ কেতাবে এই মতটি সমর্থিত হইয়াছে। হেদায়া লেখক এই মতরে গ্রহণীয় হওয়ার উপর ইশারা করিয়াছেন। কাজিখান ইহা ছহিহ্ বলিয়াছেন। শাঃ ৯/৯৫৭।

লেখক বলেন এই মতটি গ্রহণীয়।

(মছলা) কুণ্ডার ডোলের পরিমাণ কি?

(উত্তর) মধ্যম ডোল দ্বারা পানি তুলিতে হইবে, কেহ কেহ বলিয়াছেন, প্রত্যেক শহরে যেরূপ ডোল প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা পানি

উঠাইলে যথেষ্ট হইবে। কেহ কেহ বলেন, যে কুণ্ডা নাপাক হইয়াছে, উহার নির্দ্দিষ্ট ডোল দ্বারা পানি তুলিতে হইবে, বাহরোর-রায়েকে ইহাকে জাহের রেওয়াএত বলা হইয়াছে। রামালি বলিয়াছেন, উক্ত নির্দিষ্ট ডোল যেন অতিরিক্ত বৃহৎ না হয়। আর যদি উহার নির্দিষ্ট ডোল না থাকে, তবে এক ছা (অর্থাৎ তিন সের অর্দ্ধ পোয়া) পানি ধরে এরূপ ডোল দ্বারা পানি উঠাইতে হইবে। ইহা বাহরোর-রায়েকের সমর্থিত মত, খোলাসা, তাহতাবির টীকা ও সেরাজ কেতাবে প্রকাশ্য ভাবে ইহা বুঝা যায়। আর যদি কোন ডোল তদপেক্ষা ছোট বড় হয় তবে উপরোক্ত নির্দ্দিষ্ট ডোলের সহিত হিসাব করিয়া যে কয়েক ডোল হয়, তাহাই তুলিয়া ফেলিবে। যদি নিয়মিত ডোলের ২০ কিম্বা ৪০ ডোল পানি ধরে এরূপ একটি বৃহৎ ডোলের এক ডোল পানি তুলিয়া ফেলা হয়, তবে কুণ্ডা পাক হইয়া যাইবে, বাহরোর-রায়েকে ইহাকে জাহেরে মজহাব বলা হইয়াছে। শাঃ, ১/১৫৯, তবঃ ১২৭, বাঃ ১।

(মছলা) ডোলের পানি কি পরিমাণ হওয়া আবশ্যক?

উত্তর। ডোলের অধিক পরিমাণ পানিতে পূর্ণ থাকিলে যথেষ্ট হইবে, আর যদি ডোলটা বাঁকা হওয়ার কারণে তাহার অর্দ্ধেকাংশ বা অল্পাংশ পানিতে পূর্ণ হয়, তবে যথেষ্ট হইবে না, ইহা বাজ্জাজিয়া কাহাস্তানিতে আছে।—শাঃ, ১/১৫৯।

(মছলা) যদি কুণ্ডাতে কোন পশু মরিয়া যাওয়ায় ২০ কিম্বা ৪০ ডোল পানি তুলিবার আবশ্যক হয়, কিন্তু কুণ্ডাতে মাত্র ১০ ডোল পানি থাকে, তবে কি করিতে হইবে?

উত্তর। নিয়মিত পানি অপেক্ষা কম পানি থাকিলে যে পরিমাণ পানি থাকে, তাহাই তুলিয়া ফেলিলে, পাক হইয়া যাইবে। আর যদি উক্ত পানি তুলিয়া ফেলার পরে নূতন পানি উঠিতে থাকে, তবে এই নূতন পানি তুলিয়া ফেলা ওয়াজেব হইবে না। ইহা বাহরোর-রায়কে আছে। শাঃ, ১/১৫৯/১৬০। তাঃ ১/১১৮।

(মছলা) যদি কোন কুণ্ডা নাপাক হইয়া যায়, কিন্তু উহার একদিক হইতে নূতন পানি উঠিতে থাকে, আর অন্য একটি ছিদ্র দিয়া পানি বাহির হইয়া যায়, অথবা উহার একদিকে পানি বহির্গমনের একটি পথ খনন করিয়া দেওয়ায় পানি বাহির হইয়া যায়, তবে উক্ত কুণ্ডা পাক হইয়া

যাইবে।—শাঃ, ১/১৬০। তাঃ, ১/১১৮।

(মছলা) নাপাক কুণ্ডার যে পরিমাণ পানি তুলিয়া ফেলা ওয়াজেব, উক্ত পরিমাণ পানি তলদেশস্থ মৃত্তিকার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলে, উক্ত কুণ্ডা পাক হইয়া যাইবে। আর যদি পুনরায় উক্ত কুণ্ডাতে পানি পূর্ণ হইতে থাকে, তবে দেখিতে হইবে যে, উহার তলদেশ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে কি না? যদি শুষ্ক হইয়া গিয়া থাকে, তবে সমধিক ছহিহ মতে উহা নাপাক হইবে না, আর যদি উহার তলদেশ শুষ্ক হইয়া না থাকে, তবে উক্ত কুণ্ডা পুনরায় নাপাক হইয়া যাইবে, সেরাজ কেতাব হইতে ইহা বাহরোর-রায়েকে উল্লিখিত হইয়াছে। শাঃ, ১/১৬০। তাঃ ১/১১৮।

(মছলা) কুণ্ডায় নাপাক বস্তু পড়ার সময় নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলে অথবা উহার উপর দৃঢ় ধারণা জন্মিলে কিম্বা দুই জন লোক ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিলে, সেই সময় হইতে কুণ্ডাকে নাপাক বলিয়া ধরিতে হইবে, আর যদি উহার সময় কোনরূপে জানা না যায় তবে উক্ত প্রাণী ফুলিয়া কিম্বা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে কি না, তাহা দেখিতে হইবে, যদি ফুলিয়া কিম্বা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, তবে তিন দিবা রাত্রি হইতে উক্ত কূয়া নাপাক হওয়ার হুকুম দেওয়া যাইবে এবং যাহারা উক্ত সময়ের মধ্যে উহার পানিতে ওজু গোসল করিয়া থাকেন, তাহারা তিন দিবা রাত্রির ফরজ ও ওয়াজেব নামাজ দোহরাইয়া লইবেন। আর যদি উক্ত প্রাণী ফুলিয়া কিম্বা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়া না থাকে, তবে এক দিবা রাত্রি হইতে উক্ত কূয়া নাপাক হওয়ার হুকুম দেওয়া যাইবে এবং যাহারা উক্ত সময়ের মধ্যে উহার পানিতে ওজু গোসল করিয়া থাকেন, তাহারা এক রাত্রি দিবার নামাজ দোহরাইয়া লইবেন। যদি উক্ত পানি দ্বারা আটা খামির করা হইয়া থাকে কিম্বা কোন খাদ্য বা পানীয় প্রস্তুত করা হইয়া থাকে উহা ভক্ষণ বা পান করা জায়েজ হইতে পারে না, এমাম আবু ইউছফ (রঃ) বলিয়াছেন, উহা কোন মানুষকে ভক্ষণ করাইবে না। 'বাদায়ে' প্রণেতা বলেন, উহা কুকুরকে খাওয়াইবে। —তাঃ, ১/১১৮, শাঃ, ১/১৬০।

উপরোক্ত মছলায় এক দিবস কিম্বা তিন দিবসের নামাজ দোহরাইয়া পড়া এমাম আজমের মত, পক্ষান্তরে তাঁহার শিষ্যদ্বয় বলিয়াছেন, যে সময় নাপাক বস্তু পড়ার সংবাদ পাওয়া যায়, সেই সময় হইতে কুণ্ডার পানি নাপাক ধরিতে হইবে, ইহা জানিবার অগ্রে যে নামাজ পড়া হইয়াছে,

তাহা দোহরাইতে হইবে না জওহেরা প্রণেতা শেষোক্ত মত ফৎওয়া গ্রাহ্য বলিয়া দাবী করিয়াছেন, ফাতাওয়ায়ে-এতাবিতে এই মতটি মনোনীত বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে শামি বলেন, এমাম বোরহানি, নাছায়ি মোছেলি ও শদরোশ্ শরিয়া এমাম সাহেবের মতটি বিশ্বাসযোগ্য স্থির করিয়া তাঁহার দলীলকে প্রবল প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বাদায়ে প্রণেতা বলেন, এমাম সাহেবের মতটি এবাদত কার্য্যে সমধিক এহ্‌তিয়াতযুক্ত।—শাঃ, ১/১৬০।

লেখক বলেন, এমাম সাহেবের মতটি এস্থলে গ্রহণীয়।

(মছলা) উপরোক্ত মছলাদ্বয়ে যদি কেহ উক্ত পানি দ্বারা কাপড় পাক করিয়া থাকে, তবে কাপড়টি এক দিবা-রাত্রি বা তিন দিবা রাত্রি হইতে নাপাক ধরিতে হইবে কিম্বা নাপাক জানা কালে ধুইলেই যথেষ্ট হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

হেদায়া, মোখতার কদুরি, জামে ছগির, মনইয়া এবং উহার টীকায় আছে যে, উক্ত কাপড়খানি একরাত্রি কিম্বা তিন দিবা রাত্রি হইতে নাপাক বলিয়া ধরিতে হইবে। —শাঃ, ১/১৬০, হেদায়া ১/২৭।

(মছলা) যদি কোন ব্যক্তি পাকি বা ওজু অবস্থায় উক্ত পানিতে গোসল বা ওজু করিয়া থাকে কিম্বা পাক কাপড় উহাতে ধৌত করিয়া থাকে, তবে জওয়াহেরা কেতাবের মতনুযায়ী নামাজ দোহরাইতে হইবে না এবং উক্ত কাপড় (দ্বিতীয়বার) ধৌত করিতে হইবে না, কিন্তু এবনে আবেদীন শামি বলিয়াছেন যে, ইহা অধিকাংশ বিশ্বাসযোগ্য কেতাবের বিপরীত মত, কাজেই নামাজ দোহরান ও কাপড় ধুইয়া ফেলা ওয়াজেব। শাঃ, ১/১৬০।

(মছলা) যদি কেহ কাপড়ে মণি কিম্বা প্রস্রাব অথবা রক্ত দেখিতে পায়, তবে তাহার শেষ নিদ্রা কিম্বা স্ত্রীসঙ্গম অথবা প্রস্রাব বা নাসিকার রক্তপাত ধরিয়া নামাজ দোহরাইয়া লইবে। আর যদি কাপড়ে রক্ত দেখিতে পায়, কিন্তু তাহার নাসিকা (ইত্যাদি) হইতে রক্তপাত না হইয়া থাকে, তবে এবনে রোস্তমের রেওয়াএত অনুযায়ী নামাজ দোহরাইতে হইবে না।

বাহ্‌রোর-রায়েকে আছে যে, মুহিত লেখক এই মতটি মনোনীত করিয়াছেন।

সেরাজ কেতাবে আছে, যদি কেহ কাপড়ে দেরম-শরয়ি অপেক্ষা অধিক গাঢ় নাপাকি (নাজাছাতে গলিজা) দেখিতে পায়, কিন্তু উহা কাপড়ে লাগিবার অবস্থা অবগত না হয়, তবে সকলের মতে উহাতে নামাজ

দোহরাইতে হইবে না, ইহাই সমধিক সহিহ্ মত।

যদি কেহ জোব্বার মধ্যে মৃত ইন্দুর দেখিতে পায়, তবে দেখিতে হইবে যে, জোব্বার কোন স্থানে ছিদ্র আছে কিনা, যদি কোন ছিদ্র না থাকে, তবে যে সময় উহাতে তুলা পূর্ণ করা হইয়াছিল, সে সময় হইতে (যদি উহা ব্যবহার করিয়া থাকে) নামাজ দোহরাইবে, আর যদি কোন ছিদ্র থাকে, তবে দেখিতে হইবে যে, মুষিকটি ফুলিয়া পড়িয়াছে কিনা, তবে তিন রাত্রদিবার নামাজ দোহরাইতে হইবে, নচেৎ এক রাত্র-দিবার নামাজ দোহরাইবে, ইহা নহরোল-ফায়েকের মত, কিন্তু তজনিছ ও মোহিত কেতাবে আছে যে, মুষিকটি ফুলিয়া অথবা শুষ্ক হইয়া থাকুক আর নাই থাকুক, উহাতে তিন রাত্র দিবা নামাজ দোহরাইয়া লইবে।—তাঃ, ১/১১৯/১২০, বাঃ, ১/১২৫, শাঃ, ১/১৬০।

লেখক বলেন, শেষোক্ত মছলায় তজনিছ ও মুহিতের মতটি সমধিক এহতিয়াতযুক্ত।

(মছলা) কাজিখানে আছে, বিড়াল ও মুষিকের মলমূত্র জাহেরে রেওয়াএত অনুযায়ী পাক পানি এবং কাপড়কে নাপাক করিয়া দেয়, কিন্তু ফয়েজ কেতাবে আছে, মুষিকের মুত্র কুণ্ডায় পড়িলে, সমধিক ছহিহ্ মতে পানি তুলিতে হইবে না, দোর্রোল মোখতারে আছে ইহাই ফৎওয়াগ্রাহ্য মত। আরও উহাতে আছে, ইন্দুরের বিষ্ঠা পানিতে পড়িলে, যতক্ষণ উহার লক্ষণ প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ পানি নষ্ট হইবে না। এইরূপ বিড়ালের প্রস্রাব কোন পানিতে পড়িলে, উহা নাপাক বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে কিন্তু কুণ্ডা ইত্যাদির ফৎওয়াগ্রাহ্য মত। শাঃ, ১/১৬০।

(মছলা) কবুতর এবং চড়ুই পক্ষীর বিষ্ঠা কুণ্ডায় পড়িলে কুণ্ডা নাপাক হইবে না এবং কুণ্ডার পানি উঠাইতে হইবে না।

মুরগী, হাঁস ব্যতীত কোন হালাল পক্ষীর বিষ্ঠার কুণ্ডা নাপাক হইবে না। কাক, চিল, বাজ, শিকরা ইত্যাদি হিংস্র পক্ষীর বিষ্ঠায় কুণ্ডা নাপাক বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে না। নাপাক ধুলি কুণ্ডায় পড়িলে জরুরতের জন্য পানি পাক বলিয়া গণ্য হইবে। চামচিকার মলমূত্রে কুণ্ডা নাপাক হইবে না। তাঃ, ১/১২০/১৫৯/১৬০।

(মছলা) যদি কুপের নিকট মলমূত্র ইত্যাদি নাপাক বস্তু নিক্ষেপের কুপ থাকে, তবে দেখিতে হইবে যে, প্রথমে কুপের পানির বর্ণ, ঘ্রাণ বা

স্বাদ পরিবর্তন হইয়াছে কিনা? যদি পরিবর্তন হইয়া থাকে, তবে প্রথম কূপের পানি নাপাক হইয়া যাইবে নচেৎ নাপাক হইবে না। ইহা জহিরিয়া কেতাবে আছে। আঃ, ১/১২১।

(মছলা) ঘোড়া, গরু প্রভৃতি মৃত চতুষ্পদ জন্তুর খুর, শৃঙ্গ, লোম, পালক, দন্ত, চঞ্চু, নখর, অস্থি, যদি চর্ব্বি মিশ্রিত না হয়, তবে পাক হইবে। মানুষের চুল যদি উন্মুক্ত হয়, তবে নাপাক হইবে, নচেৎ পাক হইবে। উহার অস্থি, দন্ত ও নখ পাক। মনুষ্যের চর্ম্ম কিম্বা মাংস নখের পরিমাণ পানিতে পড়িলে, পানি নাপাক হইয়া যাইবে। তাঃ, ১/১১৪।

(মছলা) মৎস্যের রক্ত, মৃগনাভী ও কস্তুরী পাক। তাঃ, ১/১১৪/১১৫।

ঝুঠার (উচ্ছিষ্টের) বিবরণ।

প্রশ্ন। কোন্ কোন্ জীবের ঝুঠা পাক।

উত্তর। যদি মনুষ্যের মুখে কোন নাপাকি না থাকে, তবে সে নাপাক হউক, আর কাফের হউক আর স্ত্রীলোক হউক, উহার ঝুঠা পাক।

হালাল জন্তুর মুখে কোন নাপাকি না থাকিলে, উহার ঝুঠা পাক। ঘোড়ার ঝুঠা সমধিক ছহিহ্ মতে এবং জাহেরে রেওয়াএত অনুযায়ী পাক। যে প্রাণীর শরীরে প্রবাহিত (জারি) রক্ত নাই, উহার ঝুঠা পাক। তাঃ, ১/১২১, শাঃ, ১/১৬৩।

প্রশ্ন।—কোন্ কোন্ জীবের ঝুঠা নাপাক?

উত্তর। শূকর, কুকুর ও হিংস্র চতুষ্পদের ঝুঠা নাপাক। যে পশু দাঁত দিয়া শীকার করে, উহাকেই চতুষ্পদ বলা হইয়া থাকে, যথা—ব্যাঘ্র, নেকড়েবাঘ, ভল্লুক, চিতাবাঘ, শৃগাল ইত্যাদি। বন বিড়াল ও হিংস্র জন্তুর অন্তর্গত।

মদ্যপায়ী মদ পান করার পরেই যাহা পানাহার করে, তাহার উচ্ছিষ্ট নাপাক। যদি মদ্যপায়ীর গোঁফ এরূপ লম্বা হয় যে, জিহ্বা উহা স্পর্শ করিতে পারে না, তবে যতক্ষণ উক্ত গোঁফ পরিষ্কৃত না হয়, ততক্ষণ উহার ঝুঠা নাপাক।

যদি বিড়াল মুষিক খাওয়া মাত্রই কোন বস্তুতে মুখ দেয়, তবে উহা নাপাক হইবে।—শাঃ, ১/১৩৩/১৬৪, তাঃ, ১/১২১।

প্রঃ। কোন্ কোন্ জীবরে ঝুঠা মকরুহ হইবে?

উঃ। বিড়াল ও অনাবদ্ধ (ছাড়িয়া দেওয়া) মুরগীর ঝুঠা মকরুহ্ হইবে, যদি কোন বিড়ালকে গৃহে আবদ্ধ রাখা যায় এবং উহাকে ঐ অবস্থায় খোরাক দেওয়া হয়, তবে উহার ঝুঠা মরুহ্ হইবে না। যে গরু, উট বা ছাগল বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য উহার মাংস দুর্গন্ধময় হইয়া থাকে, উহার ঝুঠা মকরুহ্। বাজ্, শিকরা ইত্যাদি শিকারী পক্ষীদের চঞ্চু পাক থাকার বিষয় উহার প্রতিপালকেরা অবগত না থাকিলে, উহার ঝুঠা মকরুহ্ হইবে।

ইন্দুর টিক্‌টিকি ইত্যাদি গৃহবাসী প্রাণীর ঝুঠা মকরুহ, উপরোক্ত কয়েকটি প্রাণীর ঝুঠাকে যে মকরুহ্ বলা হইয়াছে, উহার অর্থ মকরুহ তঞ্জিহী। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ঝুঠা করা বস্তু ত্যাগ করিয়া অন্য খাদ্য সংগ্রহে সংক্ষম হয় তাহার পক্ষে মকরুহ্ তঞ্জিহী হইবে, কিন্তু যে দরিদ্রের তদ্ব্যতীত অন্য খাদ্য নাই, তাহার পক্ষে মকরুহ্ হইবে না।—শাঃ, ১/১৬৪/১৬৫, তাঃ ১/১২১/১২২।

(মছলা) আজনবি পুরুষের ঝুঠা আজনবি স্ত্রীলোকের পক্ষে এবং আজনবি স্ত্রীলোকের ঝুঠা আজনবি পুরুষের পক্ষে মকরুহ্ যেহেতু উহাতে মনের দুষ্কামনা চরিতার্থ হয় (অর্থাৎ এক প্রকার লজ্জত অনুভূত হয়) শাঃ, ১/৬৩, বাঃ ২৪।

প্রঃ। স্ত্রীলোক ও পুরুষ লোক সকলে পীর মোর্শেদ বা বোজর্গ লোকদিগকে ঝুঠা খাইয়া থাকেন, ইহা কি মকরুহ হইবে?

উঃ। উহা মকরুহ হইবে না, কেননা শামিতে আছে যদি ঝুঠা খাওয়ায় লজ্জত গ্রহণ করা (মনের দুষ্কামনা চরিতার্থ করা) উদ্দেশ্য না হয়, তবে মকরুহ হইবে না, এরূপ স্থলে বরকত লাভ করা উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, হাদিছে আছে, ইমানদারের ঝুঠাতে পীড়ার উপশম হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে অনেকে বোজর্গগণের ঝুঠা খাইয়া থাকেন, ইহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। শাঃ ১/১৬৩।

(মছলা) বিড়ালের ন্যায় যে প্রাণীর ঝুঠা মকরুহ, উহা সঙ্গে লইয়া নামাজ পড়া মকরুহ্। ইহা বাহরোর-রায়েক কেতাবে তওশিহ কেতাব

হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যে কাপড়ে মকরুহ্ ঝুঠা লাগিয়াছে, উহা পরিধান করতঃ নামাজ পড়া মকরুহ্ ইহা হুলইয়া কেতাবে আছে। শাঃ, ১/১৬৫।

(মছলা) কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, ইন্দুরের জুঠা ভক্ষণ করিলে, ছারপোকাকে জীবিতাবস্থায় ছাড়িয়া দিলে, আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করিলে, উটের দলের মধ্যে গমন করিলে ও আঁটা চিবাইলে ও ছেব ফল খাইলে স্মরণশক্তি কমিয়া যায়। কেহ কেহ বলিয়াছেন, গোনাহ্ করিলে দুনইয়ার বিবিধ চিন্তা ও দুঃখ ভোগ করিলে, দুনইয়ায় অতিরিক্ত সংলিপ্ত হইলে, শূলিদণ্ডে নিহত ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, লবণাক্ত মাংস এবং উত্তপ্ত রুটী খাইলে, দেগে ভক্ষণ করিলে, অপরিপক্ক আঙ্গুর খাইলে, অতিরিক্ত ঠাট্টা বিদ্রুপ করিলে, কবরস্থানে হাস্য করিলে, এস্তেঞ্জার স্থানে ওজু করিলে, পায়জামা কিম্বা পাগড়িকে বালিশরূপে ব্যবহার করিলে, নাপাকি অবস্থায় আছমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, কাপড় দ্বারা ঘর ঝাড়ু দিলে, কাপড়ের আঁচল দ্বারা মুখ কিম্বা দুইহাত মুছিলে, মছজিদে কাপড় ঝাড়িলে, মছজিদে দাখিল হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা রাখিলে, হস্তমৈথুন করিলে, নিজের পুরুষাঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, পথে, ফলকর, বৃক্ষের তলে, আবদ্ধ পানিতে কিম্বা ভস্মে প্রস্রাব করিলে, স্ত্রীর যোনির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ও ভগ্ন চিরণীর দ্বারা কেশ বিন্যাস করিলে স্মরণশক্তি লোপ পাইয়া থাকে এবং ভ্রান্তি বলবৎ হয়—শাঃ, ১/১৬৫।

প্রশ্ন। গর্দ্দভ ও খচ্চরের জুঠা পাক, যেহেতু উহা হালাল। পালিত গর্দ্দভের জুঠা মশকুক (অর্থাৎ পাক নাপাক হওয়া অনিশ্চিত) যে খচ্চরটি গর্দ্দভের গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার জুঠা মশকুক, কিন্তু গাভী কিম্বা ঘোটকীর গর্ভজাত খচ্চরের ঝুঠা পাক, এইরূপ বন্য গর্দ্দভ ও গাভী হইতে উৎপন্ন খচ্চরের ঝুঠা পাক। শাঃ, ১/১৬৫।

(মছলা) যদি মশকুক পানি ব্যতীত নির্দ্দোষ পানি পাওয়া না যায়, তবে উক্ত পানি দ্বারা ওজু গোছল করিবে এবং উহার সঙ্গে তায়াম্মোম করিয়া লইবে। ওজু গোছল কিম্বা তায়াম্মোম এতদুভয়ের মধ্যে যেটি ইচ্ছা হয় প্রথমে করিতে পারে, কিন্তু প্রথমে ওজু গোছল করা মোস্তাহাব। শাঃ, ১/১৩৫/১৩৬।

(মছলা) যদি মশকুক পানি থাকিতে কেহ তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িয়া লয়, তৎপরে উক্ত পানি ফেলিয়া দেয়, তবে তাহার পক্ষে দ্বিতীয়বার

তায়াম্মোম করিয়া নামাজ দোহরাইয়া লওয়া ওয়াজেব। ইহা খোলাছা কেতাবে আছে। যদি কেহ মশকুক পানি ফেলিয়া দিয়া তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িয়া লয়, তবে আর তাহার পক্ষে তায়াম্মোম কিম্বা নামাজ দোহরাইতে হইবে না।—শাঃ, ১/১৭৭, বাঃ, ১/১৩৫।

(মছলা) এক ব্যক্তি তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িতে পড়িতে গর্দ্দভের ঝুঠা পানি দেখিতে পাইল, তবে সে নামাজ শেষ করিয়া উক্ত পানিতে ওজু করিয়া নামাজ দোহরাইয়া লইবে। তবঃ, ১/৩৫, শাঃ, ১/৬৭।

(মছলা) যদি কেহ গর্দ্দভের ঝুঠা পানিতে ওজু করিয়া, তৎপরে তায়াম্মোম করিয়া নির্দ্দোষ পানি দেখিতে পাইল, কিন্তু উক্ত পানি দ্বারা ওজু করিল না, তৎপরে উক্ত নির্দ্দোষ পানি দুর্লভ হইয়া গেল, তবে তাহাকে তায়াম্মোম দোহরাইয়া লইতে হইবে। —বাঃ, ১/১৩৫।

(মছলা) যদি কোন মকরুহ পানি থাকে, তবে উহা দ্বারা ওজু করিতে হইবে, উক্ত পানি থাকিতে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না। মারাঃ, ১৯।

(মছলা) যে প্রাণীর ঝুঠা পাক, তাহার ঘামও পাক, যাহার ঝুঠা নাপাক, তাহার ঘামও নাপাক, যাহার ঝুঠা মকরুহ, তাহার ঘামও মকরুহ। বাঃ, ১/১২৬।

প্রশ্ন। গর্দ্দভের ঘর্ম্ম কি হইবে?

উঃ। গর্দ্দভের অথবা খচ্চরের ঘর্ম্ম অল্প পানিতে পড়িলে উহা মশকুক হইয়া যাইবে, এরূপ পানি থাকিলে ওজু ও তায়াম্মোম উভয় করিতে হইবে, আর শরীরে কিম্বা কাপড়ে লাগিলে, উহাতে নামাজ জায়েজ হইবে। বাঃ, ২/১২৬, শাঃ, ১/১৬৭, আঃ, ১/২৪।

(মছলা) যদি একজন পরহেজগার লোক কোন মাংসকে অগ্নি উপাসকের জবাহ করা বলিয়া প্রকাশ করে, আর অন্য একজন পরহেজগার উহাকেই মুছলমানের জবাহ করা বলিয়া প্রকাশ করে তবে উক্ত মাংস খাওয়া হালাল হইবে না।

যদি একজন পরহেজগার কোন খাদ্যকে হালাল বলিয়া প্রকাশ করে,অন্য একজন পরহেজগার উহা হারাম বলিয়া প্রকাশ করে, তবে উহা হালাল ধরিয়া লইতে হইবে।

যদি একজন পরহেজগার কোন পানিকে নাপাক বলিয়া প্রকাশ করে, অন্যে উহা পাক বলিয়া প্রকাশ করে, তবে উহা পাক বলিয়া ধরিয়া লইবে।—বাঃ ১/১৩৬।

(মছলা) যদি কোন স্থানে এরূপ পানি পাওয়া যায়, যাহার রঙ, গন্ধ কিম্বা স্বাদ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, কিন্তু বহু দিবস পানি আবদ্ধ থাকার জন্য উহার গুণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিম্বা কোন নাপাক বস্তু পড়ার জন্য এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহা স্থির করিতে না পারা যায়, তবে তদ্দ্বারা ওজু গোছল করা জায়েজ হইবে।

(মছলা) যে ব্যক্তির অধিকাংশ অর্থ সম্পত্তি হারাম হয়, তাহার সহিত ক্রয় বিক্রয় করা মকরূহ হইবে, কিন্তু যে বস্তুটি লওয়া হইতেছে, উহা হারাম জানা গেলে, উহা ক্রয় করা হারাম হইবে, ইহা ফৎহোল-কদিরে আছে। —মাঃ, তাঃ, ২২।

তায়াম্মোমের বিবরণ।

প্রঃ। তায়াম্মোমের অর্থ কি?

উঃ। উহার আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। উহার শরিয়ত সঙ্গত অর্থ এই যে, এবাদতের নিয়ত করিয়া দুই হাত মৃত্তিকার উপর একবার মারিয়া দুই মুখ মাসাহ্ করা তৎপরে দ্বিতীয়বার দুইহাত উপরোক্ত প্রকার মৃত্তিকার উপর মারিয়া কনুই অবধি হাত মসহ্ করা। শাঃ, ১/১৬৭/১৬৮।

প্রঃ। তায়াম্মোমের রোকন কি কি?

উঃ। দুইটি রোকন—প্রথম দুইবার মৃত্তিকায় হাত মারা, দ্বিতীয় মুখ এবং দুই হাত সম্পূর্ণরূপে মসহ্ করা। বাঃ, ১/১৩৮। দোঃ।

মারাকিল ফালাহ কেতাবের ৭০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, তায়াম্মোমে দুই হাত মছহ্ করা এক রোকন, মুখ মছহ করা দ্বিতীয় রোকন।

এবনে আবেদীন শামি 'মছহ্ করা' তায়াম্মোমের রোকন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। দুই হাত মারা বা তত্তুল্য বিষয়কে রোকন এবং মুক এবং দুই হাত সম্পূর্ণরূপে মছহ্ করাকে শর্ত্ত স্থির করিয়াছেন। শাঃ, ১/১৬৯/১৭০।

প্রঃ। তায়াম্মোমের কয়টি শর্ত্ত আছে?

উঃ। উহাতে নয়টি শর্ত্ত আছে।

প্রথম শর্ত্ত পানির অভাব হওয়া কিম্বা পানি ব্যবহারে অক্ষম হওয়া,

দ্বিতীয় শর্ত্ত তায়াম্মোমকারীর মুসলমান হওয়া। তৃতীয় শর্ত্ত নিয়ত করা। চতুর্থ মৃত্তিকাজাত বস্তুর উপর তায়াম্মোম করা। পঞ্চম উক্ত বস্তুর পাক হওয়া। ষষ্ঠ যদি তথায় পানি থাকার ধারণা হয়, তবে পানি চেষ্টা করা। সপ্তম দুই হাত এবং মুখ সম্পূর্ণ রূপে মছহ্ করা। অষ্টম হাতের অধিকাংশ (অতি কম তিন অঙ্গুলী) দ্বারা মছহ্ করা। নবম হায়েজ ইত্যাদির তুল্য 'ওজোর' বন্ধ হওয়া।

প্রঃ,—তায়াম্মোম ওয়াজেব হওয়ার কয়টি শর্ত্ত আছে?

উঃ। আটটি শর্ত্ত আছে, (১) তায়াম্মোমকারীর বুদ্ধিমান হওয়া, (২) বালেগ হওয়া, (৩) মুসলমান হওয়া, (৪) হাদাছ (ওজু ও গোসলের কারণ) বর্ত্তমান থাকা, (৫) হায়েজ না থাকা, (৬) নেফাছ না থাকা। (৭) ওয়াক্ত সঙ্কীর্ণ হওয়া, (৮) যে বস্তু দ্বারা তায়াম্মোম জায়েজ হয়, উহার উপর সক্ষম হওয়া। মাঃ, তাঃ, ৭০।

প্রঃ। তায়াম্মামের ছুন্নত কি কি?

উঃ। উহার ১৩টি ছুন্নত আছে।

প্রথম মৃত্তিকায় হাত মারিবার সময় বিছমিল্লাহ্ পড়া। দ্বিতীয় দুই হাতের তালুকে মৃত্তিকার উপর মারা। সমধিক ছহিহ্ মতে কব্জার পৃষ্টদেশকে মাটিতে মারাও ছুন্নত। তৃতীয় তালু দুইটিকে মাটির উপর রাখিয়া অগ্রের দিকে টানিয়া লওয়া।

চতুর্থ। তালুদ্বয়কে অগ্রের দিকে টানিয়া লওয়ার পরে পশ্চাতের দিকে টানিয়া লওয়া।

পঞ্চম। তালুদ্বয়কে মৃত্তিকা হইতে উঠাইয়া লওয়ার পরে ঝাড়িয়া ফেলা। যদি প্রস্তরের উপর হাত মারা হয়, তবে হাত ঝাড়িয়া ফেলা ছুন্নত নহে।

ষষ্ঠ। মাটিতে হাত রাখার সময় অঙ্গুলীগুলিকে ফাঁক ফাঁক করিয়া রাখা।

সপ্তম। প্রথমে মুখ মছহ্ করা, তৎপরে দুই হাত মছহ্ করা।

অষ্টম। মুখ মছহ্ করার পরে অবিলম্বে মাটিতে হাত মারিয়া দুই হাত মছহ্ করা।

নমব। প্রথম ডাহিন হাত মছহ করা, তৎপরে বাম হাত মছহ্ করা।

দশম। খাস করিয়া মাটির উপর হাত মারা।

একাদশ। নিম্নলিখিত খাস নিয়মে মছহ্ করা।

দ্বাদশ। দাড়ি খেলাল করা।

ত্রয়োদশ। তায়াম্মোমের অগ্রে মেছওয়াক করা। শাঃ, ১/১৬৯/১৭০। মাঃ, ৬৯।

প্রঃ। তায়াম্মোম করার নিয়ম কি?

উঃ। বাদায়ে কেতাবে আছে, (এমাম) আবু ইউসফ (রঃ) বলিয়াছেন, আমি (এমাম) আবু হানিফা রহমতুল্লাহে আলায়হের নিকট তায়াম্মোমের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, তায়াম্মোমে দুইবার হাত মারিতে হইবে, মুখ মছহ্ করার জন্য একবার হাত মারিতে হইবে, কনুই অবধি দুই হাত মছহ্ করার জন্য একবার হাত মারিতে হইবে। আমি বলিলাম, উহা কিরূপ? ইহাতে তিনি দুই হাত মাটির উপর মারিয়া অগ্রের দিকে টানিয়া লইলেন, তৎপরে পশ্চাতের দিকে টানিয়া লইলেন, তৎপরে উক্ত হস্তদ্বয় ঝাড়িয়া ফেলিলেন, তৎপরে উক্ত হস্তদ্বয় দ্বারা নিজে'র চেহারা মছহ করিলেন। তৎপরে নিজের তালুদ্বয়কে দ্বিতীয়বার মাটিতে মারিলেন, তৎপরে অগ্রের দিকে টানিয়া পশ্চাতের দিকে টানিলেন, তৎপরে তালুদ্বয়কে ঝাড়িয়া কনুই অবধি দুই হাতের পৃষ্ঠা ও পেট মছহ্ করিলেন।

বাদায়ে কেতাবে আরও লিখিত আছে, আমাদের কতক প্রাচীন বিদ্বান বলিয়াছেন, বাম হাতের কনিষ্ঠ, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী এই চারি অঙ্গুলী দ্বারা ডাহিন হাতের পৃষ্ঠদেশকে অঙ্গুলী সমূহের অগ্রভাগ হইতে কনুই অবধি মছহ্ করিবে, তৎপরে বাম হাতের তালুর দ্বারা ডাহিন হাতের পেটকে কনুই হইতে কব্জা পর্য্যন্ত মছহ্ করিবে, তৎপরে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর পেট দ্বারা তৎপরে ডাহিন হাতের বৃদ্ধা অঙ্গুলীর পৃষ্ঠদেশকে মছহ্ করিবে। উপরোক্ত প্রকারে ডাহিন হাতের অঙ্গুলি ও তালু দ্বারা বাম হাত মছহ্ করিবে। ইহাই সমধিক এহতিয়াতযুক্ত মত। এইরূপ হলইয়া কেতাবে তোহফা, মুহিত ও জাদোল ফোকাহা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। শাঃ, ১/১৬৮/১৬৯। বাঃ, ১/১৪৫/১৪৬, আঃ, ১/১৩১। তবঃ ১/৩৮।

শরহে-বেকায়াতে হাত মছহ করার এইরূপ নিয়ম লিখিত আছে, বাম হাতের কনিষ্ঠ অনামিকা ও মধ্যমা এই তিন অঙ্গুলী ও তালুর কিছু অংশ দ্বারা ডাহিন হাতের পৃষ্ঠদেশকে অঙ্গুলীগুলির অগ্রভাগ হইতে টানিয়া

কনুই অবধি মছহ্ করিবে, তৎপরে বাম হাতের তর্জ্জনী (শাহাদাত) ও বৃদ্ধা অঙ্গুলী এবং অবশিষ্ট তালু দ্বারা ডাহিন হাতের পেটকে (কনুই হইতে) অঙ্গুলীগুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত মছহ্ করিবে। এইরূপ ডাহিন হাত দ্বারা বাম হাত মছহ্ করিবে।

লেখক বলেন, উল্লিখিত দুইটি নিয়মের কোন একটি গ্রহণ করিলে যথেষ্ট হইবে।

প্রঃ। তায়াম্মোমের নিয়ত কিরূপে করিতে হইবে?

উঃ। পাকির কিম্বা নামাজ মোবাহ্ হওয়ার নিয়ত করিবে, অথবা হাদাছ কিম্বা নাপাকি দূর করার নিয়ত করিবে, অথবা এরূপ আসল এবাদতের নিয়ত করিবে যাহা পাকি ব্যতীত ছহিহ্ হয় না। আঃ, ১/২৬, বাঃ, ১/১৪০।

(মছলা) যদি কোন নাপাক ব্যক্তি ওজুর নিয়তে তায়াম্মোম করে, তবে উহাতে নাপাকির তায়াম্মোম হইয়া যাইবে, ইহা তবইন কেতাবে আছে, তাতারখানিয়া কেতাবে আছে যে, নেসাব কেতাবে এই মতটি ফৎওয়া গ্রাহ্য বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আঃ ঐ পৃষ্ঠা শাঃ, ১/১৮২, বাঃ, ১/১৫১।

(মছলা) যদি কেহ জানাজা নামাজ কিম্বা তেলাওতের ছেজদার নিয়তে তায়াম্মোম করে, তবে উহাতে ফরজ নামাজ পড়া জায়েজ হইবে, ইহা মুহিত কেতাবে আছে। আঃ ঐ পৃষ্ঠা।

(মছলা) যদি কেহ পানি অভাবে জানাজা নামাজের নিয়তে তায়াম্মোম করিয়া থাকে, তবে উক্ত তায়াম্মোম দ্বারা ফরজ নামাজ জায়েজ হইবে, আর যদি তথায় পানি থাকা সত্তেও জানাজা নামাজ ফওত হওয়ার আশঙ্কায় জানাজা নামাজের নিয়তে তায়াম্মোম করিয়া থাকে, তবে নামাজ শেষ হইলে উক্ত তায়াম্মোম বাতীল হইয়া যাইবে, তদ্দরা ফরজ নামাজ পাঠ এবং কোর-আন শরিফ স্পর্শ জায়েজ হইবে না, আর যদি উপরোক্ত ঘটনায় নাপাক অবস্থায় তায়াম্মোম করিয়া থাকে, তবে উক্ত তায়াম্মোম দ্বারা কোর-আন পাঠ জায়েজ হইবে। বাঃ, ১/১৫১, শাঃ, ১/১৮১।

(মছলা) কেহ মসজিদে দাখিল হওয়ার, মৌখিক বা কোর-আন শরিফ দেখিয়া কোর-আন পড়ার, কোর-আন স্পর্শ করার কবর জিয়ারত করার, মৃত দফন করার, মছজিদ হইতে বাহির হওয়ার, কোর-আন

লিখিবার, পীড়িতের সেবা করার, আজান দেওয়ার, একামত পড়ার, মুসলমান হওয়ার, সালাম করার, সালামের জওয়াব দেওয়ার নিয়তে তায়াম্মোম করিলে, উক্ত তায়াম্মোমে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে না। শাঃ, ১/১৮০, বাঃ, ১/১৫০, আঃ, ১/২৬।

(মছলা) কোর-আন শরিফ পড়ার নিয়তে তায়াম্মোম করিলে উক্ত তায়াম্মোমে নামাজ জায়েজ হইবে না, ইহা বে-ওজু অবস্থায় তায়াম্মোম করার ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে, কিন্তু নাপাক ব্যক্তি কোর-আন পাঠের নিয়তে তায়াম্মোম করিলে উহাতে নামাজ জায়েজ হইবে, ইহা বাদায়ে ও গায়াতোল-বায়ানে আছে, বাহরোর রায়েকে এই মতটি সত্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। তাঃ, ১/১৩১ বাঃ, ১/১৫০, শাঃ, ১/১৮২, মাঃ ৬৫।

(মছলা) যদি বে-ওজু ব্যক্তি কোর-আন শিক্ষা দেওয়ার নিয়তে তায়াম্মোম করিয়া থাকে, তবে উক্ত তায়াম্মোমে নামাজ জায়েজ হইবে না।—মাঃ, ৬৫ শাঃ, ১/১৮০, আঃ, ১/২৬, মাজঃ, দোর্রোলমোন্তাকা, ১/৪০।

(মছলা) যদি কোন পীড়িত ব্যক্তিকে অন্য কেহ তায়াম্মোম করাইয়া দেয়, তবে পীড়িতকেই নিয়ত করিতে হইবে।—আঃ, ১/২৬।

(মছলা) যদি শোকরের ছেজদা করার নিয়তে তায়াম্মোম করে, তবে উহাতে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে উপরোক্ত সেজ্দা মোস্তাহাব; এসূত্রে উক্ত তায়াম্মোম দ্বারা নামাজ পাঠ জায়েজ হইবে।— তাঃ, ১/১৩১, শাঃ ১/১৮১।

(মছলা) যদি কেহ একবার মাটিতে দুই হাত মারিয়া মুখ এবং দুই হাত মছহ্ করে, তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না। ইহা কাজিখানে আছে।- - আঃ, ১/২৬।

(মছলা) যাহার দুই হাতের কব্জা কাটা গিয়াছে, সে ব্যক্তি দুই হাতের অবশিষ্টাংশ মছহ্ করিবে। যাহার দুই হাত কাটা গিয়াছে, সে ব্যক্তি কাটা স্থানকে মছহ্ করিবে। আর যদি কনুয়ের উপর পর্য্যন্ত কাটা গিয়া থাকে, তবে হাত মছহ্ করিতে হইবে না, ইহা মুহিত কেতাবে আছে।-আঃ, ১/২৭।

(মছলা) যাহার দুই হাত অবশ হইয়া গিয়াছে, সে ব্যক্তি নিজের হাতকে জমির উপর এবং চেহারাকে প্রাচীরের উপর ঘর্ষণ করিবে, ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে, ইহা জখিরা কেতাবে আছে। আঃ ঐ পৃষ্ঠা।

(মছলা) যদি দুই হাত মাটির উপর মারিবার পরে এবং মছহ্ করিবার পূর্ব্বে কাহারও বায়ু নির্গত হয়, তবে উক্ত মাটি দ্বারা মছহ্ জায়েজ হইবে না। এইরূপ ওজুতে কোন অঙ্গ ধৌত করার পূর্ব্বে বায়ু নির্গত হয়, তবে উক্ত অঙ্গ ধৌত করা বাতীল হইয়া যাইবে। ইহা 'সৈয়দ আবু সোজা' বলিয়াছেন, খোলাছা কেতাবে ইহাকে সমধিক ছহিহ্ মত বলা হইয়াছে। ফৎহোল কাদিরে আছে যে, ইহা এমাম ছারাখছির মনোনীত মত। আঃ, ঐ পৃষ্ঠা।

(মছলা) মুখ এবং দুই হাতকে সম্পূর্ণরূপে মছহ্ করা জাহেরে রেওয়াএত অনুযায়ী ওয়াজেব, ইহা মুহিতে-ছারাখছিতে আছে, মোজমারাত কেতাবে ইহাকে মনোনীত মত বলা হইয়াছে। যদি কাহারও হাতে অঙ্গুটী থাকে, তবে উহা খুলিয়া ফেলা ওয়াজেব, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে। এইরূপ স্ত্রীলোকের হাতে কোন প্রকার গহনা থাকিলে, তাহা খুলিয়া ফেলিতে হইবে। যদি কেহ দুই চক্ষের উপরিভাগ ও ভ্রু-দ্বয়ের নিম্নভাগ এবং নাসিকাদ্বয়ের নতি মছহ্ না করে, তবে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না; যদি অঙ্গুলি গুলির মধ্যে ধূলি না পৌঁছিয়া থাকে, তবে অঙ্গুলিগুলির খেলাল করা ওয়াজেব। আঃ ঐ পৃষ্ঠা।

(মছলা) যদি একটি কেশ পরিমাণ স্থান মছহ্ না করে, তবে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না।

মুখমণ্ডলের (চেহারার) সীমার মধ্যে যে চর্ম্ম দেখা যায় এবং যে দাড়ি উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসমস্ত মছহ্ করিতে হইবে, যদি দুই গালের উপরিস্থ দাড়ি মছহ্ না করে, তবে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না, কিন্তু মুখমণ্ডলের সীমার বাহিরে যে দাড়ি উৎপন্ন হইয়াছে উহা মছহ্ করা ফরজ নহে।— বাঃ, ১/১৪৪, শাঃ, ১/১৭৪ হাঃ, শাঃ, ১/৩৭, মাঃ, তাঃ, ৬৯।

(মছলা) হাতের তিন অঙ্গুলি অথবা তদতিরিক্ত অংশ দ্বারা মছহ্ করা তায়াম্মোমের শর্ত্ত, যদি কেহ এক অথবা দুই অঙ্গুলী মছহ্ করে তবে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না। যদি কেহ এক বা দুই অঙ্গুলী দ্বারা কয়েকবার মছহ্ করিয়া সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল বা হাত মছহ্ করে, তবু উহা জায়েজ হইবে না।—শাঃ, ১/১৬৯, বাঃ, ১/১৪৪।

(মছলা) যদি কাহারও একখানা অতিরিক্ত হাত উৎপন্ন হয়, তবে তায়াম্মোমে তিনখানা হাত মছহ্ করিতে হইবে কিম্বা দুইখানা হাত মছহ্

করিতে হইবেঃ

উঃ:—তাহতাবি বলেন, ইহা এবং ওজুর মছলা একই প্রকার হইবে। ওজুর অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। তাঃ, ১/২৭, শাঃ, ১/১৭৪।

(মছলা) দুই হাতের তালু অর্থাৎ হাতলীর পেট মছহ্ করিতে হইবে না, কেননা মাটির উপর হাত মারাতে উভয়ের মছহ্ কার্য্য সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। বাঃ, ১/১৪৬, মারাঃ, ১/৪০, শাঃ ১/১৭৫।

(মছলা) যদি কাহারও অঙ্গুলীতে কসা আঙ্গুটী থাকে, তবে হয় উহা খুলিয়া ফেলিয়া, না হয় উহা নাড়াইয়া দিয়া সেই স্থানটি মছহ্ করিবে, যদি তাহার হাতে ঢিলা আঙ্গুটী থাকে, আর উহার মধ্যে ধুলি প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে উক্ত আঙ্গুটী নাড়াইয়া দেওয়া ফরজ হইবে না, আর যদি ধুলি প্রবেশ না করিয়া থাকে, তবে উহা নাড়াইয়া দিয়া মছহ্ করিবে।—শাঃ, ১/১৭৩।

(মছলা) যদি একস্থানে একজন লোক তায়াম্মোম করিয়া থাকে, তৎপরে অন্য একজন লোক ঠিক সেই স্থানে হাত মারিয়া তায়াম্মোম করে, তবে ইহা জায়েজ হইবে।—কবিরি, ৭৮, শাঃ, ১/১৭৫/৩৮৩।

(মছলা) একজন লোক প্রথমবারে যে স্থানে হাত মারিয়া থাকে, দ্বিতীয়বার ঠিক সেই স্থানে হাত মারিয়া তায়াম্মোম করিলে, জায়েজ হইবে।—মাঃ, ৬৯।

(মছলা) যদি অঙ্গুলীর মধ্যে ধূলি পৌঁছিয়া না থাকে, তবে এমাম মোহাম্মদ বলেন, তৃতীয়বার মাটিতে হাত মারিয়া অঙ্গুলিগুলির খেলাল করিবে; কিন্তু ইহা গ্রহণীয় মত নহে, বরং অঙ্গুলী খেলাল করিলেই যথেষ্ট হইবে, কেননা তৃতীয়বার মাটিতে হাত মারা হাদিছের বিপরীত মত। বাঃ, ১/১৩৫, শাঃ ১/৭৫।

(মছলা) যদি অন্য একজন লোক কোন পীড়িত ব্যক্তিকে তায়াম্মোম করাইয়া দেয়, তবে সেই অন্য ব্যক্তি কয়বার মাটিতে হাত মারিবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কাহাস্তানি বলিয়াছেন যে, তিনবার মাটিতে হাত মারিবে, একবার মাটিতে হাত মারিয়া মুখ মছহ্ করাইয়া দিবে, দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মারিয়া ডাহিন হাত এবং তৃতীয়বার মাটিতে হাত মারিয়া বাম হাত মছহ্ করাইয়া দিবে, কিন্তু এবনে আবেদিন শামি এই মতের প্রতিবাদ করিয়া

লিখিয়াছেন যে, কাহাস্তানি এই মতটি ওম্মান কেতাব হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, উক্ত কেতাবটি অপ্রসিদ্ধ কেতাব, বিশ্বাসযোগ্য কেতাব সমূহে এবং হাদিছ শরিফে কেবল দুইবার মাটিতে হাত মারিবার কথা আছে। অবশ্য যদি সেই অন্য লোকটি দুই হাত দ্বারা পীড়িত ব্যক্তির এক হাত মছহ্ করাইয়া দেয়, তবে তৃতীয়বার মাটিতে হাত মারিয়া পীড়িতের দ্বিতীয় হাত মছহ্ করাইয়া দিতে বাধ্য হইবে—শাঃ, ১/১৭৫/১৭৬।

(মছলা) যদি কেহ নিজের মস্তককে তায়াম্মোমের নিয়তে ধূলিপূর্ণ স্থানে প্রবেশ করাইয়া দেয়, তবে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে। যদি প্রাচীর ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় ধূলি পতিত হইতে থাকে এবং একব্যক্তি তায়াম্মোমের নিয়তে মস্তক নাড়াইয়া দেয়, তবে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে। বাঃ, ১/১৪৫।

(মছলা) যদি তায়াম্মোমের নিয়তে মাটিতে গড়াগড়ি দেয় এবং তাহার মুখে এবং দুই হাতে মাটি লাগিয়া যায়, তবে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে, ইহা তাতারখানিয়া ও খোলাছা কেতাবে আছে। —আঃ, ১/২৭, শাঃ, ১/১৬৯।

(মছলা) যদি কেহ গৃহ ঝাড়ু দেয় কিম্বা প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলে অথবা গম মাপিয়া দেয়, ইহাতে তাহার মুখমণ্ডলে এবং দুই হাতে ধূলি লাগিয়া যায়, তবে তায়াম্মোমের নিয়তে চেহারা ও দুই হাত নাড়াইলে, তায়াম্মোম জায়েজ হইয়া যহিবে।—১/১৬৯ শাঃ, তাঃ, ৬৯।

পাঠক, উল্লিখিত তিনটি মছলায় তায়াম্মোম জায়েজ ও নাজায়েজ হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে, সৈয়দ আবু সোজা বলিয়াছেন, মাটিতে দুই হাত মারা ফরজ, এমাম হোলওয়ানি এই মতটি ছহিহ্ বলিয়াছেন, নেছাব কেতাবে এই মতটি গ্রহণীয় ও এহতিয়াতযুক্ত বলা হইয়াছে। কতক বিদ্বান বলিয়াছেন মাটিতে দুই হাত মারা ফরজ নহে, এমাম ইছ্‌বিজাবি ও কাজিখান এই মত ধারণ করিয়াছেন, বাহ্‌রোর-রায়েক, বাজ্জাজিয়া ও এমদাদ কেতাবে এই মতটি গৃহীত হইয়াছে। ফৎহোল-কদিরে এই মতটি যুক্তিযুক্ত বলা হইয়াছে। হুলইয়া কেতাবে এই মতটি সমর্থিত হইয়াছে। আহ্‌বানিয়ার টীকায় এই মতটি প্রবল সাব্যস্ত করা হইয়াছে। এবনোল কামাল নহরোল-ফায়েক প্রণেতা ও দোর্রোল মোখতার প্রণেতা এই মত সমর্থন করিয়াছেন। উপরোক্ত প্রকার মছলায় প্রথমোক্ত মতানুসারে

তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না, কারণ মাটিতে হাত মারা হইল না। আর দ্বিতীয় মতানুসারে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে।—শাঃ, ১/১৬৯।

লেখক বলেন, মারাকিল ফালাহ ও উহার টীকা তাহতাবির ৬৯ পৃষ্ঠায়, হাশিয়ায় শারাম্বালালিয়ার ৩৭ পৃষ্ঠায় ও শামির ১/১৬৯/১৭৪ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় মত সমর্থিত হইয়াছে, এত বহু সংখ্যক বিদ্বানের মতানুসারে উপরোক্ত প্রকার মছলায় তায়াম্মোম জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া যাইবে, অবশ্য প্রথম মত গ্রহণ করিলে, সমধিক এহতিয়াত করা হইবে।

(মছলা) তায়াম্মোমের সময় মুখ এবং দুই হাতে মোম ও চর্ব্বির ন্যায় কোন পদার্থ থাকিলে, উহা পরিষ্কার করা ওয়াজেব। মাঃ, ৭০।

(মছলা) দুই হাতের অঙ্গুলিগুলির খেলাল কোন্ সময় করিতে হইবে?

উঃ। দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মারিয়া হাত ঝাড়িবার পূর্ব্বে অঙ্গুলিগুলির খেলাল করিবে, তৎপরে দুই হাত মছহ করিয়া লইবে মাঃ, তাঃ, ৭০।

প্রঃ। কোন্ কোন্ বস্তুর উপর তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে?

উঃ। জমি জাতীয় কোন বস্তু পাক থাকিলে, উহার উপর তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। ইহা তবইন কেতাবে আছে। কাষ্ঠ এবং তৃণ ইত্যাদির ন্যায় যে কোন বস্তু জ্বলিয়া ভষ্ম হইয়া যায় কিম্বা লৌহ, কাঁশা, তাম্র, কাঁচ এবং স্বর্ণ রৌপ্যের ন্যায় যে কোন বস্তু বিগলিত বা নরম হইয়া যায়, উহা জমি জাতীয় বস্তু নহে, আর উহার বিপরীত বস্তুগুলি জমি জাতীয় বস্তু বলিয়া গণ্য হইবে। আঃ, ১/২৬, শাঃ, ১/১৭৫।

প্রঃ। যে জমি জাতীয় বস্তুর উপর তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে, উহা কি কি?

উঃ। মৃত্তিকা, বালু, চুণ, সুরমা, হরিতাল সুরকি, লবণাক্ত জমি লালমাটি, গন্ধক, ফিরুজা, পাথর আকিকা জোমার্রোদ (নীলকান্তমণি), ইয়াকুত, কালমাটি, সাদা মাটি, সবুজ মাটি, এলোমাটি পরিপক্ক ইট, পাহাড়ী লবণ, ভিজা মাটি, কর্দ্দম মেটে খোলা, (চাড়া) যাহার উপর মৃত্তিকা জাতীয় ভিন্ন অন্য প্রকার রঙ দেওয়া না হয়, ধূলি মিশ্রিত পাথর কিম্বা ধুলিশূন্য মসৃণ পাথর চূর্ণ বিচূর্ণ করা হউক আর নাই হউক, মৃত্তিকা জাতীয় বস্তু, তৎসমস্তের উপর তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। আঃ ১/২৭।

(মছলা) পাথরের ভস্মের উপর, পাথরের সুরকির উপর যে প্রাচীরে মাটির লেপ দেওয়া হইয়াছে কিম্বা চুন সুরকির কাজ করা হইয়াছে, মৃত্তিকাজাত পাত্রের উপর এবং যে কর্দ্দমে পানির ভাগ কম, তৎসমস্তের উপর তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে, কিন্তু যদি কোন মৃত্তিকাজাত পাত্রের উপর মৃত্তিকাজাত ব্যতীত অন্য প্রকার রঙের লেপন করা হয়, তবে উহার উপর তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে না। কর্দ্দমের উপর তায়াম্মোম করা উচিত নহে, কেননা ইহাতে বিনা প্রয়োজনে মুখ বিবর্ণ করা হয়, অবশ্য নামাজের ওয়াক্ত ফওত হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে, কর্দ্দমেই তায়াম্মোম করিয়া লইতে হইবে। শাঃ, ১/১৭৬।

বাদায়ে কেতাবে আছে, যদি কোন বিদেশী কর্দ্দমময় স্থানে উপস্থিত হয়, তথায় পানি এবং শুষ্ক মৃত্তিকা না পাওয়া যায় ও তাহার কাপড়ে এবং জিনে ধূলি না থাকে, তবে সে ব্যক্তি কাপড়ে কিম্বা কোন অঙ্গে কর্দ্দম লাগাইয়া লইবে, তৎপরে উক্ত কর্দ্দম শুষ্ক হইয়া গেলে, তদ্বারা তায়াম্মোম করিয়া লইবে। আঃ, ১/২৮।

যদি কর্দ্দমে পানির অংশ অধিক হয়, তবে তদ্বারা তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না, বরং উহা তরল ও প্রাবহিত হইলে, তদ্দ্বারা ওজু করিয়া লইবে। শাঃ, ১/১৭৪।

ধূলির উপর তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে, কেননা উহা চূর্ণ করা মৃত্তিকা, এইরূপ ইষ্টক পুড়িয়া ঝামা হইয়া গেলে, উহার উপর তায়াম্মোম জায়েজ হইবে। যদি তৃণ লতা ভস্ম হইয়া মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইয়া গিয়া থাকে, এক্ষেত্রে মৃত্তিকার অংশ অধিক হইলে, তদ্বারা তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে, আর যদি ভস্মের অংশ অধিক হয় কিম্বা মৃত্তিকা ও ভস্ম সমান হয়, তবে তদ্বারা তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না। তাঃ, ১/১২৮।

প্রঃ। কোন্ কোন্ বস্তুর উপর তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে না।?

উঃ। স্বর্ণ, রৌপ্য, পিতল, তাম্র, লৌহ, শিশা, রাং ইত্যাদি খনিজ পদার্থের উপর, গম ইত্যাদি ফল শস্যের উপর তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে না। তৃণ লতা কাষ্ঠ ইত্যাদির ভস্মের উপর ঘাস ও কাষ্ঠের উপর, পানি হইতে উৎপন্ন লবণ শিলা ও বরফের উপর তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে না। মূল কথা জমি জাতীয় নহে এরূপ কোন বস্তুর উপর তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না। মুক্তার উপর তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না। অবশ্য

প্রবালের উপর তায়াম্মোম জায়েজ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। যাহারা উহাকে জমি জাতীয় বস্তু ধারণা করিয়াছেন, তাঁহারা উহার উপরে তায়াম্মোম করা জায়েজ বলিয়াছেন। আর যাহারা উহাকে মুক্তার ন্যায় পানি হইতে উৎপন্ন ধারণা করিয়াছেন, তাঁহারা উহাতে তায়াম্মোম নাজায়েজ স্থির করিয়াছেন। অধিকাংশ কেতাবে প্রথম মতটি গৃহীত হইয়াছে। এবনে আবেদীন শামি ইহাকেই যুক্তিযুক্ত স্থির করিয়াছেন। মনইয়া ২২/২৩। শাঃ, ১/১৭৬। আঃ, ২৭, বাঃ, ১/১৪৭।

(মছলা) যদি স্বর্ণ রৌপ্য গম কিম্বা পাক কাপড় ইত্যাদির উপর ধুলি লাগিয়া থাকে, এমন কি উহাতে হাত দিলে মৃত্তিকার চিহ্ন প্রকাশ হয়, তবে তৎসমস্তের উপর তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে।

স্বর্ণ, রৌপ্য গলাইয়া বিশুদ্ধ করার পরে উহার উপর তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে না। স্বর্ণ, রৌপ্য বিশুদ্ধ করার পূর্ব্বে যদি উহার সহিত মৃত্তিকা মিলিত থাকে, আর মৃত্তিকার পরিমাণ অধিক হয়, তবে উহাতে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে, আর মৃত্তিকার পরিমাণ সমান বা কম হইলে উহা জায়েজ হইবে না। ইহা মুহিত কেতাবে আছে। শাঃ, ১/১৭৬/১৭৭।

প্রঃ। চিনের পাত্রের উপর তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে কি না?

উঃ। চিনের পাত্রে কাঁচের লেপ দেওয়া হইয়া থাকে, এজন্য উহাতে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না, অবশ্য যদি মৃত্তিকাজাত বস্তুর রঙ দ্বারা লেপন করা হইত, তবে উহাতে তায়াম্মোম জায়েজ হইত গায়াতোল-আওতার, ১/১১৯।

(মছলা) আম্বর কর্পূর ও মৃগনাভি দ্বারা তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে না। আঃ, ১/২৭।

প্রঃ। পাথুরিয়া কয়লায় তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, তৃণ কাষ্ঠ ইত্যাদির বস্তু ভুগর্ভে থাকার জন্য পাথুরিয়া কয়লায় পরিণত হয়, যদি ইহা সত্য হয়, তবে তদ্দ্বারা তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না, যে হেতু উহা জমিজাতীয় বস্তু নহে। অবশ্য যদি উহার উপর মৃত্তিকা লাগিয়া থাকে তবে সেই মৃত্তিকার উপর তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে।

(মছলা) যদি নাপাক ভিজা কাপড়ে ধুলি লাগিয়া থাকে, তবে উক্ত ধুলি দ্বারা তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না, অবশ্য উক্ত কাপড় শুষ্ক হওয়ার

পরে উহাতে মৃত্তিকা লাগিলে তদ্দ্বারা তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। শাঃ, ১/১৭৭। আঃ, ১/২৮। বাঃ, ১/১৪৭।

(মছলা) যদি কোন জমিতে নাপাকি থাকে, তৎপরে উহা শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় উহার কোন চিহ্ন না থাকে তবে উক্ত জমির উপর নামাজ পড়া জায়েজ হইবে, কিন্তু তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে না। মনইয়া ২৩/২৪।

প্রঃ। কোন্ কোন্ ওজরে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে?

উঃ। (১) যে ব্যক্তি পানি হইতে ৪০০০ হাত দূরে থাকে শহরের মধ্যে থাকুক, আর শহরের বাহিরে থাকুক, মোছাফের হউক, আর মকিম হউক, তাহার পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। আঃ ১/২৮। শাঃ, ১/১৭১।

(মছলা) যদি নিশ্চয় বুঝিতে পারে যে, পানি ৪০০০ হাত দূরে আছে, তবে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে, আর যদি নিশ্চয় বুঝিতে পারে যে, পানি তদপেক্ষা কম পথে আছে, তবে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না। আর যদি উক্ত পথের দূরত্ব ৪০০০ হাত হইবে কিম্বা তদপেক্ষা কম হইবে, ইহা স্থির করিতে না পারে, তবে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে না। বাঃ, ১/১৩৯।

(মছলা) যদি কেহ ৪০০০ হাত অপেক্ষা কম পথে পানি থাকার কথা অবগত হয়, কিন্তু পানির নিকট পৌঁছিতে পৌঁছিতে নামাজের ওয়াক্ত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করে, তবে তায়াম্মোম করিবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, অনেক কেতাবে আছে যে, এইরূপ অবস্থায় তায়াম্মোম করিবে না বরং পানির নিকট উপস্থিত হইয়া ওজু করিবা নামাজ পড়িয়া লইবে, ইহাতে যদি নামাজের ওয়াক্ত ফওত হইয়া যায় তবে কাজা পড়িয়া লইবে, কিন্তু দোর্রোল মোখতারে আছে, সমধিক এহতিয়াত এই যে, সে ব্যক্তি তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িয়া লইবে, তৎপরে পানি দ্বারা ওজু করিয়া নামাজ দোহরাইয়া লইবে। হালাবি ও এবনে আমিরে হাজ্জ এই মত সমর্থন করিয়াছেন। এবনোল হোমাম ইহা যুক্তিযুক্ত হওয়ার ইশারা করিয়াছেন। তাতারখানিয়া কেতাবে হানিফি এমাম আবু নাছার হইতে এই মত উল্লিখিত হইয়াছে। কিনইয়া কেতাবে আছে, ইহাও আমাদের তিন এমামের এই মত। এবনে আবেদীন শামি ইহাই যুক্তিযুক্ত স্থির করিয়াছেন। শাঃ, ১/১৮০ বাঃ, ১/১৫৯/১৪০।

(মছলা) যদি কোন কূপের নিকট বহু লোক সমবেত হয়, কিন্তু স্থানের সঙ্কীর্ণতা হেতু অথবা একটি মাত্র বাল্‌তি থাকার গতিকে বা এইরূপ কোন আপত্তি বশতঃ তাহাদিগকে ক্রমান্বয়ে পানি উঠাইতে হয়, এক্ষেত্রে যদি কেহ আশা করে যে, ওয়াক্ত থাকিতে থাকিতে সে ব্যক্তি পানি উঠাইতে সুযোগ পাইবে, তবে সমস্ত এমামের মতে তাহার পক্ষে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না। আর যদি বুঝিতে পারে যে নামাজের ওয়াক্ত ফওত হওয়ার পরে সে ব্যক্তি পানি উঠাইতে সুযোগ পাইবে, তবে হানাফি মজহাব অনুযায়ী বিলম্ব করিয়া সুযোগ মত ওজু করিয়া নামাজ পড়িবে, আর এমাম জোফার (রঃ) বলিয়াছেন, তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িয়া লইবে। এইরূপ যদি একদল লোক উলঙ্গ অবস্থায় থাকে, আর তাহাদের নিকট কেবল একখানা কাপড় থাকে ও তাহারা ক্রমান্বয়ে উক্ত কাপড় পরিয়া নামাজ পড়িতে বাধ্য হয়, এক্ষেত্রে যদি কেহ বুঝিতে পারে যে, নামাজের ওয়াক্ত নষ্ট হওয়ার পরে সে ব্যক্তি কাপড় পরিবার সুযোগ পাইবে তবে, বিলম্ব করিয়া (নামাজের ওয়াক্ত নষ্ট হইলেও কাপড় পরিয়া নামাজ পড়িবে)
কিন্তু উলঙ্গ হইয়া নামাজ পড়িবে না।

যদি একদল লোক একটি সঙ্কীর্ণ ঘরে সমবেত হয়, তথায় এরূপ স্থান না থাকে যে, কোন ব্যক্তি একা তথায় দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে পারে তবে সে ব্যক্তি বসিয়া নামাজ পড়িবে না, বরং অপেক্ষা করিয়া সুযোগ মত দাঁড়াইয়া কাজা পড়িয়া লইবে।

যদি কোন পীড়িত ব্যক্তি ওয়াক্তের মধ্যে দাঁড়াইয়া ওজু করিয়া নামাজ পড়িতে অক্ষম হয়, কিন্তু ওয়াক্ত ফওত হইলে দাঁড়াইয়া এবং ওজু করিয়া নামাজ পড়িতে সক্ষম হওয়ার ধারণা তাহার হৃদয়ে বলবৎ হয়, তবে এক্ষেত্রে বিলম্ব করিয়া দাঁড়াইয়া ওজু করিয়া কাজা পড়িয়া লইবে। এইরূপ যদি কোন ব্যক্তির নিকট নাপাক কাপড় এবং পানি থাকে, আর যদি সে ব্যক্তি উক্ত নাপাক কাপড় ধৌত করিতে চেষ্টা করে, তবে ওয়াক্ত ফওত হইয়া যায়, এক্ষেত্রে কাপড় ধৌত করিয়া নামাজ পড়িবে, ইহা তওশিহ কেতাবে আছে। বাঃ, ১/১৪০। শাঃ, ১/১৭১।

লেখক বলেন, প্রথম ঘটনায় তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িয়া লইবে, তৎপরে ওজু করিয়া নামাজ দোহরাইয়া লইবে, দ্বিতীয় ঘটনায় উলঙ্গ অবস্থায় নামাজ পড়িয়া লইবে, তৎপরে কাপড় পরিয়া নামাজ দোহরাইয়া

লইবে, তৃতীয় ঘটনায় বসিয়া নামাজ পড়িয়া লইবে, তৎপরে সুযোগমত দাঁড়াইয়া নামাজ দোহরাইয়া লইবে। ইহাই সমধিক এহতিয়াত।

(মছলা) যদি কোন বিদেশী লোক পানির অভাব জানা স্বত্তেও নিজের দাসীর সহিত সঙ্গম করে, তবে কোন দোষ হইবে না। বাঃ, ১/১৪০।

(২) যদি লক্ষণ কিম্বা পরীক্ষা দ্বারা অথবা কোন পরহেজগার পরিপক্ক মুসলমান চিকিৎসকের কথায় দৃঢ় ধারণা হয় যে, পানি ব্যবহার করিলে অথবা ওজুর জন্য নড়িলে চড়িলে, পীড়া বৃদ্ধি হইবে কিম্বা পীড়া উপশমে বিলম্ব ঘটিবে, তবে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। আর যদি ওজু করিলে, পীড়া বৃদ্ধি হওয়ার কিম্বা পীড়া উপশমে বিলম্ব ঘটিবার আশঙ্কা না থাকে, কিন্তু সে ব্যক্তি নিজে ওজু করার ক্ষমতা রাখে না এবং সেখানে এমন কোন লোক না থাকে যে, তাহাকে ওজু করাইয়া দেয়, তবে তাহার পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। আর যদি এরূপ পীড়িতের নিকট তাহার পুত্র কিম্বা ক্রীতদাস (গোলাম) অথবা চাকর থাকে, তবে তাহার পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে না। আর যদি তাহার নিকট তাহার স্ত্রী কিম্বা এরূপ কোন লোক থাকে যে, যদি তাহাকে ওজু করাইয়া দিতে বলা হয়, তবে ওজু করাইয়া দিতে পারে; তবে জাহেরে মজহাব অনুযায়ী তাহার পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে না। আর যদি কেহ বিনা বেতনে তাহাকে ওজু করাইয়া দিতে না চাহে, আর তাহার নিকট মূল্য না থাকে, তবে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। আর যদি তাহার নিকট মূল্য থাকে, কিন্তু চাকরটি অল্প বেতন অর্থাৎ নিয়মিত বেতন চাহে, তবে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে না, আর যদি তদতিরিক্ত বেতন চাহে, তবে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে।—বাঃ, ১/১৪০/১৪১। শাঃ, ১/১৭১/১৭২।

(মছলা) যদি নাপাক ব্যক্তির অধিকাংশ শরীরে কিম্বা বেওজু ব্যক্তির ওজুর অধিকাংশ অঙ্গে জখম কিম্বা বসন্ত (টিচক) থাকে, তবে তায়াম্মোম করিবে, আর যদি অধিকাংশ শরীর বা অঙ্গ সুস্থ থাকে, আর অল্পাংশে জখম ও বসন্ত থাকে, তবে সুস্থ শরীর ও অঙ্গটি ধৌত করিবে, জখমি অংশে মছহ্ করিবে; যদি মছহ্ ক্ষতিকর না হয়, আর যদি মছহ্ করায় ক্ষতি হয়, তবে উহার উপর পটি বাঁধিয়া উক্ত পটিতেই মছহ্ করিবে।

যদি শেষোক্ত অবস্থায় সুস্থ শরীর বা অঙ্গ ধৌত করিলে, জখমি অংশে পানি পৌঁছিতে পারে, তবে এই অবস্থায়ও তায়াম্মোম করিবে।

যদি অৰ্দ্ধেকাংশে জখম বা বসন্ত হয়, তবে কি করিতে হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কাজিখান ও মুহিতে আছে যে, সমধিক ছহিহ মতে সুস্থ অংশ ধৌত করিবে, আর জখমি অংশ মছহ করিবে, বাহরোর রায়েকে ইহাকে সমধিক এহতিয়াতি বলা হইয়াছে, পক্ষান্তরে খোলাছা এখতিয়ার, ফৎহোল কদির, জয়লয়ি, ফয়েজ ও মাওয়াহেবে কেতাবে আছে যে, ছহিহ মত উপরোক্ত অবস্থায় তায়াম্মোম করিবে। এমাম মোহাম্মদ ওজু সংক্রান্ত মছলায় এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাঃ, ১/১৬৩। শাঃ, ১/১৮৮/১৮৯। কবির, ৬৩।

লেখক বলেন, যদি উপরোক্ত অবস্থায় সুস্থ শরীর ধৌত করিলে, জখমি শরীরে পানি লাগিয়া যায়, তবে তায়াম্মোম করিবে, নচেৎ ধৌত করা ও মছহ করার মতই সমধিক এহতিয়াত।

প্রঃ। কি হিসাবে অধিকাংশ শরীর বা অঙ্গ স্থির করিতে হইবে?

উঃ। কেহ কেহ বলেন, ওজুর চারি অঙ্গের মধ্যে তিনটি অঙ্গে জখম হইলে, তায়াম্মোম করিবে। এমন কি মস্তক, চেহারা ও দুই হাতে জখম থাকিলে, যদিও পরিমাণে জখমের মাত্রা অধিকতর না হয় তবুও তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। হাকায়েক কেতাবে ইহাকে মনোনীত মত বলা হইয়াছে। আর নাপাক ব্যক্তির শরীরে জখম থাকিলে, যদি পারিমাণে উহা অধিকতর হয়, তবে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে, ইহাই গ্রহণীয় মত। বাঃ, ১/১৬৩, শাঃ, ১/১৮৮।

(মছলা) যদি দুই হাতে জখম থাকে, এক্ষেত্রে যদি চেহারা ও দুই পা পানিতে দাখিল করা সম্ভব হয়, তবে তাহাই করিবে, নচেৎ তায়াম্মোম করিয়া লইবে। শাঃ, ১/১৮৯।

(মছলা) যদি ওজুর অধিকাংশ অঙ্গে জখম থাকায় পানি ক্ষতিকর হয়; আর তায়াম্মোমের অধিকাংশ অঙ্গে জখম থাকায় তায়াম্মোমের ক্ষতিকর হয়, তবে এমাম আবু ইউছফ (রঃ) বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি যতটা শরীর পারে ধৌত করিয়া নামাজ পড়িবে এবং সুস্থ হইয়া নামাজ দোহরাইয়া লইবে। শাঃ ঐ পৃষ্ঠা।

(৩) যদি নাপাক ব্যক্তি শহরে বা শহরের বাহিরে গোছল করিলে অতিরিক্ত শীতের জন্য তাহার মৃত্যুর কিম্বা পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা হয়, আর সে ব্যক্তি পানি গরম করিতে কিম্বা হাম্মামের বেতন দিতে অক্ষম

হয়, অথবা তাহাকে গরম করিয়া দিতে পারে, এরূপ কাপড় বা স্থান তাহার না থাকে, তবে তাহার পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে; ইহা বাদায়ে ও জামে ছগিরের টীকায় আছে। মুলকথা যদি উপরোক্ত ক্ষেত্রে কোন প্রকারে গোছল করিতে সক্ষম হয়, তবে এজমা মতে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে না।

বেওজু ব্যক্তি শীতের ভয়ে তায়াম্মোম করিলে, উহা জায়েজ হইবে না, যেহেতু স্বভাবতঃ ওজুতে প্রাণনাশ বা পীড়া বৃদ্ধি হয় না, কাজিখান ও খোলাছা কেতাবে ইহাকে ছহিহ মত বলা হইয়াছে। মোছাফা কেতাবে আছে যে, সকলের মতে ইহা সর্ব্বাধিক ছহিহ মত। এবনে আবেদিন শামি বলেন, স্বভাবতঃ ওজুতে উপরোক্ত প্রকার ক্ষতি হয় না, এই জন্য উপরোক্ত হুকুম দেওয়া হইয়াছে। যদি কোন ক্ষেত্রে ওজুতে (পীড়া বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষতি হইয়া পড়ে, তবে তায়াম্মোম সকলের মতে জায়েজ হইবে, কেননা স্পষ্ট দলিলে কষ্ট ও ক্ষতি নিবারণশীল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শাঃ ১/১৭২।

(৪) যদি পানির নিকটে কোন হিংস্র জন্তু বা শত্রু থাকে, যাহাতে প্রাণ বিনাশ হইতে বা অর্থ লুণ্ঠন হইতে পারে, কিম্বা সর্প দংশনের বা অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। এইরূপ যদি পানির নিকট কোন ডাকাত কিম্বা অত্যাচারী লোক থাকে, তথায় গেলে অত্যাচারগ্রস্ত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা হয়, কিম্বা পানির নিকট কোন ফাসেক (অসৎ) লোক থাকে, তথায় কোন স্ত্রীলোক বা দাড়িবিহীন বালক গেলে সম্ভ্রম নষ্ট বা অসৎ ক্রীয়ার আশঙ্কা হয়, অথবা ওজু করিলে তাহার নিজের অর্থ, আসবাবপত্র কিম্বা অন্যের গচ্ছিত অর্থ চুরি হওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে উপরোক্ত স্থান সমূহে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। এইরূপ যদি ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি দরিদ্র হয়, আর পানির স্থানে মহাজন থাকে, উক্ত ঋণী ব্যক্তি তথায় গেলে ধৃত হওয়ার আশঙ্কা করে, তবে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। যদি কোন মুছলমান কোন কাফেরের হস্তে বন্দী হয় এবং উক্ত শত্রু তাহাকে ওজু করিতে ও নামাজ পড়িতে নিষেধ করে, তবে তায়াম্মোম করিয়া ইশারায় নামাজ পড়িবে, আর যদি কেবল ওজু করিতে নিষেধ করে, তবে তায়াম্মোম করিয়া রুকু বা ছেজদা সমেত নামাজ পড়িবে, কিন্তু নিষ্কৃতি পাইলে উভয় ক্ষেত্রে উক্ত নামাজ

দোহরাইয়া লইবে।

যদি কোন ব্যক্তি নিজের দাসকে বলে যে, যদি তুমি ওজু কর, তবে তোমাকে বন্দী করিব কিম্বা তোমার প্রাণবধ করিব, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িবে, তৎপরে সুযোগ মত নামাজ দোহরাইয়া লইবে।

যদি কেহ কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় পানি না পায়, তবে তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িবে এবং সুযোগ মত নামাজ দোহরাইয়া লইবে। কোন শত্রুর ভয়ে তায়াম্মোম করিলে নামাজ দোহরাইতে হইবে কি না ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, উহাতে নামাজ দোহরান যুক্তিযুক্ত হওয়া বাহরোর-রায়েক কেতাবে উল্লিখিত হইয়াছে।—আঃ ১/২৮, বাঃ ১/১৪২, শাঃ ১/১৭২।

(মছলা) যদি কেহ মোসাফেরিতে বন্দী হয় এবং তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়ে, তবে উক্ত নামাজ দোহরাইতে হইবে না। আঃ, ১/২৯।

(মছলা) মশারি হইতে বাহির হইলে মশার দংশনে নিতান্ত পীড়াগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে, কিম্বা পানি আনিতে গেলে গরম বায়ুতে আহত হইবার আশঙ্কা হইলে, অথবা (শীলা) বৃষ্টির সময় পানি আনিতে গেলে বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা হইলে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে। —আঃ ১/২৯।

(৫) কাহারও সঙ্গে পানি আছে, কিন্তু উহা দ্বারা ওজু করিলে নিজে বা তাহার পালিত পশু অথবা দলভুক্ত কোন সঙ্গী বা তাহার পালিত পশু পিপাসাযুক্ত হইতে পারে, তবে তাহার পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে।

সৈয়দ আবদুল গণি বলিয়াছেন, হজ্জের পথে বা অন্য ছফরে একজন লোকের নিকট অনেক পানি থাকে, কিন্তু সেই কাফেলার (দলের) মধ্যে কতক দরিদ্র লোক থাকে, তবে তাহার পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে, বরং যদি তাহাদের পানির আবশ্যকতা বুঝিতে পারে, তবে তাহাদের প্রাণ রক্ষার জন্য তাহাদিগকে পানি দান করা ওয়াজেব।

সেরাজ কেতাবে আছে, যদি কাহারও নিকট পানি থাকে, আর সে ব্যক্তি নিজে পিপাসাযুক্ত না হয়, আর একটি লোক পিপাসায় অস্থির হইয়া পড়িয়া তাহার নিকট পানি চাহিতেছে, কিন্তু সে ব্যক্তি বিনামূল্যে, অথবা যদি পিপাসাযুক্ত লোকের নিকট মূল্য থাকে, তবে মূল্য লইয়াও পানি দিতে অস্বীকার করে, তবে সে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক পানি কাড়িয়া লইতে

পারে এবং তজ্জন্য তাহার সহিত সংগ্রাম করিতেও পারে।

আর যাহার নিকট পানি আছে, সে নিজে পিপাসাযুক্ত হইলে, অন্যে উহা লইতে পারে না।

যদি কোন লোকের নিকট পানি থাকে, তাহার উক্ত পানির আবশ্যক না থাকে, আর অন্য একটি লোকের ওজু করার আবশ্যক হয়, তবে তাহার পক্ষে উক্ত পানি দান করা ওয়াজেব নহে এবং সেই অন্য লোকের পক্ষে তাহার নিকট হইতে উক্ত পানি কাড়িয়া লওয়া জায়েজ হইবে না। ইহা সেরাজ কেতাবে আছে।

এবনে কামাল বলেন, যদি কাহারও চতুষ্পদ পশু পিপাসাযুক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, এবং তাহার নিকট এরূপ কোন পাত্র থাকে যদ্দ্বারা ওজু করা পানি ধরিয়া লইতে পারে, তবে তাহার পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে না, আর যদি তাহার নিকট এরূপ কোন পাত্র না থাকে, তবে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে।

(মছলা) যদি কাহারও নিকট পানি থাকে, কিন্তু সে ব্যক্তির রুটি (বা ভাত) প্রস্তুত করার আবশ্যক থাকে, তবে তাহার পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। আর যদি সালুন (ব্যঞ্জন) প্রস্তুত করার দরকার হয়, তবে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে না।

যদি কাহারও নিকট পানি থাকে, কিন্তু তাহার নিকট কাপড় নাপাক থাকে, তাবে কাপড় ধৌত করার জন্য পানি ব্যয় করিয়া ওজুর জন্য তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে।—আঃ ১/২৮, বাঃ ১/৪৩, শাঃ ১/১৭৩।

(৬) যদি কোন মোসাফের কোন কুওার নিকট উপস্থিত হয়, কিন্তু তথায় পানি উঠাইবার ডোল (বালতি) না থাকে, তবে তাহার পক্ষে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে। আর যদি ডোল থাকে, কিন্তু রশি বা রুমাল চাদর ইত্যাদি না থাকে, তবে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে, আর যদি রুমাল বা চাদরের ন্যায় কোন বস্ত্র দ্বারা অল্প অল্প পানি উঠাইবার উপায় থাকে, তবে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না। যদি ডোল, রশি বা কাপড় নাপাক হয়, তবে কুণ্ডাতে নিক্ষেপ করিলে কুণ্ডা নাপাক হইয়া যাইবে, এই জন্য উহা কুণ্ডাতে নিক্ষেপ না করিয়া তায়াম্মোম করিয়া লইবে।

যদি কোন লোক নিয়মিত বেতন লইয়া কুণ্ডা হইতে পানি উঠাহিয়া দিতে স্বীকৃত হয়, (আর তাহার নিকট উক্ত বেতন থাকে), তবে তায়াম্মোম

করা জায়েজ হইবে না, আর যদি নিয়মিত বেতন অপেক্ষা অধিকতর বেতনের দাবী করে, তবে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে, আর যদি তাহার সঙ্গীর নিকট বালতি থাকে, তবে জাহের রেওয়াএত অনুযায়ী উক্ত বালতি চেষ্টা করা ওয়াজেব, কাহারও মতে মোস্তাহাব। এইরূপ যদি সে ব্যক্তি অপেক্ষা করিতে বলে, তবে কাজিখানের মতানুযায়ী অপেক্ষা করা মোস্তাহাব, আর যদি তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়ে, তবে জায়েজ হইবে।

শামি বলেন এমাম সাহেবের মতে শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা মোস্তাহাব, যদি ওয়াক্ত ফওত হওয়ার আশঙ্কা করে, তবে তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িয়া লইবে।—শাঃ, ১/১৭৩/১৮৪, আঃ, ১/২৯, বাঃ, ১/১৪৩।

(মছলা) যদি কোন ময়দানে কোন পানি পাত্রে পানি রক্ষিত থাকে, তবে বিশেষ সম্ভব যে উহা পান করার জন্য রক্ষিত হইয়াছে, এজন্য কোন লোক তথায় উপস্থিত হইলে তাহার পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। আর যদি অধিক পরিমাণ পানি হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে উহা পান ও ওজু উভয় কার্য্যের জন্য রক্ষিত হইয়াছে (কাজেই তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না,)। ইহা মুহিত তজনিছ, ওয়ালওয়ালজিয়া ও কাজিখানে আছে।—বাঃ, ১/১৪৩।

(মছলা) যদি নাপাক, ঋতুবতী (হায়েজওয়ালী) ও মৃত এই তিন ব্যক্তি বিদেশে থাকে, আর তাহাদের সঙ্গে একজনের গোসলের পক্ষে যতেষ্ট হয় এরূপ পানি থাকে, এক্ষেত্রে যদি পানি এক জনার হয়, তবে সেই ব্যক্তি গোসল করিতে অগ্রগণ্য হইবে।

আর যদি পানি সকলের হয়, তবে কাহারও পক্ষে গোসল করা উচিত হইবে না, (বরং সকলেই তায়াম্মোম করিবে)।

আর যদি পানি (সকলের পক্ষে) মোবাহ্ হয়, (অর্থাৎ তান্মধ্যে যে কেহ গোসল করে, অন্য দুইজনের ইহাতে আপত্তি না থাকে), তবে নাপাক ব্যক্তিই অগ্রগণ্য হইবে এবং স্ত্রীলোকটি তায়াম্মোম করিয়া লইবে, আর মৃতকে তায়াম্মোম করাইয়া দেওয়া হইবে, ইহা খোলছা কেতাবে আছে। আর জহিরিয়া কেতাবে আছে, অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছেন যে, মৃতকে গোসল দেওয়া অগ্রগণ্য হইবে, কিন্তু নাপাক ব্যক্তির অগ্রগণ্য হওয়াই সহিহ্ মত।

মুহিত কেতাবে আছে, নাপাক ও ঋতুবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে নিজেদের অংশদ্বয়কে মৃতের গোসলে ব্যয় করাই সঙ্গত এবং তাহাদের উভয়কে তায়াম্মোম করাই সঙ্গত।—বাঃ, ঐ পৃষ্ঠা।

(মছলা) যদি কোন ব্যক্তি ময়দানে থাকে, আর তাহার নিকট কোন ডিবাতে জমজমের পানি থাকে এবং উক্ত ডিবার মুখ শিশা দ্বারা বন্ধ করা হইয়া থাকে, এক্ষেত্রে যদি তাহার নিজের পিপাসার আশঙ্কা না হয়, তবে তাহার পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে না। অনেক সময় নিরক্ষর হাজির পক্ষে এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে, অথচ সেই ব্যক্তি তায়াম্মোম করা জায়েজ ধারণা করিয়া থাকে।

আর যদি সে ব্যক্তি উক্ত পানি অন্য লোককে হেবা করে, তবে তজনিছ কেতাবের মতে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে, কিন্তু মুহিত ও কাজিখানের মতে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না, এবনে আবেদিন শামি বাহরোর-রায়েকের হাশিয়ার এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। আর যদি উক্ত পানির সহিত অধিক পরিমাণ গোলাব মিশাইয়া রাখে, তবে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে, ইহা তওশিহ্ কেতাবে আছে।—বাঃ ১/১৪৩/১৪৪। মনইয়া, ১৯।

(মছলা) যদি কোন ব্যক্তি কোন নাপাক স্থানে বন্দী হইয়া থাকে, আর তথায় পানি বা পাক মৃত্তিকা না পায়, এইরূপ যদি কোন পীড়িত পানি ও মৃত্তিকা ব্যবহারে অক্ষম হয়, তবে সে ব্যক্তি নামাজিদিগের ভাবাপন্ন হইবে, বিনা নিয়তে ও কেরাতে ইশারায় সেজদা করিবে; তৎপরে নামাজ দোহরাইয়া লইবে, ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্য মত। বাঃ, ১/১৪৪; শাঃ ১/১৮৫।

(মছলা) যদি কাহারও দুই হাত ও পায়ের ওজুর স্থান কাটা গিয়াছে এবং মুখে জখম থাকে, তবে সে ব্যক্তি বিনা ওজু ও তায়াম্মোমে নামাজ পড়িয়া লইবে এবং উহা দোহরাইবে না। আর যদি মুখে জখম না থাকে, তবে সম্ভব হইলে মুখ ধৌত করিয়া লইবে, অসম্ভব হইলে মছহ করিয়া লইবে।—বাঃ, ঐ পৃষ্ঠা ও শাঃ, ঐ পৃষ্ঠা।

(৭) যদি কোন লোকের আশঙ্কা হয় যে, যদি ওজু করিতে চেষ্টা করা হয়, তবে জানাজা নামাজের এক তকবিরও পাইবেন না, তবে তাহার পক্ষে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে, আর যদি কোন তকবির পাওয়া সম্ভব হয়, তবে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না। জানাজার ওলির পক্ষে উক্ত

জানাজায় তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে না; এইরূপ উক্ত জানাজায় সুলতান কিম্বা কাজি উপস্থিত থাকিলে, তাহাদের পক্ষে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না, যেহেতু তাহাদের জানাজা ফওত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। যদি বাদশাহ ও কাজি উভয়ে উপস্থিত থাকেন, তবে বাদশাহ এমাম হইবেন, এই জন্য বাদশাহের পক্ষে তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না, কিন্তু কাজির জানাজা ফওত হইবার আশঙ্কা হইলে, তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে।

এইরূপ যদি ওলির উপস্থিতি সত্ত্বেও বাদশাহ কিম্বা কাজি উপস্থিত হন, তবে বাদশাহ কিম্বা কাজি এমাম হইবেন, এক্ষেত্রে জানাজা ফওত হওয়ার আশঙ্কা হইলে, ওলির তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে।

যদি ওলি কোন লোককে জানাজা পড়ার হুকুম দিয়া থাকেন, তবে উক্ত অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে না, কিন্তু উহা ফওত হওয়ার আশঙ্কায় উক্ত ঘটনায় ওলির পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে।

যদি কেহ তায়াম্মোম করিয়া জানাজা পড়িয়া লয়, তৎপরে অন্য একটি জানাজা আনা হয়, যদি উভয় নামাজের মধ্যে এতটুকু সময় পাওয়া যায় যে, সে ব্যক্তি ওজু করিয়া আসিয়া এক তকবিরও পাইতে পারে, কিন্তু সেই ব্যক্তি ওজু করিল না এবং সময় চলিয়া গেল, তবে তাহার প্রথম তায়াম্মোম বাতীল হইয়া যাইবে, তাহাকে দ্বিতীয়বার তায়াম্মোম করিয়া লইতে হইবে। আর যদি উভয় নামাজের মধ্যে এতটুকু সময় না পাওয়া যায়, তবে প্রথম তায়াম্মোম দ্বারাই এই জানাজা পড়িতে পারিবে। যদি কোন মোক্তাদির জানাজায় শরিক হওয়ার পরে ওজু ভঙ্গ হইয়া যায়, আর সে ব্যক্তি ওজু করিতে গেলে এক তকবিরও না পাওয়ার ধারণা করে, তবে তাহার পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে।

যদি এমামের জানাজা আরম্ভ করার পরে ওজু ভঙ্গ হইয়া যায় এবং তিনি একজনকে খলিফা করিয়া যদি ধারণা করেন যে, ওজু করিতে গেলে তিনি এক তকবিরও পাইবেন না, তবে তায়াম্মোম করিয়া এক্তেদা করিবেন। শাঃ, ১/১৭৭, বাঃ, ১/১৫৭, আঃ, ১/১৩২ তাঃ, ১/১২৯।

(৮) যদি কোন মোক্তাদি এরূপ আশঙ্কা করে যে, যদি সে ব্যক্তি ওজু করিতে যায়, তবে ইদের নামাজের কিছুই পাইবে না, তবে তাহার পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে।

যদি কোন এমাম কিম্বা মোক্তাদি এইরূপ ধারণা করে যে, যদি সে ব্যক্তি ওজু করিতে যায়, তবে ইদের নামাজের ওয়াক্ত ফওত হইয়া যাইবে, তবে তাহার পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে।

যদি ইদগাহে উপস্থিত হইয়া ইদের নামাজের অগ্রে কাহারও ওজু নষ্ট হইয়া যায় এবং ধারণা করে যে, ওজু করিয়া নামাজে শরিক হইতে পারে, তবে তায়াম্মোম করিবে না। আর যদি এমাম কিম্বা মোক্তাদির নামাজ আরম্ভ করিবার পরে ওজু নষ্ট হয় এবং ওজু করিতে গেলে, সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে সকলের মতে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। আর যদি মোক্তাদির নামাজ আরম্ভ করার পরে ওজু নষ্ট হইয়া যায় এবং সে ব্যক্তি ধারণা করে যে যদি ওজু করিতে যায়, তবে এমামের নামাজে শরিক হইতে পারিবে না, তবে এমাম আজমের মতে তাহার পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। এইরূপ যদি এমামের নামাজ আরম্ভ করার পরে তাহার ওজু নষ্ট হইয়া যায় এবং সেই এমাম অন্যাকে খলিফা করিয়া ধারণা করে যে, যদি সে ব্যক্তি ওজু করিতে যায়, তবে এই জামায়াতে শরিক হইতে পারিবে না, এক্ষেত্রে তায়াম্মোম করিয়া লইবে। আর যদি উপরোক্ত দুইক্ষেত্রে এমাম ও মোক্তাদি সঙ্গত কারণে তায়াম্মোম করিয়া নামাজ আরম্ভ করিয়া থাকে, তৎপরে ওজু ভঙ্গ হইয়া যায়, তবে সকলের মতে তাহাদের পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। ফঃ, ১/৫৫, মাঃ তাঃ, ৬৮, বাঃ, ১/১৫৮, তাঃ, ১/১২৯, শাঃ, ১/১৭৮।

যদি এমাম কিম্বা মোক্তাদির নামাজ আরম্ভ করার পরে ওজু নষ্ট হইয়া যায়, আর তাহারা ধারণা করেন যে, যদি তাঁহারা ওজু করিতে যান, তবে জামায়াতের নামাজের কিছু অংশ পাইতে পারেন, এক্ষেত্রে তাহাদের পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে না। মাঃ, ১/৪১, তবঃ, ১/৪৩, হাঃ শাঃ, ১/৩৬, আঃ ১/৩২।

(৯) যদি ওজু করিতে গেলে চন্দ্রগ্রহণ (খছুফ) কিম্বা সূর্য্যগ্রহণের (কছুফের) নামাজ ফওত হওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। যদি ওজু করিতে গেলে জোহর, মগরেব, এশা কিম্বা জোমার পরের ছুন্নত ফওত হওয়ার কিম্বা চাশত নামাজের ফওত হওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে।

যদি একজন লোক অন্য একজনকে পানি দেওয়ার ওয়াদা করিয়া

থাকে কিম্বা এই ব্যক্তি অন্যকে কুপ্তা হইতে পানি উঠাইবার হুকুম করিয়া থাকে, তৎপরে বুঝিতে পারে যে, যদি পানির অপেক্ষা করে, তবে কেবল ফজরের ফরজ পড়ার সুযোগ পাইবে এবং উহার ছুন্নত ফওত হইয়া যাইবে, তবে সে ব্যক্তি তায়াম্মোম করিয়া এই ছুন্নত পড়িয়া লইবে, তৎপরে পানি পৌঁছিলে ওজু করিয়া ফরজ পড়িয়া লইবে। যদি কাহারও ফজরের ফরজ ও ছুন্নত কাজা হইয়া থাকে এবং সে ব্যক্তি উহার কাজা আদায় করিতে চাহে, কিন্তু সূর্য্য গড়িয়া যাইতে এতটুকু সময় বিলম্ব থাকে যে, ওজু করিয়া ছুন্নত পড়া সম্ভব হয় না, তবে সে ব্যক্তি তায়াম্মোম করিয়া ছুন্নত পড়িয়া লইবে, তৎপরে ওজু করিয়া সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পরে ফরজ পড়িয়া লইবে, সূর্য্য গড়িয়া যাওবার পরে ছুন্নত কাজা পড়িতে নাই। এইহেতু তায়াম্মোম করিয়া সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার অগ্রে ছুন্নত পড়িয়া লইবে। যদি কেহ পানি অভাবে তায়াম্মোম করিয়া ফজরের ছুন্নত পড়িতে পড়িতে আত্তাহিয়াতো পরিমাণ বসিবার অগ্রে পানি পাইল, কিন্তু নামাজের সময় এতটুকু বাকী আছে যে, কেবল ওজু করিয়া দুই রাক্‌য়াত ফরজ পড়িতে পারে, তবে সে ব্যক্তি উক্ত তায়াম্মোমেই ছুন্নত শেষ করিবে, তৎপরে ওজু করিয়া ফরজ পড়িয়া লইবে। তাঃ, ১/১২৯, শাঃ, ১/১৭৮, বাঃ, ১/৫৯।

(১০) পানি থাকা স্বত্ত্বেও নিদ্রা যাইবার, ছালাম করার ও ছালামের জাওয়াব দেওয়ার জন্য তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। শাঃ, ১/১৭৮।

(১১) পানি অভাবে কোর-আন পড়িবার, কোর-আন স্পর্শ করিবার, মছজিদে দাখিল হইবার, কোর-আন লিখিবার, কোর-আন শিক্ষা দিবার, কবর জিয়ারত করার ইত্যাদি বিষয়ের জন্য তায়াম্মোম করা জায়েজ আছে; কিন্তু পানি থাকা স্বত্ত্বেও কি কি বিষয়ের জন্য তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে, ইহাতে মতভেদ আছে। যে যে বিষয়ে পাকি শর্ত্ত হয় এবং উহার কাজা করা যায়, সেই সমস্ত বিষয়ে পানি থাকা স্বত্ত্বেও তায়াম্মোম করা জায়েজ নহে। যথা— নামাজ পড়া, কোর-আন স্পর্শ করা ইত্যাদি। আর যে যে বিষয়ে পাকি শর্ত্ত হয়, কিন্তু উহার কাজা নাই, সেই সমস্ত বিষয়ের ফওত হওয়ার আশঙ্কা হইলে, তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। যাথা জানাজা, ঈদ, কছুফ, খছুক নামাজ, ছুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ, নফল নামাজ ইত্যাদি। আর যে যে বিষয়ে পাকি শর্ত্ত নহে, সেই সমস্ত বিষয়ে পানি

থাকা স্বত্ত্বেও তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে; বাহরোর-রায়েক প্রণেতা বলিয়াছেন, এইরূপ স্থলে পানি থাকা স্বত্ত্বেও তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। বেওজু ব্যক্তির মৌখিক কোর-আন পাঠ, মছজিদে দাখিল হওয়া, কোর-আন শিক্ষা দেওয়া, কবর জিয়ারত করা, পীড়িতের সেবাশুশ্রুষা করা, মৃতকে দফন করা, আজান দেওয়া, একামত পাঠ, ছালাম করা, ছালামের জওয়াব দেওয়া ইছলাম গ্রহণ করা ও নিদ্রা যাওয়া ইত্যাদি কার্য্যে পানি থাকা স্বত্ত্বেও বাহরোর-রায়েকের মতে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। দোর্রোল-মোখতার প্রণেতা এই মতের সমর্থন করিয়াছেন; তনবিরোল-অবাছার প্রণেতা এই মতের উপর চলিয়াছেন, পক্ষান্তরে নহরোল-ফায়েক প্রণেতা এইরূপ স্থলে পানি থাকা স্বত্ত্বেও তায়াম্মোম করা নাজায়েজ স্থির করিয়াছেন। মনইয়া ও উহার টীকায় আছে যে, পানি না পাওয়ার জন্য তায়াম্মোম করার হুকুম হইয়াছে, কিম্বা পানি থাকা স্বত্ত্বেও যে এবাদতের কাজা নাই, এরূপ এবাদতের ফওত হওয়ার আশঙ্কায় তায়াম্মোম করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কাজেই উপরোক্ত স্থানগুলিতে তায়াম্মোম করা গ্রাহ্য হইতে পারে না। বাজ্জাজিয়া কেতাবের মর্ম্মে ইহাই বুঝা যায়। এবনে আবেদিন শামি সম্পূর্ণরূপে এই শেষোক্ত মতের সমর্থন করিয়া প্রথমোক্ত মত বাতীল সপ্রমাণ করিয়াছেন। —শাঃ, ১/১৭৮-১৮০, কবিরি, ৮১, বাঃ, ১/১৫১।

লেখক বলেন, এই শেষ মত গ্রহণ করাই এহতিয়াত।

প্রঃ,—কি পরিমাণ পথ পানি চেষ্টা করা ওয়াজেব?

উঃ;— যদি কোন মোছাফেরের প্রবল ধারণা হয় যে, এক মাইলের (৪০০০ হাত অপেক্ষা) কম পথে পানি আছে, তবে তাহাকে পানি চেষ্টা করা ওয়াজেব হইবে। কাজিখান বলেন, যদি 'আবাদি' বা বস্তির মধ্যে উপস্থিত হয়, তবে পানি চেষ্টা করা ত ফরজ হইবেই, আর যদি মরুভূমিতে (বা ময়দানে) উপস্থিত হয়, তবে পানি পাওয়ার প্রবল ধারণা জন্মিলে, পানি চেষ্টা করা ওয়াজেব হইবে। আর যদি কেহ তাহাকে পানির সংবাদ দেয়, তবে উহা চেষ্টা করা ফরজ হইবে। শামি বলেন, যদি কোন দিনদার বালেগ লোক পানির সংবাদ দেয়, তবে পানি চেষ্টা করা ওয়াজেব হইবে। আর কোন নাবালেগ বা ফাছেক সংবাদ দিলে, যদি ইহার উপর তাহার প্রবল ধারণা জন্মিয়া যায়, তবে পানি চেষ্টা করা ওয়াজেব হইবে, নচেৎ

উহা ওয়াজেব হইবে না। যদি সবুজ তৃণলতা দেখিতে পায় বা পক্ষী উড়িতে দেখে, তবে প্রবল ধারণা জন্মিতে পারে। যদি কেহ কোন লোককে পানির সন্ধানে পাঠাইয়া দেয়, তবে তাহার পক্ষে নিজে পানি সন্ধান করা ওয়াজেব হইবে না। আর যদি কোন লোক তাহাকে পানির সন্ধান বলিয়া দেয়, তবে তাহাকে ইতস্ততঃ পানি চেষ্টা করা ওয়াজেব হইবে না। কতদূর পানি চেষ্টা করিতে হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, তবইনল-হাকায়েকে আছে যে, তীর ছুড়িলে যতদূর পৌঁছিতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত পানি সন্ধান করিবে। দোরেলি-মোখতার, দোরার, কাফি, ছেরাজ মোফতাগি, জখিরা, মাজমায়োল আনহোর ইত্যাদি কেতাবে আছে যে, নিম্ন সংখ্যায় তিনশত হাত এবং উর্দ্ধ সংখ্যায় চারিশত হাত পানি চেষ্টা করিতে হইবে। মারাকিল ফালাহ কেতাবের টীকা তাহতাবি ও কবিরিতে লিখিত আছে যে, তিনশত কদম হইতে চারিশত কদম পর্য্যন্ত পানি চেষ্টা করিতে হইবে। আরও মারাকিল ফালাহ কেতাবের টীকা তাহতাবিতে আছে যে, এক কদম দেড় হাতে হয়। এক্ষেত্রে সাড়ে চারিশত হাত হইতে ৬শত হাত পর্য্যন্ত পানি চেষ্টা করিতে হইবে। আরও উক্ত কেতাবে আছে, তীর ছুড়িলে উপরোক্ত পরিমাণ পথে পৌঁছিতে পারে, কাজেই উভয় মতের একই প্রকার মর্ম্ম হইল।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, এত পরিমাণ পথ পানি চেষ্টা করিবে যে, সে তাহার সঙ্গীগণের শব্দ শুনিতে পায় এবং সঙ্গীরা তাহার শব্দ শুনিতে পায়।

মোস্তাসফা কেতাবে ইহাকে মনোনীত মত বলা হইয়াছে। এমাম আবু ইউছফ (রঃ) এমাম আবু হানিফা (রঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যে মোছাফের পানি না পায়, সে কি পথের ডাহিন কিম্বা বাম দিকে পানি চেষ্টা করিবে? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, যদি পানির আশা করে, তবে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু যেন দূরে না যায়, কারণ তাহার সঙ্গীগণ তাহার অপেক্ষা করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, আর সে পৃথক হইয়া পড়িলে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এই মতটি মোস্তাসফার মতের সমর্থন করে।

আরও বাদায়ে কেতাবে আছে, সমধিক ছহিহ্ মত এই যে, এতদূর পানি চেষ্টা করিবে যাহাতে সে নিজকে এবং বিলম্ব ঘটাইয়া সঙ্গিগণকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। এই মতটিও মোস্তাসফার মনোনীত মতের সমর্থন

করে। বাহরোর-রায়েকে ইহাকে বিশ্বাসযোগ্য মত বলা হইয়াছে।

শরহে বেকায়াতে আছে, যদি পানি এত দূরে থাকে যে, তাহা আনিতে গেলে, সঙ্গী লোকের সহিত পুনরায় সাক্ষাত পাইবে না, তবে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে।

(লেখক বলেন, অধিকাংশ কেতাবে তিন শত হাত হইতে চারি শত হাতের কথা আছে, ইহাই গ্রহণীয় মত। আর তিন চারি শত হাত দূর পথ হইতে লোকের শব্দ শুনা যায়, কাজেই উভয় মতের মর্ম্ম প্রায় নিকট নিকট।)

যদি চারি দিকে তিন চারিশত হাত পরিমাণ স্থান সমূহে কোন অন্তরাল না থাকে, তবে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পানি অনুসন্ধান করিবে, ইহা হাকায়েক কেতাবে আছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত পরিমাণ পথ গমন করিতে হইবে না। আর যদি উহার নিকটে ক্ষুদ্র পাহাড় কিম্বা তত্তুল্য কোন (বৃক্ষাদি) থাকে এবং নিজের জীবনের কিম্বা অর্থের অথবা নিজের সওয়ারিতে পরিত্যক্ত ব্যক্তির ক্ষতির আশঙ্কা না করে, তবে উক্ত পাহাড় কিম্বা (বৃক্ষের) উপর আরোহন করিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিবে। আর যদি উক্ত বিষয়গুলির আশঙ্কা করে, তবে পর্ব্বত (বা বৃক্ষ) আরোহণ করা এবং পথ চলা ওয়াজেব হইবে না। ইহা তওসিহ কেতাবে আছে।

আর যদি কেবল দৃষ্টিপাত দ্বারা পানির অবস্থা বুঝা না যায়, তবে যেদিকে পানি থাকার ধারণা বলবৎ হয়, সেই দিকে তিন চারিশত হাত গমন করিয়া পানি অনুসন্ধান করিবে, ইহা শারাম্বালালিয়া বোরহান হইতে উল্লেখ করিয়াছেন। আর যদি কোন্ দিকে পানি আছে তাহার সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা করিতে না পারে, তবে কবিরি, ছগিরি, কাজিখান ও বারজান্দির মতে কেবল ডাহিন এবং বামদিকে অনুসন্ধান করিবে। আর দোর্রোল মোখতার ও নহরোল ফায়েকের মতে চারিদিকে অনুসন্ধান করিবে, কিন্তু প্রত্যেক দিকে এক এক শত হাত অনুসন্ধান করাই সমধিক যুক্তিযুক্ত মত, ইহা শামিতে আছে। —তঃ মাঃ, ৭১। শাঃ, ১/১৮১। বাঃ, ১/১৬১ তঃ, ১/৪৪। মাজঃ, ১/৪৩।

(মছলা) আর যদি পানি থাকার সন্দেহ বা ক্ষীণ ধারণা হয়, তবে পানি চেষ্টা করা ওয়াজেব হইবে না, বরং পানি পাওয়ার আশা থাকিলে, উহা চেষ্টা করা মোস্তাহাব হইবে, আর যদি আশাও না থাকে, তবে মোস্তাহাব

হইবে।—বাঃ, ১/১৬১। শাঃ, ১/১৮১। আঃ, ১/২৯।

(মছলা) যদি কেহ মরুভূমিতে থাকে, আর কোন উপযুক্ত লোক তাহাকে পানির সংবাদ দেয় নাই এবং পানি থাকার প্রবল ধারণাও না হয়, তবে পানি চেষ্টা করা ওয়াজেব হইবে না।—কবিরি, ৬২।

(মছলা) যদি তথায় পানি থাকা সম্বন্ধে তাহার প্রবল ধারণা না হওয়া ক্ষেত্রে কোন (বালেগ) পরহেজগার মুসলমান পানি না থাকার সংবাদ দেয়, তবে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। —কঃ, ৬২/৬৩।

(মছলা) আর যদি তথায় কোন লোক থাকে, কিন্তু তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িয়া লয়, তৎপরে উক্ত লোকটি তাহাকে পানির সংবাদ দেয়, তবে ওজু করিয়া নামাজ দোহরাইয়া লইবে, আর যদি জিজ্ঞাসা করার পরে তাহাকে সংবাদ না দেয়, তবে নামাজ দোহরাইবে না। ইহা জয়লয়ি ও বাদায়ে কেতাবে আছে।

শামি বলেন, এক্ষেত্রেও নামাজ দোহরান ওয়াজেব হইবে, (লেখক বলেন, ইহাই এহতিয়াত)

যদি পানি চেষ্টা করা ওয়াজেব হওয়া ক্ষেত্রে কেহ বিনা চেষ্টায় নামাজ পড়িয়া থাকে, তৎপরে চেষ্টা করিয়া পানি না পায়, তবে তাহার পক্ষে নামাজ দোহরান ওয়াজেব হইবে, ইহা সেরাজ কেতাবে আছে। —শাঃ, ঐ পৃষ্ঠা।

(মছলা) যদি এক ব্যক্তি পানির নিকট থাকিয়াও পানির সংবাদ জানিতে না পারে, এবং তথায় জিজ্ঞাসা করা যায় এরূপ কোন লোক না থাকে, তবে তাহার পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। আর যদি তথায় জিজ্ঞাসা করা যায় এরূপ কোন লোক থাকে, কিন্তু সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা না করিয়াই তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িয়া থাকে, তৎপরে জিজ্ঞাসা করায় সে ব্যক্তির নিকটে পানি থাকার সংবাদ দিয়া থাকে, তবে তাহার নামাজ হইবে না।

যদি সে ব্যক্তি প্রথমেই তাহার নিকট পানির কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, কিন্তু এই ব্যক্তি তাহাকে উক্ত সংবাদ দেয় নাই, এমন কি সে ব্যক্তি তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িয়া লওয়ার পরে তাহাকে পানি নিকটে থাকার সংবাদ দেয়, তবে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে। এরূপ যদি কেহ কোন বস্তি অথবা পল্লীতে উপস্থিত হইয়া পানির চেষ্টা না করে, তবে

তাহার তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না।—আঃ, ১/২৯। বাঃ, ১/১৬২।

(মসলা) যদি কোন ব্যক্তির সঙ্গীর নিকট পানি থাকে এবং উক্ত ব্যক্তির প্রবল ধারণা হয় যে, পানি চাহিলে তাহাকে, দান করিবে, তবে তাহার তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না। আর যদি তাহার প্রবল ধারণা হয় যে, পানি চাহিলে পানি দিবে না, তবে তাহার পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। যদি পানি দেওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িয়া লইয়া থাকে, তৎপরে জিজ্ঞাসা করায় সে তাহাকে পানি দেয়, তবে নামাজ দোহরাইয়া লইবে, ইহা কাফি ও জিয়াদতের টীকায় আছে। আর যদি নামাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে পানি দিতে অস্বীকার করিয়া থাকে এবং নামাজ শেষ করিবার পরে তাহাকে পানি দেয়, তবে নামাজ দোহরাইবে না।

এবনে আবেদিন শামি বলেন, দলের লোককে অথবা উপস্থিত প্রত্যেক লোককে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, যদি কাফেলা (জামায়াত) বড় হয়, তবে একবার ঘোষণা (নেদা) করিলেই যথেষ্ট হইবে, কেননা প্রত্যেকের নিকট জিজ্ঞাসা করা কষ্টসাধ্য। এইরূপ যদি অন্য লোককে জিজ্ঞাসা করিতে পাঠায়, তাহাতেও যথেষ্ট হইবে।—শাঃ, ১/৮৪। বাঃ, ১/১৬১/১৬২। আঃ, ১/২৯, মনইয়া, ১৯।

(মসলা) যদি সঙ্গী পানি দিতে অস্বীকার করে কিম্বা সঙ্গী নিজের নিকট যে পানি ছিল তাহা নষ্ট করিয়া ফেলে অথবা উক্ত পানির কতকাংশ নষ্ট করিয়া ফেলে এবং অবশিষ্ট পানি ওজুর পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। —তাঃ, ১/১৩২।

(মসলা) যদি কেহ তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িতে পড়িতে তাহার সঙ্গীর নিকট পানি দেখিতে পায়, এক্ষেত্রে যদি তাহার প্রবল ধারণা হয় যে, সেই সঙ্গী তাহাকে পানি দিবে, তবে নামাজ ভঙ্গ করিবে, আর যদি পানি দেওয়ার সন্দেহ করে, তবে নামাজ শেষ করিবে। তৎপরে নামাজ শেষ করিয়া পানি চাহিবে, যদি তাহাকে পানি দেয়, তবে ওজু করিয়া নামাজ দোহরাইয়া লইবে। আর যদি পানি দিতে অস্বীকার করে, তবে তাহার নামাজ পূর্ণ (জায়েজ) হইবে। আর যদি একবার অস্বীকার করার পরে তাহাকে পানি দেয়, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইবে না। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।—আঃ, ১/৩০।

(মসলা) যদি সঙ্গী বিনামূল্যে পানি দিতে অঙ্গীকার করে এবং তাহার নিকট মূল্য না থাকে, তবে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে।

আর যদি তাহার নিকট পথ খরচ ব্যতীত অতিরিক্ত অর্থ থাকে এবং উক্ত ব্যক্তি নিয়মিত মূল্যে বা সামান্য বেশী মূল্যে পানি বিক্রয় করিতে চাহে, তবে তাহার পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে না। আর যদি অতিরিক্ত বেশী মূল্যে বিক্রয় করিতে চাহে, তবে উহা জায়েজ হইবে।

অতিরিক্ত বেশী মূল্য কাহাকে বলে, ইহাতে দুই প্রকার মত আছে,- - প্রথম এই যে, দ্বিগুণ মূল্যকে অতিরিক্ত বেশী মূল্য বলা যাইবে, ইহা নওয়াদেরের মত, বাদায়ে ও নেহায়া কেতাবে এই মতটি গৃহীত হইয়াছে।

বাহারোর রায়েকে ইহাকে উৎকৃষ্ট মত বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, বিক্রেতারা যেরূপ মূল্যে বিক্রয় না করে, তাহাকেই অতিরিক্ত বেশী মূল্য বলা হইবে। কবিরিতে ইহাকেই সুবিধাজনক মত বলা হইয়াছে।

কাজিখান বলেন, যে স্থানে পানি দুষ্প্রাপ্য, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের পানির মূল্য ধরিয়া এ বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে।— কঃ, ৬৭। শাঃ, ১/১৮৪। আঃ, ৩৯/৪০। বাহঃ, ১/১৬২/১৬৩।

মসলা যদি কেহ পিপাসা যুক্ত হয়, আর যদি পানির মূল্য তথায় দ্বিগুন বা ত্রিগুন হয় তবে প্রাণ রক্ষার জন্য উহা খরিদ করা ওয়াজেব হইবে

(মসলা) যদি কেহ নিজের উটের সুকদুফ কিম্বা মঞ্জেলে পানি রাখিয়াছে কিম্বা অন্য লোক তাহার হুকুমে তথায় পানি রাখিয়াছে, তৎপরে সে ব্যক্তি পানির কথা ভুলিয়া গিয়া তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িয়া লইয়াছে, তৎপরে নামাজের ওয়াক্ত থাকিতে বা ফওত হওয়ার পরে উহা স্মরণ করে, তবে এমাম আবু হানিফা ও মোহাম্মদ রহমতুল্লাহে আলায়হেমার মতে নামাজ দোহরাইবে না।

আর যদি অন্য লোকে তথায় পানি রাখিয়া থাকে, এজন্য সে ব্যক্তি পানির সংবাদ জানিতে না পারে, তবে তাহাকে নামাজ দোহরাইতে হইবে না।—শাঃ, ১/১৮৩, ফঃ, ১/৫৫, তাঃ, ১৩২।

(মছলা) যদি কেহ পানি সুকদুফ বা মঞ্জেলে রাখিয়া ভুলিয়া গিয়া তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িতে পড়িতে নামাজের মধ্যে পানির কথা স্মরণ করে, তবে সে ব্যক্তি নামাজ ভঙ্গ করিয়া ওজু করিয়া নামাজ পড়িবে,

ইহা সেরাজ কেতাবে আছে। শাঃ, ১/১৮৩।

(মসলা) যদি কেহ পানি শেষ হওয়ার ধারণা বা সন্দেহ করিয়া তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িয়া লয়, তৎপরে পানি আছে বলিয়া জানিতে পারে, তবে সকলের মতে নামাজ দোহরাইয়া লইবে।

যদি তাহার পৃষ্ঠদেশে বা গলদেশে পানি টাঙ্গান থাকে, কিম্বা সম্মুখে পানি রক্ষিত থাকে, কিন্তু সে ব্যক্তি পানির কথা ভুলিয়া গিয়া তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িয়া লয়, তবে তাহার তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না। যদি কেহ উটের উপর আরোহণ করিয়া থাকে, আর পানি শুকদুফের পশ্চাতের দিকে টাঙ্গান থাকে এবং সে ব্যক্তি পানির কথা ভুলিয়া গিয়া তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িয়া থাকে, তবে তাহার তায়াম্মোম জায়েজ হইবে। আর যদি পানি উহার অগ্রভাগে থাকে এবং এই অবস্থায় ভুলিয়া তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িয়া থাকে, তবে তাহার তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না; এই জন্য উক্ত নামাজ ওজু করিয়া দোহরাইয়া লইবে।

আর যদি পানি শুকদুফের পশ্চাতের দিকে টাঙ্গান থাকে, আর উষ্ট্র চালক উহা ভুলিয়া গিয়া তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িয়া থাকে, তবে তাহার তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না, তাহাকে ওজু করিয়া নামাজ দোহরাইতে হইবে। আর যদি পানি শুকদুফের অগ্রভাগে থাকে এবং উষ্ট্র চালক উহা ভুলিয়া গিয়া তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িয়া লইয়া থাকে, তবে উক্ত তায়াম্মোম জায়েজ হইবে।

যদি কোন লোক উষ্ট্রের মুখরজ্জু ধরিয়া পদব্রজে টানিয়া লইয়া যায়, এবং পানি শুকদুফের অগ্রভাগে থাকুক বা পশ্চাদ্ভাগে থাকুক, ভুলিয়া গিয়া তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িয়া লইয়া থাকে, তবে তাহার তায়াম্মোম জায়েজ হইবে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে। —শাঃ ১/১৮৩, আঃ ১/১৩১, তাঃ ১/১৩২।

(মছলা) যদি কেহ কাপড়ের কথা ভুলিয়া গিয়া উলঙ্গ অবস্থায় নামাজ পড়িয়া থাকে, তৎপরে স্মরণ করে, তবে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে না, ইহাই সহিহ্ মত। কবিরি, ৭১।

(মছলা) যদি কেহ ভ্রম বশতঃ নাপাক কাপড়ে নামাজ পড়ে কিম্বা ভ্রম বশতঃ দেরম শরয়ি অপেক্ষা অধিকতর নাপাকি সহ নামাজ পড়ে, কিন্তু তাহার নিকট নাপাকি দূর করিবার পরিমাণ পানি ছিল অথবা ভ্রম

বশতঃ নাপাক পানিতে ওজু করিয়াছিল বা ভ্রম বশতঃ বেওজু অবস্থায় নামাজ পড়িয়াছিল, তৎপরে নামাজ পড়িয়া উহা স্মরণ করে, তবে তাহাকে নামাজ দোহরাইতে হইবে।—শাঃ, ১। ১৮৩। তাঃ, ১/১৩২।

প্রঃ। কিসে কিসে তায়াম্মোম বাতীল হয়?

উঃ- (১) যদি ওজুর জন্য তায়াম্মোম করিয়া থাকে, তবে যে যে বিষয়ে ওজু নষ্ট হইয়া যায়, সেই সেই বিষয়ে উক্ত তায়াম্মোম নষ্ট হইয়া যাইবে। আর যদি গোসলের জন্য তায়াম্মোম করিয়া থাকে তবে যে যে বিষয়ে গোছল নষ্ট হইয়া যায়, সেই সেই বিষয়ে উক্ত তায়াম্মোম নষ্ট হইয়া যহিবে। আর যদি ওজু গোসল এই উভয়ের জন্য তায়াম্মোম করিয়া থাকে, তৎপরে ওজু ভঙ্গকারী কোন বিষয় পাওয়া যায়, তবে ওজুর তায়াম্মোম ভঙ্গ হইবে, কিন্তু গোসলের তায়াম্মোম ভঙ্গ হইবে না উপরোক্ত ক্ষেত্রে ওজুর পরিমাণ পানি পাইলে ওজু করিয়া লইবে। শাঃ, ১/১৮৬। তাঃ, ১/১৩৪।

(২) ওজু গোসলের পরিমাণ পানি পাইলে ওজু গোসলের তায়াম্মোম ভঙ্গ হইয়া যাইবে। যদি কেহ ওজুর জন্য তায়াম্মোম করিয়া এই পরিমাণ পানি পায় যে, উহাতে প্রত্যেক অঙ্গ তিন তিন বার কিম্বা দুই দুই বার করিয়া ধৌত করিতে পারে না, কিন্তু এক এক বার করিয়া ধৌত করিতে পারে তবে তাহার তায়াম্মোম বাতীল হইয়া যাইবে। তাঃ ঐ পৃষ্ঠা, শাঃ, ঐ পৃষ্ঠা আঃ, ৩০ পৃষ্ঠা।

(মসলা) যদি কেহ তায়াম্মোম করার পরে পানি পায়, কিন্তু উক্ত পানি দ্বারা পিপাসা নিবৃত্তি করা, রুটি (বা ভাত) প্রস্তুত করা কিম্বা নাপাক কাপড় ধৌত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে, তবে তায়াম্মোম বাতীল হইবে না। —শাঃ, ১/১৮৭।

(মসলা) যদি একজন লোক একজন লোকের ওজুর পরিমাণ পানি কয়েক জন লোকের জন্য মোবাহ করিয়া দেয় এবং বলে যে তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা করে, তদ্দ্বারা ওজু করিতে পারে, তবে সকলের তায়াম্মোম বাতীল হইয়া যাইবে। আর যদি সে ব্যক্তি উক্ত পরিমাণ পানি কয়েকজন লোককে হেবা (দান) করে এবং বলে যে, আমি এই পানি তোমাদিগকে দিলাম, এবং তাহারা উহা গ্রহণ (কবজ) করে, তবে তাহাদের তায়াম্মোম বাতীল হইবে না।

আর যদি তাহাদের একজনকেই ওজু করিতে অনুমতি দিয়া থাকে, তবে সহিহ্ মতে সমস্ত এমামের নিকট কেবল তাহার তায়াম্মোম বাতীল হইয়া যহিবে। ইহা সেরাজ কেতাবে আছে। —আঃ, ১/৩০। বাঃ, ১/১৫৪। শাঃ, ১/১৮৭।

(মসলা) যদি কেহ গোসল করে, কিন্তু তাহার শরীরের একটুখানি শুষ্ক থাকিয়া যায়, আর ইহা ধৌত করার পরিমাণ পানি না থাকে তবে উক্ত অংশের জন্য তায়াম্মোম করিয়া লইবে। যদি তায়াম্মোম করার পরে তাহার ওজু ভঙ্গ হইয়া যায়, তবে উক্ত ওজুর জন্য দ্বিতীয় বার তায়াম্মোম করিয়া লইবে। উপরোক্ত ক্ষেত্রে যদি উক্ত ব্যক্তি পানি পায়, তবে পাঁচ প্রকার অবস্থা হইতে পারে,—

(ক) যদি উক্ত পানি দ্বারা শুষ্ক স্থানটি ধৌত করা এবং ওজু করা এই উভয় কার্য্য করা সম্ভব হয়, তবে তাহাই করিবে, এরূপ পানি পাইলে, উভয় তায়াম্মোম বাতীল হইয়া যাইবে।

(খ) আর যদি উক্ত পানি দ্বারা শুষ্ক স্থানটি ধৌত করা এবং ওজু করা সম্ভব না হয়, তবে উভয় তায়াম্মোম বজায় থাকিবে এবং নাপাকি কম করার জন্য শুষ্ক স্থানের কতকাংশ উক্ত পানি দ্বারা ধৌত করিবে।

(গ) আর যদি উক্ত পানি দ্বারা শুষ্ক স্থানটি ধৌত করা সম্ভব হয়, কিন্তু ওজু করা সম্ভব না হয়, তবে উহা দ্বারা শুষ্ক স্থানটি ধৌত করিবে এবং ওজুর তায়াম্মোম বজায় থাকিবে।

(ঘ) যদি উক্ত পানি দ্বারা ওজু করা সম্ভব হয়, কিন্তু শুষ্ক স্থানটি ধৌত করা সম্ভব না হয়, তবে তদ্দ্বারা ওজু করিয়া লইবে এবং শুষ্ক স্থানের তায়াম্মোম বজায় থাকিবে।

(ঙ) আর যদি উক্ত পানি দ্বারা উভয় কার্য্যের প্রত্যেকটির সমাধা করা সম্ভব হয়, তবে শুষ্ক স্থানটি ধৌত করিবে এবং এমাম আবু ইউছফ রহমতুল্লাহে আলায়হের নিকট এরূপ ক্ষেত্রে ওজুর তায়াম্মোম নষ্ট হইবে না, ইহাই সমধিক যুক্তিযুক্ত মত। আর যদি উক্ত পানি দ্বারা ওজু করিয়া লয়, তবে জায়েজ হইবে, কিন্তু শুষ্ক স্থানের জন্য তায়াম্মোম দোহরাইয়া লইবে। আর যাহার গোসলের একটু স্থান শুষ্ক রহিয়াছে, তজ্জন্য সে তায়াম্মোম করিয়াছে, তৎপরে তাহার ওজু ভঙ্গ হইয়াছে, এই ওজুর তায়াম্মোম করার পূর্ব্বে যদি পানি পাওয়া যায়, তবে এস্থলেও পাঁচ প্রকার

অবস্থা হইবে :—

(ক) যদি উক্ত পানি দ্বারা উভয় কার্য্য সমাধা হইতে পারে, তবে উক্ত শুষ্ক স্থানটি ধৌত করিবে এবং ওজু করিবে।

(খ) যদি উক্ত পানি দ্বারা উভয় কার্য্যের কোন একটি সমাধা না হয়, তবে ওজুর জন্য তায়াম্মোম করিয়া লইবে এবং ইচ্ছা করিলে শুষ্ক স্থানের কতকাংশ উক্ত পানি দ্বারা ধৌত করিয়া লইবে।

(গ) যদি তদ্দ্বারা কেবল শুষ্ক স্থানটি ধৌত করা সম্ভব হয়, কিন্তু ওজু করা সম্ভব না হয়, তবে শুষ্ক স্থানটি ধৌত করিবে এবং ওজুর জন্য তায়াম্মোম করিয়া লইবে।

(ঘ) যদি তদ্দ্বারা ওজু করা সম্ভব হয়, কিন্তু শুষ্ক স্থানটি ধৌত করা সম্ভব না হয়, তবে তদ্দ্বারা ওজু করিয়া লইবে এবং শুষ্ক স্থানটির তায়াম্মোম বজায় থাকিবে।

(ঙ) যদি উক্ত পানি দ্বারা উভয় কার্য্যের প্রত্যেকটি করা সম্ভব হয় তবে প্রথমে শুষ্কস্থানটি ধৌত করিয়া তৎপরে ওজুর জন্য তায়াম্মোম করিয়া লইবে। —শাঃ, ১/১৮৭। আঃ, ১/৩০।

(মসলা) যদি গোসলের একটু স্থান শুষ্ক থাকে এবং তজ্জন্য তায়াম্মোম করার পূর্ব্বে তাহার ওজু ভঙ্গ হইয়া যায়, তবে ওজু এবং শুষ্ক স্থান এই উভয় বিষয়ের নিয়তে একইবার তায়াম্মোম করিতে হইবে।

আর যদি ইহার পরে এরূপ পানি পায় যদ্দ্বারা উভয়ের প্রত্যেকটির জন্য যথেষ্ট হয়, তবে তদ্দ্বারা শুষ্ক স্থানটি ধৌত করিবে এবং ওজুর জন্য তায়াম্মোম দোহরাইয়া লইবে, কাফি কেতাবে ইহা এমাম মোহাম্মদের মত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

আর যদি উক্ত পানি উভয়ের মধ্যে কোন একটির জন্য যথেষ্ট হয়, তবে সেইটাই সমাধা করিবে, অবশিষ্টটির জন্য তায়াম্মোম করিয়া লইবে, ইহা শরহে বেকায়াতে আছে। —আঃ, ১/১৩০।

(মসলা) যদি গোসলের শরীরের একটুখানি শুষ্ক থাকে এবং তাহার কাপড়ও নাপাক থাকে, তবে সে ব্যক্তি নাপাক কাপড় ধৌত করিবে এবং শুষ্ক স্থানের জন্য তায়াম্মোম করিয়া লইবে।—মনইয়া ২৫।

(মসলা) যদি তাহার পৃষ্ঠদেশের একটুখানি শুষ্ক থাকিয়া যায় এবং ওজুর অঙ্গগুলিও ধৌত করিতে ভুলিয়া গিয়া থাকে, আর পানি উভয়ের

মধ্যে কোন একটির জন্য যথেষ্ট হয়, তবে যেটি ধৌত করার ইচ্ছা করে, ধৌত করিতে পারে, কিন্তু ওজুর অঙ্গগুলি ধৌত করাই ভাল, ইহা জিয়াদতের টীকাতে আছে। —আঃ, ১/৩০।

(মসলা) একজন মোছাফেরের অজু ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে ও তাহার কাপড়ও নাপাক রহিয়াছে এবং তাহার নিকট এত পরিমাণ পানি আছে যাহা উভয়ের কোন একটির পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে, এক্ষেত্রে সে নাপাক কাপড় ধৌত করিবে, তৎপরে ওজুর জন্য সে ব্যক্তি তায়াম্মোম করিয়া লইবে। আর যদি সে ব্যক্তি প্রথমে ওজুর জন্য তায়াম্মোম করিয়া পরে নাপাক কাপড় ধৌত করিয়া থাকে তবে তাহাকে উক্ত তায়াম্মোম দোহরাইয়া লইতে হইবে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে। আর যদি সে ব্যক্তি উক্ত পানি দ্বারা ওজু করিয়া নাপাক কাপড়ে নামাজ পড়ে, তবে জায়েজ হইবে, কিন্তু এই কার্য্যে গোনাহ্‌গার হইবে, ইহা কাজিখানে আছে। —আঃ, ১/৩০।

(মসলা) যদি কেহ এরূপস্থানে পানির নিকট উপস্থিত হয় যে, শত্রু কিম্বা হিংস্র জন্তুর ভয়ে নামিতে না পারে, তবে তাহার তায়াম্মোম নষ্ট হইবে না।—আঃ, ঐ পৃষ্ঠা।

(মসলা) যদি কেহ তায়াম্মোম করিয়া কুপের নিকট উপস্থিত হয়; কিন্তু তথায় বালিত এবং রসি না থাকে তবে তায়াম্মোম বাতীল হইবে না। ইহা বাদায়ে কেতাবে আছে। আর যদি কেহ তায়াম্মোম করিয়া পানির নিকট উপস্থিত হয়, কিন্তু সে ব্যক্তি তায়াম্মোমের কথা ভুলিয়া যায়, তবে তাহার তায়াম্মোম বাতীল হইয়া যাইবে। ইহা খাজানাতোল মুফতিন কেতাবে আছে। —আঃ, ঐ পৃষ্ঠা।

(মসলা) যদি কেহ তায়াম্মোম করিয়া নামাজের মধ্যে পানি পায়, তবে তাহারও নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে। আর যদি গর্দ্দভের জুঠা পানি পায় তবে সে ব্যক্তি নামাজ পড়িয়া লইবে। তৎপরে উক্ত পানি দ্বারা ওজু করিয়া নামাজ দোহরাইয়া লইবে। আর যদি খোর্ম্মাভিজান (মিস্ট) পানি দেখে, তবে মজহাবের সহিহ্‌ ও মনোনীত মতে তাহার তায়াম্মোম বাতীল হইবে না এবং নামাজ দোহরাইতে হইবে না। —কবিরি ৮২।

যদি কেহ আত্তাহিয়াতো পড়িবার অগ্রে কিম্বা ছালাম দিবার অগ্রে পানি পায়, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে। এক সে ব্যক্তি একদিকে ছালাম ফিরিবার পরে পানি পাইলে, তাহার নামাজ বাতীল

হইবেনা।

যদি কাহারও উপর ছোহ-ছেজদা ওয়াজেব হইয়া থাকে, আর সে ব্যক্তি একদিকে ছালাম ফিরাইয়া ছোহ ছেজদা আদায় করিতেছে এমতাবস্থায় পানি পাইলে, তাহার নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে ;— কাজিখান, ১/৫৬।

(মসলা) যদি পানিতে খোর্ম্মা ভিজাইলে, উহা মিষ্ট হইয়া যায় কিন্তু তরল থাকে, তবে তদ্দ্বারা ওজু জায়েজ হইবে কিনা, ইহাতে এমাম আজমের তিনটি রেওয়াএত আছে, তাঁহার শেষ রেওয়াএতে তদ্দ্বারা ওজু জায়েজ হইবে না, এস্থলে অন্য পানি অভাবে তায়াম্মোম করিতে হইবে, ইহাই হানাফি মজহাবের বিশ্বাসযোগ্য সহিহ্ ও ফৎওয়া গ্রাহ্য মত। আর যদি উক্ত পানিতে খোর্ম্মা ভিজাইলে উহা মিষ্ট না হইয়া থাকে, তবে তদ্দ্বারা সকলের মতে ওজু জায়েজ হইবে। আর যদি উক্ত পানি নেশাকর হইয়া থাকে, তবে তদ্দ্বারা কাহারও মতে ওজু জায়েজ হইবে না। যদি পানি দ্বারা খোর্ম্মা উত্তপ্ত (পরিপক্ক) করা হইয়া থাকে, তবে সহিহ্ মতে তদ্দ্বারা ওজু জায়েজ হইবে না। ইহা নহরোল-ফায়েকে আছে। —শাঃ, ১/১৬৭।

(মসলা যদি কেহ তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িতে পড়িতে মরিচীকা (চালিত বালু) দেখিয়া পানি ধারণা করিয়া সেই দিকে চলিতে থাকে, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে। যদি উহা পানি হওয়ার প্রবল ধারণা হইয়া পড়ে, তবে নামাজ ভঙ্গ করা জায়েজ হইবে। আর যদি উহা পানি কিম্বা মরিচীকা, ইহাতে সন্দেহ করে এবং কোন একটি হওয়ার প্রবল ধারণা না হয় তবে নামাজ পড়িয়া লইবে, এস্থলে নামাজ ভঙ্গ করা জায়েজ হইবে না। তৎপরে নামাজ শেষ করিয়া তদন্ত করিবে, যদি উহা পানি হয়, তবে ওজু করিয়া নামাজ দোহরাইয়া লইবে, আর যদি পানি না হয়, তবে নামাজ দোহরাইতে হইবে না। এইরূপ যদি উহা মরিচীকা প্রবল ধারণা করিয়া থাকে, তৎপরে উহা পানি হইয়া প্রকাশিত হয়, তবে নামাজ দোহরাইতে হইবে।— কঃ, ৮৩।

(মসলা) যদি কেহ কূপার শিরদেশে তাঁবু স্থাপন করিয়া থাকে এবং উহার শিরদেশকে ঢাকিয়া ফেলিয়া থাকে, আর উক্ত কূপাতে যে পানি আছে, তাহা অবগত না হইতে পারে কিম্বা নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা অবগত না হইতে পারে এজন্য তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িয়া লইয়া থাকে, তবে এমাম আবু হানিফা ও মোহাম্মদের (রঃ) মতে উক্ত তায়াম্মোম জায়েজ হইবে, ইহা মুহিত কেতাবে আছে। —আঃ, ১/৩১।

(মসলা) যদি কেহ তায়াম্মোম করিয়া তন্দ্রাবস্থায় বা এরূপ নিদ্রাবস্থায় যাহাতে ওজু ভঙ্গ না হয়, পানির নিকট উপস্থিত হয়, কিন্তু পানির কথা জানিতে না পারে, তবে ইহাতে তায়াম্মোম বাতীল হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ

হইয়াছে, তনবিরোল আবছার হেদায়া, দোরার ও গোরার কেতাবে আছে, উহাতে এমাম আবু হানিফা (রঃ) মতে তায়াম্মোম বাতীল হইয়া যাইবে; কিন্তু এমাম আজমের জন্য রেওয়াএত অনুযায়ী উহাতে তায়াম্মোম বাতীল হইবে না। দোর্রোল মোখতারে ইহাকে সহিহ্ ও ফৎওয়া গ্রাহ্য মত বলা হইয়াছে। খাজায়েনের হাশিয়া, তজনিছ, মনইয়ার টীকা, আল্লামায় কাছেমের নোকাত, বোরহান, বাহরোর রায়েক, নহরোল ফায়েক ও হাশিয়ায় শারাম্বালালিয়াতে এই রেওয়াএতটি সহিহ্ ও মনোনীত বলা হইয়াছে।—শাঃ ১/১৮৮। বাঃ, ১/৫৩। হাঃ, শাঃ, ১/৩৯। আঃ ১/৩০। কঃ, ১/৫৩।

(মস্‌লা) যদি একদল লোক (তায়াম্মোম করিয়া) জামায়াতে নামাজ পড়িতে থাকেন, এমতাবস্থায় একজন লোক একটি পানির কুজা সহ উপস্থিত হইয়া বলে যে, এই পানিটি অমুক ব্যক্তির, তবে খাস তাহার নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে। তৎপরে যদি তাহার নামাজ শেষ করিয়া তাহার নিকট পানি চাহেন এবং সে ব্যক্তি এমামকে পানি দিয়া দেয়, তবে এমাম ওজু করিয়া নামাজ দোহরাইবেন এবং মোক্তাদিগণ তাহার সহিত নামাজ দোহরাইয়া লইবেন। আর যদি সে ব্যক্তি পানি না দেয়, তবে তাহাদের নামাজ জায়েজ হইবে, কেবল যাহাকে পানি দিয়াছে, সে ব্যক্তি নামাজ দোহরাইবে। আর যদি সেই ব্যক্তি বলে, হে অমুক, তুমি পানি লও এবং ওজু কর, ইহাতে তাহাদের প্রত্যেকে ধারণা করিল যে, সে ব্যক্তি তাহাকেই ডাকিতেছে তবে তাহাদের সকলের নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে। —বাঃ ১/১৫৪।

(মস্‌লা) যদি কেহ তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িতেছে, এমতাবস্থায় একজন খ্রীষ্টান তাহাকে বলে, তুমি পানি গ্রহণ কর তবে সে ব্যক্তি নামাজ পড়িয়া লইবে, উহা ভঙ্গ করিবে না, কেননা কখন কখন খ্রীষ্টানে বিদ্রূপ ভাবে কোন কথা বলিয়া থাকে, কাজেই সন্দেহ হওয়ায় নামাজ নষ্ট করিবে না। তৎপরে নামাজ শেষ করিয়া তাহার নিকট পানি চাহিবে, যদি সে পানি দেয় তবে নামাজ দোহরাইবে, নচেৎ নামাজ দোহরাইবে না ইহা কাজীখানে আছে।—আঃ ১/৩২।

(৩) যে ওজরে তায়াম্মোম মোবাহ হইয়াছিল সেই ওজর দূর হইয়া গেলে তায়াম্মোম বাতীল হইয়া যাইবে।

যদি পীড়ার জন্য তারাম্মোম করিয়া থাকে, তবে পীড়া আরোগ্য হইলে, তায়াম্মোম বাতীল হইয়া যাইবে। যদি শীতের আধিক্যে, শত্রুর ভয়ে কিম্বা বালতি রশির অভাবে তায়াম্মোম করিয়া থাকে, শত্রুর ভয় শীত দূরীভূত হইলে ও বালতি রশি পাওয়া গেলে তায়াম্মোম বাতীল হইয়া যাইবে।

যদি পানি এক মাইল দূরে থাকার জন্য তায়াম্মোম করিয়া থাকে,

তৎপরে পথ চলার পানির দূরত্ব এক মাইল অপেক্ষা কম হইয়া পড়ে, তবে তায়াম্মোম বাতীল হইয়া যাইবে।

যদি কেহ পানি নাপাওয়ার জন্য তায়াম্মোম করিয়া থাকে, তৎপরে এমন কোন পীড়া হয় যে, পানি ব্যবহার করিলে, পীড়া বৃদ্ধি হয় কিম্বা পীড়া উপশমে বিলম্ব ঘটে, তৎপরে পানি পাওয়া যায়, তবে তাহার প্রথম তায়াম্মোম বাতীল হইয়া যাইবে, এক্ষেত্রে নামাজ পড়িতে হইলে, দ্বিতীয় বার তায়াম্মোম করিতে হইবে।

যদি পানি থাকা সত্ত্বেও পীড়া কিংবা শীতের আধিক্য বশতঃ তায়াম্মোম করিয়া থাকে, তৎপরে পানি দুষ্প্রাপ্য হইয়া গেল তৎপরে আরোগ্য হইয়া গেল কিম্বা শীত দূর হইয়া গেল, তবে তায়াম্মোম বাতীল হইয়া যাইবে।—শাঃ, ১/১৭৪/১৮৮।

(মসলা) যদি কোন মুসলমান তায়াম্মোম করিয়া (মায়াজাল্লাহ) কাফের হইয়া যায়, তৎপরে মুসলমান হইয়া যায়, তবে তায়াম্মোম বাতীল হইবে না। ঐ ১/১৮৮।

তায়াম্মোম সংক্রান্ত মস্‌লা।

(মস্‌লা) যদি কেহ নাপাক হইয়া থাকে, আর তাহার নিকট একটুকু পানি থাকে যে, তদ্দারা গোসল সম্ভব হয় না, কিন্তু ওজু করা সম্ভব হয়, তবে ওজু করিবে না, বরং তায়াম্মোম করিয়া লইবে।

যদি নাপাকির জন্য তায়াম্মোম করার পরে কাহারও ওজু ভঙ্গ হইয়া যায়, তবে ওজু করার জন্য তায়াম্মোম করিয়া লইবে। যদি কাহারও ওজু ভঙ্গ হইয়া থাকে, এবং ওজুর কতক অঙ্গ ধৌত করার পরিমাণ পানি থাকে, তবে কতক অঙ্গ ধৌত না করিয়া ওজুর জন্য তায়াম্মোম করিয়া লইবে। ইহা শরেহ বেকায়াতে আছে। —আঃ, ১।৩১। শাঃ, ১/১৮৭।

(মস্‌লা) যদি নামাজের ওয়াক্তের পূর্ব্বে তায়াম্মোম করে, তবে আমাদের মজহাবে জায়েজ হইবে, ইহা খোলাসা কেতাবে আছে।

(মসলা) একই তায়াম্মোমে যে পরিমাণ ফরজ নফল বা যে কয়েক ফরজ নামাজ পড়িতে চাহে, তাহা পড়িতে পারে। ইহা এখতিয়ার কেতাবে আছে। —আঃ, ১/৩১, শাঃ, ১/১৭৭।

(মস্‌লা) যে ব্যক্তি পানি হইতে এক মাইল দূরপথে আছে, কিন্তু পানি পাওয়ার প্রবল ধারণা দৃঢ় বিশ্বাস করে, তবে তাহার পক্ষে নামাজের মোস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ পর্য্যন্ত দেরী করিয়া নামাজ পড়া মোস্তাহাব।

ইহাই সমধিক সহিহ্ মত। তাতারখানিয়া কেতাবে মুহিত হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, উপরোক্ত ক্ষেত্রে এত বিলম্ব করিবে না যে, নামাজ মকরূহ ওয়াক্তে পৌঁছিয়া যায়। মগরেবের ওয়াক্তে দেরী করিবে কিনা, ইহাতে মতভেদ

হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন, বিলম্ব করিবে না, আর একদল বলেন, দেরী করিবে। আর যদি পানি পাওয়ার আশা না করে, তবে মোস্তাহাব ওয়াক্তে নামাজ পড়িয়া লইবে ইহা বাদায়ে কাফি ও তাহবির টীকায় আছে, কিন্তু হেদায়ার টীকাকারগণ ও মবছুতের কোন টীকাকার বলিয়াছেন, এরূপ ক্ষেত্রে প্রথম ওয়াক্তে নামাজ পড়িয়া লইবে, বাহরোর রায়েক প্রণেতা প্রথম মতের সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু এবনে আবেদিন শামি শেষ মত সমর্থন করিয়া বাহরোর রায়েকের মত দুর্ব্বল প্রমাণ করিয়াছেন।

খোলছা কেতাবে আছে, যদি কোন মোছাফের শেষ ওয়াক্তে পানি পাওয়ার প্রবল ধারণা বা বিশ্বাস করে, ইহা সত্ত্বেও প্রথম ওয়াক্তে তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িয়া লয়, যদি এক মাইল দূর পথে পানি থাকে, তবে উহা জায়েজ হইবে। আর যদি উহার দূরত্ব এক মাইল অপেক্ষা কম হয়, তবে জায়েজ হইবে না।

মে'রাজ কেতাবে মোজতাবা কেতাব হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে, যদি কেহ বুঝিতে পারে যে, যে ব্যক্তি শেষ ওয়াক্ত পর্য্যন্ত দেরী করিয়া নামাজ পড়িলে এরূপ স্থানে পৌঁছিবে যে, তথা হইতে পানি এক মাইল অপেক্ষা কম দূরে থাকে; কিন্তু সে ব্যক্তি ওজু করিয়া নামাজ পড়িতে পারিবে না, তবে সে ব্যক্তি প্রথম ওয়াক্তে নামাজ পড়িয়া লইবে।

হুলইয়া কেতাবে এই মতটি পছন্দ করা হইয়াছে। —শাঃ, ১/১৮২। ১৮৩, তাঃ ১/১৩১/ ১৩২, বাঃ ১/১৫৫/১৫৬, আঃ ১৩০।

(মস্‌লা) পানি থাকা সত্ত্বেও তেলাওয়াতের সেজদার জন্য তায়াম্মোম করা যাইবে কিনা?

উঃ;— দোর্‌রোল মোখতারে আছে যে, যদি কেহ মোসাফেরিতে থাকে, তবে তাহার পক্ষে উহার জন্য তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে, আর স্বদেশে থাকিলে, উক্ত তায়াম্মোম জায়েজ হইবে না। কাহাস্তানি বলেন, পানি থাকা সত্ত্বেও উহার জন্য তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে।

কিন্তু কদুরি বলেন, পানি থাকা সত্ত্বেও উহার জন্য তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে না। হালাবি বলেন, কাহাস্তানির মত জইফ।

যদি পানি থাকে, কি বিদেশ হউক, কি স্বদেশ হউক উহার জন্য তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে না, আর যদি পানি না থাকে, তবে সকল স্থানে উহার জন্য তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে। ইহাই সত্য মত। —তাঃ, ১/১৩৩, শাঃ, ১/১৭৯/১৮৫।

(মস্‌লা) কোন কাফের ইসলাম গ্রহণের পূর্ব্বে তায়াম্মোম করিয়া মুসলমান হইলে, উক্ত তায়াম্মোম বাতীল হইবে এবং তদ্দ্বারা নামাজ জায়েজ হইবে না। আর যদি কোন কাফের কাফেরি অবস্থায় ওজু করে, তৎপরে

মুসলমান হইয়া যায়, তবে উক্ত ওজুতে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে।—শাঃ, ১/১৮২।

(মসলা) যেরূপ নাপাক ব্যক্তির পক্ষে উল্লিখিত সঙ্গত ওজোরের জন্য তায়াম্মোম করা জায়েজ আছে, সেইরূপ স্ত্রীলোকদের হায়েজ ও নেফাস হইতে পাক হওয়ার পরে ওজোরের জন্য তায়াম্মোম করিতে পারিবে।—তাঃ, ১/১২৭।

(মস্‌লা) যদি কেহ ওজু করে, তাহার প্রস্রাব নির্গত হইতে থাকে, আর যদি তায়াম্মোম করে তবে তাহার প্রস্রাব নির্গত হয় না, এক্ষেত্রে তাহার পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে।—আঃ ১৩২।

(মসলা) যদি কাহারও মস্তকে এরূপ বেদনা থাকে যে, ওজু করিতে গেলে উহা মাসহ্ করিতে না পারে এবং গোসল করিতে গেলে, উহা ধৌত করিতে না পারে তবে কি করিতে হইবে?

উঃ;— কারিয়ে হেদায়া আল্লামা সেরাজদ্দিন ও সম্বন্ধে ফৎওয়া দিয়াছেন যে, ওজু করা কালে তাহাকে মস্তক মসহ্ করিতে হইবে না। হালাবি ইহা সমর্থন করিয়াছেন।

আর তাহার পক্ষে মস্তকে পটী বাধা ওয়াজেব এবং উক্ত পটীর উপর মসহ করা ওয়াজেব। এইরূপ গোসল করা কালে তাহাকে মস্তক ধৌত করিতে হইবে না, বরং মস্তকে আর পটীর উপর হউক, মসহ করিতে হইবে। আর যদি মসহ করিলে ক্ষতিকর হয়, তবে ধৌত এবং মসহ কিছুই করিতে হইবে না। এস্থলে ফয়েজ কেতাবে যে তায়াম্মোম করার ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে, উহা জাহেরে রেওয়াএতের খেলাফ এবং অগ্রাহ্য মত। —বাঃ, ১/১৬৪, তাঃ, ১/১৩৭, শাঃ ১/১/১৯১, মাঃ, গাঃ, তাঃ, ৭৫।

(মসলা) যদি জানাজা নামাজে এমামের ওজু ভঙ্গ হইয়া যায়, তবে এবনোল ফজল বলিয়াছেন, এমাম একজন ওজুকারী ব্যক্তিকে খলিফা করিবে তৎপরে তায়াম্মোম করিয়া উক্ত খলিফার পশ্চাতে নামাজ পড়িবে ইহা সমস্ত বিদ্বানের মতে জায়েজ হইবে।

আর যদি উক্ত এমাম (কাহাকে খলিফা না করিয়া) তায়াম্মোম করিয়া নিজে এমাম হইয়া নামাজ শেষ করে, তবে এমাম আবু হানিফা ও আবু ইউছুফের (রঃ) মতে সকলের নামাজ জায়েজ হইবে। —বাঃ ১/১৬৪।

(মস্‌লা) যদি একজন লোক নাপাকির জন্য তায়াম্মোম করিয়ালয়, তৎপরে তাহার ওজু ভঙ্গ হইয়া যায়, আর তাহার সঙ্গে ওজুর পরিমাণ পানি থাকে, তবে সে ব্যক্তি দ্বিতীয় নামাজের জন্য ওজু করিয়া লইবে।

যদি সে ব্যক্তি ওজু করিয়া মোজা পরিয়া থাকে, তৎপরে পানির নিকট উপস্থিত হইয়া গোসল না করে, এমন কি ইহার পরে পানি দুষ্প্রাপ্য হইয়া যায়, তৎপরে তৃতীয় নামাজের ওয়াক্ত উপস্থিত হয় এবং তাহার সঙ্গে ওজুর

পরিমাণ পানি থাকে, তবে ওজু করিবে না কিন্তু (গোসলের জন্য) তায়াম্মোম করিয়া লইবে।

যদি উক্ত তায়াম্মোমের পরে চতুর্থ নামাজের ওয়াক্ত উপস্থিত হয় এবং তাহার ওজু ভঙ্গ হয়, তবে দুইটি মোজা খুলিয়া ফেলিয়া ওজু করিয়া লইবে।—বাঃ, ঐ পৃষ্ঠা।

(মসলা) যদি দুইজন মোসাফের পানির নিকট উপস্থিত হয় এবং একজন উক্ত পানি নাপাক ধারণা করিয়া তায়াম্মোম করিয়া লয়, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি পাক ধারণা করিয়া ওজু করিয়া লয়, তৎপরে তৃতীয় এক ব্যক্তি নির্দ্দোষ পানিতে ওজু করিয়া, তথায় উপস্থিত হয় এবং উক্ত দুইজনার এমাম হয়, তৎপরে নামাজের মধ্যে উক্ত এমামের ওজু ভঙ্গ হইয়া যায়, ইহাতে উক্ত এমাম কাহেকেও খলিফা না করিয়া ওজু করিতে যায় এবং উক্ত দুই জনের প্রত্যেকে পৃথক ভাবে নিজ নিজ নামাজ পড়িয়া লয় এবং একে অন্যের এক্তেদা না করে, তবে জায়েজ হইবে, কেননা তাহাদের প্রত্যেকে অন্যকে বেওজু ধারণা করিয়া থাকে। বালাখের এমামগণ এই মতের উপর ফৎওয়া দিয়াছেন। ইহা উৎকৃষ্ট মত। ইহা কিনইয়া কেতাবে আছে।—বাঃ ১/১৬৪।

(মসলা) যদি কেহ একজনকে বলে যে, তুমি একটু বিলম্ব কর, তোমাকে পানি দিব, তবে তাহাকে পানির জন্য অপেক্ষা করা ওয়াজেব, যদিও ওয়াক্ত ফওত হওয়ার আশঙ্কা হয়, তবু তাহার পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে না।

যদি কেহ অন্যকে বলে, তুমি একটু বিলম্ব করিলে, তোমাকে বালতি ও রশি দিতে পারি, কিম্বা কেহ একজন উলঙ্গকে বলে, তুমি একটু বিলম্ব করিলে, তোমাকে কাপড় দিতে পারি, তবে এমাম আজমের মতে নামাজের শেষ ওয়াক্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বালতি, রশি কিম্বা কাপড় না পাইলে, তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িবে, কিন্তু নামাজ কাজা করিবে না, এবনে আবেদিন সামি এই মতের যুক্তিযুক্ত হওয়ার ইসারা করিয়াছেন, কিন্তু নামাজের শেষ ওয়াক্ত পর্য্যন্ত দেরী করা মোস্তাহাব কিম্বা ওয়াজেব, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, মারাকিল ফালাহ, দোর্‌রোল মোখতার ও বোরহানে আছে যে, শেষ ওয়াক্ত পর্য্যন্ত দেরী করা ওয়াজেব, কিন্তু কাজিখান, ফৎহোল কদির, মনইয়া, কবিরি, সেরাজ ও বাহরোর রায়েকে উহা মোস্তাহাব হওয়ার কথা লিখিত আছে।—মাঃ, তাঃ, ৭১। শাঃ, ১/১৮৪।

প্রঃ;— তায়াম্মোমের নিয়ত কোন্ সময় করিতে হইবে?

উঃ;—মৃত্তিকাজাত বস্তুর উপর হাত মারিবার সময় কিম্বা শরীর মসহ করার সময় নিয়ত করিলে যথেষ্ট হইবে। সাঃ ৬৪।

(মসলা) যদি কোন নাপাক ব্যক্তি জানিতে পারে যে, মছজিদে পানি

আছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে এমন কোন লোক নাই যে, তাহাকে পানি আনিয়া দেয়, তবে সে ব্যক্তি তায়াম্মোম করিয়া মছজিদে দাখিল হইবে। আর যদি মছজিদের মধ্যে গিয়া বালতি ও রশির অভাবে অথবা অন্য কোন কারণে পানি না পায়, তবে নামাজের জন্য দ্বিতীয়বার তায়াম্মোম করিয়া লইবে। কঃ, ৭০।

(মস্‌লা) যদি কেহ তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িয়া ওয়াক্ত থাকিতে থাকিতে পানি পায়, তবে নামাজ দোহরাইবে না।—মনইয়া ২৪। কাঃ, ১৫৬।

(মস্‌লা) জাহেরে রেওয়াএতে আছে, তায়াম্মোম করা কালে দুই হাত নরমভাবে মাটিতে রাখিবে, আর অন্য রেওয়াএতে আছে, দুই হাত সজোরে মাটিতে মারিবে, দ্বিতীয় রেওয়াএতটি সমধিক উৎকৃষ্ট যেহেতু সজোরে হাত রাখিলে অঙ্গুলী গুলির মধ্যে ধুলি প্রবেশের সুযোগ বেশী হইয়া থাকে। (আলমগিরির হাসিয়ায় মুদ্রিত) কাজিখান।, ১/৫২।

(মস্‌লা) যদি কেহ শহর অথবা গ্রাম হইতে কাষ্ঠ বা ঘাস কাটিবার কিম্বা চতুষ্পদ অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া যায় এবং নামাজের ওয়াক্ত উপস্থিত হয়, কিন্তু পানি এক মাইল বা তদপেক্ষা অধিকতর দূরে থাকে, তবে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে।—কাঃ, ১/৫৩।

এইরূপ এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাওয়া কালের ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। বাটি হইতে নাপাক বাহির হইলে বা বাহির হওয়ার পরে নাপাক হইলে, একই প্রকার হুকুম হইবে।—মনইয়া ১৮। কবিরি ৬৪।

লেখক বলেন, পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, উপরোক্ত ক্ষেত্রে নামাজ ফওত হওয়ার আশঙ্কা হইলে, তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িয়া লইবে, তৎপরে পানির নিকট পৌঁছিয়া ওজু করিয়া নামাজ দোহরাইয়া লইবে।

(মস্‌লা) একজন লোক তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িতেছে, তৎপরে নামাজের মধ্যে তাহার ওজু ভঙ্গ হইয়া গেলে, ইহাতে সে ব্যক্তি তায়াম্মোম করার ধারণায় বাহির হইয়া মৃত্তিকা পাইল না, কাজেই তায়াম্মোম করিতে পারিল না তৎপরে পানি পাইয়া ওজু করিল, এরূপ অবস্থায় সে ব্যক্তি কি করিবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, এমাম হোলওয়ানি বলেন, শেখ এমাম এছমাইল জাহেদ উল্লেখ করিয়াছেন, এমাম আবু ইউছফের (রঃ) রেওয়াএতে আছে যে, উক্ত ব্যক্তি ওজু করিয়া অবশিষ্ট নামাজ পড়িয়া লইবে, কিন্তু হাকেম শহিদ বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি ওজু করিয়া নামাজ দোহরাইয়া পড়িবে, ইহা এমাম মোহাম্মদের মত হইতে পারে। কাজিখান ১/ ৫৬।

লেখক বলেন, প্রথম মতটি ধর্ত্তব্য, কিন্তু দ্বিতীয় মতটি সমধিক এহতিয়াতযুক্ত।

(মস্‌লা) একজন মোসাফের নাপাক অবস্থায় তায়াম্মোম করিয়া নামাজ আরম্ভ করার পরে তাহার ওজু ভঙ্গ হইল, তৎপরে সে ব্যক্তি ওজু পরিমাণ

পানি পাইল, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি ওজু করিয়া অবশিষ্ট নামাজ পড়িয়া লইবে। কাঃ, ঐ পৃঃ।

(মসলা) একজন লোক ওজু করিয়া নামাজ পড়িতেছিল এমতাবস্থায় তাহার ওজু ভঙ্গ হইয়া গেল, ইহাতে সে ব্যক্তি ওজু করিতে গেল, কিন্তু পানি না পাওয়ায় তায়াম্মোম করিল, তৎপরে নামাজের স্থানে পৌঁছিবার অগ্রে পানি পাইল, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি ওজু করিয়া অবশিষ্ট নামাজ পড়িয়া লইবে, আর যদি নামাজের স্থানে পৌঁছিবার পরে পানি পায়, তবে ওজু করিয়া নামাজ দোহরাইয়া লইবে। কাঃ, ঐ পৃঃ।

(মস্‌লা) যদি কেহ তায়াম্মোম করিয়া থাকে, তৎপরে তাহার ওজু ভঙ্গ হইয়াছে কিনা, ইহাতে সন্দেহ হয়, তবে যতক্ষণ ওজু নষ্ট হওয়ার বিশ্বাস না হয় ততক্ষণ তায়াম্মোম বাকি থাকার হুকুম দেওয়া যাইবে। এইরূপ ওজু করিয়া ওজু ভঙ্গ হওয়ার সন্দেহ হইলে, ওজু থাকার হুকুম দেওয়া যাইবে।-—কাঃ, ১/৬০।

(মস্‌লা) একজন লোক (পানি অভাবে ওজুর জন্য) তায়াম্মোম করিয়াছিল, তৎপরে যতটুকু পানি পাইল যদ্দারা প্রত্যেক অঙ্গ এক একবার ধৌত করিতে পারে, তৎপরে যে ব্যক্তি কতক অঙ্গ তিন তিনবার ধৌত করিল, ইহাতে পানি শেষ হওয়ার কেতক অঙ্গ ধৌত করিতে পারিল না, এক্ষেত্রে (তাহার তায়াম্মোম ভঙ্গ হওয়ার কারণে) দ্বিতীয়বার তাহাকে তায়াম্মোম করিতে হইবে। কাঃ ১/৬১।

(মস্‌লা) এক ব্যক্তি তায়াম্মোম করিয়াছিল তৎপরে তাহার কোন অঙ্গে 'দেরমশরয়ি' অপেক্ষা অধিক পরিমাণ নাপাকি লাগিয়া গেল, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি কাপড় কিম্বা মৃত্তিকা দ্বারা উহা মুছিয়া ফেলিবে, কেন না মুছিয়া ফেলিলে, উহা সম্পূর্ণ দূরীভূত না হইলেও কমিয়া যাইবে। কাঃ, ১/৬২।

(মস্‌লা) যদি কোন মোসাফের পানি না পায় এবং শীত প্রধান দেশে ও শীতকালে বরফের নিকট উপস্থিত হয়, তবে তাহার পক্ষে তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে, কেননা শীতকালে বরফ বিগলিত হয় না, আর জমাট বরফে ওজু করা জায়েজ হয় না। কাঃ, ১/৬২।

(মস্‌লা) একদল লোক তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, এমতাবস্থায় একজন লোক উপস্থিত হইল, তাহার সঙ্গে একজন লোকের ওজুর পরিমাণ পানি ছিল, তৎপরে সে ব্যক্তি বলিল, তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি পানি চাহে? ইহাতে তাহাদের সকলের তায়াম্মোম বাতীল হইয়া যাইবে।

(মস্‌লা) এক দল লোক তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িতেছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নাপাকির জন্য তায়াম্মোম করিয়াছিল, আর এক